


শ্রীমতী প্রিয়ারি দলকই

মহাভারত ইতিহাস



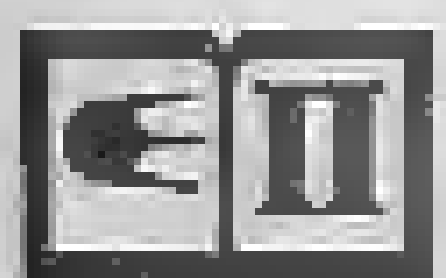


ইয়েকাতেরিনা আগিবালভা,
গ্রিগোরি দনকুই

যথ্যযুগের ইতিহাস

ইয়েকাতেরিনা আগিবালভা,
গ্রিগোরি দনস্কই

মধ্যযুগের ইতিহাস



প্রগতি প্রকাশন
মস্কো

অনুবাদ : সুবীর্ষ মহাপাত্র

Е.В. Агибалова, Г.М. Донской
ИСТОРИЯ СРЕДНИХ ВЕКОВ
В двух томах

У.С. Агибалова, Г.М. Донской
HISTORY OF THE MIDDLE AGES
in two volumes

© Издательство «Просвещение», 1982

© বাংলা অনুবাদ, সংস্কৃতি পত্র - প্রাচীন প্রকাশন : ১৯৮২
সেভিয়েত ইউনিয়নে মুদ্রিত

A 0504020000 - 489 301 - 81
0140917 - 89
ISSN 5-01-000817-3

মুদ্রাপত্র

মধ্যযুগের ইতিহাসের বিদ্যাবল্লভ ৬

১। সামন্ততন্ত্রের গোড়াপত্তন

প্রথম অধ্যায়। ৫ম - ১১শ শতাব্দীতে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ	১০
১। ফ্রাংকদের মধ্যে অনন্যতার ঊৎপত্তি ও বৃদ্ধি। ৫ম শতাব্দীতে ফ্রাংকদের বিচ্ছিন্নতা	১০
২। ফ্রাংকদের রাষ্ট্র গঠন	১৩
৩। সুবৃহৎ ভূমি মালিকানাধার প্রসার ও গোষ্ঠীবাদীদের অধীন কৃষকের উপস্থিতি	১৫
৪। ফ্রাংক সাম্রাজ্য গঠন	২৭
৫। সামন্ততান্ত্রিক ভাবুকতার	২৬
৬। কৃষকদের জীবনযাত্রা ও মেরুভিত্তিক। প্রাকৃতিক অবস্থান	৩৩
৭। সামন্ততন্ত্রের জীবন ও প্রথা	৩৪
৮। পশ্চিম ইউরোপ সামন্ততান্ত্রিক সংস্কৃতির উদ্ভব	৩৬
৯। ৬ষ্ঠ - ১১শ শতাব্দীতে স্যাক্সন	৪০
১০। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের সংস্কৃতি	৪৭

দ্বিতীয় অধ্যায়। ৬ষ্ঠ - ১১শ শতাব্দীতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য	৪২
১১। সামন্ততন্ত্রের গোড়াপত্তন	৪২
১২। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি	৪৬

তৃতীয় অধ্যায়। ৬ষ্ঠ - ১১শ শতাব্দীতে আরবরা	৪৯
১৩। ইসলামের আবির্ভাব এবং আরবদের বিস্তার	৪৯
১৪। আরব বণিকরা রাজ্য ও ভাড়া পত্তন	৫০
১৫। বণিকরা আরব সাম্রাজ্যের সংস্কৃতি	৫২
প্রথম ভাগের উপসংহার	৭৪



২। সামন্ততন্ত্রের বিকাশ

চতুর্থ অধ্যায়। কারিগরি শিল্প ও বণিজ্য বিকাশ। পশ্চিম ও মধ্য
ইউরোপে শহরের সংখ্যা বৃদ্ধি ৭৮

- ৫১৬। মধ্যযুগীয় শহরের উৎপত্তি ৭৮
- ৫১৭। মধ্যযুগীয় শহরে কারিগরি শিল্প ৭৮
- ৫১৮। শিল্পিকদের মধ্যে সমাজিক সংগঠন। মাস্টারিকশিপের উৎপত্তি ৯০
- ৫১৯। ইউরোপে বণিজ্য বিকাশ ৯০

- পঞ্চম অধ্যায়। ১১শ - ১৩শ শতাব্দীতে গ্রীসের শিল্প। ধর্মযাজক ৯৪
- ৫২০। ক্যাথলিক চার্চের শাসন ৯৪
 - ৫২১। ধর্মযাজকদের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চের সংগ্রাম ৯৮
 - ৫২২। গ্রন্থন ব্যবস্থা ১০১
 - ৫২৩। গ্রন্থকর্তাদের কল্যাণ ও সেবাসিদ্ধির পরিণাম ১০৫

- ষষ্ঠ অধ্যায়। পশ্চিম ইউরোপে কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র গঠন ১০২
- ৫২৪। ফ্রান্সের মিতলের রাজতন্ত্র ১০২
 - ৫২৫। ফ্রান্সের মিতলের জন্য সংগ্রাম। ১৩শ - ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজ
শাসনের শক্তিবৃদ্ধি ১১০
 - ৫২৬। শতাব্দী যুদ্ধের মূল্য। ফ্রান্সের ১২৬
 - ৫২৭। মধ্যযুগীয় বিরুদ্ধে ফরাসী জনগণের সংগ্রাম। ফ্রান্সের অবস্থা ১২০
 - ৫২৮। ১৪শ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সের মিতলজীবের পরিস্থিতি ১২৪
 - ৫২৯। ইংল্যান্ডে কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র গঠন ১২৭
 - ৫৩০। ওয়াশ টাইলারের বিদ্রোহ। ১৪শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইংল্যান্ডে রাজ শাসন ১৩৩

- সপ্তম অধ্যায়। ডেনমার্ক হুসাইট যুদ্ধ ১৩২
- ৫৩১। হুসাইট যুদ্ধের প্রারম্ভে চরম বিশৃঙ্খলা ১৩২
 - ৫৩২। হুসাইট আন্দোলনের সূত্রপাত ১৪৪
 - ৫৩৩। হুসাইট যুদ্ধ ১৪৬

- অষ্টম অধ্যায়। ওসমান সাম্রাজ্য এবং তুর্কী নিখিলজগতের বিরুদ্ধে
ইউরোপের জনগণের সংগ্রাম ১৪০
- ৫৩৪। তুর্কী ওসমান বড় বড় বড় বড় বড় বড় বড় বড় ১৪০
 - ৫৩৫। ওসমান সাম্রাজ্যের প্রারম্ভ ও তার পতনের সূত্রপাত ১৪৬

- নবম অধ্যায়। ১৪শ - ১৫শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের সংস্কৃতি ১৪২
- ৫৩৬। শিল্প ও বিজ্ঞান ১৪২
 - ৫৩৭। শিল্প ও সাহিত্য ১৪৬

- দশম অধ্যায়। মধ্যযুগে চীন ও ভারতবর্ষ ১৪৪
- ৫৩৮। চীনে সামন্ততন্ত্র। ধর্ম-বিভাগ ১৪৪
 - ৫৩৯। চীনের জনজীবন ও সাম্প্রদায়িকতা ১৪৪
 - ৫৪০। ভারতে সামন্ততন্ত্র। জমিদারি ও সাম্প্রদায়িকতা ১৪৬

৩। সামন্ততন্ত্রের পতন এবং খৃষ্টিয়ানী সম্পর্কের উত্থান

একাদশ অধ্যায়। ১৪শ শতাব্দীর শেষে ও ১৫শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে
ভৌগোলিক আবিষ্কার। উপনিবেশিক ব্যবস্থাপনা ১৪০

- ৫৪১। ১৪শ - ১৫শ শতাব্দীতে প্রযুক্তি বিকাশ ১৪০
- ৫৪২। ভারত সাম্রাজ্যে প্রযুক্তি বিকাশ। এশিয়ার ভৌগোলিক উপনিবেশ ১৪৪
- ৫৪৩। ১৫শ শতাব্দীতে আমেরিকার আবিষ্কার। আমেরিকার আবিষ্কার ১৪৬
- ৫৪৪। আমেরিকায় ইউরোপীয়দের উপনিবেশিক ব্যবস্থাপনা ১৪৮

- দ্বাদশ অধ্যায়। ১৬শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ডে খৃষ্টিয়ানী বিকাশের সূচনা ১৫০
- ৫৪৫। খৃষ্টিয়ানী শিল্প বিকাশ ১৫০
 - ৫৪৬। বৈজ্ঞানিক উদ্ভাবন ও তার পরিণাম ১৫০
 - ৫৪৭। সাম্প্রদায়িক বণিজ্য এবং উপনিবেশের জন্য সংগ্রাম ১৫৪

- ত্রয়োদশ অধ্যায়। ইউরোপে ধর্ম-সংস্কার। জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ ১৫২
- ৫৪৮। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও কৃষক যুদ্ধের প্রারম্ভে জার্মানি ১৫২
 - ৫৪৯। জার্মানিতে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত ১৫৬
 - ৫৫০। জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ ১৬০
 - ৫৫১। ইউরোপে ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের বিস্তার। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের
বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চের সংগ্রাম ১৬৪

- চতুর্দশ অধ্যায়। নেদারল্যান্ডসের বুদ্ধিবৃত্তি বিপ্লব ১৬০
- ৫৫২। সামন্ততান্ত্রিক সৈন্যের শক্ত-কমতা নেদারল্যান্ডসে। বিপ্লবের সূত্রপাত ১৬০
 - ৫৫৩। নেদারল্যান্ডসের উত্তরে বুদ্ধিবৃত্তি বিপ্লবের বিকাশ ১৬৪

- পঞ্চদশ অধ্যায়। ফ্রান্সে সৈন্যতন্ত্রী রাজতন্ত্র ১৬২
- ৫৫৪। কেন্দ্রীয় শাসনের শক্তিবৃদ্ধি ১৬২
 - ৫৫৫। ১৬শ শতাব্দীর জিগিসের সৈন্যতন্ত্রী রাজতন্ত্র ১৬৬

- ষোড়শ অধ্যায়। ১৫শ শতাব্দীর শেষ থেকে ১৭শ শতাব্দীর প্রথমদেবের
ইউরোপীয় সংস্কৃতি ১৬৬
- ৫৫৬। ফ্রান্সের সংস্কৃতির উত্থান ও বৈশিষ্ট্য ১৬৬
 - ৫৫৭। ইতালিতে শিল্পের স্বাধীনতা ১৬৮
 - ৫৫৮। জার্মানি, নেদারল্যান্ডস ও স্পেনের শিল্পের মহান সৃজনশীলতা ১৬৮
 - ৫৫৯। পশ্চিম ইউরোপের মহান ভেদকমানবতাবাদীরা ১৭০
 - ৫৬০। বিজ্ঞান ও শিল্পের মধ্যে সংগ্রাম ১৭০

- ভুক্তির ভাষায় উপস্থাপন ১৭০
- মানবজীবনের ইতিহাসে মধ্যযুগের ভূমিকা ১৭৪

মধ্যযুগের ইতিহাসের বিময়বস্তু

এম শতাব্দীতে দাস ও কলোনিয়ের (যুদ্ধে ইজারাদার জুস্বলী) জতাবাদে দুর্বল-অগ্র-পাড়া পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতন ঘটল 'বর্ষায়ের' প্রবল জায়গাতে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতির পরবর্তী বিকাশের পথে বাধা সৃষ্টিকারী দাসত্বের ঘটল অবসান।

প্রাচীন বিশ্বের ইতিহাস সমাপ্ত হয় এইভাবে। শুরু হল মধ্যযুগের ইতিহাস। এ ইতিহাস ১২টি শতাব্দীর — প্রাচীন বিশ্বের ইতিহাসের শেষ থেকে শুরু করে মধ্যযুগের প্রারম্ভ পর্যন্ত। সময় রেখাটির নিকটে একটি ভাকলে জোমরা মানব ইতিহাসের সেই জায়গাটি দেখতে পারবে যা জুড়ে রয়েছে মধ্যযুগ।

প্রাচীন গ্রীসী সমাজ পরবর্তী যুগগুলোর প্রাচীন, গ্রীস ও রোম লোক-ব্যবস্থার কয়েকটি আদর্শ ও দাস ব্যবস্থার। মধ্যযুগে জটিলতর জাতিরই ছিল দাস নয়, সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা। এই সমাজ ব্যবস্থায় মূল পত্রভাগের গ্রীসী বলতে ছিল দাস-খালিক ও ভাসেরা নয়, বরং দাস ও ভাসীক কয়েকটা। এবার জোমাদের জানতে হবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার উদ্ভাবন, তার স্তরগুলি ও পতনের কথা।

মানব জাতির জীবনে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থা একই সময়ে গড়ে ওঠে নি। যেমন, পশ্চিম ইউরোপে তা বিকাশ লাভ করে এম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে, অন্য জাতির ক্ষেত্রে — তার আগের-পরে। বিভিন্ন দেশে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রভুত্বের কালও এক রকমের ছিল না।

মধ্যযুগের ইতিহাস পড়ে জোমরা জানতে পারবে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় জনসাধারণের জীবনযাত্রা ও কায়দেমের কথা, কেননা ঘটনাক্রমে ও বীরত্বের সঙ্গে তারা স্বাধীনতার জন্য, উন্নত জীবনের জন্য যোগ্যদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছিল, কীভাবে মুক্তিযুদ্ধে নানা জাতি নিজের স্বাধীনতা অক্ষত রেখেছিল। এই বইটি পড়ে জোমরা জানবে

মানব ইতিহাসে মধ্যযুগের স্থান

শতাব্দী	মধ্যযুগ	সামন্ততান্ত্রিক	সামন্ততান্ত্রিক
১	২	৩	৪
৫	৬	৭	৮
৯	১০	১১	১২
১৩	১৪	১৫	১৬
১৭	১৮	১৯	২০
২১	২২	২৩	২৪
২৫	২৬	২৭	২৮
৩১	৩২	৩৩	৩৪
৩৮	৩৯	৪০	৪১
৪৫	৪৬	৪৭	৪৮
৫৫	৫৬	৫৭	৫৮
৬৫	৬৬	৬৭	৬৮
৭৫	৭৬	৭৭	৭৮
৮৫	৮৬	৮৭	৮৮
৯৫	৯৬	৯৭	৯৮
১০৫	১০৬	১০৭	১০৮
১১৫	১১৬	১১৭	১১৮
১২৫	১২৬	১২৭	১২৮
১৩৫	১৩৬	১৩৭	১৩৮
১৪৫	১৪৬	১৪৭	১৪৮
১৫৫	১৫৬	১৫৭	১৫৮
১৬৫	১৬৬	১৬৭	১৬৮
১৭৫	১৭৬	১৭৭	১৭৮
১৮৫	১৮৬	১৮৭	১৮৮
১৯৫	১৯৬	১৯৭	১৯৮
২০৫	২০৬	২০৭	২০৮
২১৫	২১৬	২১৭	২১৮
২২৫	২২৬	২২৭	২২৮
২৩৫	২৩৬	২৩৭	২৩৮
২৪৫	২৪৬	২৪৭	২৪৮
২৫৫	২৫৬	২৫৭	২৫৮
২৬৫	২৬৬	২৬৭	২৬৮
২৭৫	২৭৬	২৭৭	২৭৮
২৮৫	২৮৬	২৮৭	২৮৮
২৯৫	২৯৬	২৯৭	২৯৮
৩০৫	৩০৬	৩০৭	৩০৮
৩১৫	৩১৬	৩১৭	৩১৮
৩২৫	৩২৬	৩২৭	৩২৮
৩৩৫	৩৩৬	৩৩৭	৩৩৮
৩৪৫	৩৪৬	৩৪৭	৩৪৮
৩৫৫	৩৫৬	৩৫৭	৩৫৮
৩৬৫	৩৬৬	৩৬৭	৩৬৮
৩৭৫	৩৭৬	৩৭৭	৩৭৮
৩৮৫	৩৮৬	৩৮৭	৩৮৮
৩৯৫	৩৯৬	৩৯৭	৩৯৮
৪০৫	৪০৬	৪০৭	৪০৮
৪১৫	৪১৬	৪১৭	৪১৮
৪২৫	৪২৬	৪২৭	৪২৮
৪৩৫	৪৩৬	৪৩৭	৪৩৮
৪৪৫	৪৪৬	৪৪৭	৪৪৮
৪৫৫	৪৫৬	৪৫৭	৪৫৮
৪৬৫	৪৬৬	৪৬৭	৪৬৮
৪৭৫	৪৭৬	৪৭৭	৪৭৮
৪৮৫	৪৮৬	৪৮৭	৪৮৮
৪৯৫	৪৯৬	৪৯৭	৪৯৮
৫০৫	৫০৬	৫০৭	৫০৮
৫১৫	৫১৬	৫১৭	৫১৮
৫২৫	৫২৬	৫২৭	৫২৮
৫৩৫	৫৩৬	৫৩৭	৫৩৮
৫৪৫	৫৪৬	৫৪৭	৫৪৮
৫৫৫	৫৫৬	৫৫৭	৫৫৮
৫৬৫	৫৬৬	৫৬৭	৫৬৮
৫৭৫	৫৭৬	৫৭৭	৫৭৮
৫৮৫	৫৮৬	৫৮৭	৫৮৮
৫৯৫	৫৯৬	৫৯৭	৫৯৮
৬০৫	৬০৬	৬০৭	৬০৮
৬১৫	৬১৬	৬১৭	৬১৮
৬২৫	৬২৬	৬২৭	৬২৮
৬৩৫	৬৩৬	৬৩৭	৬৩৮
৬৪৫	৬৪৬	৬৪৭	৬৪৮
৬৫৫	৬৫৬	৬৫৭	৬৫৮
৬৬৫	৬৬৬	৬৬৭	৬৬৮
৬৭৫	৬৭৬	৬৭৭	৬৭৮
৬৮৫	৬৮৬	৬৮৭	৬৮৮
৬৯৫	৬৯৬	৬৯৭	৬৯৮
৭০৫	৭০৬	৭০৭	৭০৮
৭১৫	৭১৬	৭১৭	৭১৮
৭২৫	৭২৬	৭২৭	৭২৮
৭৩৫	৭৩৬	৭৩৭	৭৩৮
৭৪৫	৭৪৬	৭৪৭	৭৪৮
৭৫৫	৭৫৬	৭৫৭	৭৫৮
৭৬৫	৭৬৬	৭৬৭	৭৬৮
৭৭৫	৭৭৬	৭৭৭	৭৭৮
৭৮৫	৭৮৬	৭৮৭	৭৮৮
৭৯৫	৭৯৬	৭৯৭	৭৯৮
৮০৫	৮০৬	৮০৭	৮০৮
৮১৫	৮১৬	৮১৭	৮১৮
৮২৫	৮২৬	৮২৭	৮২৮
৮৩৫	৮৩৬	৮৩৭	৮৩৮
৮৪৫	৮৪৬	৮৪৭	৮৪৮
৮৫৫	৮৫৬	৮৫৭	৮৫৮
৮৬৫	৮৬৬	৮৬৭	৮৬৮
৮৭৫	৮৭৬	৮৭৭	৮৭৮
৮৮৫	৮৮৬	৮৮৭	৮৮৮
৮৯৫	৮৯৬	৮৯৭	৮৯৮
৯০৫	৯০৬	৯০৭	৯০৮
৯১৫	৯১৬	৯১৭	৯১৮
৯২৫	৯২৬	৯২৭	৯২৮
৯৩৫	৯৩৬	৯৩৭	৯৩৮
৯৪৫	৯৪৬	৯৪৭	৯৪৮
৯৫৫	৯৫৬	৯৫৭	৯৫৮
৯৬৫	৯৬৬	৯৬৭	৯৬৮
৯৭৫	৯৭৬	৯৭৭	৯৭৮
৯৮৫	৯৮৬	৯৮৭	৯৮৮
৯৯৫	৯৯৬	৯৯৭	৯৯৮
১০০৫	১০০৬	১০০৭	১০০৮

সেই সব নির্ভীক পদটির কথা, যারা অজানা দেশ আবিষ্কারের উদ্দেশ্যে পাড়ি দিয়েছিলেন কুসুম সমুদ্র যাত্রায়। প্রথমতঃ আরও জানতে পারবে জগৎবিখ্যাত বিজ্ঞানীদের চিন্তাভাবনা ও কায়দেমের কথা, মহান শিল্পীদের কথা, যাঁদের আবিষ্কারণের কাহিনী শুনে, যাঁদের শিল্প-নিদর্শন দেখে মানবজাতি আজও মুগ্ধ।

২। কিসের ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা মধ্যযুগের ইতিহাস চর্চা করেন। পৃথিবীর বহু জাদুঘরে বৈবয়িক পুরাবস্তু সংরক্ষিত আছে: প্রবের মন্দির, আর সাহায্যে মধ্যযুগে কৃষক ও কারিগররা কায়দে করত, অস্ত্রশস্ত্র, মুদ্রা, আসবাব ও বাসনপত্র।

তবে প্রাচীন বিশ্বের ইতিহাসের তুলনায় মধ্যযুগের ইতিহাস আমাদের কালের কাছাকাছি। তাই তার অনেক 'ছাপ' ভূপৃষ্ঠের উপরিভাগে রয়ে গেছে। প্রাচীন শহরগুলিতে এখনও দেখা যায় পুরো নানা অংশ, যেগুলি জুড়ে মধ্যযুগের কারিগর ও সওদাগরদের বাড়িঘর, নুগের প্রাচীর ও মিনার, বড় বড় মন্দির দ্বারা।

তবে বৈবয়িক ঐতিহাসিক উৎসের দ্বারা মানুষের জীবনের সবকিছু জানা যায় না। মধ্যযুগের ইতিহাসের ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের ভাষায় আছে অসংখ্য লিখিত ঐতিহাসিক বিবরণী, যেগুলি সংরক্ষিত আছে দলিলপত্রের সংগ্রহশালা তথা মহাফেজখানায়। মোকাবেলা জমি অথবা মূল্যবান বস্তু উপহার দিত, উত্তরাধিকার হিসেবে দিত, কিন্ত, তখন তারা দলিল তৈরি করত। এমন সরকারী দলিলের মধ্যে আছে সম্পত্তির খুসারিদা, প্রশাসন কর্তাদের রিপোর্ট, ইত্যাদি। বিশেষ এক গুরুত্ব দলিলের মধ্যে পড়ে লিখিত আইনাবলী ও সরকারী নির্দেশনামা, আইন-আদানতের সিদ্ধান্ত।

মধ্যযুগের অনেক ঐতিহাসিক রচনা, রচনাপ্রণী সংরক্ষিত আছে। সেগুলিতে ঘটনাবলীর বিবরণ দেওয়া হয়েছে তার প্রকৃত কালানুক্রমিক



অতি মূল্যবান কপ (মধ্যযুগীয় কারিগরী নমুনা)

মধ্যযুগীয় ভাস্কর্য। (মধ্যযুগীয় ইতিহাসে বই থেকে নিম্নোক্ত)



নকশা অনুসারে। এমন ঐতিহাসিক রচনাও বৃদ্ধি পাবা হয়েছিল, যার
চরিত্রের মূর্তি বর্ণনা ছাড়াও ঘটনাবলীকে খানা বর্ণে বিবৃত করতে ও
কবিতা দিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। মধ্যযুগ থেকে আমরা পেয়েছি
বেশকিছু সাহিত্যিক রচনাবলী ও বিজ্ঞানীদের রচনা। ১৫শ শতাব্দীর
মধ্যমার্গে ছাপাখানা আবিষ্কারের আগে পর্যন্ত সব বই লিখা-ছাপা
হত।

মধ্যযুগে জীবনের অনেক কষ্টাই বহুতে পারে মিলে নমুনাগুলি :
জী ও কটপত্রের ছবি, শিখা আর মন্দিরের ছবি ও মূর্তি। পৃথিবী
সবচেয়ে নিম্নেই বান-দেবতা যাদের প্রকাশ করতে পারেন, কৃষকস্বামী,
চলকমার। এমনকি ছাপা ভবনগুলির ছাড়াও মধ্যযুগীয় মানুষের
জীবন ও অনুভূতি ব্যাপারে বিজ্ঞানীদের অনুসন্ধানে কৃষ্টির ছবি
উল্লেখ্য।

কিন্তু উল্লেখ্য ভিত্তিতে বিজ্ঞানীরা মানুষের জীবন সম্বন্ধে তথ্য
সংগ্রহ করেন। তাঁরা সেগুলির তুলনা করেন, নির্দিষ্ট সময়ের বিচারে
জীবন ক্ষেত্রে কতখানি সত্যতাও প্রতিফলিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা করেন,
এক পরিবেশে নানা সিদ্ধান্তে উপনীত হন, ইতিহাসের অন্যান্য আলাদা
চরিত্র ও মোটা পর্যায়ের ব্যাখ্যা দেন।

১। মধ্যযুগের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় কমান্ডের উদ্দেশ্য কী? ২। ভূমিকার প্রতিটি ছবি দেখে মধ্যযুগীয়
মানুষের জীবন সম্পর্কে কী জানা যায়? ৩। জৈব বন, বৃক্ষ অথবা অজৈব বন্যের কথা বলতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা প্রায়ই
কোন কোন ঐতিহাসিক উদ্দেশ্য উল্লেখ করেন। অর্থনীতি অথবা শ্রেণীগুলির অবস্থান অধ্যয়নের সময় তাঁরা
কী কী উদ্দেশ্যে গবেষণা করেছেন?



জলিফ
শহরের
পার্শ্ব
ও মিনার



মধ্যযুগীয় ক্রস্টমুন

সামন্ততন্ত্রের গোড়াপত্তন

১



৫ম — ১১শ শতাব্দীতে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপ

৫ম শতাব্দীর শেষ থেকে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যে অপ্রতিরোধ্য স্রোতে জার্মান উপজাতিগুলির আগমন ঘটে। সে সময় গ্রীক ও রোমানরা বাস করত দাস সমাজ ব্যবস্থা, আর জার্মানরা থেকে গেছিল আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থাতেই। খ্রীষ্টাব্দের প্রথমে শতকগুলিতে তাতে দ্রুত ভাঙ্গন ধরেছিল। বিজয়ী এলাকাগুলিতে ক্রমশ দেখা দিচ্ছিল সামন্ত প্রথা।

১। জার্মানদের মধ্যে অসমতার উৎপত্তি ও বৃদ্ধি।

৫ম শতাব্দীতে জার্মানদের নিষ্টিভাৱ

(চ. ১ নং মানচিত্র)

১। জার্মানদের বৃত্তি। প্রাচীন যুগে জার্মানদের মধ্যে ছিল রাইন নদী থেকে এলব নদী পর্যন্ত এলাকা।

খ্রীষ্টাব্দের সূচনা কালে তারা থাকত গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠীতে; গোত্রগুলি মিলিত হয়ে গড়ে উঠেছিল উপজাতি। প্রতিটি গোত্র বাস করত আলাদা আলাদা গ্রামে। বনজীবন ও চাষাণুত্বের মাঝে সমগোত্রীয় লোকেরা বন্যত কাঠের বুড়ের ঘর, ছাইত সেগুলো খড়কুটো দিয়ে, আর শস্যের হাত থেকে বাঁচায় অন্য বসত এলাকা-ঘিরে থাকত গাছপালার বেড়া ও পরিখা গ্রামের চারিদিকের জমির মালিক ছিল গোত্র-গোত্র।

জার্মানরা গরু-ছাগল ও হাঁস-মুরগি পালত, বুনো জন্তু শিকার করত, মাছ ধরত, তবে তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল কৃষিকাজ। জমি পরিষ্কারের জন্য গোত্রের লোকেরা গছ কাটত, গুল্মকে একেবারে নির্মূল করত। জমির উর্বরতা বজায় থাকার পর্যন্ত তাতে কসল বুনত। দু-তিন বছর বাদে সেই জমি ছেড়ে তারা নতুন জমি শাক করত।

জমি বৈতরি করত গুরু বৈয়দাল দিয়েই নয়। প্রায়ই তাতে হালকা মাড়র ঢালাত, পরে কঠোর ঘাই দিয়ে মাটি ভাঙত। লাঙলে খুঁতত বলদ। বিজয় হওয়ার পর জার্মানরা রোমানদের কাছে দুই-জমি ব্যবস্থাটি রপ্ত করে। কর্তব্যযোগ্য জমিকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হত: একটায় বীজ বুনত, আর অন্যটা ছিল হাল-দিয়ে-দেলে-স্রোয়া জমি, অর্থাৎ সেটা

		প্রথম বছর
হাল-বসান	ফসলি ফেলা (অথবা জমি)	
		দ্বিতীয় বছর
ফসলি ফেলা (অথবা জমি)	ফসল বসান	



‘বিগ্রাম’ করত। তারা ফসলের জমি এবং হাল-দিয়ে-দেলে-স্রোয়া জমি প্রতি বছর বন্যত। দুই-জমি ব্যবস্থার আশ্রয় নেবার ফলে কৃষিকাজে শ্রম-উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

২। গোত্রীয় থেকে প্রতিবেশী গোষ্ঠীতে। উভয়ভাবে জমি ব্যবহার করতে শিখে জার্মানরা পুরো এক গোত্র দিয়ে ক্ষেত কাজ করা বন্ধ করে। জমিকে নানা ভাগে বিভক্ত করা হত, যা ব্যবহার করত বিভিন্ন পরিবার। দীর্ঘকালীন অভিজ্ঞানের সময় গোত্রের লোকেরা প্রায়ই নিজেদের গোত্র থেকে অনেক দূরে চলে যেত। নতুন জায়গায় তারা বসবাস করত অন্য গোত্রের লোকেরদের সঙ্গে একত্রে। বসন্ত এলাকায় তখন গুরু সমগোত্রের লোকেরাই থাকত না, থাকত সামান্য প্রতিবেশীরাও।

ইতাবেই ৫ম—৬ষ্ঠ শতাব্দীতে ধীরে ধীরে গোত্রভিত্তিক গোষ্ঠীর বদলে দেখা দেয় প্রতিবেশী গোষ্ঠী।

জমি অরশ্য আগের মতোই সবার সম্পত্তি বলে গণ্য হত। তবে সর্দাররা প্রতিটি পরিবারের জন্য আবাসী জমিতে নিজেস্ব ভাগ ভাগা চাষের ক্ষমতা ঠিক করত। প্রতিটি পরিবার জমি চাষ করত প্রমের নিয়ম

দুই জমি-ব্যবস্থা

জার্মানরা গোত্র-গোত্র, টুটি, চালা-টুটি, বেন্ট, রোম-বোমের ব্যবস্থা, ফ্রুড

জার্মান পুরো (যেগুলিকে নির্দিষ্ট জমি)



মহাদেবের দিবে, এবং তোলা কসনের মালিক হইত একবার তরাই।
মাসের সাপ্তাহের পর চাদের জমি পরিণত হইত সবার চরশ্রমিতে : সব
গাভারসীই তাতে পণ্য চরাইত। তাই গোষ্ঠীর লোকেরা কৃষিকাজ শুরু
করত ও শেষ করত একই সময়ে জার জমিপুলোতে একই রকমের
পসার বীজ বুঝত।

বনভঙ্গল, ভূগভি ও মননীর ব্যবহার করত সবাই। গোষ্ঠীর
প্রতিটি লোক বনে গিয়ার করতে ও গাছ কাটতে পারত, চারণভূমিতে
গুরুভেড়া চরাতে, মননীর ও হুমে মাল হাতে পারত।

প্রতিবন্দী গোষ্ঠী ব্যবস্থার আসার সঙ্গে সঙ্গেই জার্মানদের মধ্যে
অসমতার সূত্রপাত ঘটে।

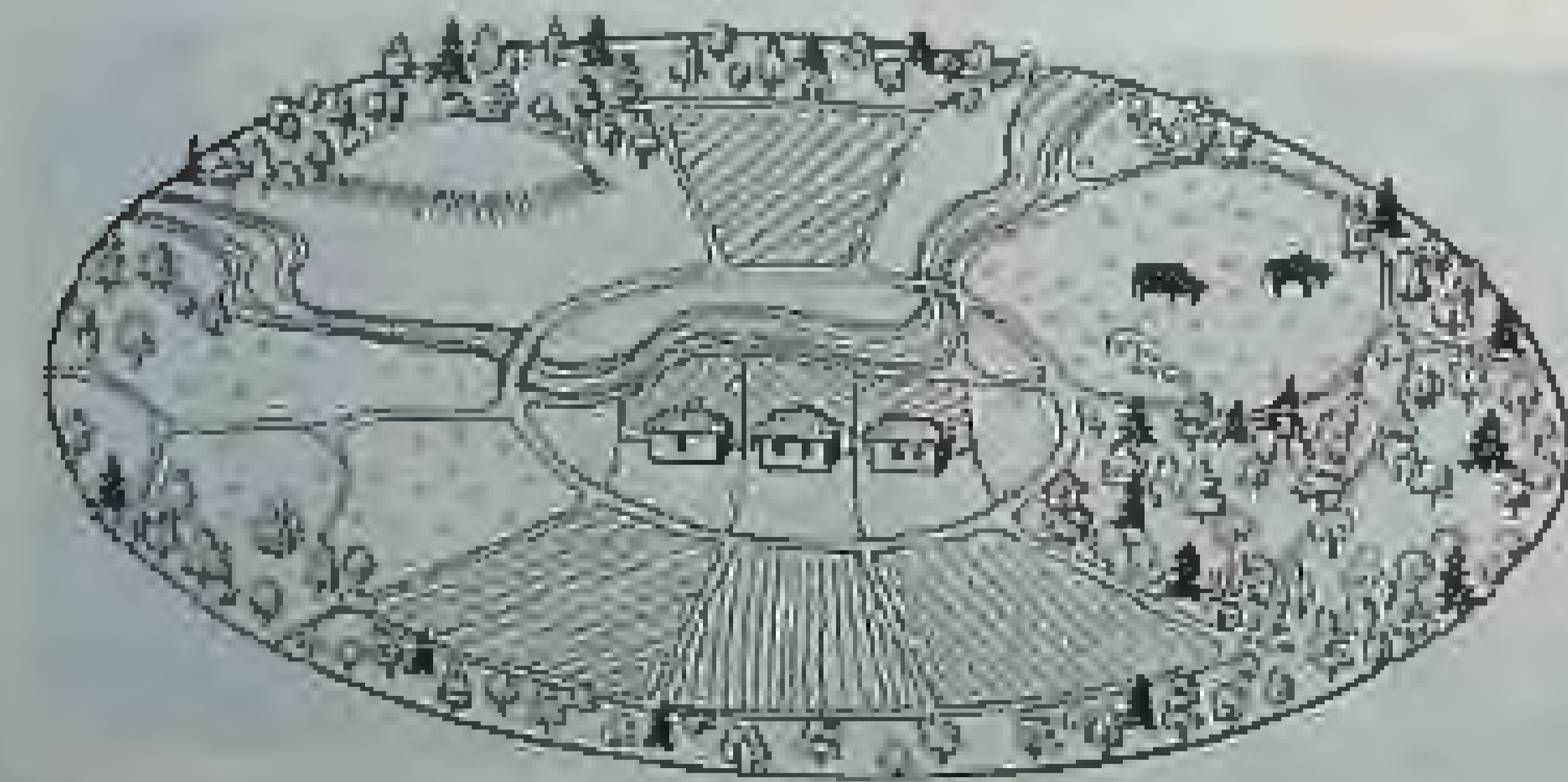
৩। জার্মানদের মধ্যে অসমতা বৃদ্ধি। উপজাতিকে পরিচালনা করত
সমস্যা। সর্দারের জ্ঞান বশস্ত পুরুষেরা জন্মেই হইত বনের সুশীল
মার্গে। সজা অতি-জরুরী সমস্যার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিত : যুদ্ধ ঘোষণা
করত ও শান্তি চুক্তি সম্পাদন করত, নেতা নির্বাচন করত, গোষ্ঠীর
লোকদের বিরোধ মীমাংসা করত। গণসভা বিচারকার্য সমাধা করত
পূর্ব-পুরুষের প্রাচীন প্রথানুসারে।

ব্রাহ্মণদের লোভের দিকে জার্মানদের মধ্যে সম্ভ্রান্ত তথা 'উপজাতির
অপস্রব' দেখা দিল। এদের মধ্যে ছিল ভোক্ত-সর্দাররা, এবং অভিযান
কালে উপজাতিকে নেতৃত্বদানকারী সামরিক নেতারা। একই পরিবার
থেকে নেতা নির্বাচন ঘিরে ধীরে ধীরে প্রচার পরিণত হয়। গোষ্ঠীর সাধারণ
লোকদের চেয়ে সম্ভ্রান্ত মানুষের পশুর সংখ্যা ছিল বেশি এবং উত্তম
জমিপুলো তারাই পেত। যুদ্ধে সৃষ্টিত সুবোর সিংহভাগও তারাই পেত।
এবল থেকে সম্ভ্রান্ত লোকেরাই শুরু গণসভার ভাষণ দিত, আর উপজাতির
সাধারণ সদস্যরা অস্ত্রের ধস্কার তুলে তাদের প্রস্তাবগুলির প্রতি সমর্থন
জ্ঞাপন করত অথবা উত্তমেরে চিৎকার করে তা প্রত্যাখ্যান করত।



জার্মানদের গোষ্ঠী: পুরুষ
ও নারী

প্রতিবন্দী গোষ্ঠী। প্রতিটি
পরিবারের আছে বাগান সহ
জাতি। জমির উর্বরতা
অল্পদূরে চাষের জমিকে জায়
করা হত। গোষ্ঠীর সব
লোকের কাছে একই রকমের
চাষাবাদের সুবিধা থাকে তার
জায়গা সবাইয়ের সব রকমেরই
জমি দেওয়া হত ; ও সবই
নিজে গড়ে উঠত গোষ্ঠীর
এক-একজনের 'ভূ-খণ্ড'।
ভূমি বিতরণের ও ব্যবস্থাকে
বলা হত কালি-জমি ব্যবস্থা।



অস্ত্র বইতে পারে এমন সব পুরুষ মানুষই যুদ্ধের সময় যেনা হইত
উঠত। নেতারা নিজেদের জন্য এক স্থায়ী বাড়ী তথা বরকন্দাজ দল
সংগ্রহ করত। বরকন্দাজদের নেতা যেতে দিত নিয়ন্ত্রণে রেখে, তাদের
অনুগমন ও বন্দী খোঁজা দিত, আর বরকন্দাজ বনের কাজ ছিল নেতার
আদেশ পালন।

রোম সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে অভিযানের কালে জার্মানদের মধ্যে অসমতা
খুব বৃদ্ধি পায়। সম্ভ্রান্ত লোকেরা তখন বাস করত প্রধানত সৃষ্টিত
সুবোর ভিত্তিতে এবং নিজেদের খেতে তারা আর কাজ করত না। সম্ভ্রান্ত
লোকদের খেতে কাজ করত যুদ্ধবন্দী দাসেরা। কিন্তু জার্মানদের দাসের
সংখ্যা ছিল কম। দাসকে সামান্যত অনতিদূর এক ভূখণ্ড দেওয়া
হত, যাতে সে কৃষিকাজ চালাত। এই জমি থেকে পাওয়া ফসল গিয়ে
সে তার পরিবার চালাত, এবং ফসল ও পশুপাখির একাংশে সে নিত তার
প্রভুকে।

৪। সাম্রাজ্যের এলাকায় জার্মানদের বসতি স্থাপন। সাম্রাজ্য অস্ত্রের
হানার পর জার্মানরা শত্রু করেছিল দিগ্বিজয়। পুরো উপজাতির পর
উপজাতি নিজস্ব জায়গা ছেড়ে বেরিয়ে পড়ত সুদূর অভিযানে। ষে
শতাব্দীর শেষে জার্মানরা ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের নানা
এলাকায় : জ্যান্ডলেরা — উত্তর আফ্রিকা, পশ্চিম গোথরা — স্পেনে,
পূর্ব গোথরা — ইতালিতে, ফ্রাঙ্করা — গলিয়ায়, অ্যারলো-সারম্যাট —
প্রিটেনে।

দুর্ভিক্ষ-হয়ে-পড়া পশ্চিম রোম সাম্রাজ্য 'বর্বরদের' স্বাক্ষরপত্রের দাবী
সইত পারত না। নিষ্ঠুর শোষণ ও অসহ্য করভারে অজরিত সেবানকার
বাসিন্দারা জার্মানদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ প্রত্যাগমন করত। গাম,
কমোন ও মুক্ত পরিবার বিদ্রোহীদের পক্ষ নিত, তাদের নানা বাহিনীতে
যোগ দিত, তাদের জন্য নানা শব্দের বার খুলে দিতে লাগত।

বরকন্দাজ দল সব সামরিক
নেতা। (আধুনিক শিল্পের
জীবন ফর্ম)



বহু শহর ধ্বংস হয়েছিল। যেগুলি রক্ষণ পেয়েছিল সেগুলির পতন দেখা গেল। বহু শতাব্দী ধরে অনেক কারিগরি শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। বন্দর ও রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে পড়ে, ব্যবসা-বাণিজ্য কেমে থেলে।

জার্মানদের নানা আক্রমণাভিযানের ফলে পশ্চিম ইউরোপে পতনোন্মুখী দাস সমাজ ব্যবস্থার ধ্বংস ঘটল। দিগ্বিজয়ের পর জনসাধারণের মূল অংশ বলহীন ছিল মুক্ত গোষ্ঠীবাসী-কৃষক।

১। খ্রীষ্টাব্দের প্রথমের শতকগুলিতে কৃষিকাজে কী কী উন্নতি হয়েছিল? পরিণামে কী ঘটেছিল? সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর সাধারণ নেতাদের সভাকার অনুমতি বিসের মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ পেত? ৫ম শতাব্দীতে জা কোন পরিণতি হয়? ২। জার্মানদের বসবাস এলাকাগুলি মানচিত্রে দেখাও। ৩। ৫ম শতাব্দীর শেষে জার্মানদের আধিপত্য গোষ্ঠী ব্যবস্থার পতনের প্রমাণ বিসে পাওয়া যায়? গোষ্ঠীর নিরনশুম্বলতা থেকে কী টিপে চলেছিল?

§ ২। ফ্রাঙ্কদের রাষ্ট্র গঠন

(স. ২ নং মানচিত্র)

২। ফ্রাঙ্কদের গলিয়া বিজয়। ঠিকানা বদলের আগে ফ্রাঙ্কদের জার্মান উপজাতিগুলি বাস করত রাইন নদী প্রবাহের নিম্ন ভাগে। প্রতিটি উপজাতির সর্দার হিসেবে ছিল নিজস্ব এক সামরিক নেতা। ৫ম শতাব্দীর শেষার্শ্বেই ফ্রাঙ্ক নেতাদের মধ্যে ক্লডভিগ নামে চতুর্থ, বিসেবী ও লিম্বুর্গ এক নেতার আবির্ভাব ঘটে।

প্রতিবেশী গলিয়ার উর্বর সমভূমি ফ্রাঙ্কদের প্রবৃত্ত করত। তারা এখানে জমি ও গণুপাল, দামী অস্ত্রশস্ত্র ও মুকের মোড়া কবজা করার সধ্য দেখত। পশ্চিম রোম সাম্রাজ্যের পতনের পর গলিয়া শাসন করছিলেন



৫ম - ৮ম শতাব্দীর ফ্রাঙ্ক রাজ্য প্রাচীন (মডেল)। কাঠের ইमारতগুলির চারিপাশে আছে বেড়া। সমুদ্র থেকে - বিশাল আভিনা, বাকে দিগ্রে আছে বায়ল্যা। তার সঙ্গে আছে বসন্তান। বাঁয়ে মাথা কুলেছে চৌকিনাঙ্কের মিনার। শিহনে - কথান, সোলনাকি, ইজাকি।

প্রাক্তন রোমান এক স্থানীয় কঠোর্যক্তি, যিনি নিজেকে স্বাধীন শাসক দানে ঘোষণা করেন। অন্যন্য উপজাতির নেতাদের সঙ্গে মিত্রতা স্থাপন করে ক্লডভিগ ফ্রাঙ্কদের গলিয়ার বিরুদ্ধে আক্রমণাভিযানে নিজে যান।

৪৮৬ সালে পুরানন শহরের কাছে প্রচলিত লড়াইয়ে ফ্রাঙ্করা রোমান সেনাবাহিনীকে পরাজিত করে এবং গলিয়ার একাংশে অধিকার করে। পরে তারা দেশের দক্ষিণাঞ্চল তাতে সংযুক্ত করে। রাইন নদীর পূর্ব দিকের বহু জার্মান উপজাতিকেও ফ্রাঙ্করা জয় করে নেয়।

২। অধিকৃত জমি ফ্রাঙ্কদের নিজেদের মধ্যে ভাগাভাগি। অন্যন্য জার্মান জাতির মতো ফ্রাঙ্করাও দেশ থেকে প্রতিবেশী গোষ্ঠী ব্যবস্থায় চলে আসছিল, অসমতা বৃদ্ধি পান্ছিল। বিজয়ী দেশে ফ্রাঙ্করা রোমান দাস-মালিকদের কিছু কিছু জমি ভাগাভাগি করে নেয় এবং শূন্য জমিগুলি সাফ করে তাতে কৃষিকাজ শুরু করে।

গোষ্ঠীর সাধারণ লোকেরা পেল ছোট ছোট পারিবারিক ভূখণ্ড। তবে ক্লডভিগ বিশাল বিশাল জমি কবজা করে নেন, যা অংশ ছিল রোমান সম্রাটের সম্পত্তি। নিজের ক্ষমতা মজবুত করার উদ্দেশ্যে তিনি বরকন্দাজদের ও ধর্মিষ্ঠ ব্যক্তিদের মুক্তহাতে জমি দান করতে লাগলেন। সুবিশাল জমি অধিকার করে সম্ভ্রান্ত ফ্রাঙ্করা বড় বড় জমিদার হয়ে ওঠে।

সম্ভ্রান্ত লোকেরদের জমিজমা পরিণত হয় তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে; এই জমি দান করা যেত, উত্তরাধিকার হিসেবে দেওয়া যেত, সেবার উপহারস্বরূপ ভূতা ও সেনাদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে দেওয়া যেত। বড় বড় জমিদারদের জমিতে কাজ করত রোমান আনল থেকে টিকে থাকা দাস ও কন্সলনরা।

কিছু কিছু রোমান দাস-মালিক জাজাহুড়ে করে ক্লডভিগের শাসন যেনে নেয় এবং তারা তাদের ভূসম্পত্তি টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। বিজয়ী দেশ শাসনে তারা ক্লডভিগকে সাহায্য করে এবং দীরে দীরে ফ্রাঙ্ক সাম্রাজ্যের সঙ্গে মিশে যায়।

জমিতে ব্যক্তিগত মালিকানা দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে উঠবে ঘটে শ্রেণী বিভাগের, অর্থাৎ লোকেরদের বড় বড় দলের, যেগুলির একটি অন্যকে শোষণ করতে পারত।

৩। ক্লডভিগ রাজা হলেন। প্রায় ৫০০ সালে প্রতিষ্ঠিত হল ফ্রাঙ্কদের রাষ্ট্র - শোভিতদের সমন করার এক বিশেষ শক্তি। রাষ্ট্রের সাহায্যে বড় জমিদাররা গলিয়ার বশীভূত স্থানীয় বাসিন্দাদের, দাস ও কন্সলদের এবং একই সঙ্গে স্বাধীন গোষ্ঠীবাসী-ফ্রাঙ্কদের নিজেদের জরীনে



ফ্রাঙ্ক নেতা। সেনার পট প্রচলিত কল্পে চিত্রিত করা। জাণ যতে আছে জালশালা নিজে মেলা ও শত্রু চান্দরা নিজে ঢাকা ঢাক। মুখে শত্রুর কাছাকাছি এসে মোমোতা ভাগের দিকে ছুঁড়ত বোম, পরে মুকের কুড়ান মুড়ত, আরও কাছে এসে ঢালোত অস্ত্রোত্তর।

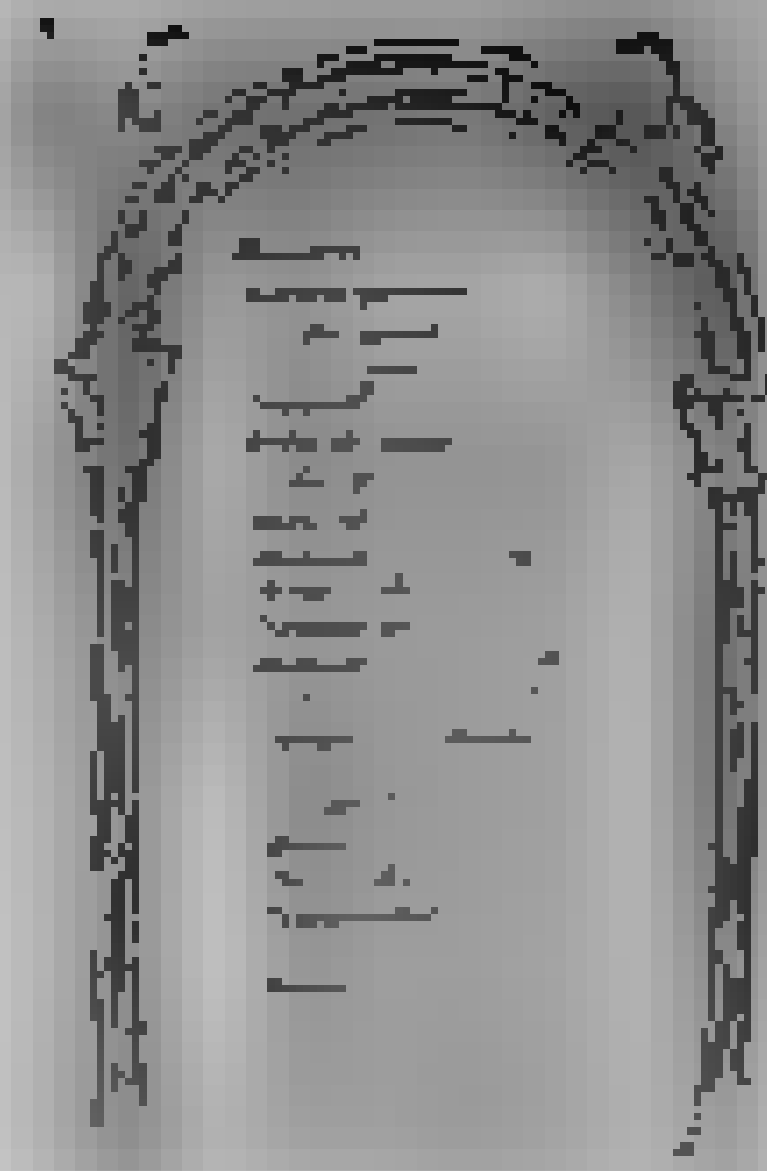
[illegible]

বন্দীকৃত রাজা কুমারী সুন্দরী করে পুড়েছেন।
 বিদ্রোহী ব্রাহ্মসমাজের ১৪ নির্বাসনের আশ্রয় নিয়ে স্বাধীনতা
 উঠে। বড় গণিতা বিজ্ঞান অধ্যাপকস্বরী অমোঘা সত্যবতী নেতৃত্ব
 নিয়ে বড়ো চিন্তা হয়ে উঠেছে। রাজা কুমারী সত্যবতী এখন
 মুক্তি পেরেছেন। এল একটি নতুন উপস্থিতি। বড়ো সত্যবতী সমস্ত
 মানুষের অগ্রদূত। নেতৃত্ব কুমারী। রাজা কুমারী ছিল অনেক বেশি
 উন্নত। রাজা কুমারী কুমারী নিজে নিজে সত্যবতীর হাতে
 রাজ্য দিচ্ছে। কার্যকলাপকে বড়ো বড়ো বড়ো বড়ো এবং
 সত্যবতী হল সত্যবতী

[illegible]

কৃষ্ণক গোষ্ঠীজ আদেব নত্রেই গঠিত হত গোষ্ঠীবারীদেব নিয়ে
ত্রে প্রধান সামরিক শক্তি হত্রে উর্জিত রাজার বরকন্দাশ দল বা নিকম্ব
ইলনাসনত ব্রহ্মজ্ঞিতগেব বহিনোতে এসে যোগ নিত নিহত নেভাদেব
বহু বরকন্দাশ। এইসম সৈন্যসমভেব সাহাবো রাজা গনিত্র বসিম্বাদেব
ও কৃষ্ণক-গোষ্ঠীবারীদেব বশীভূত করে রেখেছিলেন।

বিমান দেশের প্রতিটি জেলায় হুলেভিগি তাঁর অনুগত লোকদের
 ন্যায় বেসে-শাসক নিযুক্ত করলেন। এই শাসক ভূগা কাউন্টরা লোকদের
 কাছে সেরেফ বাঙালী আদায় করত, সেনাদারীনা পরিচালনা করত,
 অস্ত্র-তরকারী কান্ড চালাত।



આશ્વિનવંશ ચાંદ્રમાસની
માસદશાત્રય એક પૂર્ણિમા
કૃત્ય જાણ્યાનીય તાતિસ ચાંદ્રમાસ
અન્નહરિષી

অতীতে নানানভাবে সরকারী ও বেসরকারি মর্মে বিলাস বোঝাস
করত ও তাদের মোহন্যটি বিচার করত কিন্তু এখন বেচক প্রকারে করছেন
মর্মে বিচারক আদার মর্মেই প্রায়ের বাসিন্দার বিচার করায় মর্মে
হত, কিন্তু বিচারে চুক্তি স্টাটামেন্ট ছিল অত্যন্ত কার্যকর

বড় বড় জমিদাররা সেইসব লোকের জন্য পাঠ্যের ক্ষেত্রে ব্যবস্থা
 চালু করতে চাইল যারা তাদের জমি ও সম্পত্তি দেখাশোনা করতে
 মাল্টিভিশ্যুয়াল আমলে পাঠ্যের বীতিনীতি ও হাতের নতুন নির্দেশাবলী
 লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল। এগুলির নির্দিষ্টত সহকলিত হয়েছিল কলকাতার
 প্রথম আইন নথি। এইসব আইনের বহু দল হওয়া ও পশু চরিত্র
 জন্য, শস্যাদারে ও পশুশালাহ জোগানদারদের জন্য উচ্চ কর্মসূচী
 নির্ধারিত হয়েছিল আইনসমূহ বর্জিত মানবিক দল করা এবং
 অসমতা আরও বাড়িয়ে তুলত

দেশপীসমূহের উপপান্তির ফলে ফ্রান্সদের জীবনে রাষ্ট্রের আদির্ভাষ ঘটে। তা বড় বড় অমিদারদের জীবন ও সমষ্টি ব্রহ্মা করত, সমসাময়িক সমীকৃত রাশিতে সাহায্য করত।

৫। গির্জার সঙ্গে সান্নাধ্য ভোট। খ্রীষ্টান ও সন্ন্যাস ফ্রাঙ্কন বুধবারে
যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচারে সঙ্গে যুগ্মে যুক্তকর তা নানিয়ার জন্য মনোযোগ
নিম্নে মাটির কথা ও শাসন-কর্তার কাছে যোজনামা যশাসের কথা
বলত পানিয়ার অধিবাসীরা ছিল খ্রীষ্টধর্মের বিশ্বাসী, এবং ফ্রাঙ্কনের
খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণের ফলে বিজয়ীদের ক্ষমতাও বৃদ্ধি পেল তাই রাজা ও
রকমলাই দলও খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করল, এবং তাৎপর্য সহক ফ্রাঙ্কনও
তা গ্রহণ করত বাধ্য করা হল

শিৰীষা খলভাভিগেৰ অক্ষতা মূলতঃ নগৰে গুৰাছিন হা ভাৱে অনেক
অপৰাধ মৰ্জনা কৰিত ৭৮% বনত "ক্ষয়" উদ্ভৱই বাতা খলভাভিগেৰ

पञ्चाङ्गानाम् अथवा अथवा ३४० अक्षरानि पुनः
अथवा अथवा अथवा

[illegible]

‘कछुई कुंय भादव ना ’ मरई रत्ता एरु इउदाय,
बाण दिनु अणमानजि इज्ज कलस एराहान

এই বছর যখন তিনি পুত্র সেনাদারীন্দ্রকে
কুমারপাড়া জামির হাফে খাজনা দিচ্চেন তখন তিনি
খাজনার সময় সময়ে হাফের নিকট এসেই
বসেছিলেন। তখন মল্লিক গজদার একটি বৈষ্ণব তান্ত্রিক
যেমন তাঁর দুইটি চিত্রিত নগ্ন মাটিতে দাঁড়িয়ে
করতেন। যার দুইটি ভাগের এক-দুই মাথা গাউ
করা মাঠের মাঝে তাঁর শিরশাংশ করতেন। 'দুখ'সময়
আমাদেরই মধ্যে দুইটি চিত্র এতে নকশা করেছিলেন।
দলপল্লী তিনি

কাম্বোজের আইন সংবিভাগ থেকে

କେଉଁ ସାଧନ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବାହୁଡ଼ା ଉପଯୋଗୀ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ନଥାଏ ।
ଜାଣିଲେ ତାହାକି ୬୦ ମିନିଟ୍ (ଯୋଗାସନ ସୁଦ୍ଧା) ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ
ହୁଏ ।

কেউ যদি রাজ্যের সড়ক ত্রুটি ৭-৮ ডায়াল ডায়াল
অপেক্ষিত গাড়ির মূল্য বিবিশেষে ৩০ সড়ক পরিবহন
নিয়ন্ত্রণ করে।

কৈট গাঁও শস্য সহ সামগ্রিক অর্থায়ন
কৈট গ্রামে প্রায় ৬০ মিনিট কর্মসূচি নির্ধারিত
হবে

एकमे धर्म नानाविधः दृष्टिः स्थित्या यदनाह वाक्यात्
अनुपपन्नं यत्र लक्षणं तदाह १० प्रतिष्ठं तद्विधानं
पिबतु इति ।

एकडे याच बाबत एकादा अक्षराने वाटिलेल्या व
जवळपास एकनाच असून दुसरे कडल हायला ५००० मीटर
पर्यंतचा विस्तर आहे

[illegible]

विदुः शब्दः
इदं यदि आपसम्पत्तिं विदुः कश्चित् कदा स्तु
कृत्यम् इत्येव अत्र विदुः शब्दः नास्ति

[illegible][illegible]

§ ৩. নুহাং ভূমি মালিকানাধীন প্রদান ও গোষ্ঠীস্বামীদের
অধীন কৃষকে নুপাত

১। সম্ভ্রান্ত বাঙালিদের দ্বারা খোশ্‌জীবাসীসের জমি দখল গণিতের বিষয়ের সম্বন্ধে কলকাতা জিল ম্যাজিস্ট্রেট খোশ্‌জীবাসীস প্রবেশ করেছেন। বর্তমানে জমিদারগণ এককমি বড় বড় জমিদারদের হাতে অর্পিত হয়ে গেছে। কোন

একি মতামতের শেষদর্শন পাইবারাত্রিক জমিগ্রহণ গোষ্ঠীগুলোর
বিস্তারিত আলোচনার পরিণতি হয়, এইভাবেই চূড়ান্তভাবে গোষ্ঠীয় গোষ্ঠী
সংগঠন প্রতিষ্ঠান গোষ্ঠীভুক্ত উত্তরণ পর্যন্ত সম্পন্ন হয়। এখন থেকে নৃসংস্রা
নিজের অভিজ্ঞতার বহুত্বকে ব্যবহার করতে পারবে। এর ফলে কৃষকদের
জানি বহুল করা সম্ভব হওয়াসঙ্গে পক্ষে সুবিধা হইল।

সংগ্রহ সমিতির অনুসারে সমগ্র জাতির নিম্নোক্ত জনগণ ইন্দ্র
সংগ্রহ সমিতিতে যোগ দিতে পারবেন। পরিচিতি তাদের জমি দিতে। ইন্দ্রসংগ্রহ
সমিতি বিজ্ঞানের জন্য আর্থিক ছাড়া অন্য কোন উপায়ের সম্ভাব্য
নানা উদ্দেশ্যে ইন্দ্রসংগ্রহ সমিতির জমি আর্থিক করে দিতে।

કાળે જાણનારોએજ સુખને જાણ્યું

भूगर्भविज्ञान एवं विज्ञान
३५ भाग-२



...কৃষ্ণকান্দনের আম সব দিক থেকে পবিত্র ছিল ধনী ও শক্তিবলী
প্ৰতিবেশী তথা কাঙালী বরকন্দাশ্বর ও বিজ্ঞানভবনের সম্পত্তি স্বাধীন
কৃষিকানন কদা ক্রমশঃই কঠিন হয়ে পড়ত যেন যেন কন্দলয়নি ও যুদ্ধের
ফলেও তব্বৎ কঠিনতর হত আক্রমণের সময় শতুরা প্রাণে ছালাতিন নিদ্রা
স্বাধীন ফলন হামিল্পে যেত, পশুপাল ভাঙিয়া গিয়া যেত। কৃষ্ণকান্দনের
প্রায়ই সেনা বহিনীতে জাকা হত যাব যুদ্ধাভিমানের মাঝে জন যন্ত্র,
ইত্যাদি বন্দ্যে হত নিজেও বরতে। আক্রমণাত্মক থেকে কিংবা কৃষ্ণ
প্রায়ই দেখত যে যেত, গোলাবাড়ি, সবলিছু মকুত্বি হয়ে গেছে এমনও
ঘটিত। পশুপাল হঠাৎ প্ৰতিবেশী মাঠে হাজির হয়েছে, আর এর জন্য
আদারতে বড় ভবিষ্যৎ ধার্য হত এক দাঁতের বলা হববুজ। কাঙালী
ও বরকন্দাশ্বররা 'গলিল হলানকে অপরাধী সাব্যস্ত করার এবং তাদের
যুদ্ধে যেতে বাধ্য করার সুযোগ দেখিয়ে, এবং তা করা হয় ওভারনি প্ৰতি,
যতদিন না এসে স্ববন্দ্য হতে ইচ্ছায় হোদ বা অনিচ্ছায় নিজ সম্পত্তি
তাদের কাছে বিক্রি করছে প্রাণের ভাণ্ডের হাতে ছেড়ে দিয়েছে...।

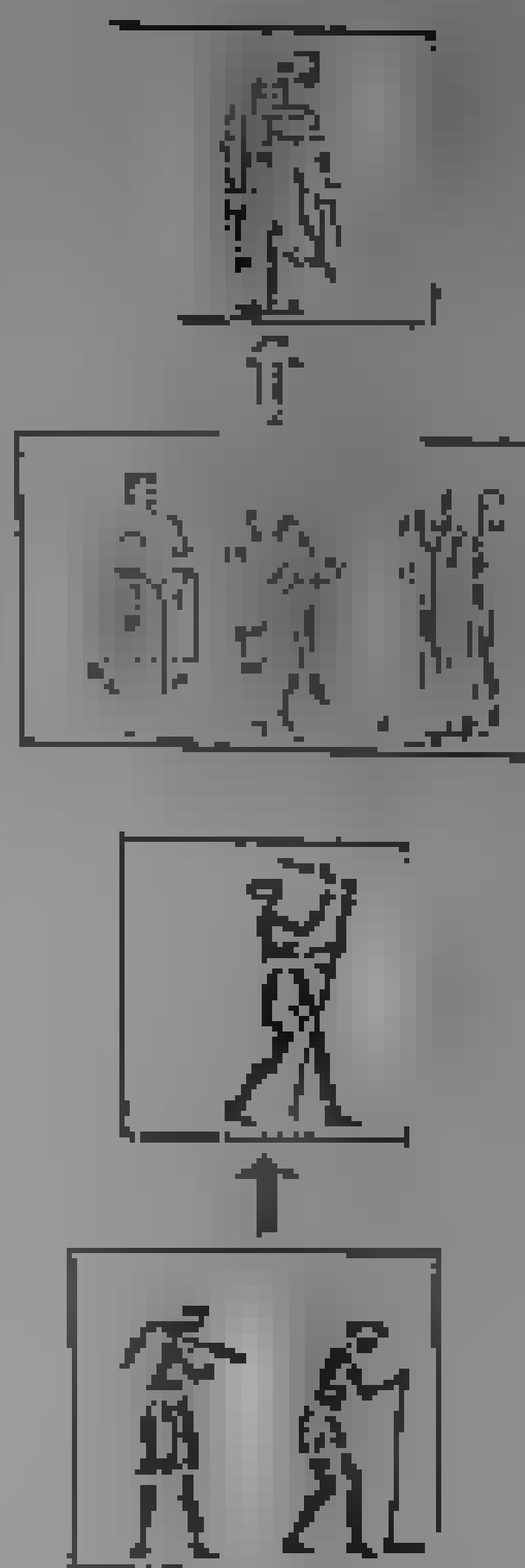
শক্তিশালী ও সম্ভ্রান্ত প্রতিবেশীদের হাত নাহিত ও নির্ঘাতিত
কৃষক ভায়েরই একজনের কাছে ভাবে 'রক্ষা কর' অনুরোধ জানিতে
যাযা হত। তবে এই 'রক্ষার' জন্য কৃষককে তার নিজ-অধিকার তুলে
দিতে হত 'রক্ষকের' হাতে

বোদ গোব্ধীবাসীদের মধ্যেও ধনী লোক ছিল, তবে অধিকাংশ কৃষকই দরিদ্র ও দোভালিয়া হয়ে গড়াছিল। ধনী গোব্ধীবাসীরা তাদের কঠিনতার সুযোগে নিজে নিজেস্বত্ব-পড়া কৃষক প্রতিবেশীর কাছে নতুন ফলন মরদুম পর্যন্ত গরুখোড়া, ফসলের বীজ, বস্ত্রাবানেক খাটো ধার নিত। সময় বহুতো যথ শেষ করলে না পারলে গরিব চাষীকে তার জমিজমা ধনী প্রতিবেশীকে দিয়ে দিতে হত।

প্রাঙ্গণে ‘সম্ভ্রান্ত’ ফুলকরা শৈলীসামন্ত নিরে গ্রামের গ্রামে সমন্বিতভাবে
এবং দলিলে যোগ্য বলা হয়েছে যে, ‘বিশ্বপ্রদোষ মতর পরিচয়কে সমন্বিত
ছিনিয়ে দিত।’ কৃষকদের বর্ষান্তৃত বস্তার জন্য ‘ফুলক রাধারা’ সম্ভ্রান্ত
শৈলীর সাহায্য করত

২। কুম্বররা স্লামীকড়া হারান। জমির উপর মালিকানা হারিয়ে কুম্বররা বড় বড় জমিদারদের অধীন হয়ে পড়ত। অধীন কুম্বর সম্মুখীন তার আগের জমিদেই কুম্বররা চাতিয়ে যেত। তবে জমি পাল্লারপর ওনা তাকে মালিকের খেতে খাটতে হত এবং নিজেই ফসলের একাংশ তাকে দিতে হত।

সমগ্র অধীন কুমারের অবস্থা কিন্তু একই রকমের ছিল না এমনকি কেউ কেউ জমির মালিকানা পুঁজির ব্যক্তিগত স্বাধীনতা বজায় রাখত এবং তারা শ্রম জমির পরাধীনতার জালে ধরা পড়ত, জমিজমা হেজড

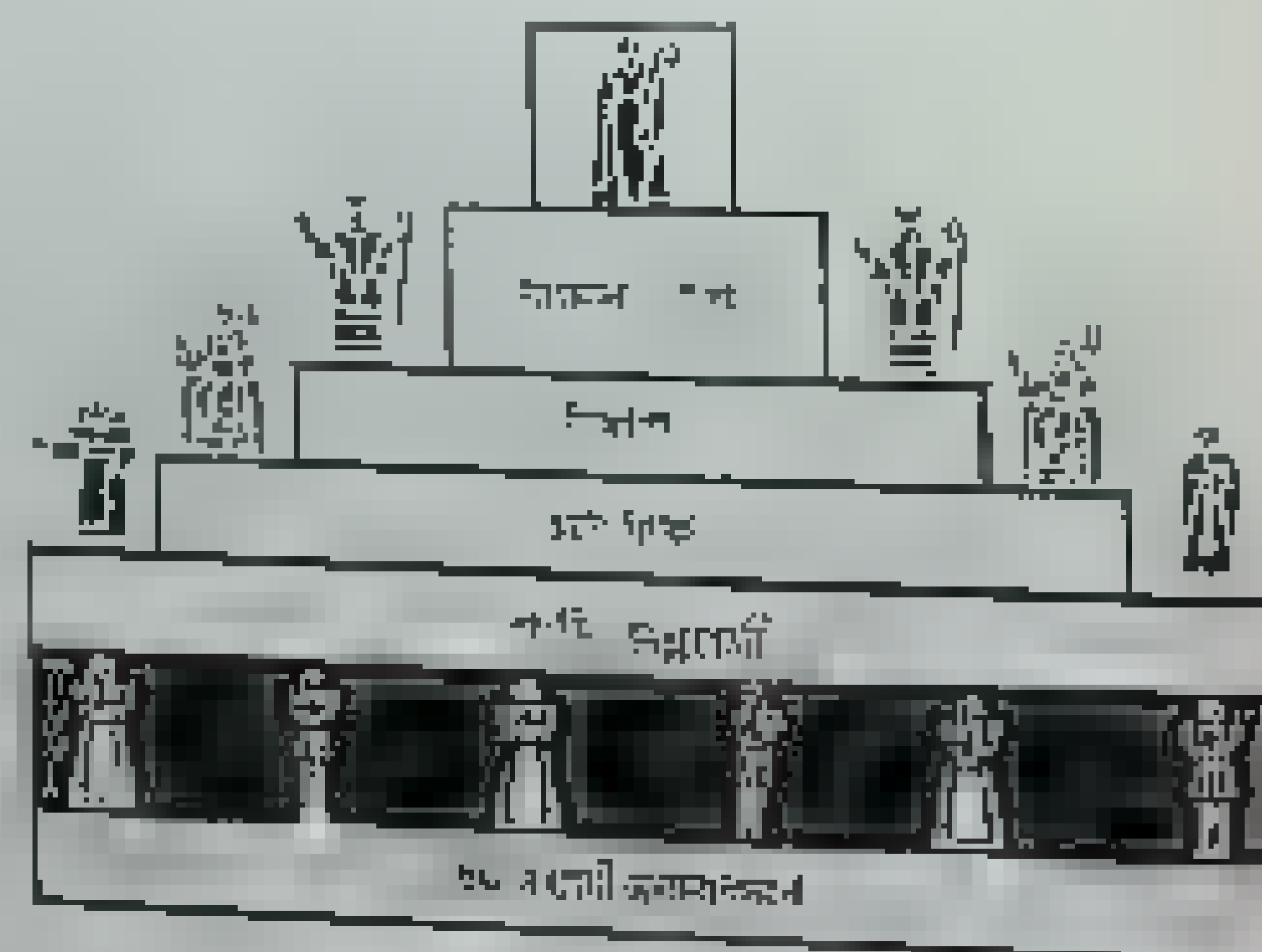


जमनाजीदा टकसम टकसम
 ३३३३ ३३३३ ३३३३ ३३३३
 रामदा एव रामदा रामदा
 रामदा रामदा रामदा रामदा

[illegible]

સૌપ્રીય હાઈ સ્કૂલ

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

[illegible]

ସମ୍ମାନୀତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ଏକ ସମ୍ମାନାବଳୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇ
 ଯାଏ। ଏହାକୁ ଏକାକୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ ସମ୍ମାନ
 ସମ୍ମାନୀତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିକଟରେ ଏକ ତାଲିକା ରଖାଯାଇ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା
 କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ଏକାକୀ ଭାବେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ବାମ ପାର୍ଶ୍ଵରେ
 ସମ୍ମାନ ସମ୍ମାନୀତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ନିକଟରେ ଏକ ତାଲିକା ରଖାଯାଇ ଏହାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବା
 କରାଯାଏ।

ট্রীমন্টন চার্ট ফিল শক্তিশালী সংগঠন গুলি প্রতিষ্ঠা প্ৰাপ্ত হৈছে। ইহা এক শান্তি, স্বচ্ছতা, স্বচ্ছতা এনাকাল চার্ট পৰিচালনা কৰাৰ বিধান এ আৰ্টিকল। পশ্চিম ইণ্ডিয়ায় ইণ্টাৰন্যাশ্যনাল চাৰ্টৰ প্ৰধান অধ্যক্ষক 'ইণ্টাৰন্যাশ্যনাল চাৰ্ট' নব কৰ্মিদেয় নিয়ে গৰু, উইল্ড ইণ্টাৰন্যাশ্যনাল এক বিধান বৰ - যাজক-সংগ্ৰহণ।

লোককে বিশ্বাস করত যে গির্জার পানি পুরাতত্ত্বের জন্মের পূর্ববর্তী
আগ্নাধন্যের দ্বারা ভাঙের দ্রোণ, মুক্ত, কমলহর্নি ও অন্যান্য দুর্দশার দ্বারা
থেকে ব্রহ্ম করবে, যা ইহের দ্বিবি বা পেশের বহুতন নানা পাইপের দ্বারা।
ভাঙের পাইপাইপের সুযোগে নিজে গির্জা ভাঙে খননমন্দির বাড়তি। সে
সময়কার একটি বলিবে বলা হয়েছিল যে গির্জার পুরোহিতের 'নব' সুন্দর
প্রলোভন দেখিয়ে, নরকোত্তর চির মন্ত্রণার ভয় দেখিয়ে অল্প ও বহু
লোকের দ্বারা ভাঙের সময় জমপতি থেকে, আর আইনসভা উত্তরাধিকারী
ভাঙের উত্তরাধিকার থেকে বাধ্যত মন্ত্র 'নিজদের বিষয়সম্পত্তি' লক্ষ্যে

সাধারণ বৈজ্ঞানিক মানুষ প্রায়ই তাদের শেষ সম্মতটুকুও খাদ্য আর
সম্প্রদায়ের দিগন্ত দিও, অসংখ্য দলবদ্ধকৃত প্রতিদ্বন্দ্ব কঠোর রূপা ও সম্ভ্রান্ত
জোড়েরা 'ঐশ্বর্যের জোড়কে' ভয় করত নির্ধারিত সুযোগিতারা তাদের
জনা ভয়দানের কাটছাড়া পক্ষা প্রার্থনা করবে এই আশায় তারা বিশপদের ও
মঠগণিকার জমি ও মৃত্যুবান বহু উদ্ভাসিত নিল।

‘ନିଜେନ୍ଦ୍ର’ ଆମ ବାହୁନୀର ଅନ୍ତିମରେ ବିଦ୍ୟମତ୍ । ମଞ୍ଚସ୍ଥିତି ସମସ୍ତ
ବୌଦ୍ଧ ବୌଦ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ‘ନିଜେନ୍ଦ୍ର’ ଜନ୍ମିତମାନଙ୍କୁ ‘ନିଜେନ୍ଦ୍ର’ ଗର୍ବରେ ପ୍ରଦେଖି

५२ बंदर, १५ मील, जयपुर, २५
३५३ बंदर, १५ मील, जयपुर, २५



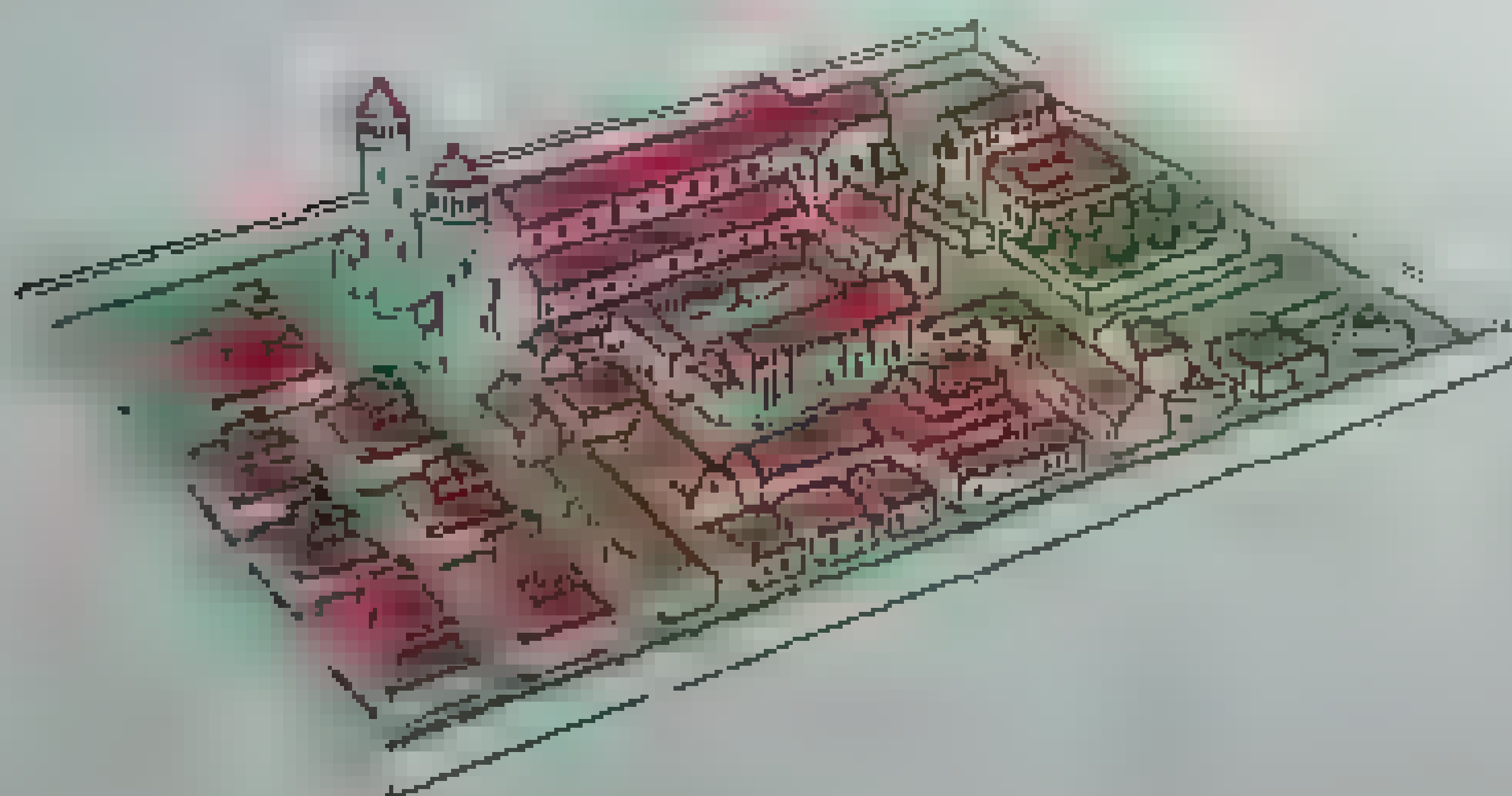
ଏକ ମହାଶୂର ମନ୍ତ୍ରୀ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଡିଏମ୍.ସି.ଏ.ର ଗର୍ଭ ଓଠି :
ବହୁ ବହୁ କାମିନୀମୟୀ ଓ ଅଶୀନ କୁହନ୍ତି ।

[illegible]

६४। सुप्रसू नक्षत्राणां भर्तृन्

चित्र ३: मरु-दरमोतुडु

১। শার্লসমন্। ১৯৮ খ্রিঃ ৮১৪ খ্রিঃ পর্যন্ত ফ্রান্স রাজ্য শাসন করতেন।
 রাজ্য চার্লস, যাকে মহামতি নামে অভিহিত করা হত (করাসী প্রবাদ
 শার্লসমন্)। জিন-হিগেন নীধাকৃতি, অসামান্য শক্তিমান ও সহিষ্ণু
 ছিলেন। নবদুর্গে শার্লসমন্ মন্দিরে উচিত হয় অনেক উপকথা ও গান।
 লেখক ও পাণ্ডিত্যবিশারদ তাঁর মানসিক কীর্তিবিস্ময়, শাসনদ্রব্যসত্তা
 ও বিস্তারিত জ্ঞান দেখিয়েছেন। তাঁর মন্দিরে মূল্যবান কি কথার্থ ছিল।
 শার্লসমন্ ছিলেন সত্যিই সোমসাহী শাসক। তাঁর শাসনকালে
 ফ্রান্সে উজ্জ্বলতা বলা দেবে ৫০টিও বেশি মুকুটযুক্ত চাকর
 তাঁর হাফে ফ্রান্স রাজ্যের সীমানার অনেক প্রসার ঘটে।



लो शास्त्रान्तरं परिक्रम्य नष्टं
 (अथ शास्त्रान्तरं) एव भविष्यति
 शिवा आर्जुनस्यैव गन्तव्यं
 तस्मिन्निह भूयः, सत्त्वगुणैश्च
 रम्यं, नान्यथाप्यत्र
 शान्तं च गच्छेत् सदा
 शान्तमनसः शान्तशरीरः
 सर्वभूतानां च शान्तमनसः
 भविष्यति

৩য় সভানবীঃ এমন দ্বিতীয় কান্দে হারাজের প্রধান প্রধান ব্যক্তিত্ব
 বড় কর্মিদারদের মাধ্যমে অনাবিলত জমির মাধ্যমে 'হল ধরতে' বন। তবে
 সম্ভ্রান্ত কান্দে ও শির্ষা হারাজের জমিজমা বাজারে এবং নতুন নতুন

২ ইতালি ও স্পেনে যুদ্ধ, প্রায় প্রতি বছরই শার্লোমেন বিশাল সৈন্যবাহিনী নিয়ে দূর দূরান্তে আক্রমণবিধান চালাতেন, সুদূর ফ্রান্সের পর্বতমালার অতিক্রম করে ও ইতালি আক্রমণ করে। এই সশস্ত্র দেশের বৈশিষ্ট্য হ'ল এলাকা শার্লোমেন নিজে ব্যক্তিগত অধিকার করে নেন।

শার্লসমেনের সোনারাঙিনী স্পেনের অভ্যন্তর চালায়। ১ম শতাব্দীর
সেভাস্তেই আরবরা স্পেন দেশ জয় করে নিখোঁজ করা এখান
এসোজান উত্তর আফ্রিকা থেকে। আরবদের সঙ্গে যুদ্ধে শার্লসমেন ব্যর্থ
হন এবং ফ্রান্সের গিছু হটাতে হয়। ফ্রান্স সেনাদলের 'সবুজ হাজার
সহস্র' তাকে রক্ষা করছিল রাজার হাতুড়পুত্র কার্লষ্ট রুলায়েডের
নেতৃত্বাধীন ছোট এক বাহিনী। লুগ্নি পিরোনাজ পর্বতমালায় বাহিনীটি
অত্যধিকভাবে আক্রান্ত হয়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে রক্তক্ষয়ী লড়াইয়ে
সম্পূর্ণ বিলম্ব হয়ে যায়। জনৈক ফ্রান্সীয় ইতিহাসবিদ লিখেছেন
ফ্রান্সের এই বাহিনী যুদ্ধের জন্য বাকস পত্রিশেষ নিতে পারেনি
'শুধু এমন ভড়িয়ে পড়েছিল যে তাদের বাকস ঘোঁষা যায় তখনও
হাঙ্গা পাওয়া যায় নি।'

সঙ্গে শার্লোমেন আবার আরওদের সঙ্গে যুক্ত হইয়া উঠেন এবং
পিরেনিক পর্বতমাগার দক্ষিণে অনেকদূর এক অশ্রুণ অধিকার করে নেন।

৩. সাব্বন বিজয় সনাতন উদ্‌যাপনের সঙ্গে ঘুড়িটাই হস্তচলিত সবচেয়ে সুন্দর ও কঠিন। তাকে বাস করত যুদ্ধের উত্তর-পূর্বে রাইস ও এলু নদীর মসাবর্তী প্রান্তরায়। সাব্বনর নাম করত শোভার শোভা প্রদায়, তবে তাদের মধ্যে ভখনই মনী ও প্রভাবীরা সম্রাটদের উদ্‌যাপন করতেন।

ਸਾਹਿਤਕ ਅਨੁਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ : ਸਭ ਅੰਤਿਮਾਨ ਜਿਨਾਨ । ਆਪਣੇ
ਸਾਹਿਤਕ ਸਾਫਲਤਾਵਾਂ ਮੁਕਤਿ ਮਿਲੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੁਫਲ ਰਹੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਸਾਹਿਤਕੀ ਅਸਰਦਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਨੁਸੰਗਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
ਅਨੁਸੰਗਤ ਅਨੁਸੰਗਤ ਅਨੁਸੰਗਤ ਅਨੁਸੰਗਤ ਅਨੁਸੰਗਤ



ॐ भूतनाथे नमः ॥
(विष्णु भूतनाथे नमः ॥)

* १५.८ क्रि.पू. मरुता इन्द्रावरुण तथा गार्गा-इन्द्रावरुण-उपनिषद् अथर्ववेदिक चरित्र-विषयक ग्रन्थ अस्ति ।

স্বাস্থ্যসেবা বিস্তারিত করত, জাহাঙ্গীর দেশে নির্মিত দুর্গাগুলি জীবিত রাখত।
১. স্বাস্থ্য সেবা বিস্তারিত

স্বাধীন মসজিদদের বর্ধিত করার উদ্দেশ্যে শার্লসমেন তাঁদের প্রাথমিক প্রহসে বঙ্গা সারভেন দেশে জিহা বহু সঠিক অর্থে চলে বয়েস প্রাপ্ত প্রজা সামান্যতম অবস্থা প্রতি জন প্রাথমিক গতিপ্রাঙ্গণের জন্য নেতৃত্ব দিত।
একদা শার্লসমেন ১৪০০ জনকে প্রাথমিকের আদেশ দেন। কিন্তু এই কঠোর ব্যবস্থা প্রহসেও নেই লাভ হল না।
৩০ বছরেরও বেশি কাল ধরে স্বাস্থ্যসেবা সমাহরণে ওদের সার্বজনীন জম্মা রেখেছিল।

শার্লসমেন তাঁর বহু সন্তান সন্তানকে মুক্তকণ্ঠে জম্মি দান করে তাঁদের নিজের দিকে প্রবৃত্ত করেন। সন্তান প্রাথমিক আশ্রয় জনপ্রশ্নের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বিরোধীদের সমর্থন দিতে শুরু করে। তাঁদের বিশেষভাবে শার্লসমেনকে স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিত করতে সাহায্য করে।

সন্তান স্বাস্থ্যসেবা, বিশেষ ও মঠগুলি বিজিত দেশে প্রচুর ভাস্কর্য লাভ করেন এবং প্রাথমিক বাসী স্বাধীন স্বাস্থ্যসেবায় জম্মিদানে গতিপ্রাঙ্গণ করতে শুরু করেন।

৪। শার্লসমেনের সন্তান। শার্লসমেনের রাজত্বের শেষ দিকে তাঁর শাসনামলে ছিল বহু জাতি ও উপজাতি, যুদ্ধের রাজ্য নিজ আশ্রয়নের বিচারক প্রতিবেশ গতিপ্রাঙ্গণ বোধ সন্তানদের প্রায় সমস্ত হয়ে গিয়েছিল।

স্বাস্থ্যসেবা করে শার্লসমেনের মুখ সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

স্বাস্থ্যসেবা করে শার্লসমেনের মুখ সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

স্বাস্থ্যসেবা করে শার্লসমেনের মুখ সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

১৭০ সাল, শার্লসমেনের সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

১৭০ সাল, শার্লসমেনের সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

১৭০ সাল, শার্লসমেনের সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

১৭০ সাল, শার্লসমেনের সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।



১৭০ সাল, শার্লসমেনের সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

৪০০ সালে শার্লসমেন প্রায় ৪০০ সাল এম-শিগুনকে প্রায়
স্বাস্থ্যসেবা করে শার্লসমেনের মুখ সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

৪০০ সালে শার্লসমেন প্রায় ৪০০ সাল এম-শিগুনকে প্রায়
স্বাস্থ্যসেবা করে শার্লসমেনের মুখ সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

এই সময় শার্লসমেন প্রায় ৪০০ সাল এম-শিগুনকে প্রায়
স্বাস্থ্যসেবা করে শার্লসমেনের মুখ সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।

স্বাস্থ্যসেবা করে শার্লসমেনের মুখ সন্তান
স্বাস্থ্যসেবায় বর্ধিতকরণে এইমত।



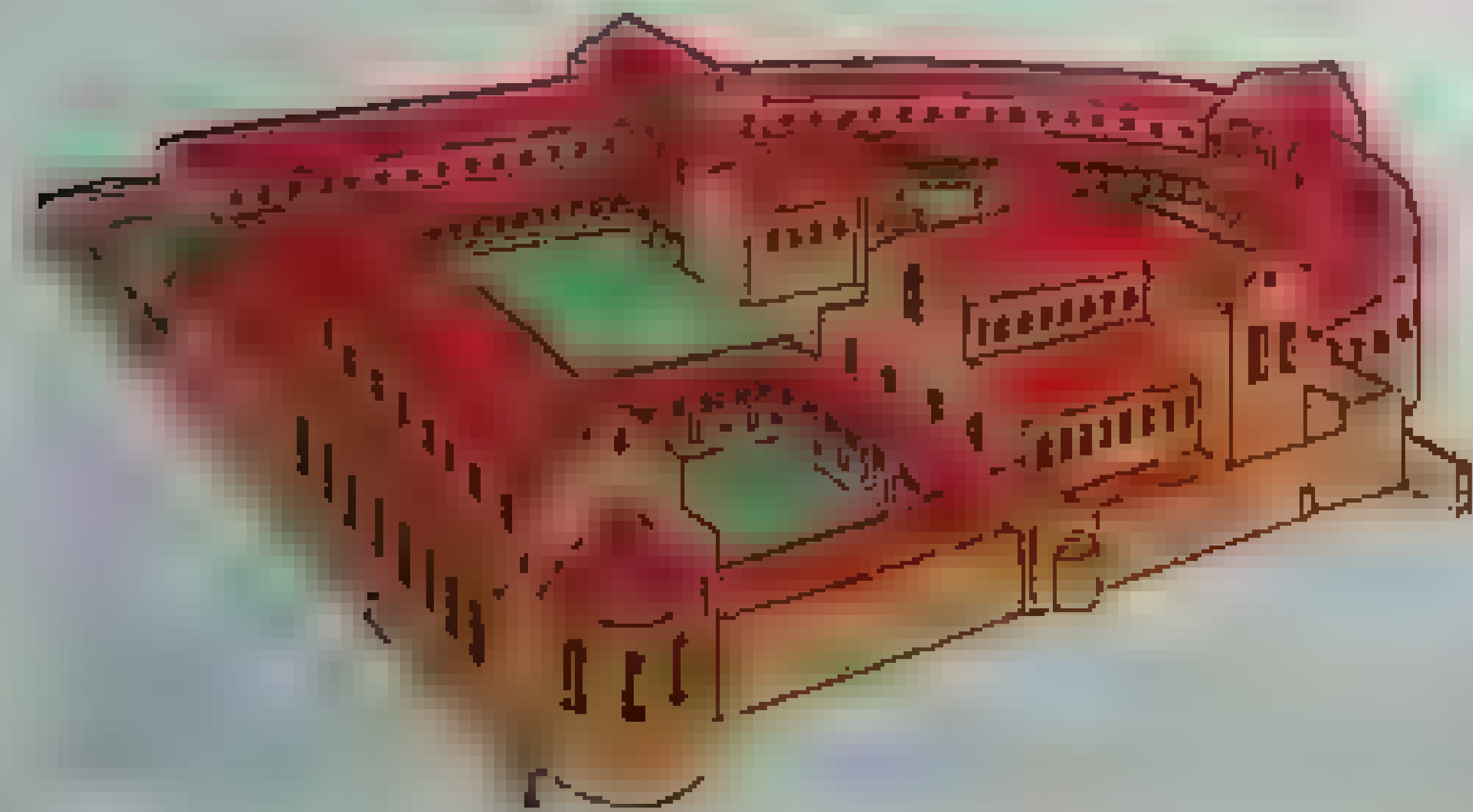
[illegible]

ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਸਾਜ਼ਿਦਾ ਹਿੰਦ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ
ਜਲਦੀ ਹੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ
ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਨ। ਅਧਿਕਾਰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹਨ।

[illegible]

୧୫ ନାମତତ୍ତ୍ୱାନ୍ତ୍ରିକ ଶାସ୍ତ୍ରଦ୍ୱୟାନ୍ତରି

১ মালিকের জমি এবং কৃষকের এককালি ভূসম্পদ নদায়ুগে গরুটা
 মিলে চাষ ছিন্ন 'মালিক' বিনাম জমি নেই সে সমগ্র জমিই
 ছাড়া প্রধান সম্পদ হক্কানা আঁধারবংশ হোদকরাই উপজীবিকা ছিল



ज्ञानं भुविष्य (३५) भुविष्य
 भुविष्य भुविष्य भुविष्य
 भुविष्य भुविष्य भुविष्य
 भुविष्य भुविष्य भुविष्य

କୃଷି - ଜମି ଚାଷ ଓ ପଶୁପାଳନ କିନ୍ତୁ ୧୯୮୭ର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ
 ଇତିବାକ୍ସ ସମସ୍ତ ଜମି ନଷ୍ଟ ହେବେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମାନବର ମାତ୍ର ବନ ଉପ-
 ଶାଳି, ଏକାଧିକ ଜଳମୟ ଓ ହୃଦୟ ଓ ତାହାର ସମ୍ପାଦନା ନିମ୍ନରେ
 ଉପାଦାନର ସମସ୍ତ ସମ୍ପାଦନା ନିମ୍ନରେ

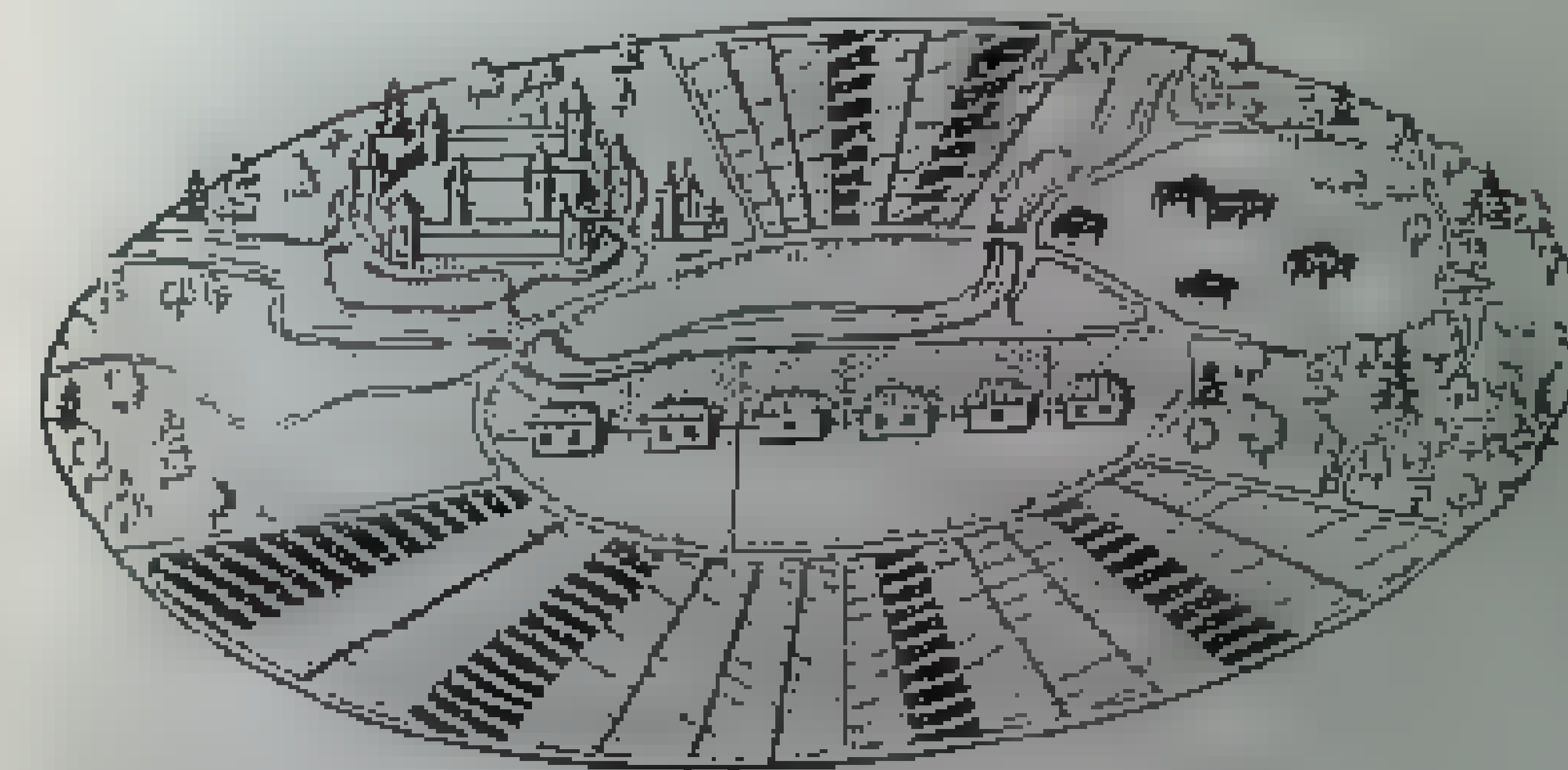
ଆମେବସନ ମନସୀନ ଦେହାଫଳିଆଜିବ ଜଗିଛେ ଦେହା ମିନ ଆମକହାନ୍ତିବ
ଭାବୁକଦାରି — ବିନାଟ କୁସି ଆସାର, ସାର ଆମିନୁ ଆମିକ ତଥା ଆମହ ଆସୀନ
କୁନକଦନର ଦେଶସନ କରତ ।

ভাল্লুবেক ঠিক মানসানে ছিল চৰ্মিদকে বেজা পেজা অমিদা
বাড়ি। সেখানে ছিল সামন্তশাসিতৰ অথবা নাত্তেৰ বাড়ি, শস্যখান ও
গোলাবাড়ি, আহৰন, খোশালা ও পশ্চিমালী, পুত্ৰই সামন্তেৰ নিজস্ব
ভূমাল ও সবজি খেত থাকত।

তালুকের পুরো চানদের জমি ছিল দু'ভাগে বিভক্ত : মালিকের
হকত এবং কৃষকের একমালিকি জমি। মালিকের হাওতের ফসলের পুরোটা
হতে সামন্তের শস্যাপত্তের। অধীন কৃষকরা চানবাস করত তাদের জন
নির্ধারণিত জমিতে। বনজায়গা, ভূগর্ভস্থ ও আকাশীয় সবই ছিল
সামন্তদের দখলে, তবে কৃষকবৃন্দও ত্রাণ ব্যবহার করতে পারত

ব্রহ্মত ছাড়াও প্রতিটি কৃষক পরিবারের ছিল সবজি বাগান সহ একটি
বাগান। অর্ধশত কৃষকের ছিল শ্রমের নিষ্পন্ন বাড়িমালা, গরু-ঘোড়া ও
কুড়োছর নিয়ে। বাগানে কাজ করেই সে নিজে ও পরিবারের
ভ্রমণপোষকের কাজ চালাত। নিজের বনাদ, লাঙল ও মই দিয়ে কৃষক
সেমন মালিকের খেত, তেমনই নিজের অমি চাষ করত।

কৃষক গোষ্ঠীগুলি যথেষ্ট দক্ষ, তবে এখন যথেষ্ট সেগুলি সামন্তদের
অধীন হয়ে পড়ল। আগের মতোই একত্রে জমাদার হলে কৃষকরা ঠিক
বরত কী ও কোথায় বোনো হবে, কখন কখন কাটা শুরু হবে। গোষ্ঠীগুলি
সিদ্ধান্তসমূহ সামন্ত সাধারণত মেনে নিত, যেহেতু তার চরখার
অবস্থিতি ছিল অধীন কৃষকদের-মূলত কৃষক



अध्यक्ष: निम्नलिखित प्रश्नों पर
निर्दिष्टकालीन प्रश्नोत्तर सत्र में प्रश्न
प्रश्न क्र. १५६ पर प्रश्नोत्तर
प्रश्नोत्तर सत्र में प्रश्नोत्तर
की प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न
प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न प्रश्न

২. অর্ধশতাব্দীর বাস্তবায়নক কঠিন। জমি বান্ধায় লোকের জীবন
 বাসন পূরণের কিছু বাস্তবায়নক কঠিন। কিন্তু বাস্তবায়নক
 বাস্তবায়ন লোকের জীবন।

[illegible]

কৃষকের নিম্ন চাক্ষুসের একাধি বাদ্যযন্ত্রও সামগ্রিক দিগে
 নিহত হইত। কমা, পশুপাশি, জিহ, মালন, ময়। তারা তাদের ভেড়ি
 নানা সামগ্রীর একাধিও তাদের নিহত বাধা ছিল ; এর মধ্যে ছিল কামড়,
 কুম্ভ ও চামড়া। কৃষক যেরূপ বাদ্যযন্ত্র ও অন্যান্য যিনিম্বপত্র দিয়ে নিজে
 মনোরঞ্জন বা শরিয়ান করত তাহাও নষ্ট হইত যেনাকর।

কথাই কার্যে, ও দেশান্তর ছিন অর্থাৎ কুমকুমের প্রধান বাধ্যতামূলক কর্তব্য। পরে সামন্তরা আরও নতুন নতুন অর্থেষ কর চাহে করে। একবার মলিকের ইচ্ছা হলে তারা দেশদ্রোহ করতে, মলিককে উনুনে বাঁটা দে'তে, দাবড়ের কলে বাড়ুরের রস মিষ্টভাতে কুমকুমকে বাঁধা করা ইত্য — আর এ সবকিছুর জন্যই একাংশ মলিকরা নিষেধ দিতে ইচ্ছা হত। কিন্তু নিজ কীটনের পেতে, নবনবী অথবা জাতিগাট ব্যবহারের মতন সামন্তরা বিশেষ স্বাধীন্য দিত।

निर्देशः कृष्णकर्मणः कृष्णः कृष्णः कृष्णः निर्देशितः कृष्णः ॥ कृष्णः

कुन्दरामस्य वासः। अत्रान्तर्गतं त्रैलोक्यं सर्वम्।

[illegible]

रुद्रनाथ शर्मा
कृष्णकृष्ण शर्मा
विश्वनाथ शर्मा [१९९९]



ଜାନକୀ ଯଶୋବନ୍ତ ଏବଂ ସମ୍ଭୁ ଶରଣସୁଲିତ ଏକ-ଜନ୍ମବାଦୀ ମିଶ୍ରିତ ମିତ୍ର ସମାଜର ସେବା-ପଥ ସ୍ଥାପନ କରିବା ଲାଗି ଥିଲେ । ଏ ପ୍ରସାଙ୍ଗେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁଧାମାଧବ ।

অসংখ্য বাণ্যভাসূলক কর্তব্য ও অবৈধ কল্পের মাধ্যমেই ঘটত সাম্রাজ্য
কর্তব্য অধীন কৃষকদের শোষণ।

୩। କୁସକଳେର ଉପର ମାୟତ୍ରା ଗ୍ରାହ। ଅର୍ଥାତ୍ କୁସକଳେର ଶ୍ରବଣେ ଏହା ଗ୍ରହୀତ କରେ। ଏହାହିଁ ନା ମାୟତ୍ରା ବୋଲେ ଧାକଡ଼ ଗାଡ଼ାଜୁନ ?

ନିଜସ୍ବ ଆମିଷସାଧ୍ୟ ଉପିକ୍ଷାଣୀ କୁନକଲୁକାକ ବସନ୍ତାମୂଳକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ
 ସାଧନେ ବାଧା କରାଇ ଉନ୍ମା ମାୟାହସନ୍ତ ପ୍ରସାଦମ ହିଁ ଏହମ୍ବ ଡିଅର ବ୍ରତ
 ପ୍ରତିଷ୍ଠାତ । ସମସ୍ତ ଯତ୍ନେ ଦେବାଙ୍କର ନା ନିଦେ, ସନ୍ତ ଉଦ୍ଧାର-ସାଧନେ ବଢ଼ିଲେ
 କୃଷକଦମ୍ବର ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ଆଦାନରେ ତରଳ କରା ଯତ । ସାମିକ ନିକ୍ଷେପେ ହିଁ
 ଅଭିଯୋଗୀ, ବିଚାରକ ଓ ଶାନ୍ତିପାତ୍ରୀ । ଯେ ଭୂତାମ୍ବେଶ ହୁଏ ସିତ ସାଧକ
 କୁସରକ ନାହିଁ ଉଦ୍ଧା ଡାକୁ ନିଦା ପ୍ରହର କରାଏ ନିକ୍ଷା ସିତ ଉଦ୍ଧା
 ଶାନ୍ତା, କାଳାହର ନୟନ ଉଦ୍ଧା ।

সামন্ত প্রজাই নানা আর্থিক ও ভূগোলিক দৃষ্টান্তে বিরুদ্ধ হইত।
জানোয়ায় যদি কুম্ভকট্টর যথেষ্ট উপায় নিয়ে ছুটত এখানে যথাক্রমে
দুতরফে তাকে সাহায্য করত এক নতুন কুম্ভকট্টর ও বিলাসবহুল ইলাহ
সভায়ারীতা। নির্মমভাবে যোজাগুলি যুর দিলে ইহক মাফিক ইহক এবং
নন্দা ইহক অমূল্য ফলস্বরূপ। গৌর দেশে যাইক যাইক পারি এসে যান দিত
কুম্ভকট্টর বোলে, খরচাশান পাল এসে শাসনবজির আশা মুক্তক। কিন্তু
পশুপাশি মাত কুম্ভকট্টর কাছ ছিন লিখক, তা সবই ছিল কান্ডার
সম্পত্তি।

मन्त्रालि।
 लुमिफाम कमवैमन अवेश छिन चादउ रतिन। 'छात्र छिन् भद्रशेख
 लेक अर्थात् नालिगजछात्र समस्तुत उभर निईवनीक। नृसिपमनक
 बाधलामनक नालिगज छिन् नृसिप दानशरद' जेना नर रतिन छिन् नरद

নিজের জন্য। যখন ইচ্ছা সামান্য তার কাছ থেকে প্রতিদিন কাজ
করতে পারত। যদি ভূমিদানের সময়ের মধ্যে হত অন্য ভানুকের
সেই কৃষকের সঙ্গে, তাহলে নতুনভাবে ভোগদানের জন্য সময়ের বাণী
মধ্যে সময়কে প্রচুর পিকা-কড়ি দিতে হত।

ভূমিদান কৃষকের বিষয়সম্পর্কিতও যানক ছিল সামান্য ঘর বাড়ি,
কোন বৃদ্ধ চানো মার গেল : তাকে কত দেওয়াও হত নি এমন সময়
বাড়িতে মজির হত নায়েব এবং এরূপে নিয়ে ঐশ্য ও হত : উত্তরাধিকার
মালিকের সময় মৃতের পুত্র পশুপালনের সময় পশুটি নিতে বাধা ছিল
যেহাে ভূমিদান পালিয়ে গেলে তাকে দুইজনে ধরে ধরে ভানুকো গিরিয়ে
নিয়ে আসা হত, যেখানে তার ওপর চলত বঠোর মিথ্যাওন।

১ম—১২ম শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়,
যাতে নব্বু জমি ও শাসন-ব্যবস্থার অধিকারী ছিল সামন্ত-আমিন্দাররা,
যারা শোষণ করত তাদের অধীন কৃষককুলকে।

১। "হাসিক বলা জমি সেই নিম্নে সমস্তভাবিত ব্যবস্থায় কী জমি ফুটে উঠেছে ? জামিনদারদের কীভাবে
জাম কটন করা হত (জমিদারের দ্বারা কটন) ? সামন্ত কোন এক টুকরো জমি কৃষকদের ব্যবহার করতে দিত ?
২। সামন্ত ও গিরিয়ে জমি ভূমিদান কৃষকদের কী কী ব্যবস্থাকৃতক-কর্তব্য ছিল ? কোনই-বা তাদের তা পারেন
করত হত ? ৩। অতীত কৃষকদের উপর সামন্তদের কী কী ক্রমবাস্তব ছিল ? ভূমিদান কৃষকদের বাপানে সামন্তের
কি শন অধিক রাখে উত্তর কর ? ৪। এই অনুচ্ছেদটি পড়ে সামন্ততন্ত্রের কী কী বৈশিষ্ট্যের কথা জমি উত্তরন
বৈশিষ্ট্যে চাচকি উত্তর করা ? ৫। সামন্ত ও কৃষকদের মধ্যে ভূমিদান কব ফিরিয়ে এলাদের নিচ এক বা
একটি কৃষক ও কৃষক পারেন ? ৬। কৃষক তার বেড়ে দেকে শন সাগুই করেছেন ও দুটি মেরিতে বসেছেন।
জানকের চকটি নেমে বর দুটি মেরিতে আসে কৃষককে একে ও তেনই বা টাকাকড়ি দেবার প্রয়োজন ছিল।

৬। কৃষকদের জীবনযাত্রা ও মেহনত। প্রাকৃত অর্থনীতি

১ কৃষকরা কীভাবে বসবাস করত যেসব পদ্ধতিতে কৃষকরা থাকত
তাদের মন-পনেরেটির বোশ কামার-বাড়ি ছিল না প্রতিটি খামার

কোমার-বাড়িতে খান একজন
কৃষক (নিম্নোক্ত
[১৪ম শতাব্দী])



বাড়িতে থাকত যারগা ছাড়াও ছিল গুদামঘর, শস্যগর ও পশুশালা,
কৃষকের বাড়ি প্রায়ই টেরি করা হত কী, কত অর্থ বা কী, পাশের
নিয়ে, ভাল ছাওয়া হত বাড়ি অথবা মলখাওয়া ময়দা চুনেরা বাপুন
দরাসনা হলে ছাউন বাড়িটি মন খোঁজায় করে মোহ। বাড়ির চত্বরায়
সব সময় কালি-খনিজে করা ধবত কাঁচাবিহীন হুটে জাননা নিয়ে
জলে আসত খুদই কম ; শীতকালে এতে গোলো হত ন্যাকড়া অন্য
কড়কুটো

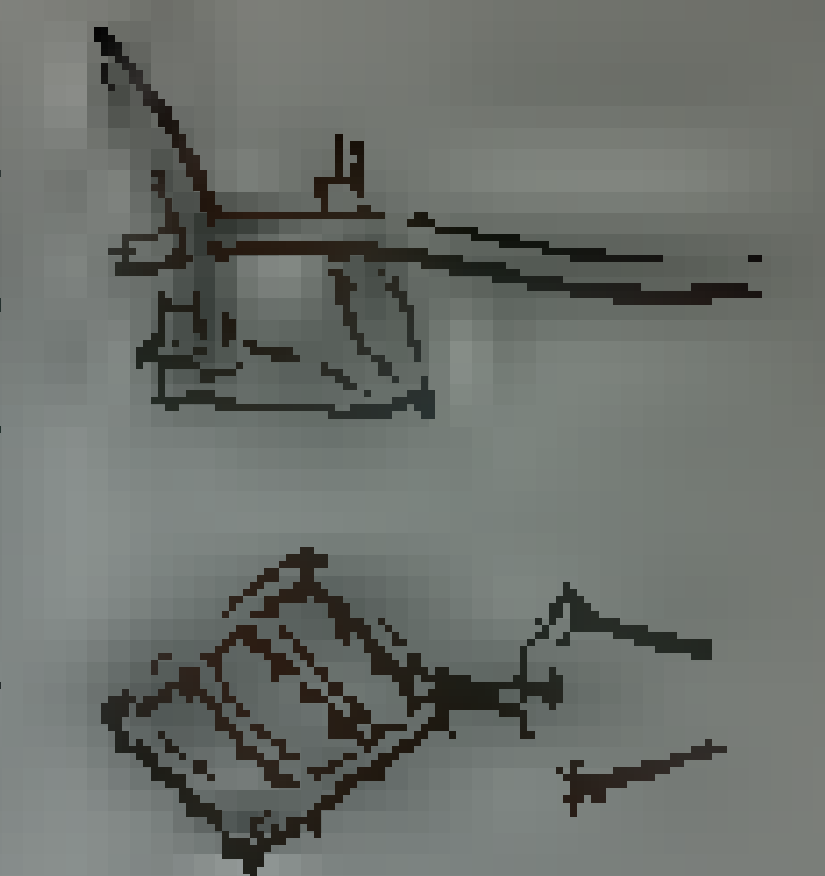
যারা করত পেট মোহর কড়াইয়ে, এগ্রিকালচার উপর হুটিকে
কোনান হত খাবার ছিল খুব নাফা ও একমুখা : দুটি, দাঁড়, ভাল,
শালগম, কালেভদ্রে গাহ ও পদীর। মাস পাতে পাতে খুব উল্লসার
নিয়ে, কোন কোন সময় বসন্ত পর্যন্ত এমনকি গমও কুয়েত না

একই জামাগায় তারা মুমত, তারা বস্ত ও যেত। জামসপ্ত বসতে
ছিল কোনমতে বানানো একটি টেবিল, দেওয়াল ব্যাধর কয়েকটা বেগি,
আমাকাপড় রাখার একটি জিন্দুক। মুমত চতুর্থা এক চক্রেপেশে অসহ্য
বোঁধতে, আর এমনকি মাটি অথবা পাথরের মাঝেতে বিছানো, খড়ের
উপর।

শীতের দীর্ঘ সন্ধ্যায় কৃষক অগ্রিকালচার অথবা জেলের পুখীপের
আলোয় সাধারণ যন্ত্রপাতি নিয়ে হরকদার প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র
জেরি করত ; তার বউ সুতো কাটত ও কাঁপড় বুনত, স্বরা পরিবারের
জনা পোশাক সেলাই করত।

২ কৃষকের মেহনত পুরাতন কামাতাকক নয়নাড়িতে তর্জিত কৃষকদের
হাতিয়ারপত্র আরও ভাল করার জন্য টাকাকড়ি ও সময়ও বিশেষ ছিল
না। বাপ-মাকুদার আমলের যন্ত্রপাতি দিয়েই তারা জমি চাষ করত।

কৃষকরা সাধারণত চাষ করত হালকা লাঙল দিয়ে, যা খুব মাটি কটত,
তবে চাইগুলো এলোতে পারত না, যার লাঙল ছিল না সে



কৃষকদের জীবনযাত্রা
১ পঃ কৃষক, কৃষকের
পুত্রসি (জিন্দুক)
[১৪ম শতাব্দী]
প্রায়,

কৃষকদের জীবনযাত্রা
মেহনতের পশুশালা-ঘর

ਯੋਗਨ ਸਾਮੰਤ ਯੋਗਨੀਏ ਕੁਸਕਯੋਗੇਤੁ ਭਾਗ ਯੋਗਾਨਿਕਿਯੁਏ ਯੋਗਨਾਰ ਨਰਕਾਰ



ਸਾਰ: ਸਕਦਮਤ ਪਾਸਲਾਨੁਮਾਤਰ ਪ੍ਰਾਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਿਸ਼ਤ
ਸਾਲਨੇਮ ਨਾ ਸਾਹਮਾਨ ਅਰਜ਼ੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ
ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ
ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।



ବନ୍ଧୁ-ବନ୍ଧୁ ମିତ୍ରମାନଙ୍କୁ
 (ସାଧୁ-ସୁଖୀ ଜୀବନ ପାଇଁ)

৬.৭। সামন্তদের জীবন ও প্রথা

১। **সামন্তের দুর্গ।** ঠিক হিংস্র পাখির নীড়ে মতো টিলা মতই দুর্ভেদ্য উপরে উপর নির্মিত হত দুর্গ। নীচে তারক যিরে থাকত প্রোকায়ত। এ ছিল সামন্তের বাসস্থান ও তার সৈন্য বিদ্রোহী কৃষ্ণ ও অন্যান্য লোকদের আক্রমণের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য সামন্ত দুর্গের স্থিতি।

সামন্ত দুর্গ গুড়া হত কাঠ দিয়ে, পাথর দিয়ে। দাঁতওয়ালা দুর্গদুর্গ দুর্গের প্রাচীরগুলি নির্ভরযোগ্য প্রতিরক্ষার লক্ষ্য করত দুর্গে ছিল থাকত জনপূর্ণ প্রাচীর পরিখা পরিখা উপর থাকত দুর্ভেদ্য সেতু; রক্ত এক শত্রু আক্রমণ করে শিকল দ্বারা ভাঙা উৎসে তৈরি হত, বিশেষভাবে সংকেত ছিল দুর্ভেদ্য সেতু সামন্তের সৈন্যের প্রাচীরে ও নিম্নে সফল আক্রমণ নিজে ছুটত।

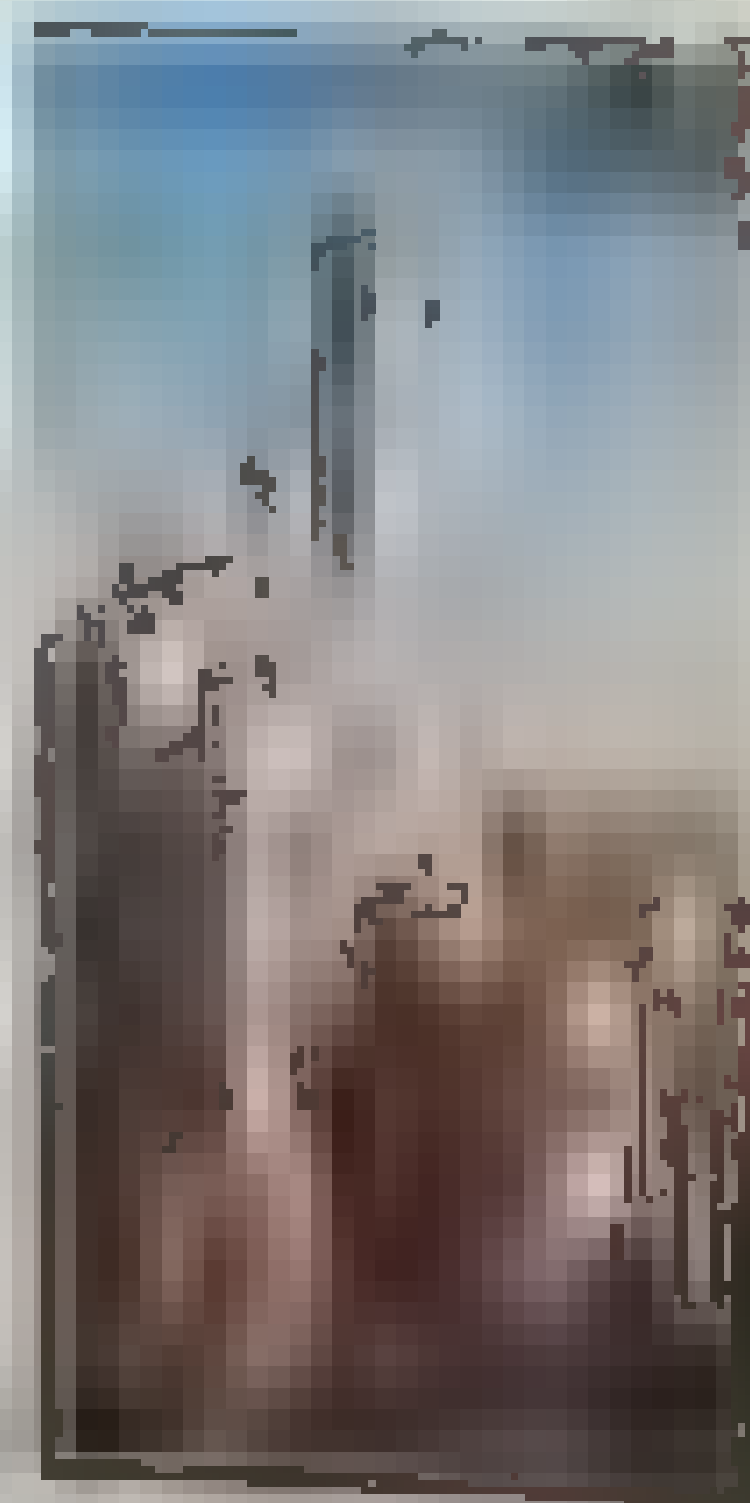
দুর্গে প্রবেশ করতে হলে দুর্ভেদ্য পরিখা ভরাট করতে হত, এক প্রাচীরে ও নোংরা লোকের জটিলতা ভরাট হত। প্রাচীরের উপর সৈন্য সৈন্যের মাথা দেখা হত পাথর ও কাঠ, ঢাল হত দুর্ভেদ্য ঢাল। প্রথম প্রথম জানের দিকে ছোঁড়া হত বন্দ ও গুলি। এর একটি কষ্টকর ভেঙে ঢোকার পরও শত্রুরা প্রায়ই লক্ষ্যস্থানে সোঁচাতে পারত না, এমন জানের বিভিন্ন ভাষা আরও উচ্চ একটি প্রাচীর আক্রমণ করতে হত।

দুর্গের সবকিছুর উপর মাথা তুলত প্রধান মিনারটি। তাতে সামন্ত নিজেই সৈন্যের ও চতুর্দিক পরিদৃষ্ট হয়ে শত্রুদের দুর্দর্শ অবস্থায় মনে পারত। মিনারের ভিতর থাকত একটা উপর একটা হলরে সৈন্যের সৈন্যদের বাঁকত সৈন্য বাটির নিজেই হলায় প্রায়ই থাকত সৈন্য সৈন্য; ওখানে হস্ত্য থাকত বাঁকত। আর এখানে



নিম্নোক্ত সামন্তের
নিম্নোক্ত সামন্তের

সামন্তের এক দুর্গ



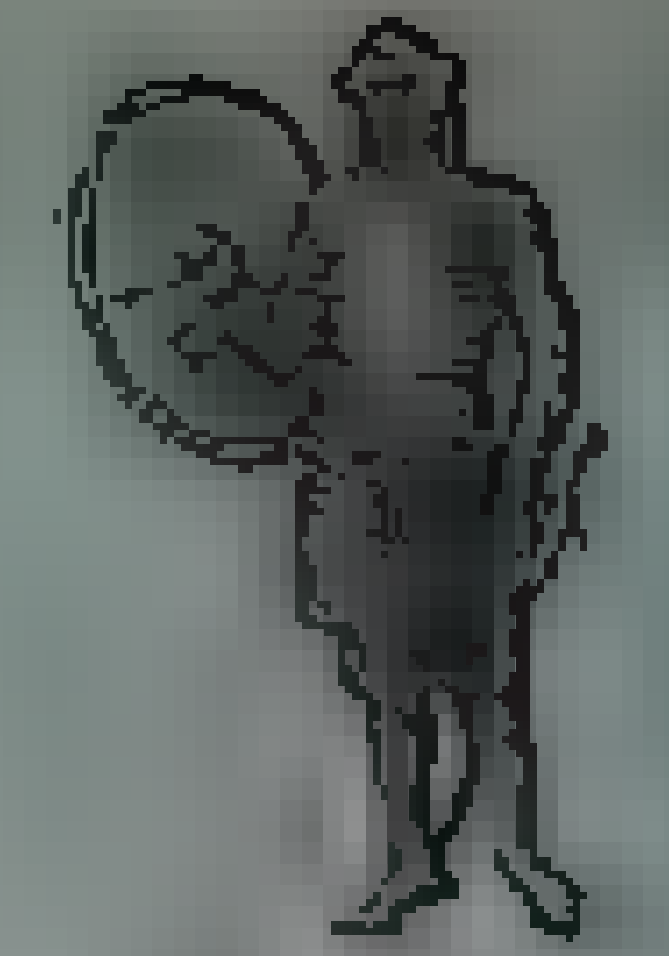
সামন্তের ও অধিকার জগতের কক্ষগুলিতে একত্র হওয়া করে। সবকিছুর
দিকের বাঁধা সম্বোধন ও অধিকার হওয়া। মিনারের পেছনেই বাঁধা
ছিল সৈন্যের সিঁড়ি। যা নিজে সামন্ত যেত মন্ত্রী অধিকার গুলি অধিকার
সামন্তের ভেতরে চোরা-সৈন্যের।

দুর্গ সামন্ত কৃষ্ণের মনে থাকত। নিত সামন্তের প্রথম প্রাচীরের
কথা

২। **সাইটের অস্ত্রশস্ত্র।** সুরক্ষার জন্য একজন একজন সামন্তকেও
করা করা সহজ ছিল না। অস্ত্রেরই যোদ্ধা - সাইটের - কাছে থাকত
সৈন্য সৈন্যের ও সৈন্য বন্দী হস্ত চান নিজেই সামন্তের সামন্তের
চাকরে পারত। সাইটের সৈন্য কক্ষ কক্ষ সৈন্যের টেবিল এক সৈন্য-
সৈন্যের সৈন্য এর সৈন্য নিজেই প্রথম সৈন্যের। সাইট সামন্ত পারত
নিরস্ত্র (হেলমেট), আর বিশদ কাঁচের সৈন্য সুর চাকর পাতলা বাঁধত
মুনোশ দিয়ে সামন্ত চোখের সৈন্য দুটি ছিল থাকত।

সাইটের মুখ করত সাজগাম ও মহনসন যোদ্ধা চড়ে। সাজগামের
থাকত সাজগাম সামন্তের অস্ত্রশস্ত্র ছিল ধন আর একজন হত ১০
বিলোম্যম পর্বত। এই যোদ্ধা সুরভে-কক্ষের ও সৈন্যের মধ্যে একজন
হওয়া পারত। সাজগামের যোদ্ধা থেকে থেকে সৈন্যের সৈন্যের
সাহায্য কিনা সৈন্য আর সৈন্য দাঁড়িয়ে পারত না এবং সাহায্যের সৈন্য
হত ও সৈন্য বন্দী আক্রমণের যোদ্ধা চড়ে মুখ করার সৈন্য সৈন্যের
পরিচালনা হত; সামন্তের ছোট্ট সৈন্য থেকেই সুরভে-কক্ষের
নির্ভরতা সৈন্য সৈন্যের আক্রমণ, সাজগাম ছড়া, কুস্তি, সাজগাম ও বন্দী
সাজগাম শিখত।

দুর্গের সাজগাম ও সাইটের অস্ত্রশস্ত্রের সাম ছিল সৈন্যের সৈন্য
এ সৈন্যের সৈন্য প্রাচীর এক পাল পশু সৈন্য সৈন্যের সৈন্য হত। সাইটের



সামন্তের এক দুর্গ ও
সামন্তের এক দুর্গ
সামন্তের এক দুর্গ



সামন্তের এক দুর্গ ও
সামন্তের এক দুর্গ
সামন্তের এক দুর্গ



জিফুয়াংগাং গ্যাংস্টে দুর্গ



উইগোনোংনামাংলা ১৬ ঠামন
কন ১২২ টেংগ



দুর্গের আশেপাশে শাক মেডেল

কাজ করতে পারত না। ইতিহাস, যাদের জন্য বইতে বইতে। এই সামাজিক কাজের একমাত্র সাময়িকভাবেই বেশি হয়ে উঠেছিল।

৩। সামন্তেরা কীভাবে কাম করত। সামন্তের সমস্ত বইতে যুক্তিযুক্ত ভাবেও সমস্ত মতামত। নাইটের প্রা. ধামান - দুর্গ ও কীভাবে কীভাবে ছিল সামাজিক কাগজের মধ্যে উক্তি।

প্রতিযোগিতা—এ হল শক্তি ও ইনপুট। নাইটের সামাজিক গুণাবলি। যুক্তি সার্ভে মজবুত প্রতিযোগিতা সত্ত্বাধীন। এই প্রা. শক্তি স্থান নিত বিচারের মধ্যেও তারা সোজা করে পরস্পরের দিকে ছুঁতে চিন্তা করত। প্রতিযোগিতার ভেতল বস্তু নিয়ে নাইট প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘোড়ার জিন থেকে নাইটে ফলাফল দেখা দেয়। প্রতিযোগিতা শেষে প্রায়ই কয়েকজন পুরুষের মত, এমনকি নিহতও হয়। পুরস্কার হিসেবে বিজয়ী পেতে পছন্দিত প্রতিদ্বন্দ্বীকে ঘোড়া ও তার সামন্তেরা প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীকে আরোহন করা হয় প্রতিযোগিতা শেষে—লড়াইকে নাযত দুই বল নাই। এতে মাটিতে ফলনেন্দুওয়া মোকাবেলা ঘোড়ার খুঁদ দিয়ে দাঁড়িয়ে রাখা চলত। প্রতিযোগিতায় বহু মর্শক সমাবেশ ঘটত। সম্রাট সামন্তেরা বসন্ত বিশেষ মতে, অন্য সাধারণ লোকে ভিড় করতে কীভাবে কীভাবে চাষিদের।

গোড়োংসনের সমস্ত নাইটের দুর্গ বইতে যুগের নই, আশুপন স্থলসানে গোটা গোটা মজুর ভাবে টেনে আসে এবং পড়ত দুর্গের বসিন্দাদের ও অভিবাসনের চিকিৎসার কাজে কীভাবে প্রা. ক সম্রাট সামন্ত পরিবারেই দু-একজন ভিড় থাকত।

নাইটের প্রতিযোগিতা
(স্ট্রোফার্ড [১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দ])

১৪৮৩ খ্রিস্টাব্দে
বিজয়ীর সমস্ত নিমিত্তসম
স্থান ১০৫ খ্রিস্টাব্দে
গড়ত।

৪। সামন্তের নৈতিকতা ও আচার-প্রথা উদ্ভাবন ও উচ্চ সামন্তের নিজের 'কুর্জান' (ভেতরে উচ্চ গোড়ের), সাধারণ লোকের জন্য গড়ত।



22

ਅਧਿਐਸ਼ਾਨਾਯਾ ਅਧਿਆਪਕ
ਪਾਠਸ਼ਾਲਾ (ਸ਼ਿਕਸਕਿ),
ਯੋਗਾ ਅਧਿਆਪਕ (ਅਧਿਆਪਕ)

[illegible]

ମାଜା ଅନ୍ତରାଳ ଶୀଘ୍ର ବିନାଶିତ ବନାନ୍ତ ଶକ୍ତିପ୍ରାୟେ ମାୟାକୁ ଯାହା ଦୁଇକଲମ
 ମାୟାକୁ କରେ ଯାହାକି ପ୍ରାୟେନ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟେ ଯୁକ୍ତାନ୍ତ, ଧୂସରାନ୍ତ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚିତା
 ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଯୋଗ, କେବଳା ମାନବିତ୍ତ ବାହ୍ୟ । ଶୁଦ୍ଧାନ୍ତରୀୟ ଦୁଇକଲମ ଧର୍ମ ପ୍ରାୟେ
 ଶକ୍ତିପ୍ରାୟେ ଯଦି ଦୁଇକଲମ ; କେବଳା ମାୟାକୁ ଯେହାନ୍ତ ଦୁର୍ଗ ପ୍ରାୟେନ ଯାହାକି
 ଦୁଇକଲମ ଧର୍ମ ଥାଏନାନ୍ତ ମାନବ

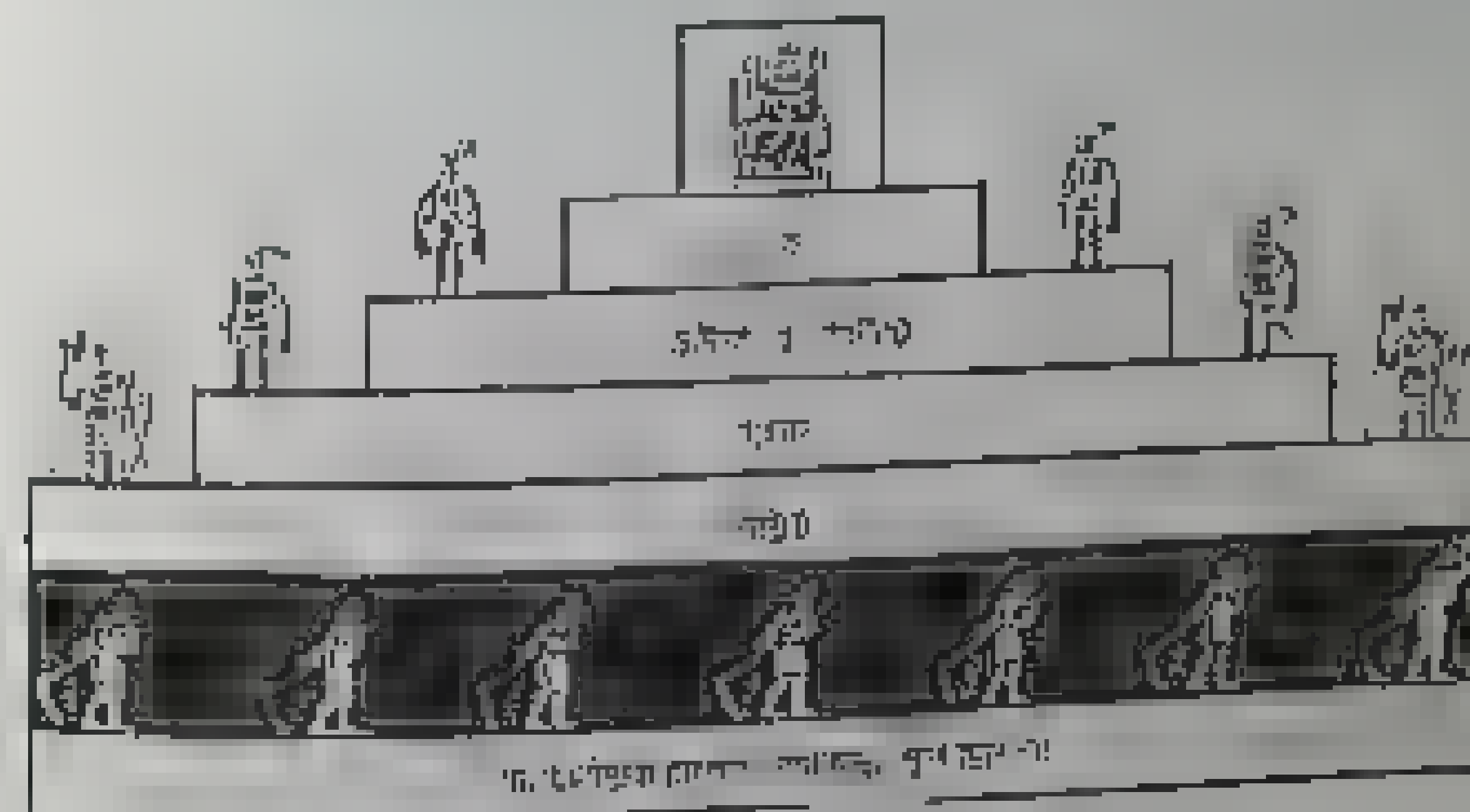
সিনিয়রদের আদেশে জ্যাসাম ছাত্র সঙ্গ অস্তিত্বনে যেতে ও নিচের
সঙ্গ সেনাপাধ্য নিয়ে আসতে, সিনিয়রকে উপদেশ দিয়ে সাহায্য করত
বান্ধা ছিল। এ ছাড়াও, প্রজ্ঞাপনে তাকে নিক্সসম দিয়ে সিনিয়রকে
কলিমশা থেকে ছাড়াতে ইত্যাদি। অন্যদিকে সামন্তের আদেশে থেকে অথবা
বিদ্রোহী কৃষকদের হাত থেকে সিনিয়র নিজেদের জ্যাসামেদের রক্ষা করত।

৫। সামাজিক-অর্থনৈতিক পরিস্থিতি। দেশের সমগ্র সামাজিক প্রদর্শন বর্ণনা করা হইতে পারে : সামাজিকের মধ্যে বিবাদ কালে তিনিই ছিলেন সর্বোচ্চ বিচারক এবং দেশে শত্রু আক্রমণ কালে তিনিই দেশান্তর পরিকল্পনা করতেন, ভিউর ও কনস্টেবলের লক্ষ্য বসন্ত ছিলেন নির্মিত। সমগ্র দেশে তাদের জমিদারিতে ছিল শত শত গ্রাম, তাদের অধীনে অনেক কৃষক দেশব্যাপী এক ধর্ম নীতি ছিল ডিউর ও কনস্টেবলের আসন তথা ব্যাংকিং। এরা সাধারণত দু'দিন শুভান প্রদানের মালিক ছিল এবং তাদের একটি মনোনিবেশ ছিল ব্যাংকিং ছিল নায়েটদের মিলিত নায়েটরা হল একটি সাম্রাজ্য, তাদের নিজস্ব দেশ প্রদান ছিল না



आमनेदरु वाचनसुभासकसु
दिनांक १८/१२/२०११ मङ्गलवार]

पुद्गलस्य अस्याः आदिगता नृपतिः ।
विनिर्दिष्टपाद [५०] अस्याः अस्याः ।



अथ तत्तत्तुल्यं तुल्यं संज्ञाभिः

月

১৮৭১ সালে প্রথমবারের মতো হু চক রাপা' নামেই লোকসমূহের
 সম্মানে পুণ্য মহোৎসব পরিচালনা ব্যবস্থাপনায় চেক উৎসাহিতার কাজ
 হওয়ায় জনগণ উৎসাহিতার নিমিত্তেই শ্রমক্ষেত্রে যত্নে আসেন। জার্মানির
 জনগণ উৎসাহিতার মতনদের অধীনে নিজে যাকার তৈরী করে, এবং
 তাঁ পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের অধীনে যেতে বাধ্য হই। তবে চেক রাজ্য
 জনগণ স্বাধীনভাবে স্বাধীন ১৮৭৫ খৃস্টাব্দে পূর্বে তিনি মহাবল্লী
 উৎসাহিতা করেন।

১৮৭১ সালের আশ্বিন মাসে পোলিশ শিল্প মেশাকো ভিস্টুলা নদী
 বরাবর বসবাসকারী উৎসাহিতাদের নিজেদের অধীনে নিয়ে আসতে সক্ষম
 হন। বরেন্দ্রবাস দল সহ তিনি প্রাক্তন গৃহণ করেন। সৃষ্টি হয় পোলিশ
 রাষ্ট্র। পোলিশ উৎসাহিতাদের মিলনকারী ক্রমশঃ হু চক রাপা'র
 বৈশিষ্ট্যমণ্ডল শ্রমক্ষেত্রে। তাঁর আদর্শে পোলিশদের বহুকাল ধরে
 পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সঙ্গে পার্থক্যবোধ সৃষ্টি করতে হয়। এই অগ্রগতি
 পোলিশদের দ্বারা হু চক রাপা'র এমনকি তাঁর রাজসীমাও বাড়তে সক্ষম হয়।
 মহাবল্লী বৈশিষ্ট্যমণ্ডল-মহাবল্লী উপাধি গ্রহণ করেন।

কম-১০ম শতাব্দীতে পোলিশদের সঙ্গে বৈদেশিক শত্রু আক্রমণের
 মোকাবিলা করে রাষ্ট্রের আদি সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলি গড়ে উঠেছিল।

৩। রাজতন্ত্র প্রতিবেশী। রাজতন্ত্রের দক্ষিণে সীমানার ছিল পবিত্র রোম
 সাম্রাজ্য। ১৫ম শতাব্দীতে জার্মান সামন্তরা পূর্বদিকে আক্রমণ চালান।
 সম্রাট উল্গব্রুন্ড ও লাবা ভীরুর রাজতন্ত্র তখনও বাস্তবিকভাবে উৎসাহিত
 হু চক রাপা'র কাজ। সে কারণে যদিও তারা বীরত্বের সঙ্গে প্রতিরোধ
 করিয়েছিল, তারা বিজয়ীদের আক্রমণ হু চক রাপা'র নি রাজতন্ত্র
 চূড়ান্ত করে উন্নীত করা হয়েছিল। তাদের চরিত্রে স্বাধীন সামন্তরা
 চূড়ান্ত গুরুত্ব পূর্ণ ও সঠিক উন্নীত করে, আর রাজতন্ত্রের চরিত্রে দেখা দেনজ্ঞানে
 ও উন্নীত করে।

১৮৩১ সালে রাজতন্ত্র বিদ্রোহ করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে
 সম্রাট হু চক রাপা'র করে। কেবল ১২শ শতাব্দীতে জার্মান সামন্তরা লাবা
 ও উল্গ (১৮৩১) সালের মহাবল্লী একত্রে দখল সমর্থ হু চক

এই সামন্তদের শত্রু নিজে সামন্ত উন্নীতের আদর্শে দেখতে ইউরোপ
 প্রতিষ্ঠান করে করে ইউরোপ উৎসাহিতাগুলি। অনিষ্টের নদীর মাঝ বরাবর
 রাজতন্ত্র করে এবং রাজতন্ত্রের নিজে অধীনে এনেছিল। তাদের
 সামন্তরা সামন্তরা পূর্ণতম ইউরোপের লাবা দেশে গুরুত্ব চালান
 হু চক রাপা'র পার্শ্ব পার্শ্ব শিল্প প্রতিষ্ঠান হু চক রাপা'র ও উন্নীত
 হু চক রাপা'র সামন্তদের পূর্ণতম করে তাদের সামন্তরা উন্নীত
 হু চক রাপা'র সামন্তদের বসবাস শুরু করে ১০ম শতাব্দীর শেষভাগে
 হু চক রাপা'র সামন্তরা হু চক রাপা'র।

১। জার্মান ও পোলিশদের সম্রাট গঠন আসল লোকের কৃষক ও শ্রমিক আদর্শের দ্বারা
 পোলিশরা পূর্ণতম জার্মান সামন্তদের অধীনে বসবাস করে এবং উন্নীত ও সম্রাট
 হু চক রাপা'র।

§ ১০। পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের সংস্কৃতি

১। পৃথিবীকে লোকে কীভাবে দেখত। মধ্যযুগের পৃথিবীর লোকসমূহকে
 পূর্ব লোকেই নিজ পৃথিবী বাইরে যেত। কিন্তু বহুতম সামন্তদের অধীনে
 লোকসমূহ উন্নীতের পরিধি ছিল সবচেয়ে উন্নীত জনগণ হু চক রাপা'র
 চরিত্র করে থেকে যা দেখা যেত। এ অন্য দেশে সম্রাটের পূর্ণতম
 খবর পাওয়া যেত। ইউরোপের বাইরে কী ঘটছে না ঘটছে, ইউরোপের
 হু চক রাপা'র ধরে জানতে না এবং পূর্ব পৃথিবীর দেশের সামন্তদের
 রচনা করত।

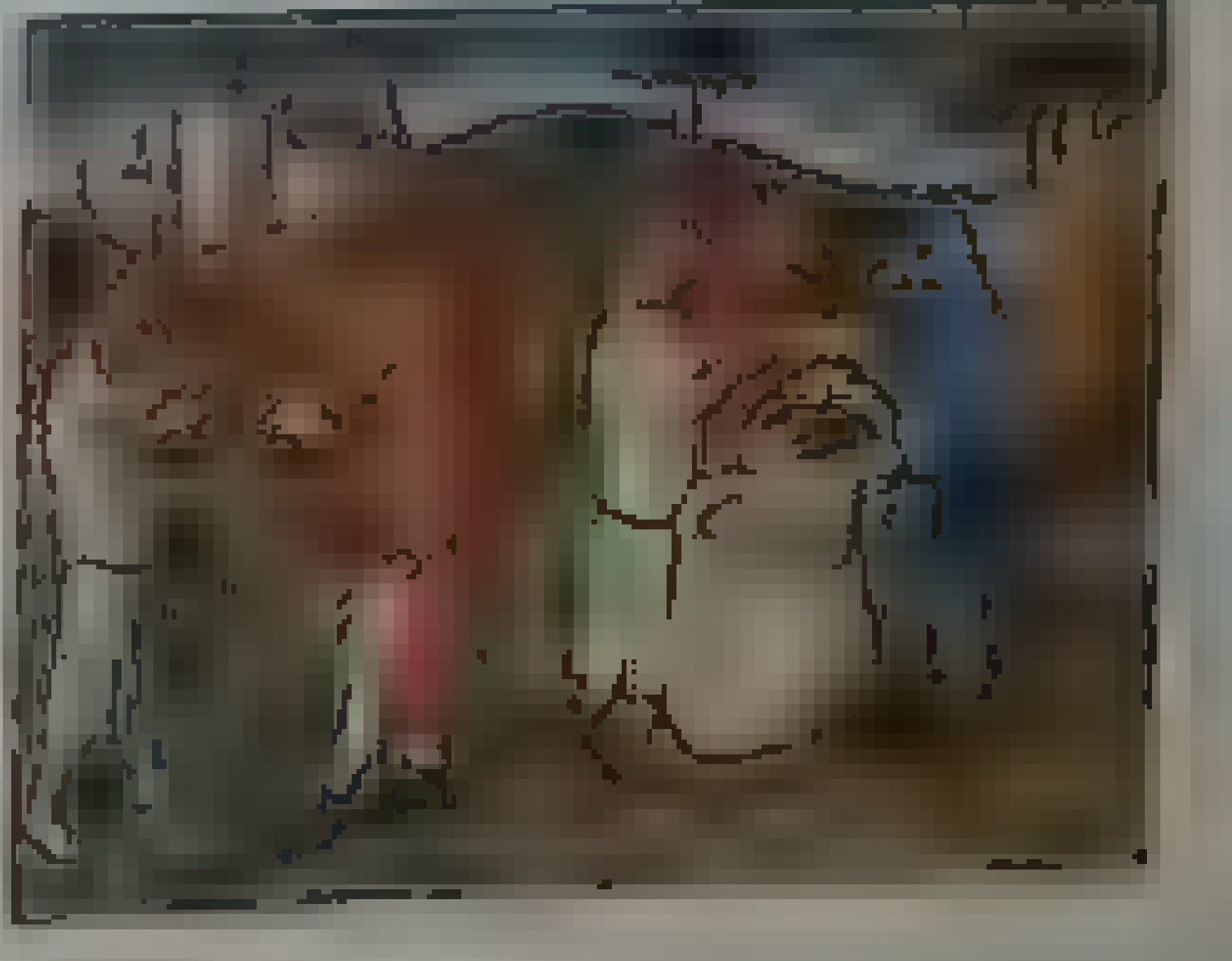
চার্টার দ্বারা পৃথিবীর অবস্থান বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মধ্যস্থানে। পূর্ণতম
 থেকে সৃষ্টি প্রকৃতি সৃষ্টিকর্তার জ্ঞান জীবনের বসবাস বিদ্রোহ পূর্ণতম
 হু চক রাপা'র অনেক লোকসমূহে জ্ঞান পৃথিবীকে জানে করত চরিত্র
 পূর্ণতম, চার্টার দ্বারা যা হু চক রাপা'র আসল দিকে, আর চরিত্র
 যেকোন পথ ধরে আদর্শেরা করে সূর্য, চন্দ্র সহ আশ্রয় পাঠটি গ্রহ।

প্রাচীন যুগ থেকে মধ্যযুগে উন্নীতের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম ইউরোপ
 সংস্কৃতির অবনতি হু চক

পূর্ণতমের মধ্যে মধ্যযুগেও লোকে প্রকৃতির তামসবলীয়া দেখে
 এর পেতে বিজ্ঞান ও পৃথিবী বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিম্নে আসলে নতুন জীবন
 বসবাস ব্যক্তি সামন্ত ছিল সামন্তের নির্ধারিত ও বসবাসের
 করে অন্তর্ভুক্ত করে মনে হু চক রাপা'র দুঃখ-দর্দশার হু চক
 দেখতে দেখে লাবা হু চক রাপা'র সামন্তদের জ্ঞানের আদর্শে আসল

১.১ শতাব্দীর পশ্চিম
 সাম্রাজ্য, সাম্রাজ্য পূর্ণতম
 করে ইউরোপের সামন্তদের
 জ্ঞান পৃথিবী উন্নীত
 ইউরোপ, এশিয়া
 জ্ঞান পূর্ণতম
 উন্নীত পৃথিবী সামন্তদের
 জ্ঞান সামন্ত

পূর্ণতম সামন্ত
 এশিয়ার সামন্তদের
 জ্ঞান সামন্তদের
 সামন্তদের সামন্ত
 সামন্তদের সামন্ত
 সামন্তদের সামন্ত
 সামন্তদের সামন্ত



आपका ज्ञान। आपकी विद्वत्ता का यह अर्थ है - हमने सबकुछ
सिखाया है, इस प्रकार कि आप इसे आसानी से समझ सकें।

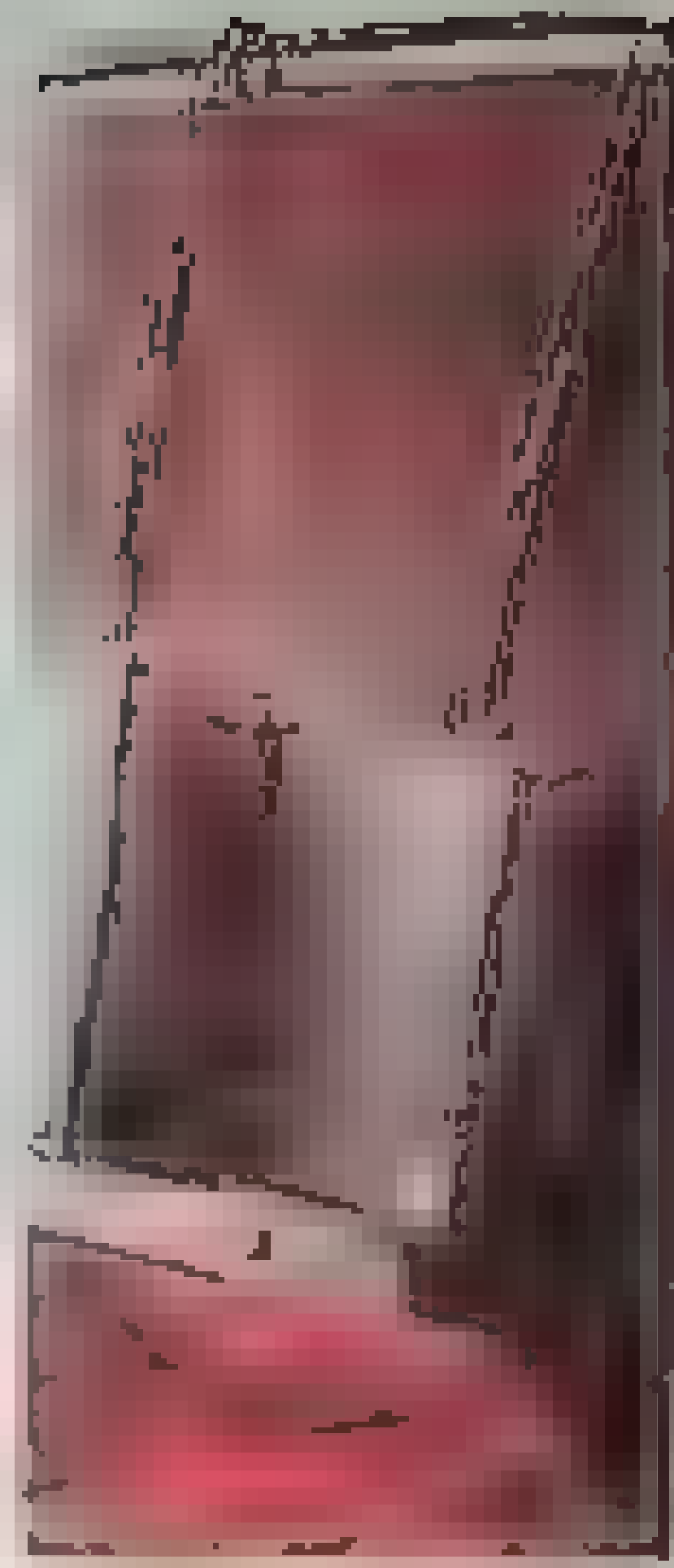
[illegible]

২. শিক্ষিত স্কুলে কীভাবে পড়ান হত। শুল্ক ভূবহুদের মধ্যেই নয়, নামভূবহুদের মধ্যেও শিক্ষিত লোকের সংখ্যা ছিল খুবই কম। অনেক নাইটাই সর্ভদেহের ব্যয়সাধ্য চেষ্টা চিহ্ন দিত। বাসা-খরাদ্বারাও প্রায়ই লিখতে পড়তে পারতেন না, বহুকাল ধরে পশ্চিম ইউরোপে শিক্ষিত বলতে প্রধানত ছিল শিক্ষার পার্শ্ব পুত্রোচিতরা : তাদের শিক্ষার বই পড়ান, মন্ড্র জ্ঞানার, ভূগোল্যের অসীম ক্ষমতার কথা ধর্মবিদ্যাসীদের ভাল-ভাল কথা বোঝানোয় পরকর ছিল।

খ্রীষ্টান চার্চ প্রাচীন যুগের মনোভূতি থেকে যা সামান্য কিছু তার
পুয়োজন ছিল তাই নিম্নোক্তরূপে পানি উত্তির জন্য বড় বড় নগরে শার্লোয়েন
স্কুল খোদাই করিয়া দেন। যে-সব বইপত্র ও স্বাক্ষরিত অনুবর্তী পড়াশোনা
করা হইবে তার মূল্য সেবার জন্য তিনি এই নির্দেশ দেন : 'যে-কোনো পড়ার
সময় উত্তরেদের সেবার জন্য নগর করিতে দিবেন না।'

গির্জার স্কুলে আট বছরের শিশুরা বিদেশীদের সঙ্গে একসঙ্গে পড়াশোনা করত; ধর্ম অনুযায়ী কোন ক্রাশের ব্যবস্থা ছিল না। পড়ুয়ারা মুখস্থ করত অসংখ্য উপাসনামাল্য, পড়তে, লিখতে, হিসাব করতে ও গির্জার গান শিখত, খোয়াজিবিদ্যাকে বাগহার বলা হত গির্জার কয়েকটি উৎসবের দিনগণ শিখায় জন্য। জার্মানিতে এসেই শিখাই দেওয়া হত যা শুধু পুণোজ্জন ছিল গির্জা জবন উত্তরির জন্য।

ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਯੁੱਧਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਈ ਵਾਰੀ ਯੁੱਧ ਕੀਤੇ ਸਨ।



ପ୍ରାଚୀନ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନରେ
 ଗୈରପତ୍ର ଅବସ୍ଥାରେ କରା ହେଉ
 ବର୍ତ୍ତମାନରେ ଏ ସ୍ଥାନ ପ୍ରାୟତଃ
 ସ୍ଥାନ ବିଶେଷ ମୁକାବଳା ବୃଦ୍ଧି
 ଆବେଦନରେ ଶିଳ୍ପବିଦ୍ୟା କଳା
 ଶାସ୍ତ୍ର ହେଉ

महोदय: दिव्यगन्धर्व
(विनिर्देशांश [२४५ नमूना १५५])

नामस्वरूप सहे दयाका संपत्ति (अथ ब्रह्मपरीक्षा प्रारम्भ)

नैमित्तिकप्रतिष्ठिः प्रविष्टः यथाहः अत्रावस्थितः स्वकांशतः

[illegible]

મનમાં રહેતો વડે, શબ્દો રહેતો મનમાં, લેખમાં રહેતો આદેશવાળો શબ્દો મનમાં
મનુષ્યને જાણી રહેતો શિષ્ય માત્ર એકલે, પ્યાર શિક્ષક એકલે પણ એક શબ્દમાં
જા દેખાતો આરંભિતો મંજૂર થતો રહેતો ।

ଆନାର୍ଡ଼େନର ବାସୀମାନେ ବିଷୁଦ୍ଧେନ ଯାହୁର ଜାମାନୋତ ମନେଇ ଏହା ସହ
ନା, ମିଶ୍ରାଣର ଦାଉର ସହଜତ ସୁନ୍ଦର ବିଦ୍ୟା ବିଷୁଦ୍ଧେନ, ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିର୍ମଳ ହାତ
ଦେଇ ମାତ୍ରା ହେଉ ମିଶ୍ରାଣରୁ ଚଳାଉ ମନ୍ଦିତ ହେଉ ହେଉ, 'ଓ ସହ ହେଉ
[ମନ୍ଦିତ] ଯାହୁର ସହ' ଅନେକ ହାତରୁ ଶୁଦ୍ଧ ଯାହା ମାନ ମାନ ହେଉ
ଆନାର୍ଡ଼େନର ଅନେକ ଯାହୁର ହେଉ ହେଉ ଅନେକେଇ ଏହି ସହ, ଯାହୁର
ଆନାର୍ଡ଼େନ ଓ ହେଉ ହେଉ ହେଉ ନା ।

৩। হস্তলিখিত গ্রন্থ গিন্স বড় বড় মঠে এমন কর্মশালা ছিল যেখানে পাদ্রিরা বই লেখান করত, সেখানে অন্য ব্যবহার করা হত বাছুর অন্যথা ছেড়ার যত্নাচরমড়া, হস্তলিখিত কইটি হস্ত মতি মতিই এক গিন্স রচনা। এক একটি বই নিয়ে বহু দিন ধরে অনেক লোক কাজ করত একদল কালিগ্রাফিতে বইয়ের মূল বিষয়বস্তু লিখত, অন্যদল মধ্যস্থত সাজাত অক্ষার-শুরু অক্ষরগুলি, তান্ত গোটা একেকটা ছবি আঁকত, তৃতীয়রা বাগ ধাক্ত অক্ষার-শুরু ছবি ও এলকরণ, চতুর্থরা অঁকত যিবিভেচন চিত্র।

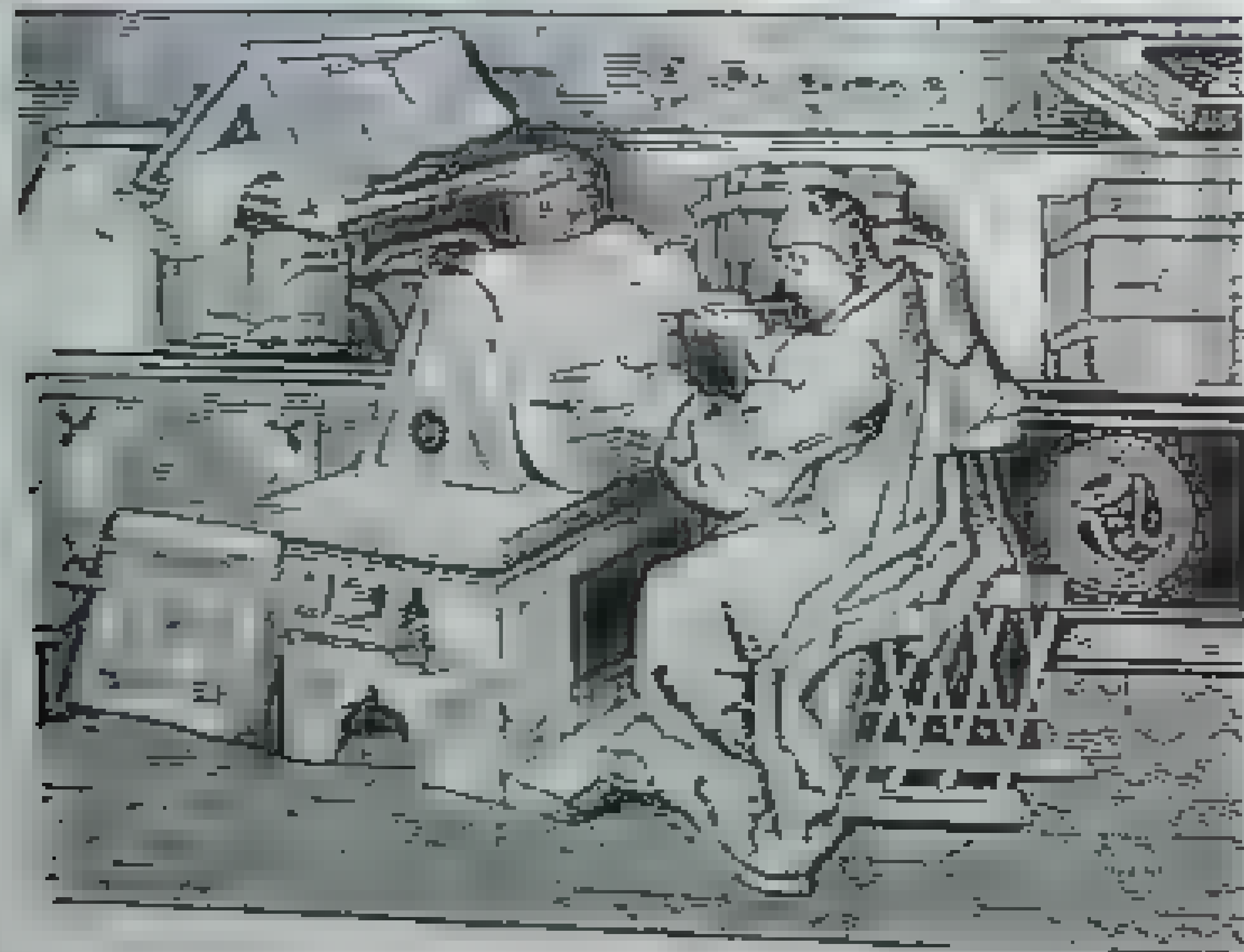
৬ম—৯ম শতাব্দীতে গুজরাতের অনেক বিখ্যাত ও জৈনদের
রচনা লক্ষ্য করা হয়েছিল। এর কল্যাণে সেখানি আক্ষণ্ড আমরা পুস্তকে
পারি।

বইয়ের সংখ্যা ছিল কম এবং তার দায়ও ছিল আকাশচুম্বী।
 বই অল্প সংখ্যক, সবচেয়ে বেশী লোবেরাই তা কিনতে পারত। বিশেষ
 কোন অনুষ্ঠান উপলক্ষে রাজ্য-বহারাজা ও সামন্তরা একে বনাকে বই
 উপহার দিত, যেমন, চুক্তি সম্পাদনা, ছেলেনেয়ের জন্ম ও বিবাহ
 উপলক্ষে

৪। স্নায়ু-নিক হরফের উৎপত্তি। এই স্নায়ু-নিক আতি প্রাচীনকাল হইতেই
কল্পিত। পূর্বে জানা যায় যে, হরফের উৎপত্তি স্নায়ু-নিক হইতে।
অন্যদিকে প্রাচীনকাল হইতেই স্নায়ু-নিক হইতে। এবং এজন্য প্রাচীনকাল
হইতেই স্নায়ু-নিক হইতে।

ପ୍ରଥମ ମ୍ଲାତ୍ତନିକ-ନିଷ୍କାସନ ଯତ୍ନେ ମୁଁ ସମ୍ଭାଷଣ କ୍ରିୟା ଓ ଯୋଗେଇ ।
 ୧ମ ଶାଫ୍ଟମ୍ୟୁର ମାଧ୍ୟମାଦି ଶୁଦ୍ଧ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିଭିନ୍ନ ମ୍ଲାତ୍ତନିକ
 ଆକାରର ସୃଷ୍ଟି କରଣ ଯୋଗେଇର ମାହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟ ମ୍ଲାତ୍ତନିକ ଭାଷା
 ଶୁଦ୍ଧ ଗିର୍ଜା ମଧ୍ୟ ଅନୁବାଦ କରଣ ।

ପଶ୍ଚିମ ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କ ମଧ୍ୟେ ଶୈବଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିଛିନି ଓ
 ଧର୍ମୋପାଦାନ ସାହିତ୍ୟାବଳୀର ଉପର ଆଧାର ହୋଇଥିବା ମନେହୁଏ ।



१. जलपट्ट जिलावा जलपट्ट मण्डलमधे जलपट्ट इलाका दुनू पश्चिमि इलाका
 मधे जलपट्ट वा ठीक वही जलपट्ट मण्डलमधे जलपट्ट इलाका दुनू पश्चिमि इलाका
 मधे जलपट्ट जिलावा जलपट्ट मण्डलमधे जलपट्ट इलाका दुनू पश्चिमि इलाका

[illegible]

ସମସ୍ତଙ୍କର ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ସମର୍ଥନ ଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ
 ସାଧନାରେ ସୁଗମ ହେବ । ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସୃଷ୍ଟି, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ, ଶାନ୍ତି ଓ ଉନ୍ନୟନର
 ପାଇଁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ରହିବ ।

[illegible]

এমনও বলা যে নির্দিষ্ট মাধ্যম ও মানসস্থলও বৈশিষ্ট্যবিশিষ্ট।
 হস্ত-চক্ষুর এক দৃষ্টান্তই হতে পারে যে চক্ষুর দৃষ্টি
 সীমাবদ্ধ। হস্তের দ্বারা নির্দিষ্ট কৃত্যের নির্দিষ্ট স্থানও নির্দিষ্ট।
 তদ্রূপ। মানসস্থলও নির্দিষ্ট। সুতরাং তাৎপর্য এই যে মানসস্থল
 নির্দিষ্ট। ইহাও সত্য যে মানসস্থল নির্দিষ্ট।

१. राजस्थान राज्य के अन्तर्गत निम्नलिखित जिलों में निम्नलिखित स्थानों पर निम्नलिखित प्रकार के जल संचयन प्रकल्पों का अन्वेषण किया गया है-

તોતાર્કનિર્ણય પ્રાપ્તિ સુધી ઉચ્ચ ગાનડબ્બડ & શિક્ષક નિર્ણયનક
તિરૂપ્ત દેશનકી યનગણક ગાંઠવન

■

[illegible]

৬ষ্ঠ — ১১শ শতাব্দীতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

১১শ শতাব্দীতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের হ্রাসের সময়কালে পেরেছিল। এর রাজধানী কনস্টানটিনোপুলে অবস্থিত ছিল প্রাচীন গ্রীক উল্লেখিত বাইজান্টিয়ামের জায়গায়। এই শহরের প্রাচীন নামাসমূহের একটিও অতিথিও করা হয়। বাইজান্টিয়াম অথবা বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য হলো পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় বাইজান্টিয়ামে সামন্ততন্ত্রের উদ্ভব ঘটেছিল নিজস্ব বৈশিষ্ট্যসহ।

§ ১১। সামন্ততন্ত্রের প্রাথমিক অবস্থা

(ড. অরুণ কলিতা)

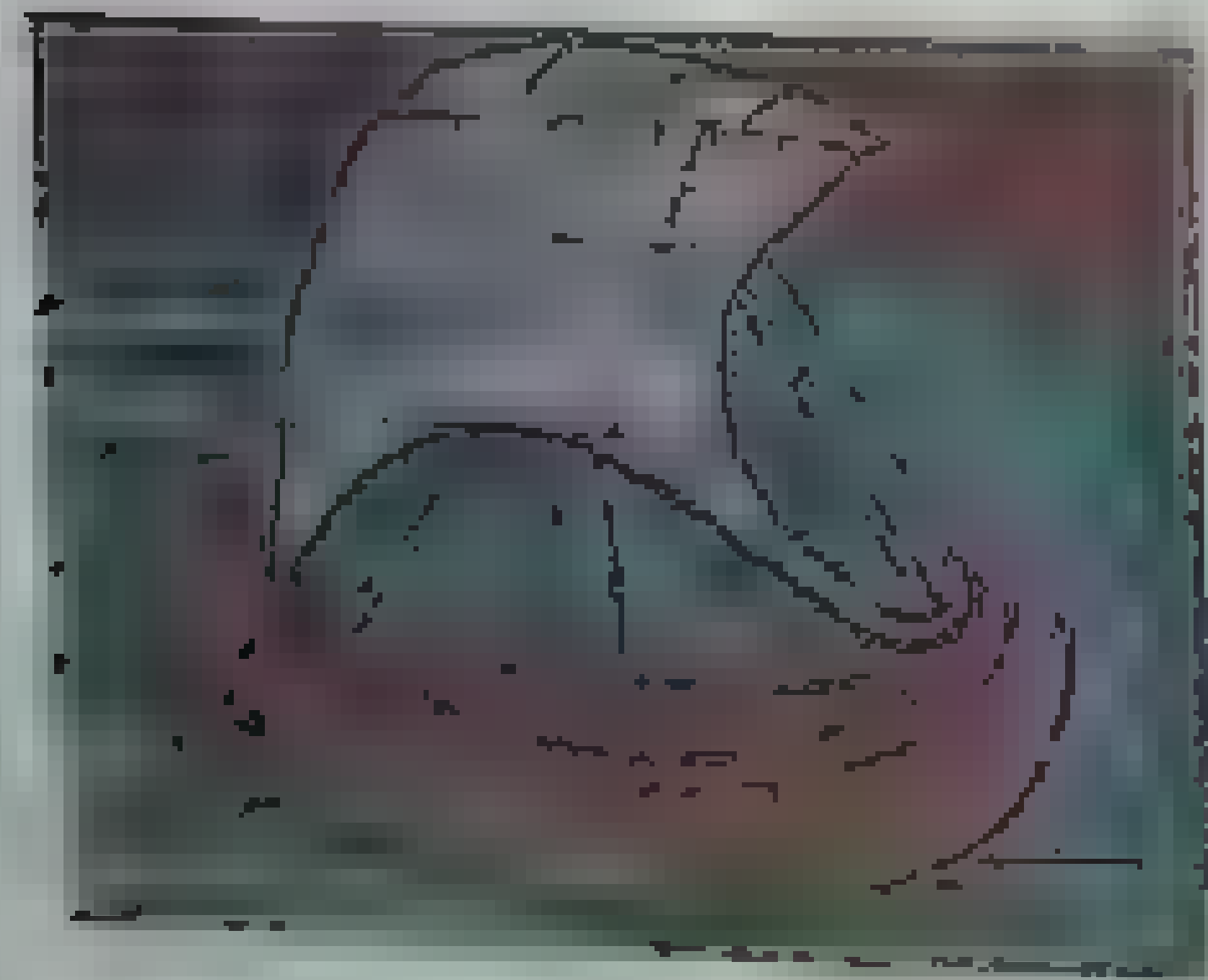
১. বাইজান্টিয়াম সাম্রাজ্যের টেরিটোরি বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের বর্ধিত ছিল। সমুদ্র ও ভূমধ্যসাগর নানা অঞ্চল ও দেশ - বুলগারিয়া, সার্বিয়া, গ্রীস, ইতালি, সিলিসিয়া, মিশর, পশ্চিম ইউরোপের তুলনায় এখানে বর্ধমান কৃষকের সংখ্যা ছিল বেশি। তাই প্রজা শস্যের জমির ক্ষয় হয়েছিল। কম এবং ফসলও কমত প্রচুর পরিমাণে।

৬ষ্ঠ শতাব্দী নাগাদ বাইজান্টিয়ামে কিছু জমজমাট, লোকো-ভিত্তিক শহর বসে গিয়েছিল। কনস্টানটিনোপুল, আলেকজান্দ্রিয়া, এন্টিওক। এখানে এমনসব কুটিরশিল্পের বিকাশ ঘটেছিল যা তখন পাশ্চাত্যে ছিল অজানা - হস্তের আসন, পশুর ও দেশের কাপড়, নানা আলংকার, পার্শ্বপ্রান্তের, ইত্যাদি। বাইজান্টিয়ামের নিখুঁত কারিগরদের সুনাম ছড়িয়ে পড়েছিল পুরাতত্ত্বের নামে।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পশ্চিম ইউরোপের কী কী পরিবর্তন ঘটেছিল তা ব্যাখ্যা কর।

বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাচীন ইতিহাসের স্মৃতিসৌধ।

কনস্টানটিনোপুলের প্রাচীন ও মন্দির। (মন্দির)



কনস্টানটিনোপুলকে বলা হত প্রাচীন এবং পশ্চিমের মতো 'রোমানের সৈন্য'। তবে অবস্থান ছিল ভাষাগতভাবে হুই বাসিন্দাদের দখলে। সুতরামে হুইজান্টাইন থেকে এশিয়ার দখল এবং উত্তরপথে ক্রমশঃ সার্বিক থেকে ক্রমশঃ বাইজান্টাইন পথে ইরান, ভারত, চীনের সঙ্গে বাসিন্দাদের সঙ্গে বাইজান্টিয়ামের বাণিজ্য বণা করে উঠেছিল তাদের কথা। পশ্চিম ইউরোপের জাল এবং জালা দেখানো দিলে যেত প্রাচীর দায়ী পণ্যাদি।

২। সম্রাটের শাসন। বাইজান্টিয়ামে সম্রাটের পর ওমানের শাসন-ব্যবস্থা চলত। অসংখ্য আমলা-উপকার সহস্রেরা সম্রাটের শাসন-ব্যবস্থায় কৃষককুল ও কারিগরদের কাছ থেকে দান আদায় করে থাকত। বণিকগণের কাছ থেকে — শুল্ক। সম্রাটের কাছ থেকে দান। সম্রাট সুবিশাল সেনাবাহিনী ও নৌবহর রাখতে পারতেন। তাই বর্ধিতেরা যাত্র থেকে বাইজান্টিয়াম দিয়েছে। বীজাণু রোগে বড়ো অংশে প্রভাবিত দেশজাতীয় যুদ্ধ পরিচালনা করতে পারত।

সম্রাট জাস্টিনিয়ান (৫২৭—৫৬৫) রোমান সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের দান। পুনঃপ্রতিষ্ঠার এবং সীতদল প্রথা রোমানের সম্রাট চেনা করেন বিভিন্ন 'যবর' রাজত্বের কবলে সুযোগ নিয়ে তাদের বিপক্ষে জাস্টিনিয়ান বেশকিছু যুদ্ধাভিযান পরিচালনা করেন। ২০ বছরেরও বেশি প্রচণ্ড যুদ্ধের ফলে উত্তর আফ্রিকার জাফ্রদের ও ইতালিতে পূর্ণ গোপনের রাজত্ব জয় করতে, আর পশ্চিম সোমেরের কাছ থেকে স্পেনের দক্ষিণাঞ্চল জয় করে নিজে তিন বছর হন। এইভাবে দেশের শাসন-ব্যবস্থার কাছ থেকে আগে ছিলো নৈরাজ্য, এবং তৎসম পণ্যভুক্ত দাস ও কলোনিদের তাদের আবেগের মানিকদের কাছে ইচ্ছা হওয়া হয়।

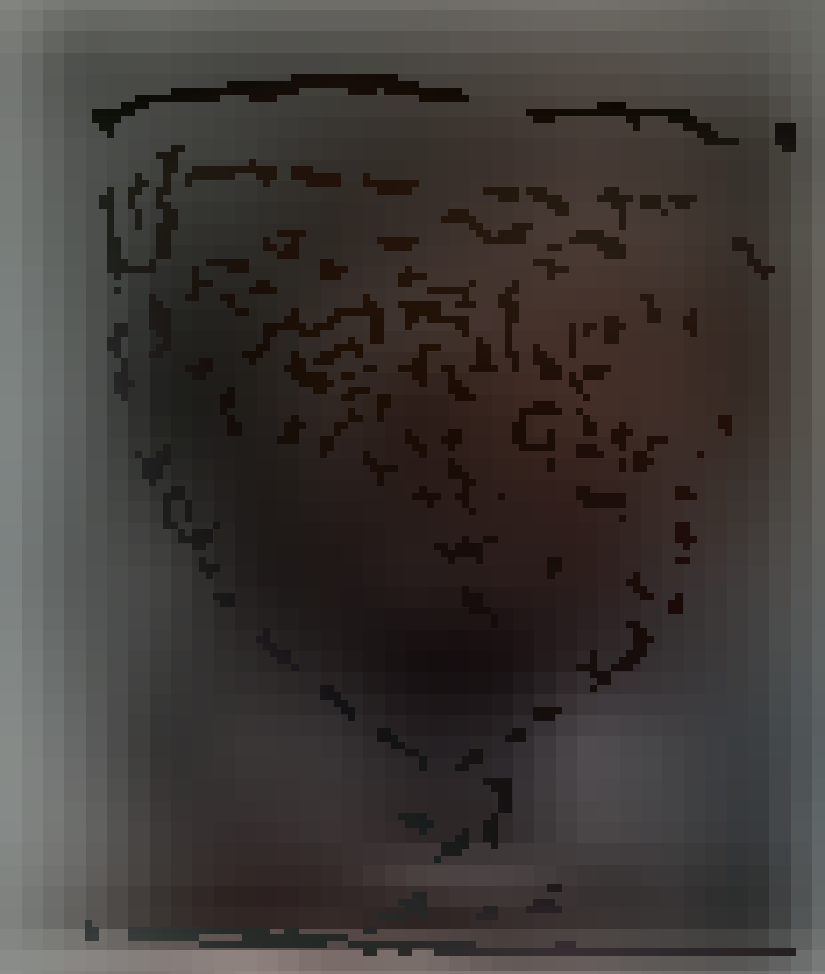
তবে সাম্রাজ্যের শীঘ্রই সমগ্রসারের জন্য অনেক মূল্য দিয়েছে। আভ্যন্তরীণ রাজত্বের দ্বারা বাইজান্টিয়ামের লোকেরা নৈরাজ্য হতে পড়ে অনেক সমকালীন ব্যক্তির কথানুযায়ী, 'নিজের জমি থেকে

বিদেশী রাজত্বের অধিকার

১৩শ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাইজান্টিয়ামে 'অবস্থান'।

কনস্টানটিনোপুলে সম্রাটের চরিত্র সম্রাট 'অবস্থান'।

সম্রাটের জাস্টিনিয়ান এবং নিখুঁতভাবে দিলে কথা হয়েছে।



বাইজান্টাইন কারিগরি শিল্প সামগ্রী দাস, কলোনির দাস রোমের কাছ

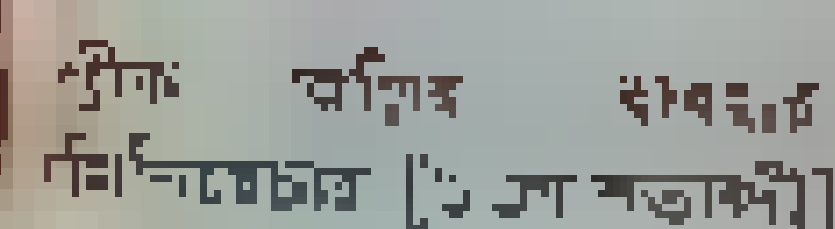
02

[illegible]

১। শিক্ষা বিকাশ: মধ্যমশ্রেণীর স্নাতকোত্তর পর্যন্ত
 বিশ্ববিদ্যালয়ের মাধ্যমিক এবং পড়ান করা করতে হয় নি। বহু দেশের
 গবেষণার ফলাফল ও আলাদাভাবে ছিন্ন বাইজোজোইন সহস্রগুলি পেলেন
 কলকাতা-গোবিন্দ ৩ লক্ষিত হওয়াও সহস্রগুলি পেলেন ৩ বিবেচিত
 হন।

পশ্চিম ইউরোপের জুলনার বইত্যাতিয়ায়ে শিখিত নোবেল সংখ্যা ছিল বেশি, এমনকি কৃষাণ ও কারিগরদের মধ্যেও স্বেচ্ছা নোবেল নেবা মিলত। গির্জার স্কুলের পাশপাশি ছিল রাষ্ট্রীয় ও প্রাইভেট স্কুল। হুগী বারান্যার ছেলেমেয়েরা সেখানে নিমণ্ড-পড়তে-গুণতে শিখত। গির্জার নইপত্র ছাড়াও স্কুলে পড়ান হত প্রাচীন কিজানীদের প্রচনারনী হোমারের মহাবনন, এস্কাইনাস ও মোডক্লিনের বিসময়র ব্যাপনী।

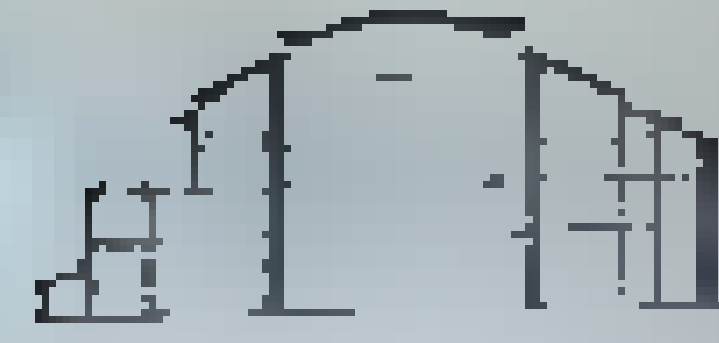
কল্যাণচন্দ্রনাথের ইচ্ছাপূরণে প্রথম উচ্চ শিক্ষাপ্রাপ্তন চান্দ্র বসু মহোদয় : সেখানে এক উচ্চ জিকিৎসা বিদ্যালয়ও প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।

[illegible]

৩। স্বাধাভ্য প্ৰাচীন শিল্পপুৰ বহু নিৰ্মাণৰ কাৰিকৰীশিল্পীয়ে দৰ্শনোক্ত
 ছিল। সমুখি খুঁটে নিম্ন এডাৰ নাজৰানীৰ সৈন্যবৰ্গৰ কৰা বহু
 কলকটীনাটিনাপুৰা গড়ে উঠেছিল অন্যতম পুৰুষে জয় যুগ মৰ্যাদা ১৫
 জয়ন জয়ন সুবিশাল প্ৰাসাদ ৩ মন্দিৰ ২২০০ জয়নিত। জয়কান মনো
 মৰ্যাদাৰ কাজ ছিল সমাধিৰ সন্মুখত বহুতম ৩ বহুতম পুৰাণৰ কৰা।

ତ୍ରୀପ୍ତିବର୍ଷ ମଧ୍ୟା। ଯନ୍ମିତ୍ବର ଉତ୍ପନ୍ନତା ଓ ଗତିମେବ ଶବ୍ଦମତ ଅଟିଅଛି ।
 ପୁରାତନ ଗ୍ରୀକ ଯନ୍ମିତ୍ବର ଉତ୍ପନ୍ନତା ଶବ୍ଦ ଧାରଣ ଅନ୍ୟତମ ଯାହା ଶବ୍ଦର
 ଅନୁଷ୍ଠାନଗୁଣିତ ହେଉ ଶବ୍ଦମେବ ଚାହୁଁ । ତାହା ଗ୍ରୀକ ଯନ୍ମିତ୍ବର ଶବ୍ଦମେବ
 ଯନ୍ମିତ୍ବର ଦୁର୍ଗତ୍ବିତ୍ବ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ ଶବ୍ଦ । ତ୍ରୀପ୍ତିବର୍ଷ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ
 ଶବ୍ଦର ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ
 ଶବ୍ଦର ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ ଶବ୍ଦର ଧାରଣ

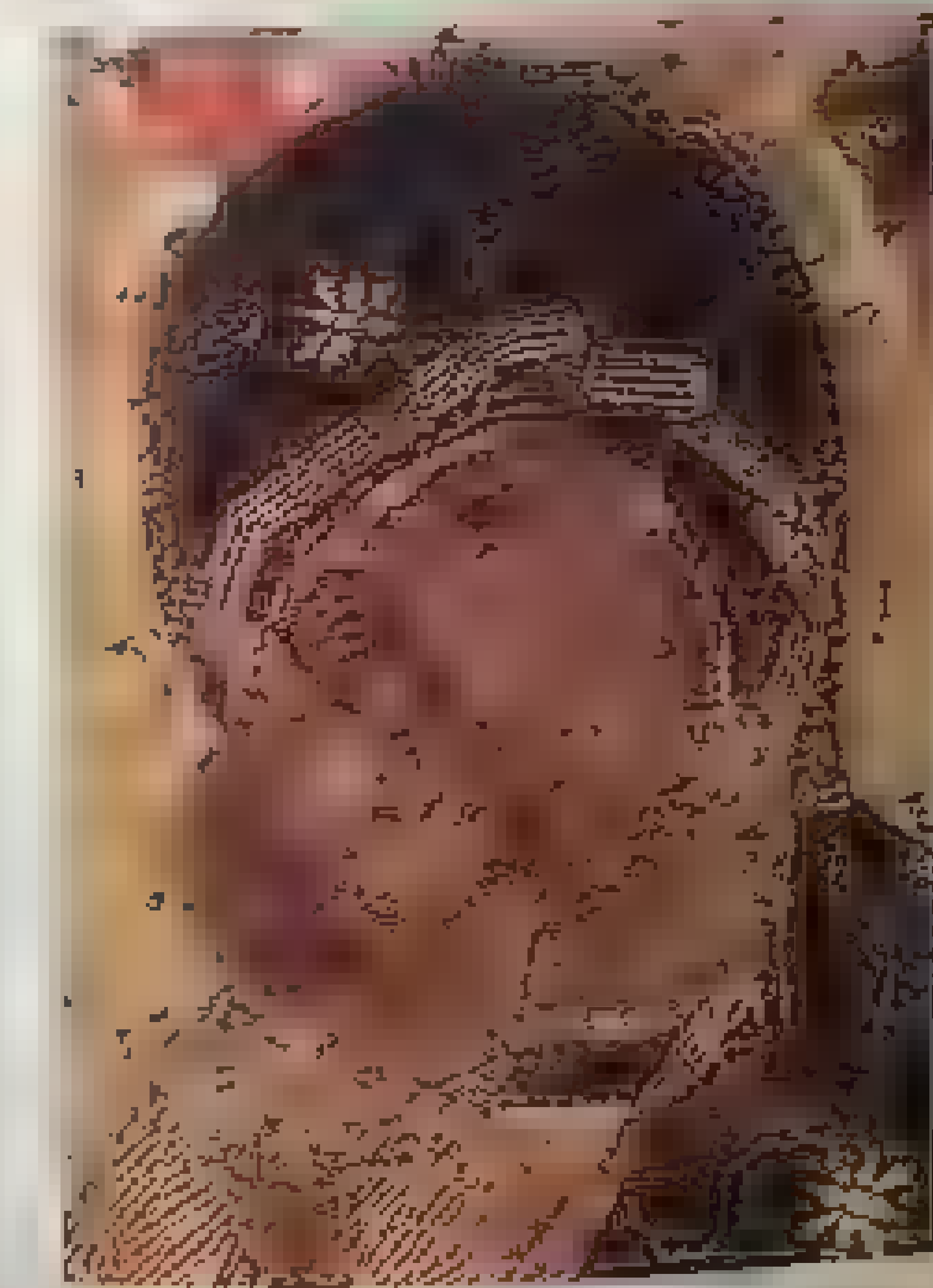
আমিদের বাপের বিবেচনায়ও নিউ
 বাইজান্টাইনদের স্বাভাবিক সর্গস্রষ্টার মতো ছিল জাভাউনিয়ানের
 আগের টোকাব কনস্টানটিনে'পুলের সেন্ট চরফিয়া ক্যাথিড্রাল। তাঁর
 'আমচের্স' 'আমচের্স' রূপে আভির্ভূত করা হয়, কঠোর জগৎকে বাস্তব
 হও। সমাপ্তি বহুলা কল্পে কল্পাবলী করেন নি। তাঁর এই নমিত্র
 দাউনানী ও চণাটা সাম্রাজ্যের পুমান দিখা করছে চরফিয়ারন পাই
 বহুত ধরন নম দাউন কঠোর নমিত্রী এনিউজিবি। সে পুমান পুমান
 এ ছিল পুমান অল্প পুমান। নমিত্রের নির্দলনননন নমিত্রাননন করত নমিত্র
 নমিত্রন। সাম্রাজ্যের বিভিন্ন অংশেই প্রচুর নমিত্রাননন করত নমিত্র
 নমিত্রন নমিত্রের নমিত্রের চণা টাই অকর ও নমিত্রের নমিত্রের
 আমচের্স কঠোর



সান্টো-স্পিরিটো নামক একটি
মসজিদ কলকাতায়
(কেন্দ্র দৃশ্য - মসজিদ)

কলকাতার সান্টো-স্পিরিটো নামক
মসজিদে কলকাতার প্রথম
মসজিদ। প্রথম মসজিদ
মসজিদে আছে
মসজিদে এক মসজিদ
মসজিদে ও মসজিদে
মসজিদে ও মসজিদে

সান্টো-স্পিরিটো নামক
মসজিদ কলকাতায়



কলকাতার সান্টো-স্পিরিটো নামক
মসজিদে কলকাতার প্রথম
মসজিদ। প্রথম মসজিদ
মসজিদে আছে
মসজিদে এক মসজিদ
মসজিদে ও মসজিদে
মসজিদে ও মসজিদে

সান্টো-স্পিরিটো নামক
মসজিদ কলকাতায়

৪ চিত্রকলা। মন্দির ও ইটলিখিত মণ্ডলাংশগুলি সজাত হতে মোজাইক বা মসজুত পদ্ধতিতে অথবা কাঁচের টুকরা অথবা খসড়া কাঁচ দিয়ে সাজিয়ে তৈরি করা পলিস্টারের উপর এই ধর্মীয় চিত্রগুলি তৈরি করা হয়। জনদের মধ্যে দর্শকদের চিত্রকলায় সমস্ত মোজাইক সমস্ত আবার প্রতিফলিত ঘটে যখন প্রাচীরের উপর হতে চিত্রকলা পড়ত।

মন্দিরে থাকত অনেক আইকন — দেহের পট, চিত্রকলা আইকনগুলি অঁকত নানা রঙের সাহায্যে সূক্ষ্ম কাঁচের টুকরা দিয়ে তৈরি মানুষের লক্ষণ, বিশেষতঃ তব্বত ধর্মীয় আবেগ ও অসুস্থতা কটিয়ে ওলতে চেষ্টা করত। মোনালী প্রভৃতি আকাশী রঙের প্রেক্ষাপটে অঁকা জীবন্ত মনে হত চেষ্টা ও জরাজীর্ণ, আর সুখের ভাব — আনন্দময় ও গুরুত্বপূর্ণ। আনন্দময়তা সাধারণতঃ মানী হত না; অন্যদের ভুলনায় যিশু খ্রীষ্টের ব্যবহার অঁকা হত অনেক বড় আকারে, আর ক্রিস্টোফরাস দাঁড়ান লোকজনের ভুলনায় মিনার ও গাছপালায় আকার হত বেশ ছোট।

৫। আইজাপ্টিয়ানের সাংস্কৃতিক যোগাযোগ। সমগ্র বিশ্বের সূচনায় আইজাপ্টিয়ান ছিল ইউরোপের সবচেয়ে মহৎকৃতিসম্পন্ন দেশ। অন্যত্র দেশের রাজ্যবিশ্রাজ্ঞা, যুবরাজ ও বিশাল বাইজাপ্টিয়ান থেকে 'শিল্পী', স্থপতি ও কলাকার দর আদায়ের আদায়ের কনস্টানটিনোপুলে পলিত, জিকেন্সবিদ্যা, দ্রোণান আইনাবলী পড়তে যেত অনুসন্ধিৎসু তত্ত্বাবধান ইউরোপের নানা দেশের স্থপতি ও চিত্রকর বাইজাপ্টিয়ানের গুরুত্বপূর্ণ কাজে শিল্পী গ্রহণ করত।

বাইজাপ্টিয়ান সংস্কৃতি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিল দক্ষিণ ও পূর্ব স্লাভনিক সংস্কৃতির উপর। ক্রিস্টোফিয়া, সের্বিয়া ও রুস ব্রান্ডেম প্রথম করেছিল বাইজাপ্টিয়ান থেকে। গ্রীক থেকে স্লাভনিক ভাষায় নিহত অনেক বই অনুবাদ করা হয়েছিল। রুস-এ প্রথম পাথুরে মন্দিরটি নির্মাণ করেছিল বাইজাপ্টিয়ানের স্থপতিরা।

পুরাণবোধ বিজ্ঞানী ও লেখকদের অনেক পাণ্ডুলিপি বাইজাপ্টিয়ানে সংরক্ষিত হয়েছিল এবং এর কল্যাণে সেগুলি আমাদের যুগেও প্রস্তুত আছে।



মোট মোজাইকা কল্যাণের নামের উপহার।

৬ষ্ঠ — ১১শ শতাব্দীতে আরবরা

পূর্ব ইউরোপেই নয়, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকাতেও সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হচ্ছিল। আরবদের সামন্ততন্ত্র উত্তরপূর্ব পাশাশানি আফ্রিকার মসজিদ এবং নতুন ধর্মের এবং এই উত্তরা সামন্ত ব্যবস্থা গড়ে ওঠা প্রতিবেশী নানা দেশ লিখকের কল্যাণে আরও ত্বরান্বিত হয়েছিল।

§ ১৩। ইসলামের আবির্ভাব এবং আরবদের মিলন

(৬ ও ৭ শতাব্দী)

১ আরব দেশের প্রকৃতি ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি। "আরবদের মাজুতিনি বসতে ছিল দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ায় অবস্থিত সুবিশীর্ণ আরব উপদ্বীপ। এর বেশ বড় অংশ জুড়ে আচ্ছাদিত শুষ্ক মরুভূমি ও অরণ্যভূমি, স্থানে স্থানে তা রোদ ঝলসান জলহীন মরুভূমির উপ নিয়ন্ত্রণ। আরব দেশের জনসংখ্যা শুষ্ক ও উষ্ণ, বারিষাত খুবই বিরল ঘটনা।

যাযাবর আরব তথা বেদুইনরা পালতু উট, হেডা ও হেনডা ভাষা তাদের পশুপাল নিয়ে শুকনো মাস ও কটা সহ যোগ্যতম ও গা মরুভূমিতে যাবার জীবনযাপন করত বেদুইনদের সুকঠিন জীবনের চরিত্র ছিল উট বেদুইনরা তার সুখ ও মঙ্গল কেত, উটের লোমের তৈরি পোশাক পরত, কুমড়া ও পুচুড় পাতের মাওয়া থেকে নিজেদের রান।

প্রতিষ্ঠান সফর-নামা
(মিল্লাত) ১১শ শতাব্দী।

প্রতিষ্ঠান সফর-নামা
(মিল্লাত) ১১শ শতাব্দী।



১ এটি ১১শ শতাব্দীতে লিখিত ইউরোপের সূচনায় আইজাপ্টিয়ানে শিল্পী ও চিত্রকর একে বর্ণিত করেছিল।
২ এটি লিখিত ও চিত্রিত ইউরোপের সূচনায় আইজাপ্টিয়ানে শিল্পী ও চিত্রকর একে বর্ণিত করেছিল।
৩ এই উপস্থাপনায় আচ্ছাদিত মাজুতিনি মানুষের মস্তিষ্কে যে মস্তিষ্ক অঁকিয়ে তৈরি করে ও চিত্রকরদের
৪ এই উপস্থাপনায় আচ্ছাদিত মাজুতিনি মানুষের মস্তিষ্কে যে মস্তিষ্ক অঁকিয়ে তৈরি করে ও চিত্রকরদের
৫ এই উপস্থাপনায় আচ্ছাদিত মাজুতিনি মানুষের মস্তিষ্কে যে মস্তিষ্ক অঁকিয়ে তৈরি করে ও চিত্রকরদের

কিন্তু নিউ ইংল্যান্ডের ইতিহাসে জানা যায়, বঙ্গের সময়
মহাভারত যুদ্ধের দিকে চলে গেলে বঙ্গের ইতিহাসে
সম্প্রদায়িক দ্বন্দ্বের বিষয়

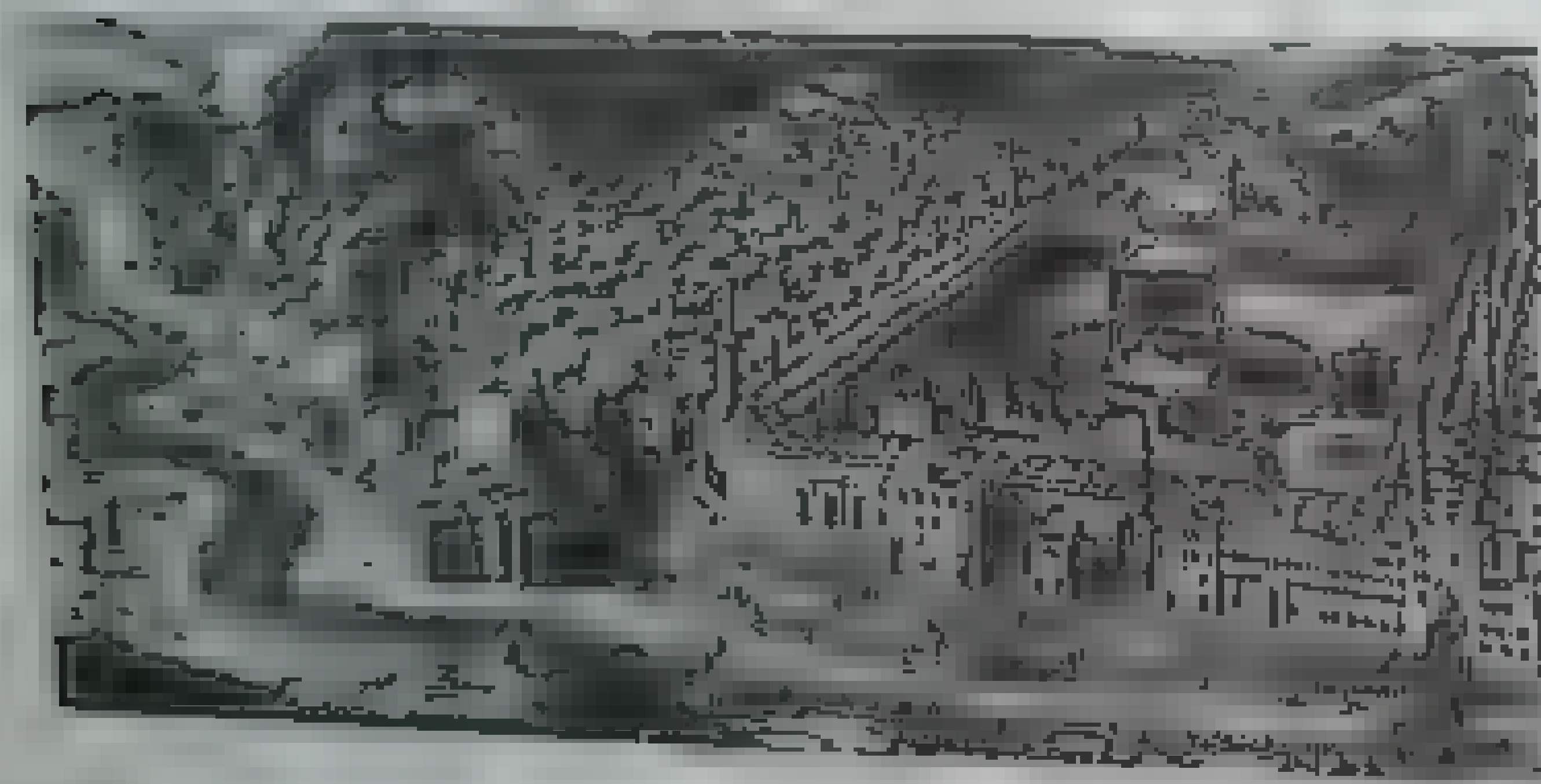
১৮৫৭-৫৮ খ্রিঃ ৩ নং মাদ্রাস মাদ্রাসপুলিতে স্থায়ীভাবে বঙ্গ
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। কুর্মে ও বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গ।
চম্পা-বঙ্গ, বঙ্গের বঙ্গ, চম্পা-বঙ্গ, চম্পা-বঙ্গ, চম্পা-বঙ্গ
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের

বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের

২। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের

বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের

বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের



লোকদের বিচার করত। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের

বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের

বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের

৩। বিভিন্ন উপজাতি মিলনের কারণ। উপজাতিগুলিতে লোকের সংখ্যা
কম বাড়ছিল, তাই আগেকার ছোট-চারণভূমিতে বসবাস স্থান সম্ভব
হত না। উপজাতিগুলির অভ্যন্তরীণ সংগ্রাম তীব্র হত। নেতাদের
দ্বিরুদ্ধে গণবিরোধ ঘন ঘন হামলা শুরু করত, তাদের পশুপাল
তুলিয়ে নিজে
সম্প্রদায় লোকেরা উত্তম জমি ছিলিজে নেবার চেষ্টা করত এবং
নিজেদের পশুপাল চরাতে সফলতা বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ।

বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের

বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের
বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের বঙ্গ। বঙ্গের বঙ্গের



সম্রাট লোকেন্দ্রা আরব উপজাতিগুলির মিত্রদের ডেন্টা চানিয়েছিল
নব্ব্ব্ব্বব্বব্ব উন্নত নিম্ন জমজা প্রতিষ্ঠা ও প্রতিবেদনী দেশগুলি নিজদের
প্রত্যয়ন।

৪ ইসলাম এবং আরবদের মিত্র। আরব উপজাতিগুলির মিত্র
৫৬৭ খ্রিঃ, ইসলাম সহজত করে। ইসলাম ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা
হলেন মক্কাবাসী মহম্মদ, উপরোক্ত অনুসারে, যিনি অন্য ধর্মেরই মত
হল। তিনি বাণিজ্য নগরগুলির পথের সঙ্গী ছিলেন, পরে নিজের বসতি
স্থল।

মহম্মদের মতে, এক ও অবিভিন্ন সর্বশক্তিমান আল্লা ছাড়া অন্য
কোন ঈশ্বর নেই, আর নিজেদের তিনি অজিহিত করেন। উপরোক্ত
দৃষ্টান্ত যা আরব পয়গম্বর কূপে। শত্রুতা থাকিলে এক ধর্মের পড়াছাত্তের
মিহিত হয়। তখন তিনি সব আরবের প্রতি আহ্বান জানান। অচিরেই
ভার কিছু নিম্ন দেখা দিল। যারা নতুন ধর্ম গ্রহণ করল নিজেদের তারা
মুসলমান নামে, অর্থাৎ 'ইশ্বরের আজাবহ' রূপে অভিহিত করল।

খ্রীষ্টধর্মের মতো ইসলাম ধর্মও জনসাধারণের কাছ থেকে আনুগত্য দাবি
করত। এমনকি স্বয়ং 'ইসলাম' নামের অর্থও 'ইশ্বরের প্রতি আনুগত্য'
মুসলমানদের পবিত্র গ্রন্থ কোরানে আল্লাহ সাবানে মানুষের শক্তিহীনতার কথা
উল্লিখিত হয়েছে- 'আল্লাহের জন্যে আল্লাহ নিযেছেন তা ছাড়া কিছুই হবে
না।' ধর্মবিশ্বাসীদের প্রতি আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন বিনাবাক্যে বাসনাময়তার
বশত স্বীকার করতে, যা সুস্থিরা আল্লাহ কর্তৃকই পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত
হয়েছে। কোরান অসম্ভাব্য অসম্ভাব্য গোয়েছে। তাতে বলা হয়েছে: 'স্বচক্ষে
সেইর সত্যদের প্রতি নজর দিস না, যা আল্লাহ কর্তৃক পরিবারকে প্রদান
করেছে।' গায়ের যতই কমেও তাঁর কাটক না কেন তাকে সহ্য ও
প্রাণনা করতে হবে। অন্তঃকরণের ইসলাম স্বর্গে সন্তুষ্ট ও আনন্দকর জীবনের
অগ্রদূত নিয়েছেন। পাপীদের হীন মর্যাদা দেখানো তারা চির জ্বলন্ত
অগ্নিকূলে প্রতিষ্ঠিত জ্বলবে।

'অবিশ্বাসী' অন্য ধর্মের লোকদের বিরুদ্ধে 'জিহাদের' জন্য
ইসলাম আহ্বান জানিয়েছেন কোরানে বলা হয়েছে, যুদ্ধে নিহত
মুসলমানের অবিস্মৃত স্বর্গারোহণ করে।

৬৬০ সাল নাগাদ অধিকাংশ আরব উপজাতি ইসলামকে গ্রহণ
করে এবং মহম্মদের সম্মতকে স্বীকৃতি দেয়। অবশ্যের প্রতিবোধ
দমন করা হয় তাদের বিরুদ্ধে সেনাবাহিনী পাঠিয়ে মক্কা মুসলিম ধর্মের
কেন্দ্র। মুসলমানদের 'পার্বত্য নগরীতে' পারগত হয়। মহম্মদ হয়ে
উল্লেখ্য রাষ্ট্র এবং মুসলিম সমাজের প্রধান।

আরবদের মধ্যে অসমতা দেখা দেবার ও শ্রেণী উৎপত্তির সঙ্গে
সামান্য রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল।

§ ১৪. আরব খলিফা রাযা ও তার পতন

খ্রিঃ ৬৭২ খ্রিঃ

১। আরবদের দখলিভা। মহম্মদের মৃত্যুর অন্য কিছুকাল পরেই
মুসলমানরা গোটা আরব দেশ জয়িত করেছিল। আরব রাষ্ট্র পরিচালনা
করত খলিফা বংশ।

প্রথম খলিফাদের আমলে আরবদের অসাধারণ বাহিনী আদ্য উপজাতিদের
সীমারেখা অতিক্রম করেছিল। তারা পূর্ব পাতি দিত উত্তর চড়ে, যোড়ার
পিঠে ও পায়ে হেটে, তাদের সেনাদলের মূল শক্তি ছিল সুদীর্ঘ ও হালকা
এক অশ্বারোহী বাহিনী।

আরবরা দলে দলে বাইজান্টাইন ও ইরানে রাজ্য বহু পরস্পরের
সঙ্গে সুদীর্ঘ যুদ্ধের ফলে এই দেশগুলি একেবারে রিক্ত হয়ে পড়েছিল।
সামরিক কার্যক্রম ও গুরুতর খাজনার ভারে অর্জিত অর্থনা আরবদের
বিরুদ্ধে কঠিন প্রতিবোধ দিল না। বহু শহর বিনা যুদ্ধেই আত্মসমর্পণ
করল খুব অল্প সময়ে আরবরা বাইজান্টাইনের অধীক সমৃদ্ধ দেশগুলি
জয়িত।

সিরিয়া ও মিশর দখল করে নিল এবং সুবিশাল ইরান রাজ্য বিজয়
করল। আল সেনাবাহিনী বেশ কয়েকবার কনস্টানটিনোপল অবরোধ
করেছিল, তবে তা দখল করতে পারেনি।

৮ম শতাব্দীর প্রারম্ভে আরবরা উত্তর আফ্রিকা দখল করে নেয়।
৭১১ সালে তারা জিব্রাল্টার প্রাচীর অতিক্রম করে আইবেরিয়া উপদ্বীপ
দখল করে, যেখানে অবস্থিত ছিল পশ্চিম গোথদের সুবল-হয়ে-পড়া
রাষ্ট্র। মাত্র কয়েক বছরে আরবরা প্রায় গোটা ইব্রিস দখল করে নেয়।
শুরু তখন উত্তরের পার্বত্য এলাকায় অধিবাসীর পরাজয় বরণ না করে
সংগাম চালিয়ে যায়। পরে আরব অশ্বারোহী বাহিনী সিরেনের পর্বতমালা
অতিক্রম করে ফ্রান্স রাজ্য আক্রমণ করে। তবে নির্ধন লড়াইয়ে ৭৩২
সালে পুয়াতিয়ে শহরের কাছে ফ্রান্সের আরবদের পরাজিত
করে এবং তাদের পশ্চিম দিকে বিভাজিত করে।

পূর্বে আরবরা ট্রান্স-ককেশাস ও মধ্য এশিয়ার জনসংখ্যা পক্ষ
থেকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়। এই সব দেশে যুদ্ধাভিযানে
বিজয়ীরা এককাল ধরে সাক্ষ্য লাভ করতে পারেনি। কিন্তু পরে অনেক
স্থানীয় সম্রাট আরবদের পক্ষ নেয় এবং নিজ জনগণের বিরুদ্ধ সংগঠন
আরবদের সাহায্য করে। পূর্ব দিক আরও অগ্রসর হয়ে তার উত্তর-
পশ্চিম ভারতে প্রবেশ করে।

এইভাবেই ৭ম শতাব্দীতে ও ৮ম শতাব্দীর প্রথমার্ধে মুসলিমরা এক
আরব ব্রাদে - আরবদের খলিফা রাজ্য গড়ে ওঠে। খলিফা রাজ্যের
সীমানা বিস্তৃত হয়েছিল যাতেমালিকি মর্যাদারের তাঁর থেকে ভারত
ও চীনের সীমানা পর্যন্ত যাঁদের রাজধানী হল দামাস্কাস। আরিয়ার
এক বড় শহর।

২। খলিফা রাজ্যে সামন্ততন্ত্র প্রতিষ্ঠা মনসম্পদে ভর্তি কার্যক্রমগুলি
নানা বিস্তৃত দেশ থেকে রাজধানীতে আসত অতীতের সাক্ষি বেসে,
সেনারা তাঁদের নিয়ে আসত রাজ্যের রাজ্যের মুজব্বদ। তবে প্রতিষ্ঠিত
বড় ও ক্রীতদাসদের গ্রাস করত খলিফা ও সামন্ত লোকেরা সাধারণ
সেনারা গারবই থেকে যেত জমিদার আরব কবি মুজাব্বিদানে অংশগ্রহী
করা পুস্পে বলেছেন 'জানবা সরাই একই মুজাব্বিদানে অংশ নিই,
তাহলে কোন তারা (সম্রাটের) দাস করে পাচুরের মধ্যে, তার আমর
নেই গারবই থেকে যাই?' দিহিজের মনে আরবদের মধ্য 'অসমতা
যুক্তি পেরেছিল'

পূর্বম প্রথম খলিফা রাজ্যের নমন্ত জমিদার খলিফার নিজস্ব সম্পত্তি
বলে ধরা হত। নিজেদের আধীনাগত ও নিজে বোকেদের নানা
পদেশের শাসক নিযুক্ত করা হত। নিজ কর্মকালের অন্য শাসক আরি
সেই। জনগণের কাছে রাজনা আদায় করে সে তা নিয়ে আমলাদার
ও সেনাপাহারী খরচা চালাত। সম্রাটের সঙ্গে সঙ্গে একাংশ জমি খালিফা
সম্রাট লোকেরের স্ত্রী সম্পত্তি রূপে উপহার দিত। এইভাবেই আরব
সম্রাট লোকেরা সামন্ত হয়ে উঠত, আর বিজিত দেশগুলির কৃষককুল
নতুন নতুন খালিফার অধীনতার মাঝে ধরা পড়ত, বিজয়ীদের শাসন-
সময়ে-নেওয়া স্থানীয় কিছু জমিদার তাদের খালিকানা বজায় রাখতে
পারত।

খলিফার দায়ক ও
আদমদাসগারী, (খলিফার
(১৩শ শতাব্দী))

খলিফার দায়ক ও
আদমদাসগারী, (খলিফার
(১৩শ শতাব্দী))



পাচা দেশে কৃষকদের করা সম্ভব ছিল একজন রাজমুখিও খলিফা
'জল বিয়া জমি ইল মৃত', - আরব প্রদানগতের করা হয় খালিফার
আদমদাসগারী রাজ্যের রাজ্যের কৃষকদের তলমোট ব্যবস্থা চালাত জন
জমায়েত করা হত। মুখ জমিই নয়, মূলধন ও খালিফার মালিক ছিল
খলিফা ও অন্যান্য সামন্তরা। জমি ও জল ব্যবহারের জন্য কৃষকদের
বেশ বড় মূল্য দিতে হত

খলিফা রাজ্যে সামন্ততন্ত্রের খলিফার দায়ক লোকের লোকের মত
জালা কাজ করত খালিফার উদ্দেশ্যে, আলজমি থেকে খলিফার
ও খালিফার বড় বড় সম্পত্তি লোকেরের বাকিতে জুতা হুপ
এক খলিফার দেহেরের রূপেও ক্রীতদাসতা কাজ করত, তবে দেহেরের
জনগণের মূল অংশ গঠিত হয়েছিল ক্রীতদাসদের 'নয় বড়, বড়
অধীন কৃষককুলকে নিয়ে'

৩ গণ অভ্যুত্থান। বিজিত নানা জাতি-উপজাতি থেকে বিজয়ীদের প্রচণ্ড
নির্ঘাতির সহ্য করতে হত। বিজিত দেশের অধিবাসীদের অস্ত্র বহনের
অধিকার ছিল না, নিজেদের গোমাক পরিচালনা কাপারে আরবদের
বলে ওয়া রাজ্যের প্রজাতি ছিল, যা উদ্ভাসমানকে বিজয়ীরা
প্রচণ্ড ক্রোধেরে জর্জরিত করেছিল এবং সেনাদলের ভয়গোষণ করতে
বাহ্য করেছিল। খালিফার রাজ্য থেকে কৃষকরা যাতে বাঁচতে না পারত
তার জন্য তাদের গলায় শিকানা লেগে এক মীসার খাত দেলাত হত

৮ম-৯ম শতাব্দীতে পুরো খলিফা রাজ্য জুড়ে আরব প্রভুত্ব
ও সামন্তদের শাসনের বিরুদ্ধে গণ অভ্যুত্থানের প্রবল জোয়ার বয়ে
যাত।

আজারবাইজানে অভ্যুত্থান চলেছিল গুদ ৯.১ বছর ধরে
অভ্যুত্থানকারীদের প্রতিহত করা হত 'নাম-পোষাকের লোক' বলে
লাম বড়কে তার নির্বাচন করেছিল খলিফা রাজ্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের
পতীক হিসাবে অভ্যুত্থানকারীদের নেতৃত্বে ছিল বানেক, মাদনে
যে উটপালের কাখালের কাজ করত তার নেতৃত্বে অভ্যুত্থানকারীরা
একের পর এক খলিফার ছাতি কাছিনী ধ্বংস করে কৃষকরা নতুনপন্থে
অদেশ খান ও রাজনা দেওয়া বড় করে তার সদ লোকেরের সমস্ত
স্থাপনে সচেতন হয় এবং সর্বত্র আবেগের গোষ্ঠী কবছা পুণঃপ্রতিষ্ঠা
করতে থাকে আজারবাইজানের গণিত ছাতিয়ে অভ্যুত্থান পুসারিত
হয় আরমেনিয়া ও ইরানে

জমিদার জারখ ইতিহাসগারের কাম, খলিফা বানেকের রাজধানীতে
কাজ করতেন 'জাফর দাস ও মহা আত্মক' খালিফার দায়ক ছিল
বেশ বড় পুণঃপ্রতিষ্ঠা ঘোষণা করা হয়েছিল, আদমদাসগারী কবছা খালিফার
খবার আহ্বাস দেওয়া হয়েছিল পুণঃপ্রতিষ্ঠা করেছিল জনগণ অধার

কৃষ্ণ ১২ প্রকাশ হয়েছিল। ইহুদীরা তাঁদের চেয়ে এক নতুন স্বাধীন জীবন কটান চায়।

জলুখানকারীদের বিরুদ্ধে খলিফা তার মূল বাহিনী পাঠাতে বাধ্য হন। উল্লেখ্য যে, সুসজ্জিত সেনাবাহিনী জলুখানকারীদের ছত্রতর করে বিজয়সম্ভাষণ করে স্বর্নীয় এক সমস্ত পায়বন্দে ধরিয়ে দেয়, সে সমস্তকে কাছে আশ্রয়ের আশ্রয় জামিন দান। সে বাহিনীকে খলিফার হাতে তুলে দিয়া এবং তাকে নির্দোষজনক প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়।

খলিফা রাজ্যের এমামা প্রাকৃতিক ও প্রচলিত যজ্ঞাধীন দেশে পরিণত।

৪ খলিফা রাজ্যের পতন। খানসাহ আরব খলিফা রাজ্য সুফারী রাষ্ট্র হলে না বরং জনগণের নানা অভ্যর্থনের ফলে তার শক্তি বিলোপ হইল।

সামন্ততন্ত্রের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে নানা জায়গায় সামন্তদের শক্তি বৃদ্ধি পাইল। প্রদেশগুলির শাসকরা প্রাপ্ত জমি সহ নিজস্বের পদাধিকার ও উত্তরাধিকার সূত্রে প্রদান করত। যে-যার নিজের সামরিক শক্তির উপর নির্ভর করে তারা খলিফার আজ্ঞাপালনে অস্বীকার করত এবং স্বাধীন শাসনকর্তা পরিণত হয়েছিল।

৫ম শতাব্দীর মাঝামাঝি বর্ষভাষা শহরকে রাজধানী করে স্পেনে এক স্বাধীন আরব রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল, এবং পরে যা বর্ষভাষা খলিফা রাজ্য নাম গ্রহণ করেছিল। আরব জুবশের বাকি অংশটুকু ছিল টাইগ্রিস নদী তীরে বাগদাদ শহরকে রাজধানী করে বাগদাদ খলিফা রাজ্যের অধীনে।

৬ম শতাব্দীতে বাগদাদ খলিফা রাজ্যের পতন ঘটে : তার থেকে আসাদা হয়ে যায় মিশর, মধ্য এশিয়া, ইরান, আফগানিস্তান। বাগদাদ খলিফার অধীনে রড়ে পৌঁছান সুখু মেসোপটেমিয়া ভূমি ভাঙে ও কব্রা করে ইরানের শাসনকর্তা। ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি এশিয়ায় আরব জুবশের এক বিশাল অংশকে জয় করে নেয় তুর্কী সেনাজুবরা — যারা এশিয়া থেকে আসত বাগদাদ দোক।

৭ম শতাব্দীর শক্তি বৃদ্ধি এবং বিজিত জাতি-উপজাতির স্বাধীনতা সংগ্রামের দরুন আরব খলিফা রাজ্যের পতন ঘটে।

§ ১৫ খলিফা রাজ্যের দেশগুলির সংস্কৃতি

১। খলিফা রাজ্যের দেশগুলির সংস্কৃতি কেন সুবিশিষ্ট ছিল। প্রথম পুঙ্খ সংস্কৃতি দিকদিকের বিচারে আরবদের স্থান ছিল অস্বীকার্য। বিভিন্ন জাতির অনেক নীচে, তবে ধীরে ধীরে আরবরা তাদের বৈজ্ঞানিক ও নৈতিকতার সাফল্যগুলি আদর্শ এনেছিল।

খলিফা রাজ্যে অতীত ছিল সুউজ্জ্বল প্রাচীন সংস্কৃতির বহু দেশ মিশর, সিরিয়া, মেসোপটেমিয়া, মধ্য এশিয়া, গসক দেশ আরবী ভাষার বিশেষ প্রচলন ছিল। সে ভাষা আদ্যাত্য কবিতা, তা পছন্দ হত সকলে আরবী ভাষা সজ্জা ও বিজ্ঞানের ভাষা পরিণত হয়েছিল। সিরিয়া, ইরান, মধ্য এশিয়ায় বহু বিজ্ঞানী ও লেখক হাতে তাঁদের রচনাগুলি লেখেন। সুতরাং খলিফা রাজ্যের সংস্কৃতি যুগু আরবরাই সৃষ্টি করে নি, বরং তা সৃষ্টি করেছে আরব রাষ্ট্রতন্ত্র সব জাতি-উপজাতি।

বৃহৎ অর্থনীতির সাফল্যাদিও সংস্কৃতি বিকাশে সহায়তা দেয়। অলসেচিত জমিতে ফলান হত ঘর ও গম, গম্মাত খেজুর গাছ ও আঁব এশিয়ায় অন্যান্য দেশ থেকে আরবরা আসত তুলো ও ধান, কমলাবেগু ও পাতিমেয়।

পটু বগরিসররা তুলো ও পশম দিয়ে বামাত হাফস ও টেকসই রেশম ইরান তার গাজির স্নান বিস্তৃত ছিল। সিরিয়ায় উত্তর হত ইজ-বেরভের রেশম ও কাঁচের পাত্র। সিরিয়ার অস্ত্রকারদের নাম ছিল ইগজোজো : দামাস্কাসের ইস্পাতের তৈরি তরবারি, অসি ও মেরি গাতি ছিল সব দেশের লাইটের কাঠে।

আরব বণিকরা স্থাপন গাণিত্য করত। সুউজ্জ্বল নুর্ভান ও সুউজ্জ্বল পর্বতমালা পেরিয়ে চীন থেকে তারা নিয়ে আসত রেশম ও বাসনপত্র।

পশ্চিম ইটালিতে রোমের কইম্পটাইন সার্বভৌম উন্নত সংস্কৃতি বিশেষ উপর নির্ভরশীল ছিল যা আরব কর।



বাগদাদে বহু মসজিদ
সম্মেলন (নির্মিতোত্তর
১৫শ শতাব্দী)

১. আরবদের সমগ্র সংস্কৃতি কতটা বহু ২। পশ্চিম ইটালিতে রোমের কইম্পটাইন সার্বভৌম উন্নত সংস্কৃতি বিশেষ উপর নির্ভরশীল ছিল যা আরব কর। ৩। খলিফা রাজ্যের পতন কেন অস্বীকার্য ছিল। ৪। খলিফা রাজ্য ও পশ্চিমের সমগ্র সংস্কৃতি কতটা বহু ৫। এই উক্ত খলিফা রাজ্যে নানা ভাষা প্রচলিত ছিল। ৬। খলিফা রাজ্যের পতন কেন অস্বীকার্য ছিল। ৭। খলিফা রাজ্যের পতন কেন অস্বীকার্য ছিল। ৮। খলিফা রাজ্যের পতন কেন অস্বীকার্য ছিল। ৯। খলিফা রাজ্যের পতন কেন অস্বীকার্য ছিল। ১০। খলিফা রাজ্যের পতন কেন অস্বীকার্য ছিল।

১৮৮৭-৮৮ সালে ভারত থেকে আসতে কাশ্মীর ও মহাস্থানগড় পার্বত্য অঞ্চল মধ্য পারস্য রেললাইন যেতে পশ্চিম ইউরোপে ও উত্তর সীয়ে।

১। বিজ্ঞান। '১৮৮৮ সালের জুলাই মাসের ১৫-তম', - কলকাতার আরব বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়। এইসব বিজ্ঞান বিজ্ঞানীরা কলকাতা, মেম্বার পণ্ডিত, জগদীশবিদ্যা, কলকাতা বড় বড় শহরে উচ্চ বিদ্যালয় ও কলা হয়েছিল। কলকাতায় গীতা বিজ্ঞানীনের পাঠ্যপুস্তক এক প্রথমবারের সংস্করণ হয়েছিল, যার নাম দেওয়া হয়েছিল 'জ্ঞান মন্ডল'।

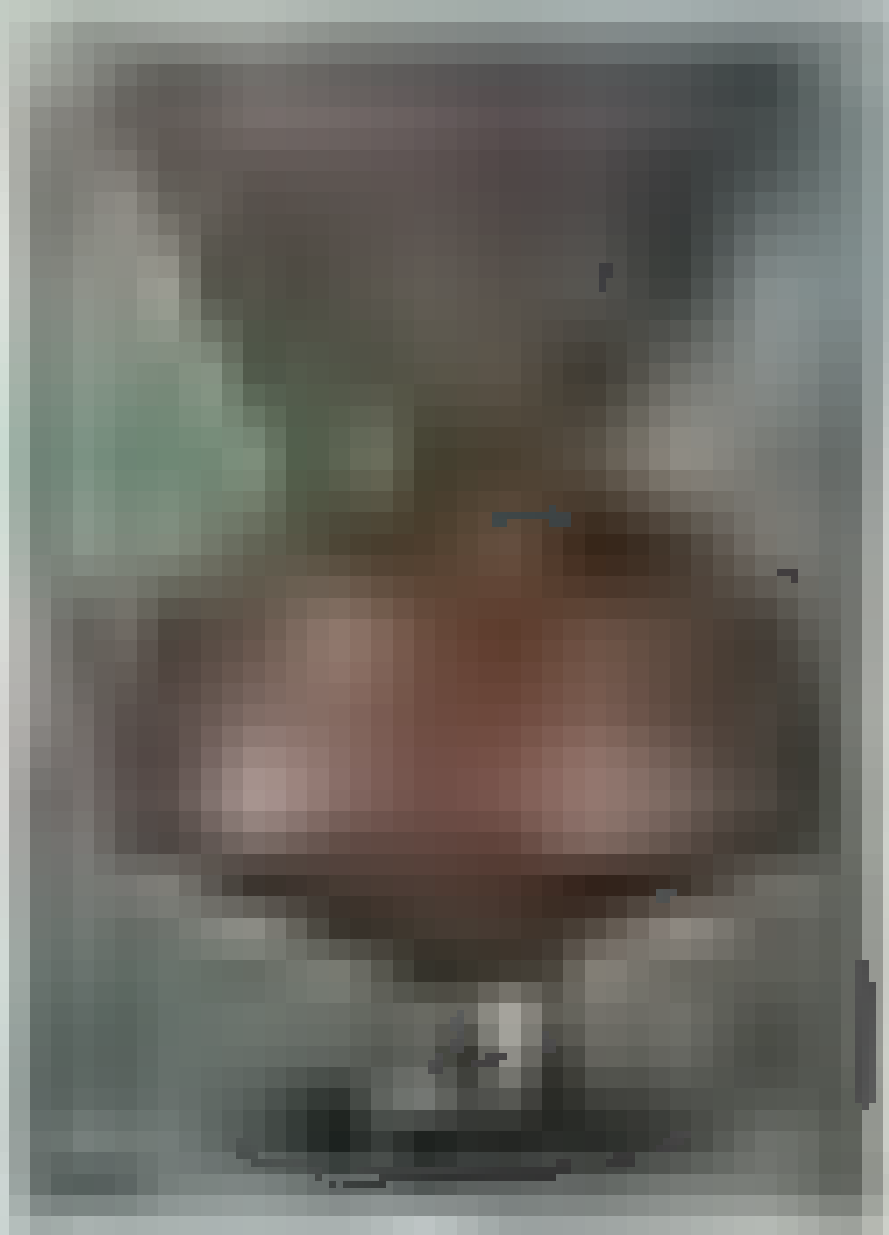
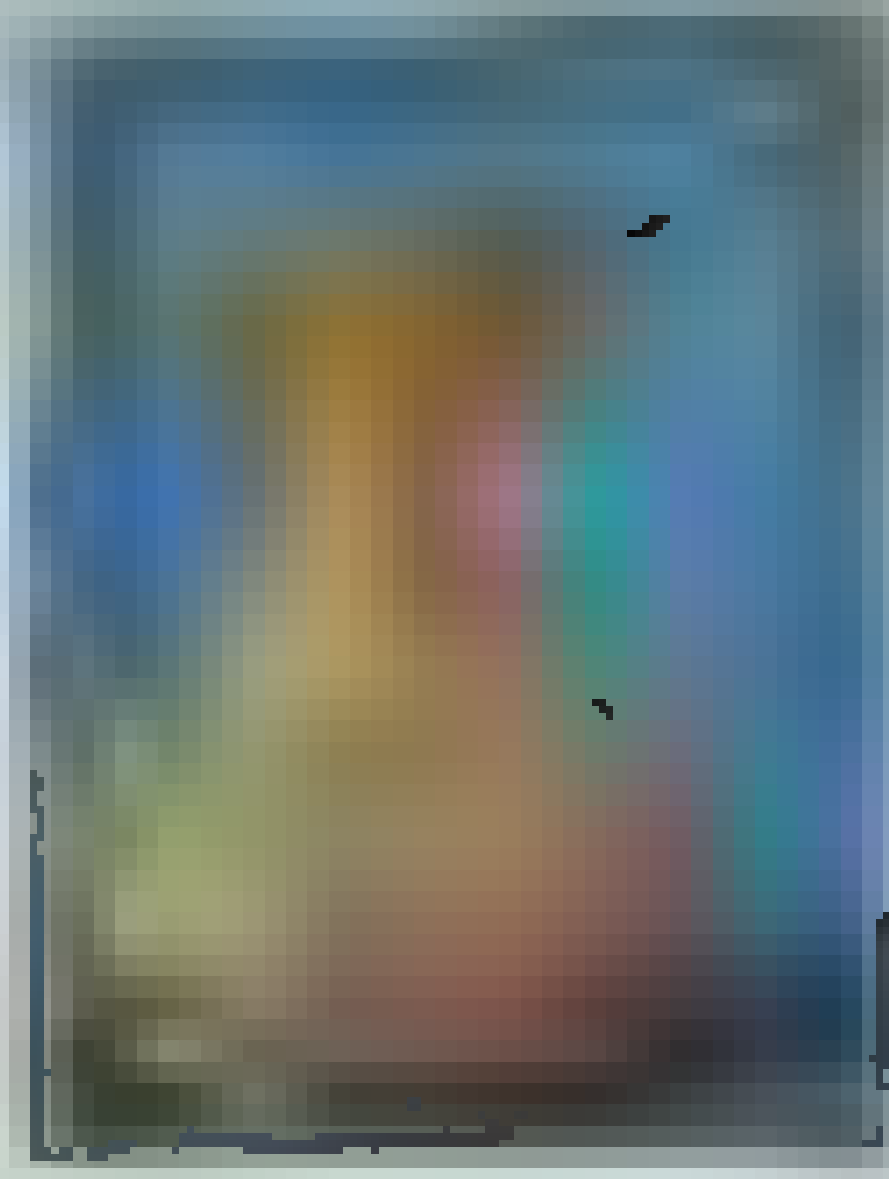
ইউরোপের জাতিগত কথ্য, ভারতীয় জাতিগত ও গাণিতিকদের রচনাগুলির কথা আরবদের জানা ছিল। তারা ঐতিহাসিক সাক্ষ্য করে, ভারতীয় সংস্কৃতির বাবদেয় শুরু করে। আরবদের কাছে থেকে পরে এই সংস্কৃতি 'নব্য ইউরোপীয়রা'। আরও ইউরোপে এই সংস্কৃতি আরব নামে পরিচিত।

কলকাতায় ও দামামারসে মানসম্মত তৈরি করা হয়েছিল জটিল মন্ত্রপুত্র ব্যবহার করে জ্যোতিষবিদ্যা মোটামুটিভাবে ভ্রমশূন্যের আকারে পড়ে, আকাশের দৃশ্যমান নক্ষত্রগুলির অবস্থান নিরূপণে সমর্থ হয়েছিল। মধ্য এশিয়ার বিজ্ঞানী আলবেরুনি এক প্রতিভাশালী আভ্যন্তরীণ, তাঁর মতে পৃথিবী ঘুরছে সূর্যের চারিদিকে।

আরবদের কাছে জগতের খুব কমই ছিল। এক প্রবাদবাক্যে বলা হয়েছে: 'বিজ্ঞানের স্বার্থে যে পথ পাড়ি দেয়, তার সাহসে উন্মুক্ত হয় সবগতি'। জগতবিদ্যা শুধু অন্য দেশ সম্বন্ধে বইপত্রই পড়ত না; বরং জীবনের ব্যক্তি নিয়ে দূরদূরান্তের লম্বা পাড়ি দিয়ে সেইসব দেশে যাত্রার ভ্রমণে বসত। আরব পর্যটকেরা খলিফা হাকেমের চন্দ, ভারতবর্ষ, চীনের বর্ণনা দিয়েছে, আফ্রিকা ও পূর্ব ইউরোপের গভীরে প্রবেশ করেছে। জগতের জ্ঞান অন্য দেশ ও মানুষের জানকি একেছে।

আরবরা চাঁদবাসীদের সাফল্যজনক বিজ্ঞান গতিয়েছিল। মধ্য এশিয়ায় রাস ওরফে নবাস বিজ্ঞানী ইবন দিনা; ইউরোপে তিনি পাবলুস ছিলেন আন্তঃদেশীয় ১৮০ (১০৩৭) নামে। ইবন সিনার বিশেষ প্রতিষ্ঠা চাঁদবাসীদের হিসেবে তাঁর জাদু পর্যন্ত যেসব রোগের পার্বক নিরূপণ করে। যেত না তিনি সেগুলির লক্ষণের বর্ণনা বেন। তিনি গাণিতিক ইক্সামিনা কাজের সচরিত্রা প্রাচ্যে ইবন দিনাকে 'মুন্সী' উপাধি দিয়ে অভিহিত করে। তারক যন্ত্রসমূহ মুসলিম ইব্রাহীমীয় এই অশুভ বিজ্ঞানীরা কঠোর সমালোচনা করে।

৩। সাহিত্য। নবী পদ্যসুবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ণিত ও উচ্চারণের অন্যান্য বেশ থেকে অপরূপ রূপে বর্ণা নিয়ে আসত সেগুলি তাঁর শোনাতে



আরব কবিদের মামলী আশ্রয়িত সোমার গার (ইরাক, ১০ম শতাব্দী)

সাঁতার তৈরি ব্যামস (১৩ম শতাব্দী)



খনিফ ও সম্ভ্রান্ত লোকদের পাসনে, বাগদাদের সাহাব, পক্ষে ঘটে ও বাড়িতে বাড়িতে আশ্চর্যজনক সেশ্রমণ ও রোমান্টিক ঘটনার কথা শুনতে খনী লোকেরা ভালবাসত। কবিতা ও প্রবন্ধের দুই দুই যুগে ক্রিয়ত চতুর লোকেরা ইস্যবের বাহিনী, যারা ছলেবলে ঠকাত বিচ্যাবক, বণিক ও আমলাদের এইসব রূপকথায় ভিত্তিতেই পবিত্র করে। সুরকমিত হয় জগদীশ্বরে 'মহম্মদ এক আরব ব্রহ্মণী'।

আরব কবিরা তাদের কবিতার বাবাবদের আচার-প্রমাণ ও বীরত্বপূর্ণ সামরিক কীর্তির জয়গান গাইতেন। কবিতা রচনা বিশেষ সাক্ষ্য অর্জন করেছিল ইরান ও মধ্য এশিয়ায়; এখানে সাক্ষ্যপূর্ণ কবিতা তাঁদের রচনা সৃষ্টি করতেন। জামিল-পারসিক ভাষায়

সবচেয়ে বিখ্যাত কবিতার মধ্যে কিরদোসিও ছিলেন, তাঁর কাব্য 'শাহনামা-ই ('রাজা কাহিনী') উপর তিনি গ্রীষ্ম বছরেরও বেশি কাজ করেন। এতে বর্ণিত হয়েছে গিলগামেশের বিবরণে ইরানের মানুষের সংগ্রামের কথা, উপকথা নয় বীরদের কীর্তির জয়গান গাওয়া হয়েছে।

মাঝার মাঝ পায়ে ফেলে যারা রাজ সোজবার করে', কবিতা তাঁদের কাব্য শ্রুতি সহবন্যে বর্ণনা করেছেন। প্রাকৃতিক যুদ্ধ বজ্র কবিতা লেখক উল্লেখিত ব্যাপারে হতভাগ হবার জন্য তিনি শাসনকর্তাদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। ইংল্যান্ডের প্রতি সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির পটন খোঁজা সম্প্রদায় কবিতা লেখক লেখক। 'কিরদোসি' আর যান সক্রিয় মতো, মুসলমান গোত্রস্থানে তাঁকে কবর দেওয়াও মানা ছিল।

৪। নিষ্পকজা। মধ্য ব্রহ্মণের শিল্পের যমো বহিরা রাজ্যে সবচেয়ে বেশি সাক্ষ্য লাভ করেছিল। স্থাপত্য কলার জ্ঞান নির্মাণের আঁকা তৈরি করেছিল অপরূপ বড় প্রাসাদ, কবরস্থান ও দুর্গ। যার পৃষ্ঠিবর্তিত সুপরিচিত আলখামরা গ্রানাইট স্পর্শে শাসনকর্তাদের পাসাদ সুপরিচিত আলখামরা গ্রানাইট স্পর্শে শাসনকর্তাদের পাসাদ

আরব স্থপতিরা অনেক মুসলিম মসজিদ তৈরি করেছেন। মসজিদগুলি

আরব কবিতার ইরানীয়ের (১০ম শতাব্দী)

ইরানীয় ১৩ম শতাব্দীর কবিতার থেকে

হত সামরিক চরিত্রবিশিষ্ট ব্যক্তি, যার মাথাই থাকত গম্বুজ; অন্যদিকে
 শাক্ত ভক্তদের সহ স্তম্ভের আড়িনা, চারদিক ঘিরে থাকত অসংখ্য ধর্মগুরু
 মন্দির, যার নামগান্না ছিল ইনশর। নামাজ গড়তে মুসলমানরা এখানে
 সমবেত হত। মসজিদের কাছেই মাথা তুলত এক মিনার— মুজের
 বুরুজ, যা থেকে ধর্মবিশ্বাসীদের নামাজ গড়ার জন্য আহ্বান জানান হত।
 পাথর, সোদাই, টালি, সেরুয়াল ও মেথোতে মোজাইকের কাজে
 আরও নির্মলকার্য অতীত সৃষ্টি। ভবনগুলির দেওয়াল আরামিক
 শৈলীতে— বিজড়িত রেখাসমূহ দিয়ে একটি অলঙ্করণে চিত্রিত করা হত।
 মোজাইকের কলকর্ষ ও রঙ-করণের চিত্রের ফলে পাথরগুলিকে দেখে
 মনে হয় চিত্রিত ওজনহীন।

মুসলিম ধর্ম মন্দির ও জীবজন্তু আঁকার বিরুদ্ধে ছিল। সে কারণে
 মসজিদের প্রবেশের বতকগুলিতে বর্ণিত রাজ্যের বেশগুলিতে সাম্বর্ষ
 ও চিত্রকলা প্রায় বিলুপিত হয় নি এমনই চলে। পরে অকস্মৎ বইপত্র
 নির্মিতার চিত্রের আবির্ভাব ঘটে, যাতে প্রতিনিয়ত হত জনজীবনের
 চিত্রণ, বর্ণিত প্রবন্ধের ঘটনাবলী, মুসলমান জীবজন্তু ও পাখি সহ
 সুন্দর নানা দেশের চিত্র।

৫। বর্ণিত রাজ্যের বেশগুলির সংস্কৃতির ভাষার। আরবদের কাছ
 থেকে ইউরোপের লোকেরা অনেক মূল্যবান টেকনিক জ্ঞান অর্জন
 করে। মধ্যযুগীয় ইউরোপের বিজ্ঞানীদের কাছে আরবী গণিতজ্ঞ ও
 জ্যোতির্বিদদের রচনাবলী গণ-প্রবণকের কাজ করে। আরবদের কাছ
 থেকে ইউরোপেরা সংগা ছাড়াও পেতেছিল জ্যোতির্বিদ্যার অনেক
 জ্ঞান, এবং তবুও অনেক ক্ষেত্রেই নান। আরবদের কাছ থেকে তারা
 নানচিত্র আঁকে, কৃষক ও জুয়ালকের ব্যবহার দেখে। নানিত
 ও বীজ বৃদ্ধি আভিযানের চিকিৎসা বিষয়ক রচনাবলী ১৭শ শতাব্দী পর্যন্ত
 ইউরোপীয় চিকিৎসকদের কাছে প্রাথমিক গ্রন্থ রূপে বিবেচিত হত।

খেরমানেদের শহর মসজিদ।
 (৮শ শতাব্দীর শেষভাগ)



খেরমানেদের শহর মসজিদ।
 (৮শ শতাব্দীর শেষভাগ)



খেরমানেদের শহর মসজিদ।
 (৮শ শতাব্দীর শেষভাগ)

§ ୧୭ । ସହାୟତା ମହତ୍ତ୍ୱ ଦେବାପାଇଁ ଆଦେଶ

১. কারিগরদের কর্মশালা: শতাব্দীর দিকিছু জগা নানা কর্মসূচির উদ্দেশ্যে
 ২. কারিগরদের পুষ্টি কর্মসূচি। কারিগরদের কর্মশালায় পুষ্টি
 ৩. কারিগরদের বাড়ির একতলায় কর্মশালায় একটি নতুন বাড়ি
 ৪. কারিগরদের বাড়ির একতলায় কর্মশালায় একটি নতুন বাড়ি
 ৫. কারিগরদের বাড়ির একতলায় কর্মশালায় একটি নতুন বাড়ি
 ৬. কারিগরদের বাড়ির একতলায় কর্মশালায় একটি নতুন বাড়ি
 ৭. কারিগরদের বাড়ির একতলায় কর্মশালায় একটি নতুন বাড়ি
 ৮. কারিগরদের বাড়ির একতলায় কর্মশালায় একটি নতুন বাড়ি
 ৯. কারিগরদের বাড়ির একতলায় কর্মশালায় একটি নতুন বাড়ি
 ১০. কারিগরদের বাড়ির একতলায় কর্মশালায় একটি নতুন বাড়ি

এবে সুখীর্ণ শিক্ষা ও বিরাট অজ্ঞিজ্ঞতার কলাময় কারিগররা তাদের
কাজে বিশেষ নতুন অর্জন করত। তাদের জিনিসপত্র প্রায়ই হত ফাটল
হিসেব নিয়ন্ত্রণ। তাঁদেরা বানাতে রঙ-বব্বাঙের মোটামুটি কষ্ট, অশ্রুকারস্রা -
দানুকর্ষণ করা যুদ্ধসমুদ্রা ও ভরবারি। অতীত সৃষ্টি কামুকার্থে নাম
জিল মগিনরা এবং পাপর ও কাঠ-গোনাই কর্মীদের। এ জনই তাঁর
করত নিজেদের কাজ-পাখাল পটু কর্মিদল, — তাদের কাছে যা ছিল
শ্রী ও সম্মানের ব্যাপার

২। কর্মশালায় পাঠ্য কাম্য করত। কর্মশালায় প্রদান কর্তব্য ছিল
 প্রশিক্ষণ-কার্যক্রম, সব সামগ্রিকপ্রোগ্রাম ও গন্তব্যপাতি সহ কর্মশালায় আনিতও
 ছিল সে কর্মশালায় নিজে ওস্তাদ ভা দিয়া মানা জিনিস বানাত। একই
 সাথে কর্মশালা দোবানবেরও কাজ করত, দোবানে ওস্তাদ ইজি জিনিস
 বিক্রি করত।

महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन
महाराष्ट्र शासन

दर्शनाद्वयम् रघुनाथानुलि
(धार्मिक चिन्ताया चर्चा)

મુદ્રણ કાર્યાલય હિલ અને રાજીવગંજના કુચને સાંકેત ૩ નિર્ધારણમાર્ગ
સ્થાપીત કર્યાં । મુદ્રણના દરમિયાન કાર્યાલયના ઠંકાણે હિલ અને જન સહયોગ
સંસ્થાની સહયોગ ચિહ્નિત છતાં પ્રિન્ટિંગનું કાર્ય ચાલુ રહ્યું ।

এভাবে ছাত্রা কর্মশালায় কাজ করতে শিক্ষার্থী-বন। সহ কনসার্না
ক্রীম শিক্ষার্থীরা হাতে-কলমে কাজ শিখত ও স্টাটিনাটি কাজে ব্যবহার
করত। কনসার্না পট্টের আঁকনের জন্য দুই দিন দুই জনকে পাঁচ বছর
বিষয়লাভের সরকার ছিল। শিক্ষা গ্রহণের জন্য বিদ্যা এক বছরের জন্য
সরকারি ওখানের অধীনে ছেড়ে দিত। শিক্ষার্থীর ছাত্রের সহায় ছিল না।
একালের কাজের গ্রহণের কাজে সরকারি কাজে এক বছর কাজ করা
১০। প্রায়ই তাদের উপর মালিকের গাণিগালাফ ও নার্সপিটের
কড় বইত। শিক্ষা শেষে শিক্ষার্থী স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারত,
তবে ওখান ডার বিনামূল্যের হুম কাজে মালিকের হেত।

এতাদের মুখা সাহায্যকারী, তার বক্ষিগ হস্তবহন ছিল বহু-গুণ —
 যে কর্মী ইতিমধ্যেই কারিগরি দ্বিতীয় গুণ করেতে। সুখোদিত থেকে সুখোদিত
 পর্বত সে মাথার খাম পায়ে ফেলত, তার সে গুণের বদলে সেত সামান্য
 মজুরি। সহ-গুণের থাকত গুণের বক্ষিগে, তার সঙ্গে একত্রে যেত,
 সর্বদা তাই সেত সেত থাকত তার পদাধীনা সমস্ত বক্ষিগে সহ
 গুণের নিজেই কর্মশালা গুলে গুণের হতে পারত। এর জন্য তাকে
 দ্বি-বক্ষিগের সমস্ত হতে হত : নিজ অর্থে এক কল্পে তথা হস্তবহন নিবন্ধ
 কর্মী করেতে হত।

পর্যাপ্ততার বর্নীদের মহাদা শ্রম বিভাজন একেবারে ছিল না বললেই চলে : প্রতিটি জিনিস উত্তরিত ব্যাপারে শূন্য থেকে শেষ পর্যন্ত সবকিছুই একের পর এক ওস্থান ও সহ-ওস্থান করত।

সুভদ্রার অধ্যাপনাসীল শহরে কাছিরগি মিল্প ছিল দাডের কাজ কিলিক
এক ফলব শিল্পপাৰপান ।

৩। ক্যামিজেট — কারিগরদের ইউনিয়ন। বহুকাল ধরে কৃষকরা তাদের
নতুন নতুন জিনিসদের প্রয়োজনা নিম্নম নিম্নেরই উক্তি করে এই
কারিগরি জিনিসপত্রের দ্রুত জিনিস দুর করা। শ্রমের ওয়াশেরা পথের
খোঁজ খোঁজ করে টানতে ও প্রকাশ করে তাদের উন্নত থেকে প্রতিষ্ঠা দিতে
আমাদের চেষ্টা করে এবং এই সময়ের মধ্যেই তারা আমদানির প্রদান
ও চূড়ান্তের সমাধান দিতে সক্ষম হতে পারবে।

এ চুঠানের সমাপিকা কল্পিত পিতা।
 হুতরা কল্পিতদের অনেক সাক্ষ্য জ্ঞান ছিল এই একই
 শব্দের বানিনা একই কল্পিত ওইদ কল্পিতদের এক হুতরাইন
 কল্পিতদের সাক্ষ্য হত।

সামান্য সত্তার ওজনরা এক বিধি হ্যাঁ কঠোরতের সব সমস্যার জন্য এক বাধ্যতামূলক নিয়মাবলী প্রণয়ন করতে বিধির পরিচালিত হবেন

११. गृहीत प्रमाणेना बहुतेक
अर्थीकिकान्तिनिष्ठ गिरीशानाद,
मिनिस्त्रांसित छिद्र निम्न,
अर्थीकिकान्तिनिष्ठ





কংগ্রেস, চান্সাও, যাগা তাম্র পেশা ও উপোক্ত করত। বহুবার শহরে
শহরে প্রতিবেশে বিনোদেব গান কানে উঠেছিল। তবে ঘনোরা ভা
কংগ্রেস হাত মনে কখন আরম্ভেই প্রতিবেশী মাঝেমেও পাতা
নিত কৃষক বিনোদেব কয়ে শহরে গল্পে সন্তানসম সাধারণত মানসদের
দ্বিহুত তাদের সব গানে কৃষককৃষক সাধারণ করত

১। শহরগুলি নির্মাণের সময় হুত হতে চাইত কেন? যখন অজ্ঞান মানুষকে কালপঞ্জী রচয়িতার গল্পটি
এরপর বলা হল শহরগুলি কীভাবে জন্মেছিল? ২। নির্মাণের বিরুদ্ধে শহরগুলির সাধারণের সহ
হুত পাইলে, উত্তর হল শহরগুলি হুত কী করে কলম-এর সাধারণত হুত? ৩। শহরে জনসংখ্যার
মান্য স্তরের সাধারণের কৃতি কী ছিল এবং তারা কীভাবে বসবাস করত

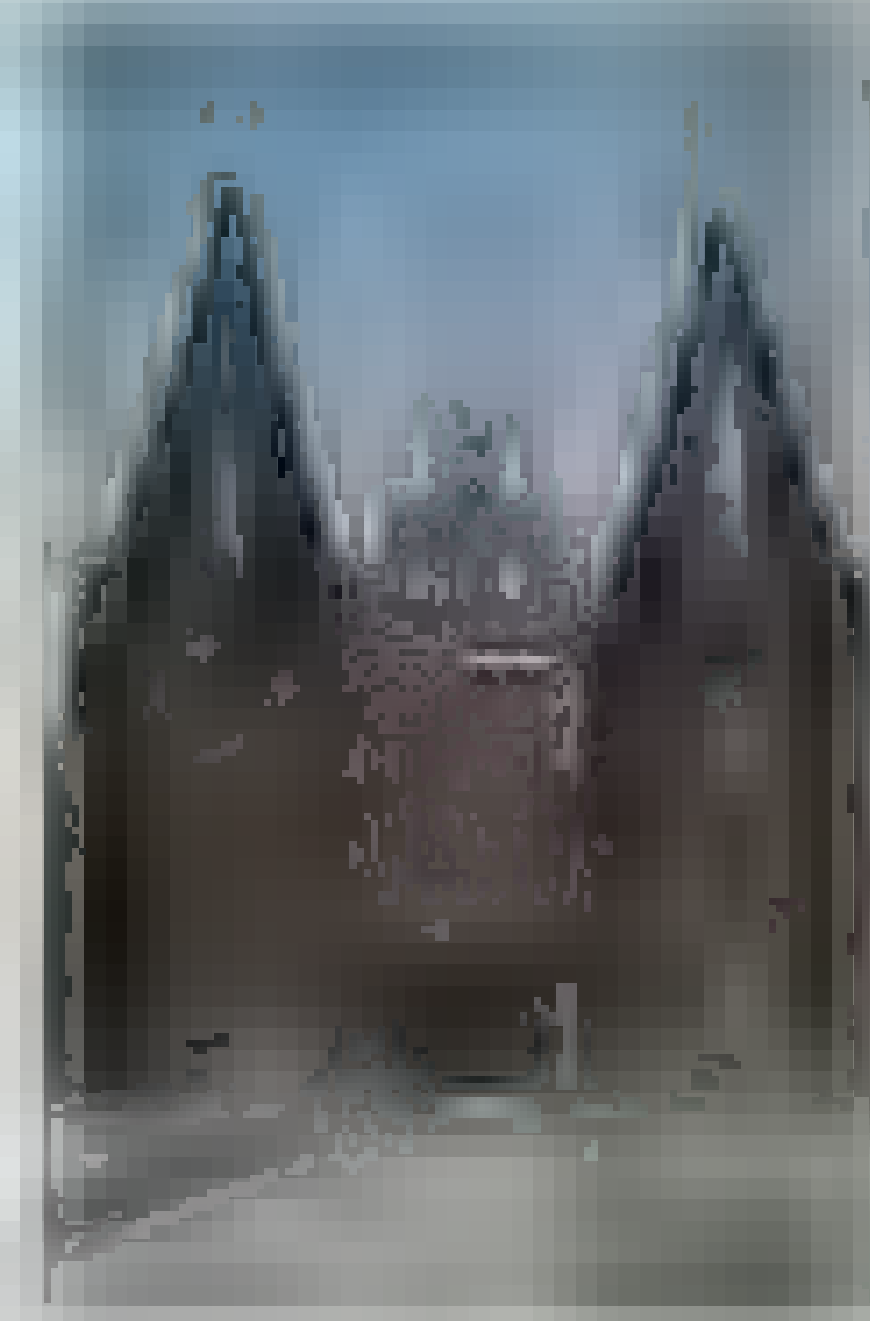
১৯। ইউরোপে বাণিজ্য বিকাশ

(৫ নং বসতি)

১। বাণিজ্যিক যোগাযোগ সম্প্রসারণ। ব্রিটিশেরা আরও বেশি বেশি
পশ্চিমী ভাষা বিক্রি জিনিসপত্র তৈরি করতে শুরু করেছিল। নিজেদের
সামগ্রী তৈরির জন্য কাঁচামাল চুটি ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের তাদের
প্রয়োজন দেখা দিত। কৃষিকাজের উন্নতিবিধানের দরুন কৃষকের কাছে
কিছু উত্তর থেকে যেত, যা সে নিয়ে যেত শহরের বাজারে, সামন্তরাও
নিজেদের ভালুক থেকে শহরে বাদ্যন্য নিয়ে আসতে শুরু করেছিল।
তাদের প্রয়োজন আসত শহরের নিশুণ ওগ্রামের তৈরি আসবাবপত্র,
সোজা ও অগম্যের সামগ্রী। আশেপাশের অগ্রগতি নিয়ে শহরই ছিল
বাণিজ্য কেন্দ্র। আর ছিল বাণিজ্যের ক্রান্তির নামা জায়গা ও অন্যান্য দেশ
নব বড় বড় শহরগুলি।

সামন্তমিত্রিক বণ্টনবিধিকার কানে বাণিজ্য ছিল লাভজনক,
কনে পরিচর ও দিশজনক বাপার স্থলদেশে তাদের মুঠন করত
'সহন্য' জাকাজক — কইটরা, আর সবুজ ভয় ছিল বোম্বটে
শহরের। সমস্তের এতক দিনে যাকার জন্য, নেত্রে ও খেদা তরি
বায়ুয়ের অন্য বণিককে বহুবার শুল্ক দিতে হত। নিজেদের আর
কাজের জন্য সামন্তরা কখনও ওগ্রামেও সেতু বানাত, গণিকদের
সেতুসহ কংগ্রেস শুল্ক যে ধুলো উত্তর তার জন্যে নুনা দখি করত

রাজা ছিল সরু ও কাঁচা; মন্য আশ্রয়গর্য তা অগম্য কদম্য
তরে যেত। মোড়াসুতি প্রায়ই ভেঙে যেত। বাড়িতে পড়ে যাওয়া পশাদুকা
হার মালিকের দিকের হত। মদ্যপান করত। বন্যে পড়ে যেত।
পড়ত। তা হলে, বড় বিহব কাহাজ হুত্রে এসে জিহ্মে বৈচে
মাতা বাপের মত তৈরির মালিক তার সামন্তের সম্পত্তি হতে মেন



শহর মন্দির



ক্যাথিড্রাল



কমলা ১০০০ ১০০০
১০০০ ১০০০
১০০০ ১০০০
১০০০ ১০০০
১০০০ ১০০০
১০০০ ১০০০

মুঠনকদরীদের হাত থেকে খাঁচার ছাপা; বসন্তেরা এর উত্তরদনে
(মিলিত) সংঘবদ্ধ হয়েছিল। তারা পাহারাধার ভাঙা করত ও বড় বড়
নলে ভ্রমণ করত। মাঝেমাঝে দ্বার বণিকরাও পথেপথে জাকাজি
ও সমুদ্রে বোম্বটে দস্তাদিরি করত।

২। প্রাচ্যের সঙ্গে বাণিজ্য। বহুকাল ধরে ইউরোপবাসীরা প্রাচ্য দেশগুলির
সঙ্গে বাণিজ্য করত। ভ্রম্য সাগর দিয়ে তারা যেত সিরিয়া ও মিশরের
নানা বন্দরে, কল সাগর পেরিয়ে — ক্রিমিয়া ও বকেশাসের তীরে
এখানে প্রাচ্যের বণিকদের কাছ থেকে ইউরোপীয়রা কিনত বসন্ত
সামগ্রী এবং প্রচলিত মন্যকর তা তারা বেচত। বজ্রের দেশের ঘনী
লোকেরের কাছে। বিশেষ লাভজনক ছিল মশলা ব্যবসা — লম্বা,
দাড়ুচিনি ও অন্যান্য মশলাপাতি, যা ব্যবহৃত হত ইউরোপবাসীদের
বিন্যাস খাদ্যে। মশলাপাতি চিবিকসালয়ের নিভিতে মেপে খুবই অল্প
অল্প করে বিক্রি করা হত; তা সোনার মূল্যে বেচা হত। অকথাই



একজন ইউরোপীয় গার
কলম বহন করে যোগাযোগ
হুত। ইউরোপীয়রা ইউরোপ
গণিকদের কাছ থেকে ইউরোপীয়
জাকাজক জাকাজক কানে
একজন সামন্তের উপস্থিতি
গণিকদের পশুপালি কলম
উত্তর ওগ্রাম হুত। ইউরোপীয়
মিলে খুনা কলমের জন্য
প্রাচ্য বণিক কলমের ওগ্রাম
হুত।

সামন্তের পশুপালি
কলমের হুত। ইউরোপীয়
হুত। ইউরোপীয়
হুত। ইউরোপীয়
হুত। ইউরোপীয়
হুত। ইউরোপীয়



বহুসংখ্যক ধনী ধনী লোককে টানছিল 'লন্ডন' বস্ত্র' নামে অভিহিত করা হত না।

এতে ব্যবসা দুটি ছিল। পশ্চিম পথেও আঁপকাটা ছিল ইতালির দুই শহর — ভেনিস ও জেনোয়ায় বণিকরা। এই দুই শহর কইজটিয়ামের নগর পারম্পরিক রেষারেষিতে নিপু ছিল; শত বছর ধরে তাদের যথো নির্মম যুদ্ধ চলছিল। ভেনিস ও জেনোয়া ছিল স্বাধীন শহর প্রজাতন্ত্র, যাঁরা 'লন্ডন' শব্দই ছিল ধনী বণিকদের হাতে। ধনীরা ছিল ক্রীতদাস, ভূতন, ক্রীতদাস, ক্রীতদাস ও নোবানপাটের মালিক।

৩। ইউরোপের উত্তরে বণিজ্য। প্রকৃতপূর্ণ বণিজ্য পথ প্রসারিত হতেছিল উত্তর ও বৈশ্বিক সাগরে। এখানে কারবার হত লবঙ্গ, ফার, পশম, মেন, কাঠ, লোহা ও গৃহস্থানির প্রয়োজনীয় পশাদুবা নিয়ে। এই ব্যবসা-বাণিজ্যের সারিক ছিল উত্তর ও দক্ষিণের নাম। শহর ও দেশ তাই যুদ্ধের নভায়ন থেকে লাভনের বণিকরা পর্যন্ত। এদের মালিক বৈশ্বিক ছিল ক্রীতদাস শহর।

উত্তর ও বৈশ্বিক সাগর পথে বাণিজ্য পুণ্ড্রোপাটনের কোম্পানিরা কারবার চলা ১৪শ শতাব্দীতে জার্মানির সত্তরতম বৈশ্বিক শহরের বাণিজ্য এক হানসায় সমবেদন হয়েছিল। এই ইউরোপের নেতৃত্ব দিত জিউবের শহর। নভায়ন, ডিউসে, লন্ডন ও অন্যান্য শহরে হানসার বণিকদের সুপ্রতিষ্ঠিত বণিজ্য দপ্তর ছিল। সুবিশাল বৈশ্বিক বাণিজ্য দপ্তর হানসার পথে সমবেদন প্রতিবেদী দেশগুলিতে লাভজনক বণিজ্যের পরিবেশ তৈরি করত।

৪। মেলা ও ব্যাঙ্ক। ইউরোপে ব্যবসা-বাণিজ্যের সবচেয়ে জমজমাট জায়গা বলতে ছিল নানান মেলা — বৈশ্বিক মেলাবোলা, যাতে যোগ দিত বিভিন্ন দেশের বণিকদল।



ইউরোপের বণিক

১৪শ শতাব্দীর দক্ষিণে বণিকরা লন্ডন শহর। ১৪শ ও ১৫শ শতাব্দীতে উচ্চ বণিজ্য, শহরগুলির সমাবেশের সময় মোজা-মোজা মেলাবোলা হতে হত। সমবেদনের দপ্তর হানসার পথে বাণিজ্যের ফল কোম্পানি হানসার হানসায়নি এতে মেলাবোলা হত।

১৪শ শতাব্দীর মেলা — বাণিজ্যিক নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা



১৪শ শতাব্দীতে ইউরোপের বণিকরা ইউরোপের পূর্ব দিকে ক্রীতদাস বাণিজ্যের মেলা চালাত। প্রায় সারা বছর ধরে চলেত বাণিজ্য মেলায় যেন প্রাচীর বিলাসবদ্ব্য, তৈলনই উত্তর ইউরোপের পশাদুবা মেলাবোলা হত।

মেলা ছিল ইচ্ছার ও লোকগিজগিজ করা ছাড়াই বণিকদের লোকনের দুই দলির মধ্যে থাকত দিও মোট টেবিল, দার কারে বকে একত চিনার দাললরা মইলটির বাপকর দাল ছিল বিশেষ্য দালালদের সেবা বণিকদের প্রয়োজন হত, যদেহেতু প্রতি দেশে মুদার ওজন ও ধাতুর পরিমাণ ছিল বিভিন্ন একমেদ রাজ্য ছাড়াও বড় বড় শহর ও দুর্গে শহরগুলিও তা বাজারে ছাড়ত। সুনির্দিষ্ট যাবে কইনা নিয়ে দালালরা সেই মেলায় চলতি মুদা বণিকদের ভরিয়ে দিত।

ধীরে ধীরে দালালদের অনেক টাকা জমে উঠল। তারা উচ্চ মুদে টাকা ধার দিতে লাগল। অধর্মকে প্রাপ্ত পরিব্রাজকের দেড়-দু'গুণ বেশি অর্থ ফেরত দিতে হত। এইভাবেই দালালরা হাজার হাজার টাকা জমাল।

দালাল ও মহাজনদের মধ্যেই মেলা দিও পুণ্যের ব্যাঙ্কররা ওয়া হাঙ্ক মালিকরা। ব্যাঙ্কাররা টাকা জমা রাখত এবং নিজেদের কার্ভারদের মাঝে বণিকদের অর্থ এক দেশ থেকে অন্য দেশে স্থানান্তর করত। প্রায়ই তারা বেশ বড় পরিমাণ অর্থ রাজ্য ও সামন্তদের ধার দিত।

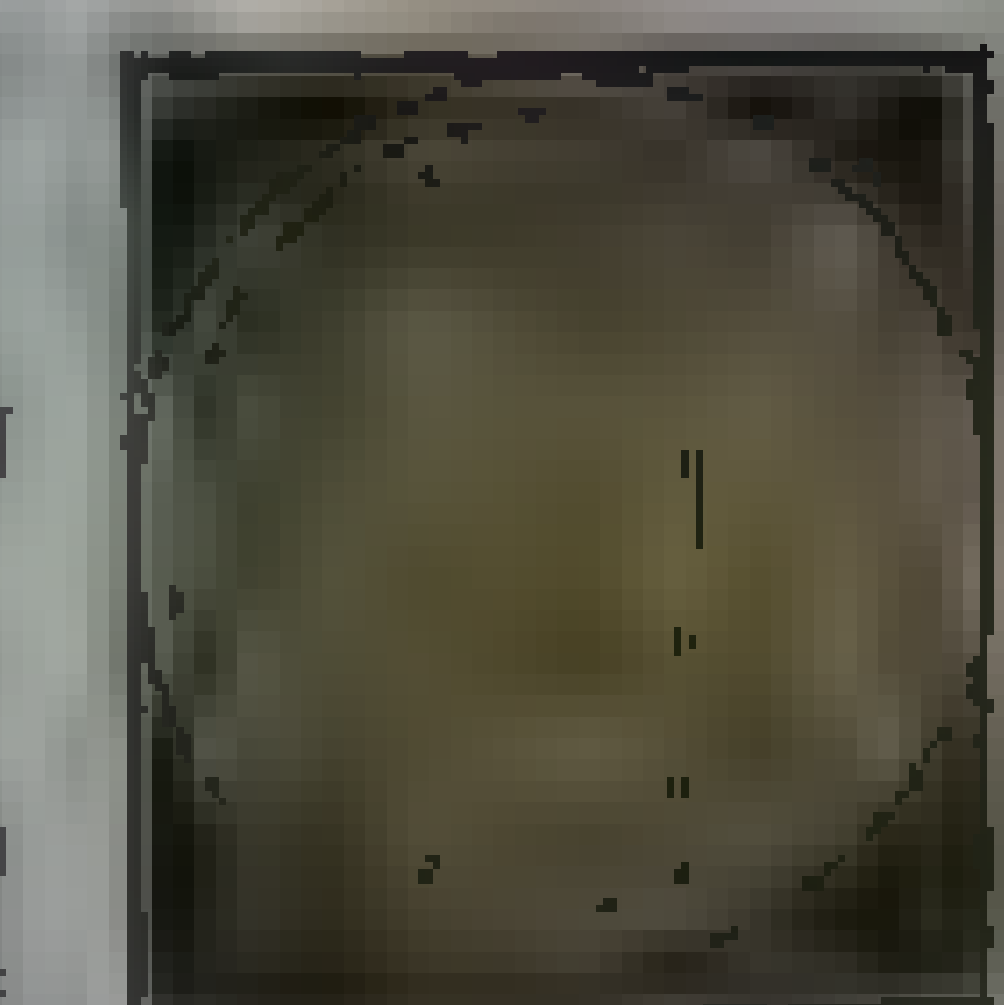
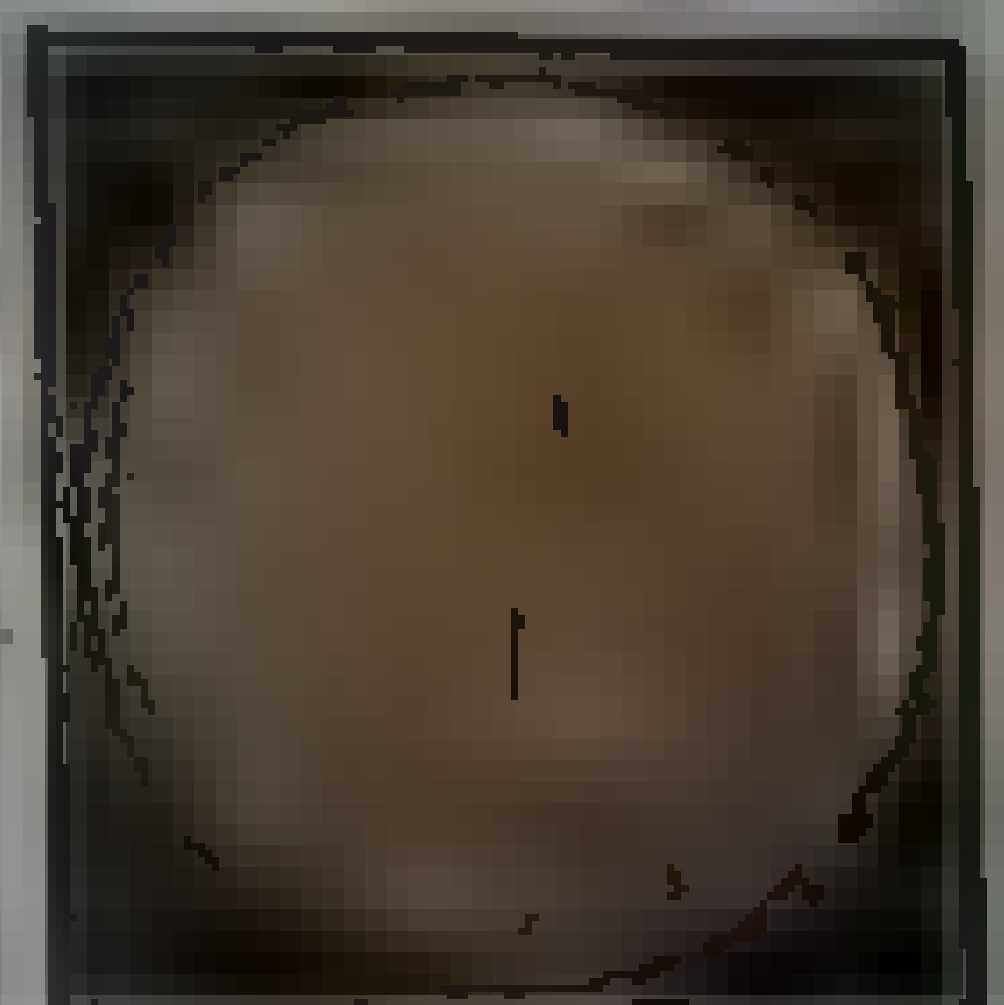
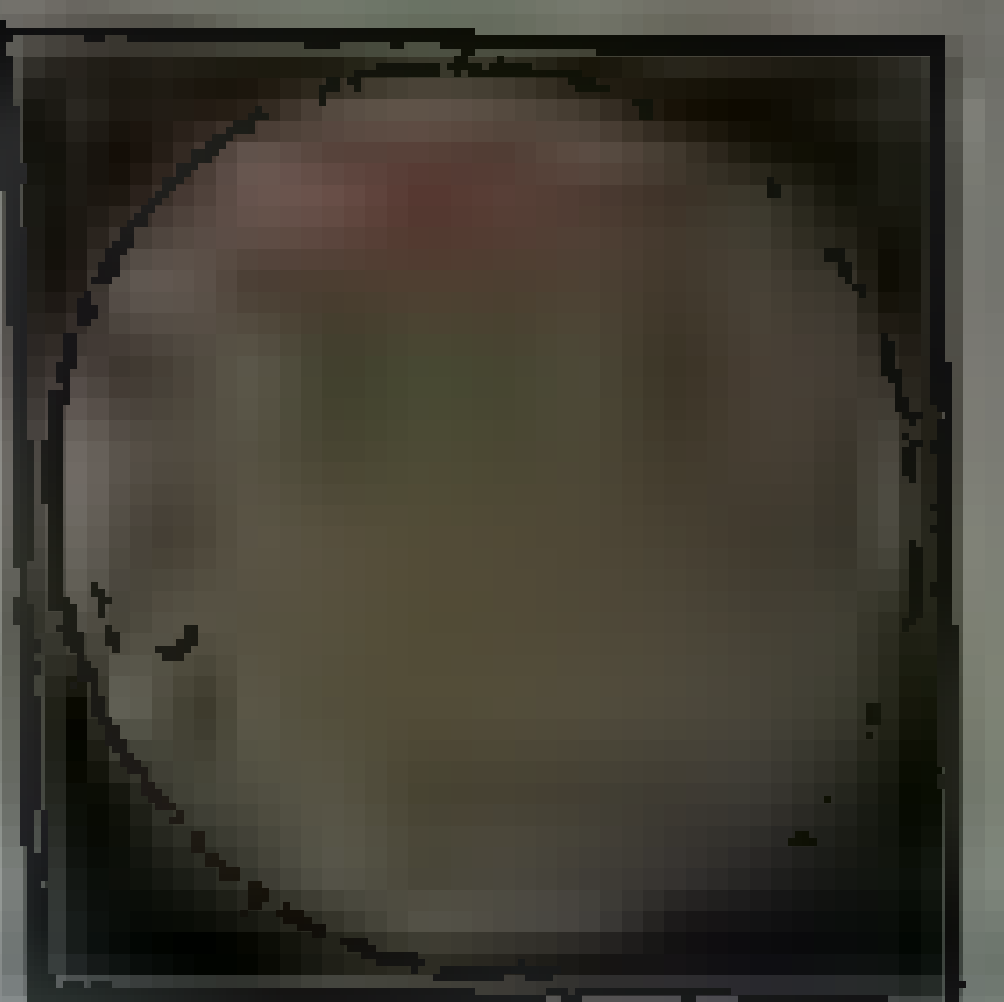
বাণিজ্য ও আর্থিক ব্যবস্থা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে বণিক ও ব্যাঙ্কারদের হাতে প্রচুর সম্পদ সম্ভিত হল।

শহর ও গ্রামের মধ্যে গ্রাম বিভাগনের দপ্তর কার্ভারের শাল ও কৃষিকাজ জ্ঞানের চেয়ে অনেক দ্রুত ও সবচেয়ে সহজ বিকাশলাভ করতে লাগল। নিজের পেছার ব্যাপারেই যুগ কাজ করে শহুরে কার্ভাররা পুরোপুরিভাবে নিজেদের নৈপুণ্য রক্ষ করল, কাজের যন্ত্রপাতি ও যন্ত্রের উন্নতি ঘটাল। জমি চাষ ও পশুপালনের জন্যও কৃষকদের অনেক সময় বাঁচল।

কৃষিকাজ থেকে কার্ভারি মিল্প জগদে হবার ফলে কৃষকব্রহ্ম ও কার্ভারদের শ্রম-উৎপাদনশীলতা বাড়ল।

১।

১। শহরের বিভাগের মধ্যে বণিকদের পুণ্যের মেলা হত। ২। বণিকদের এত বাণিজ্য লোকের মেলা হত। ৩। বণিকদের মেলা হত। ৪। বণিকদের মেলা হত। ৫। বণিকদের মেলা হত। ৬। বণিকদের মেলা হত। ৭। বণিকদের মেলা হত। ৮। বণিকদের মেলা হত। ৯। বণিকদের মেলা হত। ১০। বণিকদের মেলা হত। ১১। বণিকদের মেলা হত। ১২। বণিকদের মেলা হত। ১৩। বণিকদের মেলা হত। ১৪। বণিকদের মেলা হত। ১৫। বণিকদের মেলা হত। ১৬। বণিকদের মেলা হত। ১৭। বণিকদের মেলা হত। ১৮। বণিকদের মেলা হত। ১৯। বণিকদের মেলা হত। ২০। বণিকদের মেলা হত। ২১। বণিকদের মেলা হত। ২২। বণিকদের মেলা হত। ২৩। বণিকদের মেলা হত। ২৪। বণিকদের মেলা হত। ২৫। বণিকদের মেলা হত। ২৬। বণিকদের মেলা হত। ২৭। বণিকদের মেলা হত। ২৮। বণিকদের মেলা হত। ২৯। বণিকদের মেলা হত। ৩০। বণিকদের মেলা হত। ৩১। বণিকদের মেলা হত। ৩২। বণিকদের মেলা হত। ৩৩। বণিকদের মেলা হত। ৩৪। বণিকদের মেলা হত। ৩৫। বণিকদের মেলা হত। ৩৬। বণিকদের মেলা হত। ৩৭। বণিকদের মেলা হত। ৩৮। বণিকদের মেলা হত। ৩৯। বণিকদের মেলা হত। ৪০। বণিকদের মেলা হত। ৪১। বণিকদের মেলা হত। ৪২। বণিকদের মেলা হত। ৪৩। বণিকদের মেলা হত। ৪৪। বণিকদের মেলা হত। ৪৫। বণিকদের মেলা হত। ৪৬। বণিকদের মেলা হত। ৪৭। বণিকদের মেলা হত। ৪৮। বণিকদের মেলা হত। ৪৯। বণিকদের মেলা হত। ৫০। বণিকদের মেলা হত। ৫১। বণিকদের মেলা হত। ৫২। বণিকদের মেলা হত। ৫৩। বণিকদের মেলা হত। ৫৪। বণিকদের মেলা হত। ৫৫। বণিকদের মেলা হত। ৫৬। বণিকদের মেলা হত। ৫৭। বণিকদের মেলা হত। ৫৮। বণিকদের মেলা হত। ৫৯। বণিকদের মেলা হত। ৬০। বণিকদের মেলা হত। ৬১। বণিকদের মেলা হত। ৬২। বণিকদের মেলা হত। ৬৩। বণিকদের মেলা হত। ৬৪। বণিকদের মেলা হত। ৬৫। বণিকদের মেলা হত। ৬৬। বণিকদের মেলা হত। ৬৭। বণিকদের মেলা হত। ৬৮। বণিকদের মেলা হত। ৬৯। বণিকদের মেলা হত। ৭০। বণিকদের মেলা হত। ৭১। বণিকদের মেলা হত। ৭২। বণিকদের মেলা হত। ৭৩। বণিকদের মেলা হত। ৭৪। বণিকদের মেলা হত। ৭৫। বণিকদের মেলা হত। ৭৬। বণিকদের মেলা হত। ৭৭। বণিকদের মেলা হত। ৭৮। বণিকদের মেলা হত। ৭৯। বণিকদের মেলা হত। ৮০। বণিকদের মেলা হত। ৮১। বণিকদের মেলা হত। ৮২। বণিকদের মেলা হত। ৮৩। বণিকদের মেলা হত। ৮৪। বণিকদের মেলা হত। ৮৫। বণিকদের মেলা হত। ৮৬। বণিকদের মেলা হত। ৮৭। বণিকদের মেলা হত। ৮৮। বণিকদের মেলা হত। ৮৯। বণিকদের মেলা হত। ৯০। বণিকদের মেলা হত। ৯১। বণিকদের মেলা হত। ৯২। বণিকদের মেলা হত। ৯৩। বণিকদের মেলা হত। ৯৪। বণিকদের মেলা হত। ৯৫। বণিকদের মেলা হত। ৯৬। বণিকদের মেলা হত। ৯৭। বণিকদের মেলা হত। ৯৮। বণিকদের মেলা হত। ৯৯। বণিকদের মেলা হত। ১০০। বণিকদের মেলা হত।



বণিকদের মেলা — ইউরোপের মেলা

১১শ — ১৩শ শতাব্দীতে খ্রীষ্টান গির্জা।

ধর্মযুদ্ধ

১১শ — ১৩শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপে খ্রীষ্টান গির্জা মহা পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল। ইউরোপের মানুষ ও বাস্তুব জীবনে তা বিনাট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

§ ২০। ক্যাথলিক চার্চের পরাক্রম

১। গির্জার বিভাজন। ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত খ্রীষ্টান গির্জাকে অখণ্ড বলেই বরা হয়। কিন্তু পশ্চিম ইউরোপে গির্জার কর্তা ছিল রোমান পোপ, আর বাইজান্টিয়ামে সম্রাটের অধীন কনস্টানটিনোপলের প্যাট্রিয়ার্ক (মুখ্য গণ্যায়ক)।

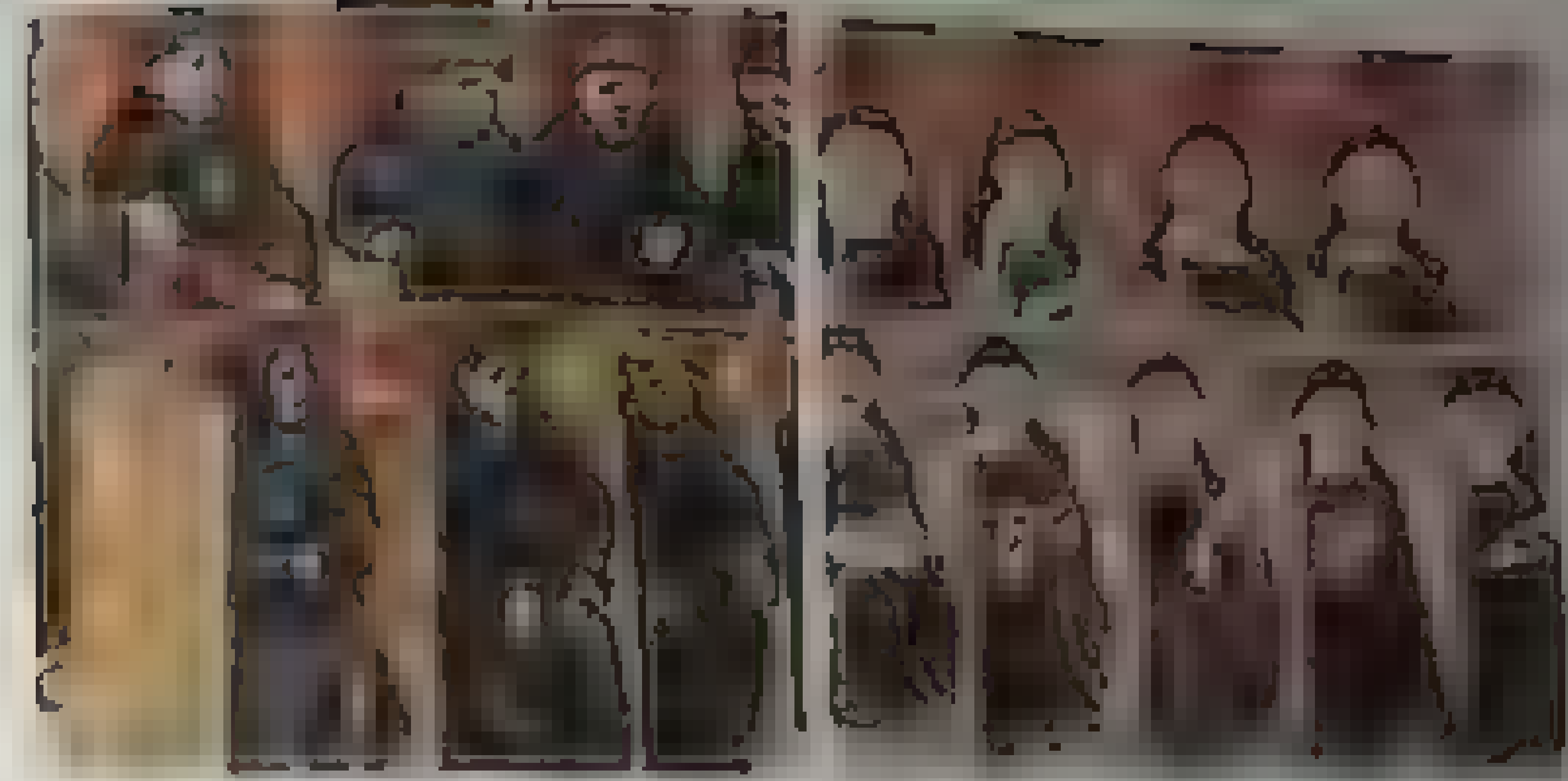
তোমরা ইতিমধ্যেই জান যে, বাইজান্টিয়ামে খ্রীষ্টধর্ম প্রচলিত হইয়াছিল পূর্ব ইউরোপেও কিন্তু জাতি-বিশ্ব সামান্য পোপ সেখানে বেশির ভাগকে নিজের ক্ষমতার অধীনে আনতে চেষ্টাছিলেন। বাইজান্টাইন গির্জা তার কায়দা-পোপের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করে। খ্রীষ্টান গির্জার উপর প্রভুত্ব স্থাপন ও আয়ের ভাগ্যভাগিকে কেন্দ্র করে পোপ ও প্যাট্রিয়ার্কের মধ্যে প্রবল লড়াই চলে।

১০৫৪ সালে, এমনই এক ধার্মিক সংঘর্ষের সময় পোপ ও প্যাট্রিয়ার্ক পরস্পরের প্রতি অভিযোগ দের প্রাকটন গির্জার দুটি চত্বর বিভাজন পশ্চিম এবং পূর্ব সেই থেকে পশ্চিম গির্জার নাম হল

বাইজান্টাইন ক্যাথলিক চার্চ।
কোন কোন সময় খ্রীষ্টধর্ম
প্রচলিত ছিল?

খ্রীষ্টধর্ম পশ্চিম ইউরোপে
প্রচলিত হইয়াছিল।
কনস্টানটিনোপলে (১০৫৪
সাল) পোপ ও প্যাট্রিয়ার্ক
বিশেষতঃ পোপের ক্ষমতা
বিস্তারিত হইয়াছিল।
কিন্তু পূর্ব ইউরোপে
খ্রীষ্টধর্ম প্রচলিত
নাই।

ইউরোপে এক ক্যাথলিক
গির্জা ছিল। (১০৫৪ সাল)

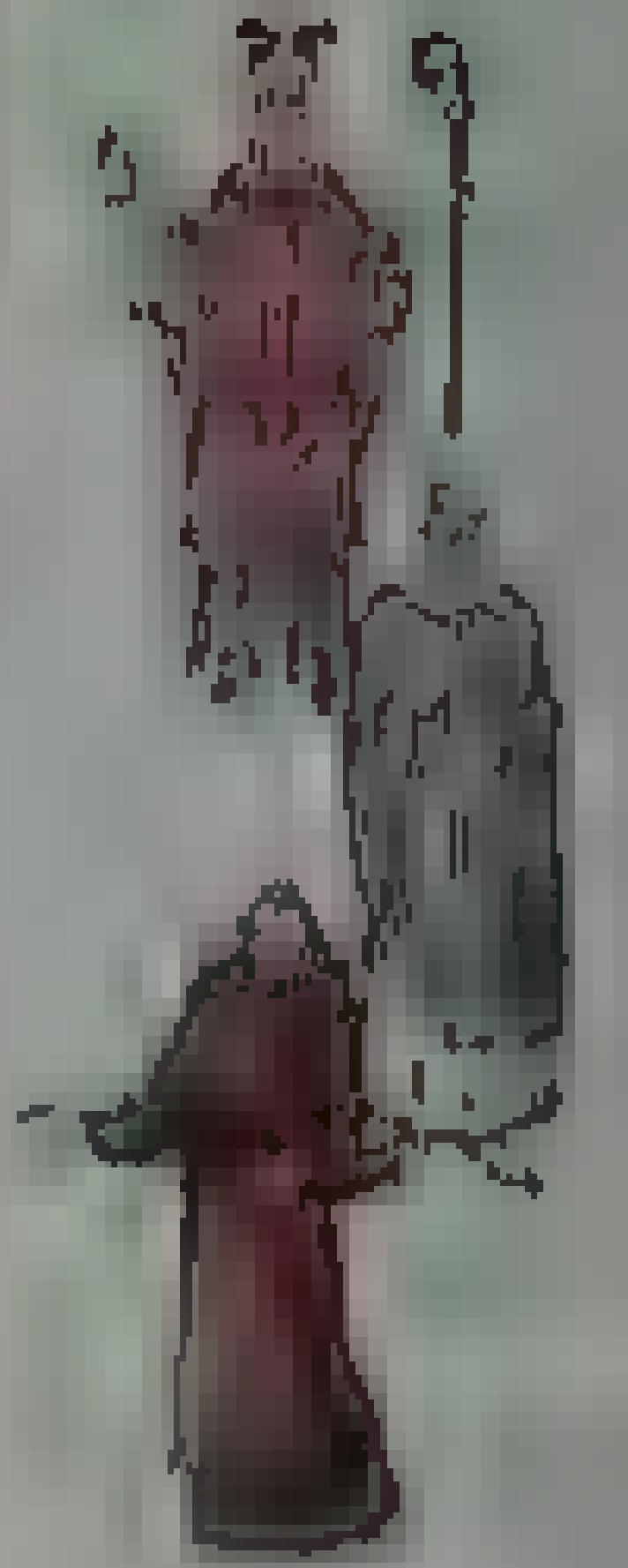


ক্যাথলিক, আর পূর্বের — অর্থোডক্স চার্চ। বিভাজনের পর দুই চার্চই স্বাধীন হল।

২। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধি। খৃস্ট-বিশিষ্ট অসংখ্য নান্দনিক গির্জা পশ্চিম ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চ ছিল এক একক সংগঠন। ইতালিতে রোমান পোপের এক রাষ্ট্র — পোপ এলাকার আওতা ছিল, পোপের মানিকনাধীন ছিল অসংখ্য নান্দনিক প্রাসাদ ও দুর্গ, ক্যাথলিক, খ্রীষ্টধর্মের পুরো ভাষায়। গির্জার লোক লোক স্বাধীন দেশে দেশে সুযোগ হয়ে তার ইচ্ছা পূরণ করত।

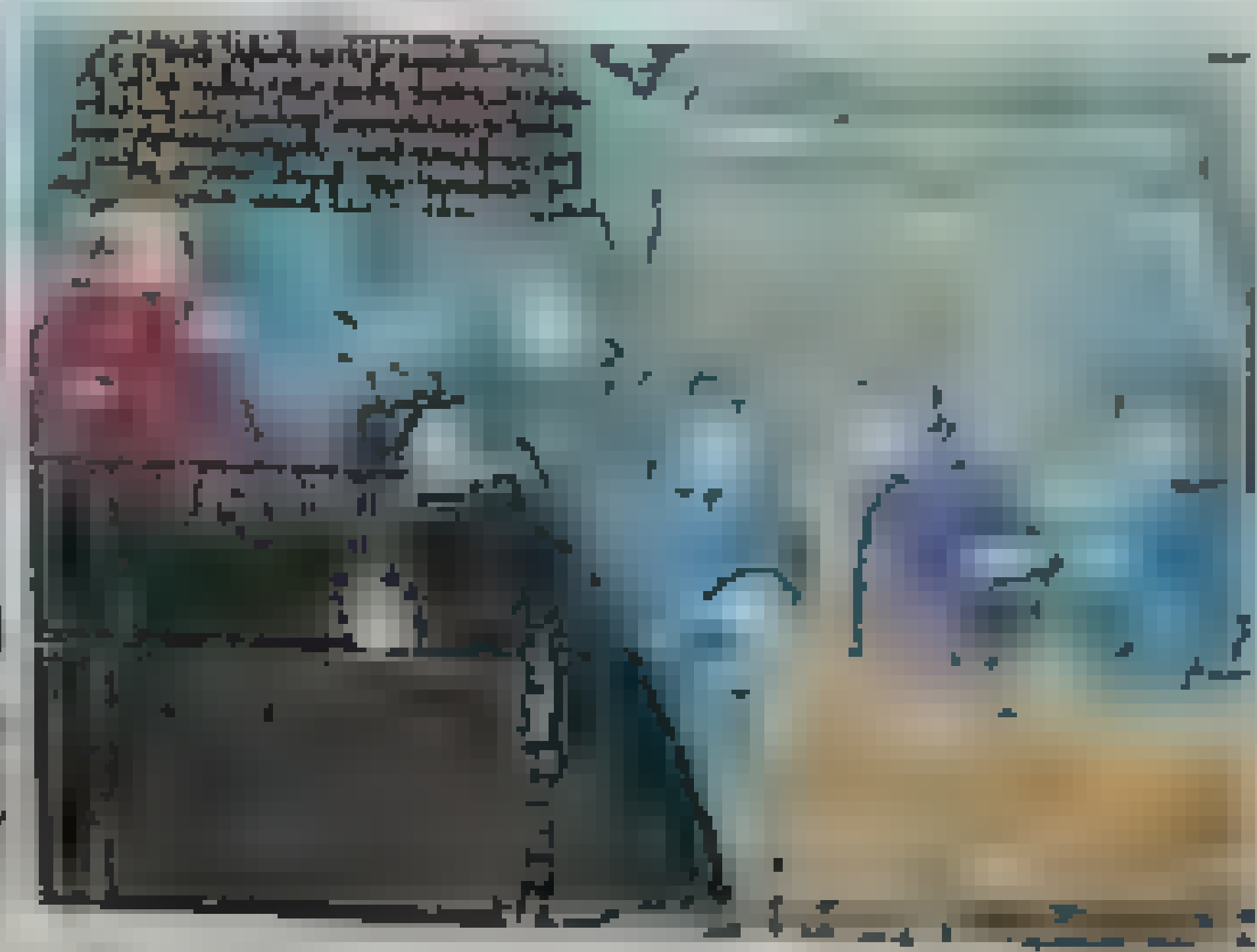
ইউরোপের রাষ্ট্রনায়কদের শাসন-ক্ষমতা নিজেদের প্রভুত্বাধীন এলাকা পূর্ণ পোপের হস্তে হস্ত ১১শ শতাব্দীর শেষে বিশেষ নিয়ন্ত্রণের অধীন পোপ ৬ম গ্রিগরি ও ৭ম ইনোকেন্স ৪র্থ হেনরীর মধ্যে প্রবল সংগ্রাম দেখা দেয়। রাজা পোপকে স্বাধীন হইতে দেখা দেয়। পোপ কর্মক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে রাজা এই ক্ষেত্রে বেশ কয়েক 'অমি, হেনরী, ঐশ্বর্যের কৃপার রাজা, আমি সবকিছু বিশ্বাসের মধ্যে

খ্রীষ্টধর্ম
বিস্তারিত
খ্রীষ্টধর্ম



খ্রীষ্টধর্ম
বিস্তারিত
খ্রীষ্টধর্ম

খ্রীষ্টধর্ম
বিস্তারিত
খ্রীষ্টধর্ম



পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি

১। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
২। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
৩। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
৪। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
৫। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
৬। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
৭। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
৮। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
৯। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
১০। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি

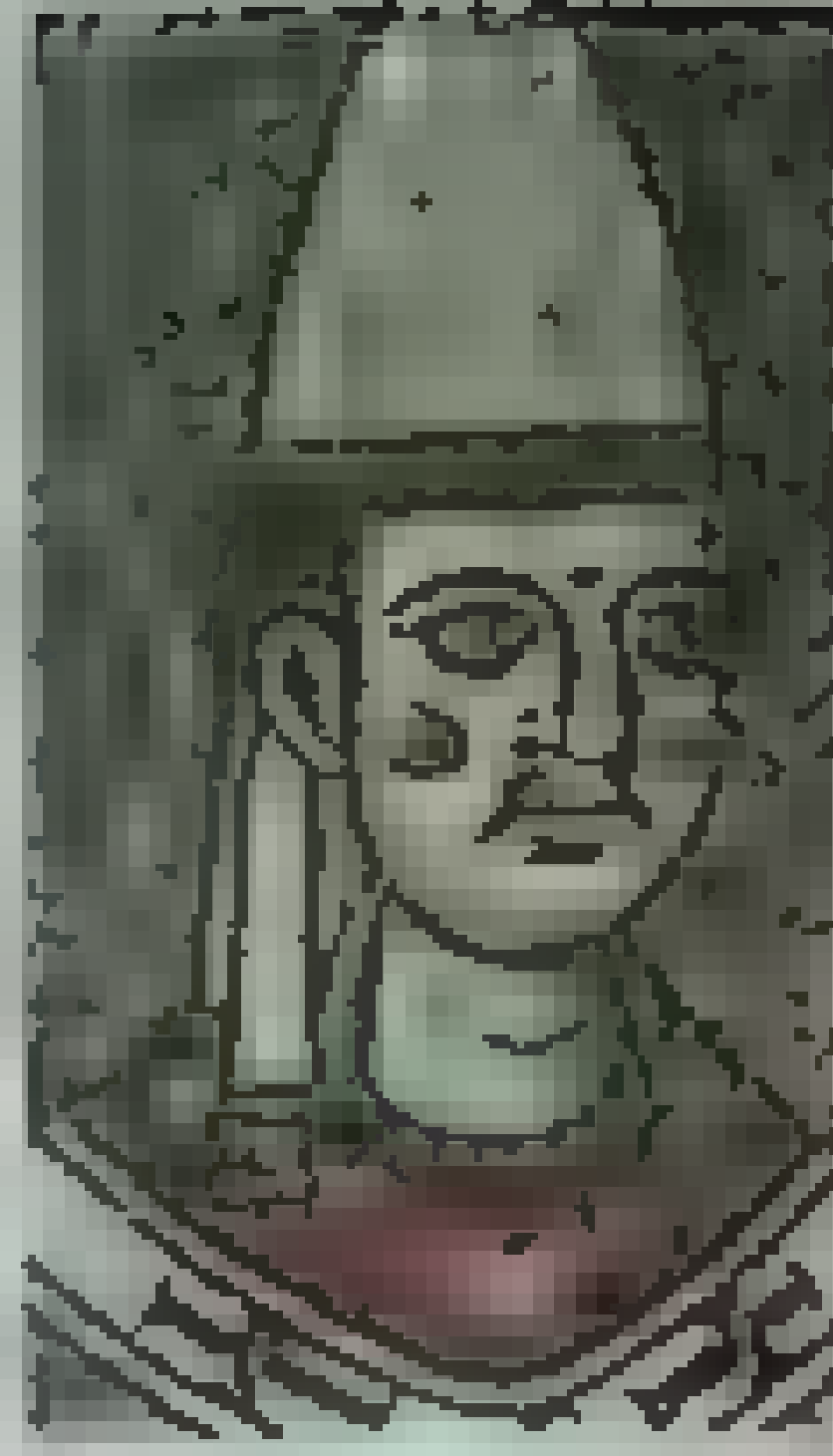
১। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি	২। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি	৩। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
৪। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি	৫। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি	৬। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
৭। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি	৮। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি	৯। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি
১০। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি	১১। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি	১২। পোপের ক্ষমতা বৃদ্ধির ৬ম গ্রিগরি

মতাদেবী বর্জিত - যা লগ্ন - এই পত্রের উত্তরে এম সিগনি রাজার বিশ্বাস রাখা নথি করার থেকে ৪র্থ ইহুদীর পুজোদের মুক্তি দেন। এই যুদ্ধের নিয়ে জার্মানি বড় বড় সমস্তুবা ৪র্থ ইহুদীর বিরুদ্ধে বিপ্লবের আশুন ফুলান। পোপের সঙ্গে ইতিমধ্যেই সব যুক্তিতে যারা বাক্য হলেন যুদ্ধ যুদ্ধের বুদ্ধি বুদ্ধি তথা তিনি ইতিমধ্যেই যাত্রা করেছেন। পোপ সেশের উত্তরে ক্যানোয়া দূরত্ব যাত্রা নিয়ে। তিনি দিন ধরে রাত ৪র্থ ইহুদী অনুভব পার্থক্য পোপকে - এক বসন্ত ও কলি পায়ে পোপের ঘরে ধর্ম নিষ্ঠে লাগলেন। অবশেষে তাকে পোপের কাছে যাবার অনুমতি দেওয়া হল এবং নতুনানু হয়ে তাঁর ক্ষমা প্রার্থনা কললেন। তবে সমস্তদের মিলনমেল মোকাবেলা করে ৪র্থ ইহুদী পোপের বিরুদ্ধে পুনরায় যুদ্ধ ঘোষণা করলেন।

জার্মান সক্রিয়দের সঙ্গে পোপদের সংগ্রাম মাঝেমাঝে সাফল্য-অসফল্য সহ ২০০ বছরেরও বেশি সময় চলেছিল। তাতে জড়িয়ে পড়েছিল এর-ওর পক্ষ নেওয়া বহু সামন্ত এবং জার্মানি ও ইতালির নানা শহর।

পোপের ক্ষমতা মহা পরাক্রমশালী হয়ে উঠেছিল উচ্চাকাঙ্ক্ষী ও "ক্ষমতা-লোভী পোপ ওর ইনোসেন্টের (১১৯৮ - ১২১৬) আমলে। ওর ইনোসেন্ট বিদ্রাসানুধারী, পোপ হলেন পৃথিবীতে ঈশ্বরের দূত। তিনি বলতেন, 'সব জাতি ও রাজত্বের উপর প্রভুত্ব করার জন্য আমাদের (পোপদের) প্রতি আশ্বাস জানান হয়েছে।' আনুষ্ঠানিক সঙ্গারোহে প্রত্যেককে পোপের সামনে নতজানু হয়ে বসতে ও তার জুতো চুম্বন করতে হত। ইউরোপের একজন রাজাও এমন সম্মানের অধিকারী ছিলেন না।

• বর্তমানে, "ক্যানোয়া-র মাওয়া" কাব্যের জর্জ হল বীন শব্দের আদেশে প্রকাশিত।



পোপ ওর ইনোসেন্ট (১১৯৮ - ১২১৬)

জমাপত্র বিক্রয় (এনজেলিক {১৩শ শতাব্দী})। জমাপত্র বিক্রয়টি স্যামুয়েল ২ এনজেলিক এ দেখান। স্যামুয়েল তাইনে - স্যামুয়েল কলছে বলা স্যামুয়েল স্যামুয়েল কলছে, তাইনে স্যামুয়েল কলছে।

নানা বাস্তবের সম্পর্কে এবং ইউরোপীয় দেশগুলির বস্তুত্বের দৃষ্টান্তে ওর ইনোসেন্ট ইচ্ছাশক্তি করতেন। পোপের 'জামাল' রূপে নিজেদের স্বীকার করেন ইলেন্ড, পোপাল, সুইডেন, স্কটল্যান্ডের দাবারা পোপ ছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের ইনোসেন্ট, 'সময়, নীতিগত তত্ত্বের' প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে জার্মান নাইটের -সময়ের প্রতিষ্ঠানের।

৩। গির্জা হল সবচেয়ে বড় সামন্ত। পশ্চিম ইউরোপে গির্জা এক-তাই-সব-চর্চা জমিই ছিল ব্যক্তিগত চার্চের অধীনে। বিশপদের 'এক' মঠগুলির ছিল সন্ত পিতা, এমনকি রাজার রাজার সৈন্যদের মঠের সার্বভূমিতে চরিত্র নির্দেশক পশুপাল, গোলাপতি বৈষ্ণব পত্নী সমসার ভাবে। আত্মপক্ষ গির্জার অতিক্রমকারী ব্যক্তিগত পশুপালিও ছিল নানা মঠের অধিকাংশ। বহু মঠ যুগ ও অবশেষে শব্দমা করত।

খ্রিস্টানদের হত্যা করার ব্যাপারে গির্জার নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বহু বিশপ ও মঠাধ্যক্ষ যুদ্ধে যোগ দিত। 'খারামে ও দিলানে' জীবন কাটানোর ইচ্ছাশক্তি গির্জার সামন্তরা নিজেদের ভূমিদাসদের বসন্তাশ্রমিক মাগনারিও বড়িয়ে চলেছিল। তাদের জমিদারগণ বেপার-গাটিন ও সেনা-কলের পবিত্র ছিল 'খারামে'।

মধ্যযুগীয় ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চ ছিল যুদ্ধের জমির মালিক ও মেহনতিদের নির্ময় শোষক।

৪। গির্জার সম্পদ কীভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল। পশ্চিম ইউরোপের গোটা, জনসমষ্টির কাছ থেকে গির্জা ফসলের এক-বন্দনা'শ নিজে নিত। এ ছিল যাজক-সম্প্রদায় ও গির্জা-মঠের বরচা চালানোর বিশেষ ব্যয়না। এক-বন্দনা'শ খাজনার দুগা গুরুত্বের বইত কৃষকবুল।

ধর্মবিশ্বাসীদের পুরোহিত-সম্প্রদায়কে আরও দিতে হত বিবাহ-পক্ষিয়া, শিশুদের ধর্মগ্রন্থ কলে, কৃতনের শ্রদ্ধানুষ্ঠানে এবং গির্জার নানা আচার-অনুষ্ঠানে।

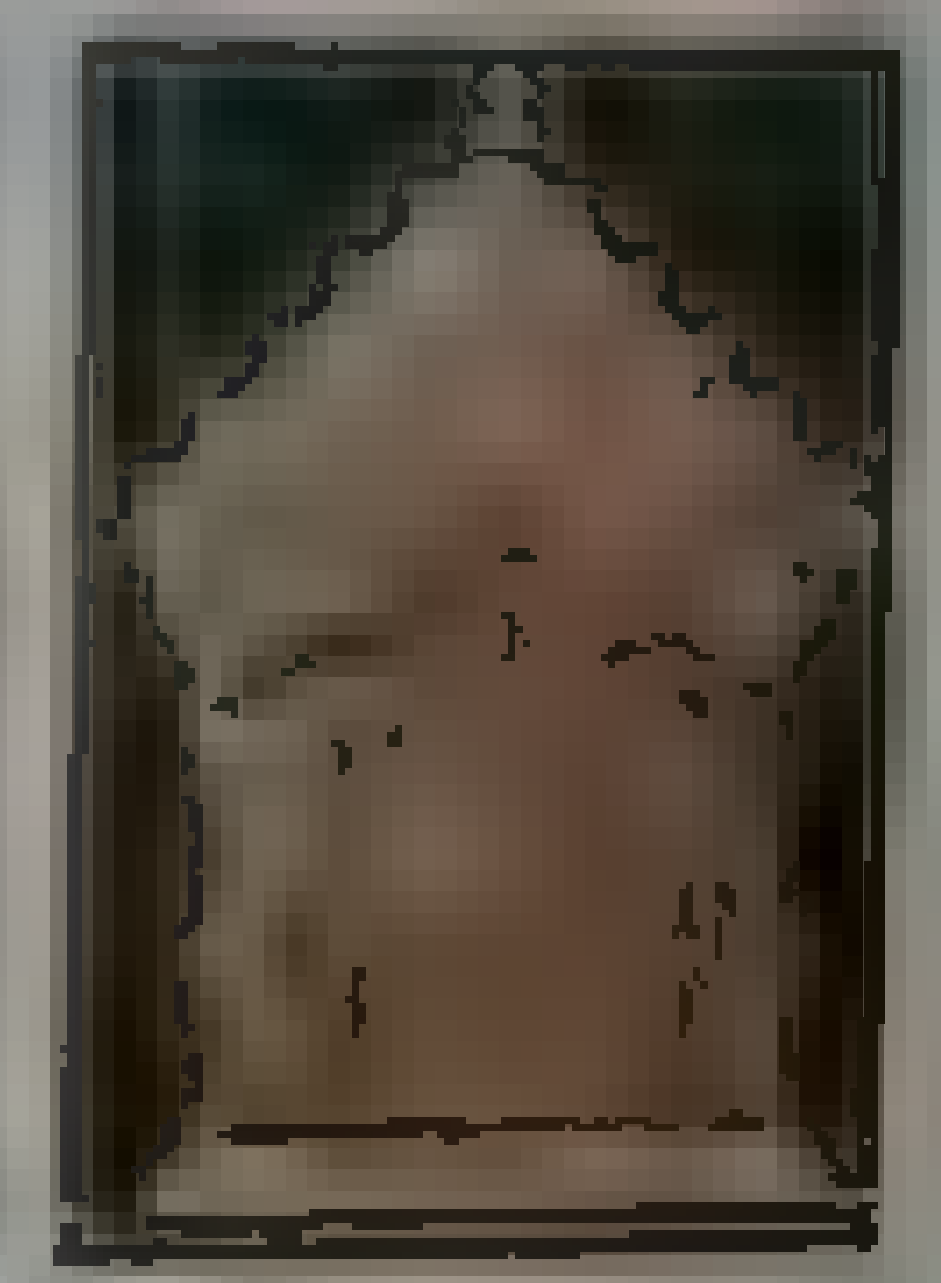
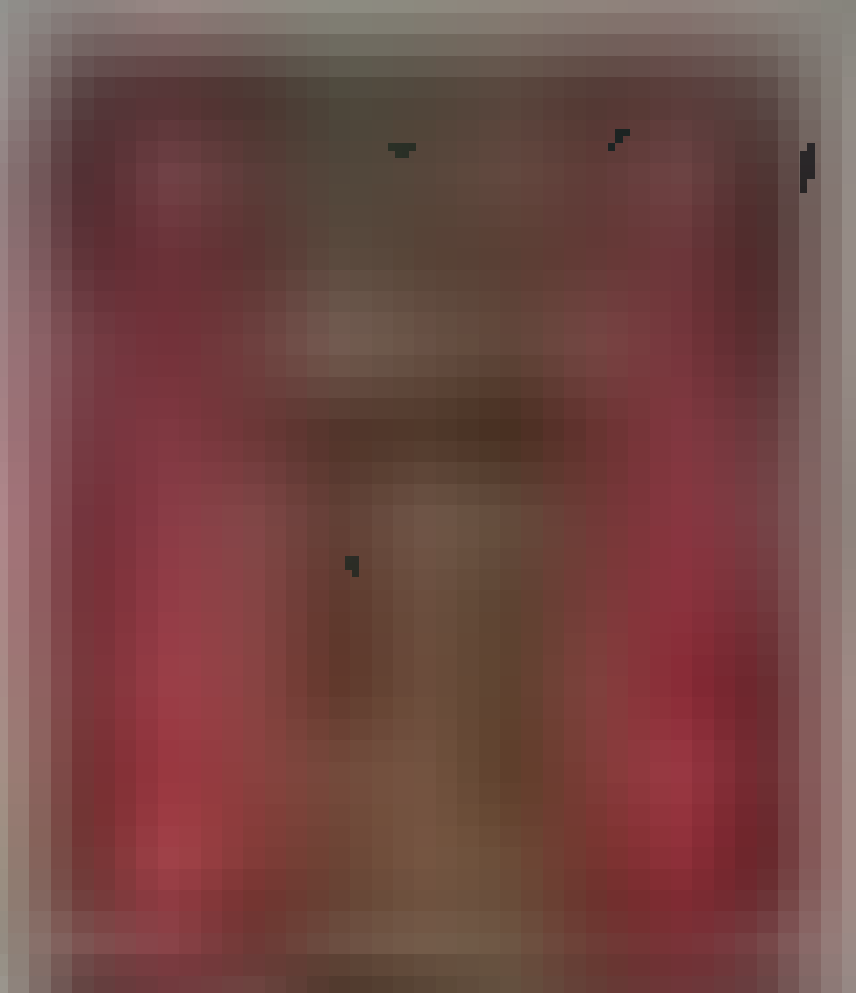
অর্থকষ্টের বদলে রোমান পোপদের অধিকার ছিল ধর্মবিশ্বাসীদের নানা অপরাধ ও পাপ ক্ষমা করার পাপমুক্তির নানা ছাড়পত্র তথা জমাপত্র বিক্রি করতে গির্জা, শহর ও গ্রামে সন্ধ্যাকাল এই জমাপত্র নিয়ে ঘুরে বেড়াত, হাতে-বাজারে দেশগুলি বিক্রি করত। জমাপত্র বন্দক যন্ত্রপাত্র হাত থেকে পরিভ্রমের আশ্বাস দিত এবং বিবেক বন্দন থেকে অপরাধীকে মুক্তি দিত। জমাপত্রের কারবার থেকে পোপদের প্রচুর আয় হত।

বিপুল অর্থের বিনিময়ে রোমান পোপ গির্জার পনও বিক্রি করত।

?

১। খ্রিস্টান গির্জা বিভক্ত হওয়া হত কারণ কী? ২। কোন্ দেশে সর্বোচ্চ খাজনা প্রদান? ৩। ১৩শ শতাব্দীতে পোপের ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর কারণ? ৪। ১৩শ শতাব্দীতে পোপের ক্ষমতা সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছানোর কারণ? ৫। ক্যাথলিক চার্চ-এ যুদ্ধের জমির মালিক ছিল না সত্যকথা কি?

ইসলাম গির্জা কীভাবে হারান? সিমিগারে পরিণত হয়?



গির্জার ভিত্তিগত স্যামুয়েল ২ এ দেখান। স্যামুয়েল তাইনে - স্যামুয়েল কলছে বলা স্যামুয়েল স্যামুয়েল কলছে, তাইনে স্যামুয়েল কলছে।

১২। ধর্মদোহীদের বিরুদ্ধে ক্যাথলিক চার্চের সংগ্রাম

১। গির্জা ধর্মবিশ্বাসীদের কী বোঝাত? সামন্ততন্ত্রের নীতিবৃত্তির ব্যাপারে গির্জা আগ্রহশীল ছিল। তার মতে ভগবান সব লোককে তিন নলে ভাগ করেছেন: একদলের (যাজক-সম্প্রদায়) সবায় জন্য উপাসনা করা উচিত, অন্যদের (সামন্তদল) — মুক্ত করার, আর কৃষককুল ও কর্মচারীদের — অন্য সবায় জন্য বেহনত করা উচিত। খ্রীষ্টীয় নৈতিকতা প্রজ্ঞাবোধের জন্য জীবনে 'নিঃসন্দেহ স্থান' নির্দিষ্ট করে নির্দেশিত।

খ্রীষ্টানত্ব বিশ্বাস করত মানুষের পূর মানুষের 'প্রাণ' তার ব্যবহার অনুযায়ী হয় নরকে যাবে, যেখানে তার পাপের দরুন চির নির্ধাতন সহ্যে হবে, নয় যাবে স্বর্গে — আকাশের 'দেব রাজ্য'। গির্জার পুরোহিতরা বিশ্বাস কলাতে চাইত যে, ঈশ্বরের প্রোথের হাত থেকে পরিগ্ৰাণ শূন্য গির্জায় উপাসনা দ্বারা — যে গির্জা হল ঈশ্বর ও মানুষের মধ্যে সেতুগড়নস্বরূপ।

যাজক-সম্প্রদায় ধর্মবিশ্বাসীদের বোঝাত চলতি নিয়ম শৃঙ্খলার বিরুদ্ধে সংগ্রামের অর্থ ভগবানের ইচ্ছা পালন না করা, সব প্রতিবাদকেই মনে করা হত 'দৃষ্টতা' ও 'দান্তিকতার' প্রকাশস্বরূপ, আর এইসব পাপকেই গির্জা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর বলে ঘোষণা করেছিল। তা নিজেদের স্বপ্নের ভাসবাসার, মর্ত্যপঙ্কের আদেশ পালনের, বাধ্যতামূলক বাধ্যগরিষ্ঠ পালনের ও স্বাধীন পোষার জন্য আহ্বান জানাত।

খ্রীষ্টীয় নৈতিকতার কাজ ছিল শোষিতদের অনুগত ও ঈর্ষণীয়

মনে কর মুস্কি রাজা ও সামন্ত লোকেরা কেন খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করেছিলেন?

মুস্কির হান লোকের নিত্য পুণ্য রম্য (মিনারোড) [১৭৩৩ খ্রিস্টাব্দ]। এমস্কিরা গির্জা বেনিফিকেন্সি প্রকল্পের ফলস্বরূপ ও হাননা লাম পুরাতন র' প্রকল্পের ফলস্বরূপ। এজন্য অর্থ সংগ্রহে চেষ্টা নষ্ট বিনে (অন্যভাবে) ও পাল (বিশ্ব শাসন) প্রকল্পের প্রকল্পে। এজন্য চিহ্নিতকৃত রক্ষণ করত।

হবার শিক্ষা দেওয়া, সামন্ত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে সংগ্রাম সংক্রান্ত তাদের সব বক্তব্যের চিত্রাভাবনা দমন করা।

২। ধর্মদোহীরা কিম্বদন্তির বিরুদ্ধাচরণ করত। গির্জা বতই শক্তিশালী হোক না কেন, শহরবাসী ও কৃষকবৃন্দের মধ্যে ক্রমশঃ আরও বেশি করে স্টেটের প্রভাব দেখা দিতে লাগল, যারা এই বিষয়ের বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করত প্রথম লোককে যাজক সম্প্রদায় অভিহিত করত ধর্মদোহী বলে।

ধর্মদোহীদের মতে, গির্জা হল 'মুণ ঘরা', নোপক্ষে তারা বলত ঈশ্বরের নব, শব্দভাষ্যে বৃত্ত। তারা গির্জার উচ্চ কর্মসমূহ আচার মানত না, যাজক সম্প্রদায় যাতে ফসলের ও 'সম্প্রদায়' নিবৃত্ত, নিবৃত্তদের জানমলা ও ধনসম্পদের মালিকানা জমীদার করে তার মাঝি জানাত, ধর্মদোহীদের প্রচার যাজক-সম্প্রদায়ের নামমানে কালিমানোপন করেছিল।

বহু ধর্মদোহী কৃষক ও পরিব্রাজকের প্রকাশ করত তারা সামন্ততান্ত্রিক কল্যাণবোধে মাদেবিত্ব ও স্বাধীনতা বিরোধিতা করত, যাজক সম্প্রদায়ের 'স্বর্গ-মুখ' পাবনের সমাবেশকলা করত, নিজের হাতে পরিশ্রম করে বাঁচার আহ্বান জানাত। কয়েকজন এমনকি কালিগত মালিকানা পশিতাঙ্গের ও সম্পত্তির সমতার নীতি জন্মিয়েছিল।

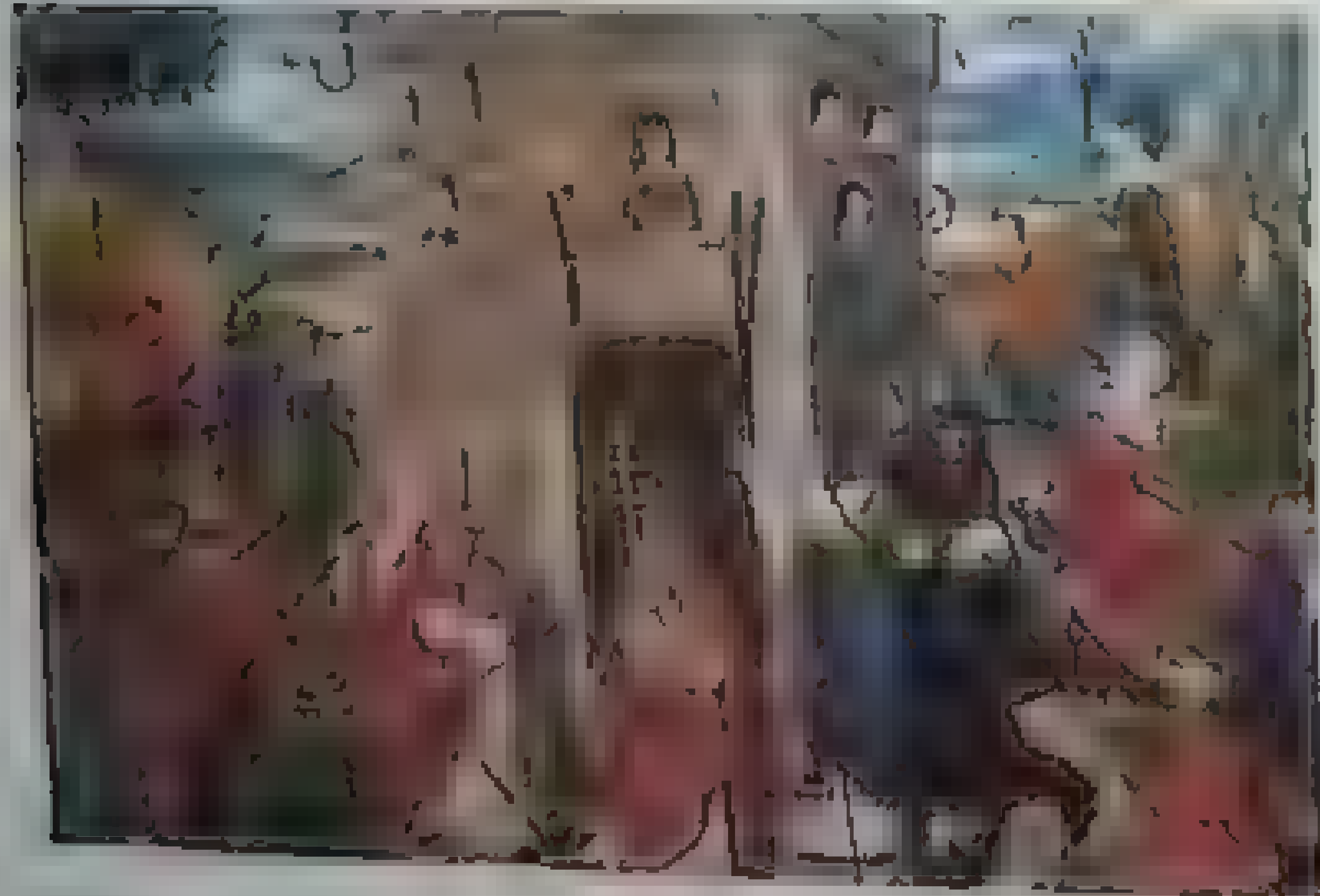
ধর্মিক লোক রূপে থেকে গিয়ে ধর্মদোহীরা সাধারণত আনুগত্য ও ধর্মশীলতার পক্ষে প্রচার চালাত। নিজেদের বিশ্বাসের জন্য তারা মানেন সুখ সহ্যে প্রস্তুত ছিল।

ধর্মদোহীদের সংগ্রামে প্রকাশিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের ও ক্যাথলিক চার্চের ঔপনিবেশিক বিরুদ্ধে জনসাধারণের প্রতিবাদ।

৩। ধর্মদোহীদের বিরুদ্ধে গির্জা কীভাবে সংগ্রাম করত। গির্জার পরোক্ষভাবে সব মেনে ধর্মদোহীদের নির্ধাতন করত এবং নির্ধাতনে ও ধর্ম দমন



সোনার ইকোয়ামাণ্ডা ১৩ম শতাব্দীর প্রায়ক।



১৩ম শতাব্দীর সোনার ইকোয়ামাণ্ডা ধর্মদোহীদের পোষক হওয়ার প্রমাণস্বরূপ। এমস্কির সমস্ত রাজ্য ও শব্দ অনুভবের ইচ্ছা থাকতেন।

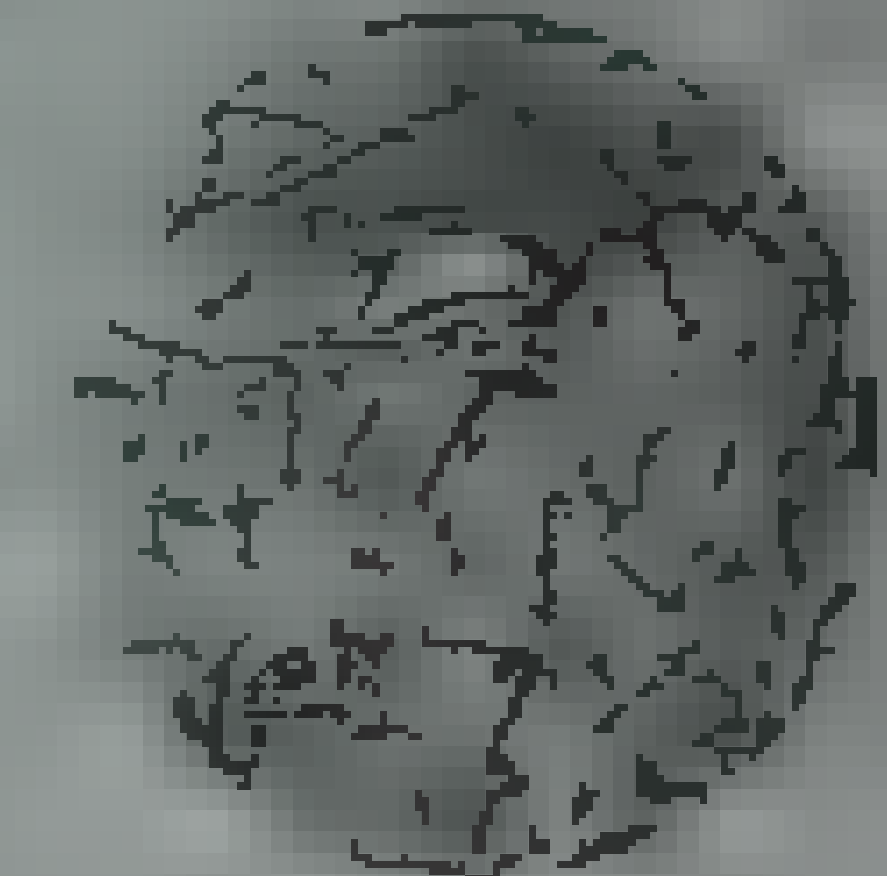
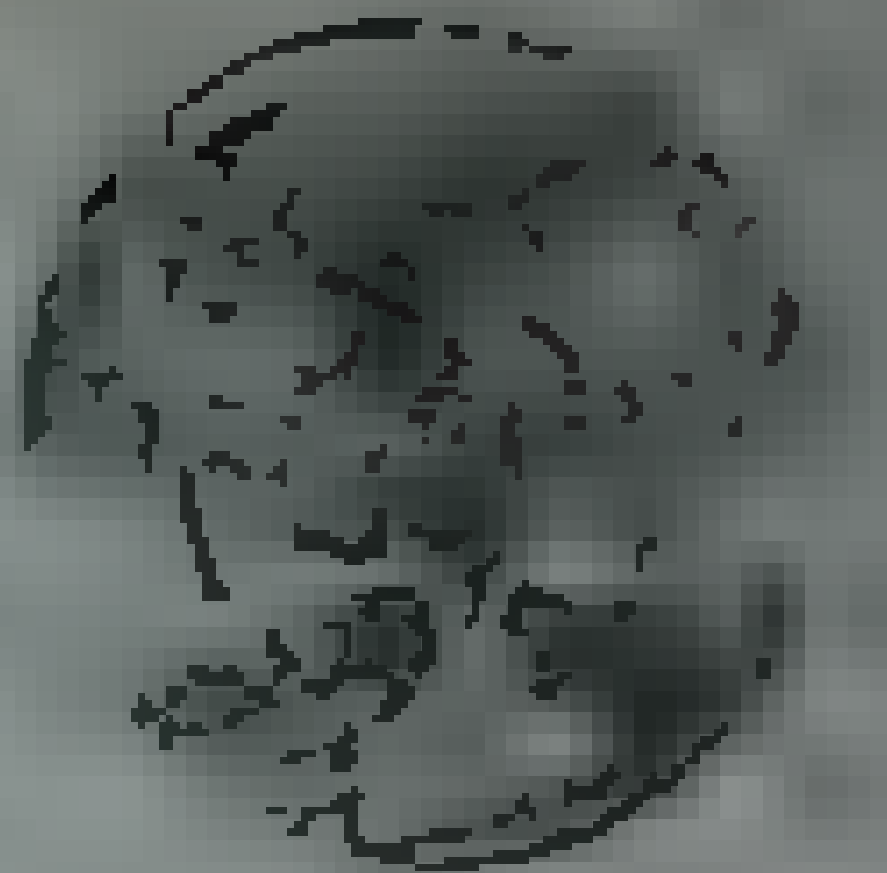
[illegible]

1. 2010年12月31日
 2. 2011年1月1日
 3. 2011年12月31日

[illegible]

পথে বহু কল্যাণকরিতা সহ্য করে গরিবরা জনসাঁটানটিনোদুল পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। বাইজান্টিয়ানের সম্রাট তত্ত্বাবধি করে কৃষক বাহিনীকে এশিয়া মাইনরে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। এখানে সেলজুকদের সঙ্গে গৃহযুদ্ধ সংঘটবেই তারা পুরো বিশ্বস্ত হয়েছিল। শত্রু অল্প কিছু লোক পালিয়ে পেরেছিলেন। প্রাচ্যে কৃষকরা মুক্তির নয়, দৃত্য মুখ দেখেছিলেন।

৪। সামন্তাভিযান। ১০১৬ সালের পরতে বড় বড় সামন্তদের নেতৃত্বে ফ্রান্স, জার্মানি ও ইতালি থেকে নাইটস প্রাচ্যভিমুখে যাত্রা শুরু করল। তাদের সাহায্যে ছিল অর্ধকড়ি এবং তারা ছিল উত্তম অস্ত্রসজ্জাত। অনেকের মতে নিম্নোক্ত দুই ও তাঁদের দল, 'সিয়ার' গুপ্তর ও 'মার্সাল' বহুজাতিসামন্তের রাজধানীতে এসে তারা এদিক-নাটিক অভিমুখে বসে ছিল। পরে, 'মার্সাল' এলাকা পেরিয়ে এল ছিল দুই নাইটস সিন্দুর নর্মমোস্তানের দল ছিল মুসলমানদের দল, যাদেরই সামন্তীয় গুপ্তর লড়াইয়ে নাইটস শেখ পর্যন্ত সেরাফদের পরেও বসেছিল। কিন্তু 'মার্সাল' কার্যকর মুক্তিদাতারা' এদের জয়লাভের পরে

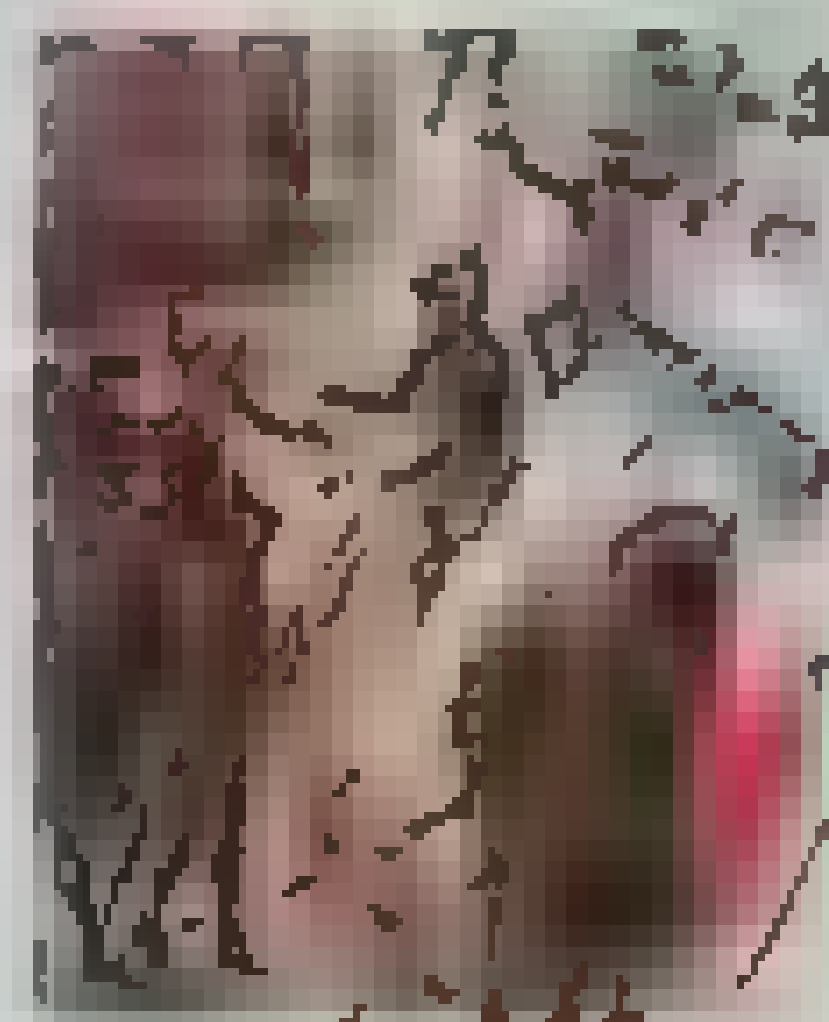
[illegible][illegible]

একটা ভাষ্যপ্রভা দেখায় নি। পরে তারা বহু শব্দ দখল করে। স্থানীয়
সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও ইতিহাস নিয়ে 'ইনিকফ' বস্টনকে কেন্দ্র করে আবেগশীল
সম্প্রদায়ের মধ্যে সংঘর্ষ দেখা দিত। তখন বহু চিন্তার পর কর্মযোদ্ধাদের
মাত্র এক-পাঠমাশে জেহুমায়েমে পৌঁছেছিল। পরে অনেকে মারা
পড়েছিল অথবা মঙ্গলীকৃত এলাকায় থেকে গেছিল, অনেকে স্বদেশে
পুনর্বাসন করেছিল।

১০৯৯ সালে প্রচলিত স্বাধীনতাশ্রমশিল্পের পর নাইটরা নবোদয়ে জেবুসালেমে প্রবেশ করেছিল। শহরে তারা মুসলিম জনগণের জগৎকর হস্তাক্ষর করেছিল। জেবুসালেম দখল প্রসঙ্গে উক্ত অভিযানের জনৈক সংগ্রামী লিখেছে : 'নারী, দুধের-শিশু, কাউকেই ক্ষমা করা হয় নি। বাড়ি বাড়িতে ধর্মযোদ্ধারা ছড়িয়ে পড়েছিল, তাদের কাছে যা পড়েছিল তাই দখল করেছিল।' ইজুফুফু করে বাড়িতে ঢুকে নাইট তার দরবার ঢালটা ঝোলাত : এ ছিল তার প্রতীক যে সবকিছু সম্পত্তি সহ বাড়ি হল এখন নতুন মালিকের অধীনে। শুধুমাত্র উপাসনার সময় পুণ্ডন ও হস্তা বন্ধ থাকত, আর পর আবার শুর হত রক্তপাত

১। ধর্মযোদ্ধাদের রাষ্ট্র। সিরিয়া ও পালেস্টাইনের সমুদ্রের তীর বরাবর একমাত্রাল ভূখণ্ডে ধর্মযোদ্ধারা নিজেদের রাষ্ট্রগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিল। এগুলির মধ্যে প্রধান রূপে বিবেচিত হত জেরুসালেম রাজ্য। ধর্মযোদ্ধাদের গাঁকি ভূখণ্ডের শাসন-কর্তারা ছিল জেরুসালেম রাজার ভ্রাতৃসাল

স্থানীয় বাসিন্দা—মুসলমান ও খ্রীষ্টানরা তখনও ব্যক্তিগতভাবে
স্বাধীন ছিল। বলাচুরগঞ্জ নদে নির্দিষ্টকর্মীরা তাদের কুর্সিমাংস রূপান্তরিত
করছিল। কৃষকদের কাছে থেকে নতুন মালিকরা একান্তরীমাণে থেকে
অর্ধেক ফসল আদায় করত, আর অন্যরূপ অংশ ফলদ্রব্য, জলপাই ও
খাজুর। এ ছাড়াও বিভিন্ন লোকেদের রাজাকে দিতে হত মাছনা এবং
কাজলিক চাটকে ফসলেও এক-সকলমান।

[illegible]

५. सुख-दुःख सुख-दुःख चेतन-मनस-बोध-वस्तु

[illegible]

विजितं देशं पुनरित्तरं मातुष्यं जीवन्मर्त्यं
निर्षातन आरुणं दक्षान्तरं कर्तुं युतमिह ।

2

१) सर्वप्रथम कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया। २) कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया। ३) कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया। ४) कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया। ५) कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया। ६) कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया। ७) कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया। ८) कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया। ९) कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया। १०) कुलकर्णियों द्वारा शासन का स्थापन किया गया।

৫ ২৩। পরবর্তী নানা ধর্মযুদ্ধ ও দেশগুলির পরিস্থিতি

(वि. ९ अर बाबाछह)

১। ধর্মযোদ্ধাদের বিরুদ্ধে প্রাচ্যের মানুষের সংগ্রাম। ধর্মযোদ্ধাদের দ্বারা বিজিত দেশগুলির অধিবাসীরা দখলকারীদের মূণ্ডা করত এবং তাদের বিদ্রোহ করেছিল। স্থানীয় বাসিন্দাদের প্রায় সবার সম্পর্কে অনেক তথ্যকার লিখেছেন : ‘আমাদের পোকাকড়া অস্তর্ক হলো রাত্রিকাল যখন চন্দ্রফেরা বলাত, তারা যে শুষু তাদের হত্যা করত তাই না। এমনকি কৃষিকাজ করতেও অস্বীকার করত। যে-আমাদের তারা মৃত্ত বঙ্গে মনে করত, তাদের কোনরূপ সেবার চেয়ে তারা অন্যায়ের খাবতে বেশি পছন্দ ছিল।’ শুভপ্রবাস্ত্র ভৈনদেশে পশ্চিমের সম্রাটের সমাধি দেখা যেত।

অন্যভাবে বললে, নরুলুমিতে ঠিক পাহাড়ের মতো তাদের গিরি দুর্গগুলি না। কিন্তু সেখানে এখনও সেইসব মুসলমানদের বিরুদ্ধে অস্ত্রব্যবহার, ধর্মযোদ্ধাদের সম্মান প্রত্যাহার এবং ক্ষতি নিত্য

ধর্মবোদ্ধাদের দ্বারা পুণ্যস্থান নিষেধের মধ্যে শতভাগ তির্যক ছিল। পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মিলে তাদের পেশাদারের কোম্পানিও গঠিত হইল। মুসলমান রাজা তাদের মধ্যে সংস্থানের উদ্দেশ্যে পশ্চিমের সমস্তরা বিক্রয় করিয়াছিলেন। প্রত্যেকের মধ্যে, তবেই পুণ্যস্থান বাধ্য হইত। অতীতের



পশ্চিম ইউরোপে কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র গঠন

শহরের বিকাশ ও বাণিজ্য প্রসারের ফলে সামন্ত এবং কৃষকদের মধ্যকার সম্পর্কের বদল ঘটেছিল, শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র রূপধারণ করেছিল, এর ফলে রাষ্ট্র বানহান পরিবর্তন ঘটেছিল : সামন্ততান্ত্রিক শাস্ত্র-বিশ্বস্ততা অনুশা হত, গঠিত হইল শক্তিশালী রাজ শাসন সহ জখপ্ত নানা রাষ্ট্র।

§ ২৪। ফ্রান্সের মিলনের কারণসমূহ

(৫. ৮ নং খণ্ডচিত্র)

১। ১১শ শতাব্দীতে রাজ শাসনের দুর্বলতা ১১শ শতাব্দীতে ফ্রান্স ছিল বেশ কিছু বড় ও অসংখ্য ছোট সামন্ত মালিকানার স্বতন্ত্র-স্বশাসিত রাজ্যের অধীনে ছিল যেন শরীরে খাঁড়ের পাত্রিণ ও চুরার নদী উদবর্তী অর্নিয়ন্স শহর সহ দেশের উত্তর-পূর্ব অঞ্চল

রাজ্য এমনকি নিজেদের রাজ্যেরও পুরো দানিক ছিলেন না। ওঁবি ভ্রমিতে মাথা তুলেছিল প্রাচ্য ভ্যাসানদের অনেক দুর্গ সত্ত্বালীন এক ব্যক্তির ভাষায়, এইমত 'ভীমরুলের চাকের' বাসিন্দারা দিমা শান্তিতে 'নিজেদের নগ্নতার দ্বারা দেশকে গলে খাচ্ছিল' স্বয়ং রাজা এক শহর থেকে অন্য শহর গতে পারতেন সুস্থিত সশস্ত্র অনুচরবৃন্দ পরিবৃত হয়ে

রাজ শাসন দ্বারা দেশে প্রযোজ্য হত না তিনি সারা দেশের জন্য একক আইনকানুন চানু বলতেন না, প্রজাদের কাছ থেকে রাজনাও আদায় করতে পারতেন না, আর পণ্ড-বিপ্লবান্ত্রী সহ থাকতেন রাজ ভানুকগুলির উপর নির্ভর করে তাই রাজার কোন স্থায়ী সেনাবাহিনী ও বৈতনভুক্ত আমলাদল ছিল না

২। দেশ মিলন কার্য কীভাবে চলছিল সারা ইউরোপের মতোই ১৫ম ১১শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে কুঁদকাজ ও কার্দিগবি মিলন সফলভাবে বিকশিত হইছিল, শহরের বিকাশ ঘটেছিল শহর এবং গ্রামীণ এলাকায় মদ্যে কলবার বাড়ছিল।

ক্রমশ নানা এলাকার মধ্যে দ্রুত বিভাজন সূতীর হন - মধ্যযুগে

১১-১৫ম শতাব্দীতে
সত্ত্বালীন স্বয়ং চরিত্র
রাজ্যে নী অসংখ্য ছিল।

১৫ম ১১শ শতাব্দীতে
কুঁদকাজ ও কার্দিগবি মিলন
কী অগ্রগতি ঘটেছিল।

অচিরেই অষ্টম তৃতীয় পর্য্যায়ের ধর্মযুদ্ধের পর ১৫শ শতাব্দী শেষে পশ্চিমের সামন্তরা ক্রমান্বয়ে লেশমূলিতে তাদের সব ভূমণ্ডই হারিয়েছিল। চতুর্দিক ফরাসি সার্ব সের লেখেন 'অসামের সমস্ত এসেছে' 'ইশানবর্ত্তান্তর' এখন পতিত ভূমি পবিত্রাণ করতে হবে।

১১শ শতাব্দীর শেষ থেকে ১৫শ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত চলা পশ্চিম ইউরোপীয় সামন্ততন্ত্র আধোজিত প্যারা দেশের দখলদারী যুদ্ধ এয়া কর্তৃকর্তে এইভাবেই অবসান ঘটে

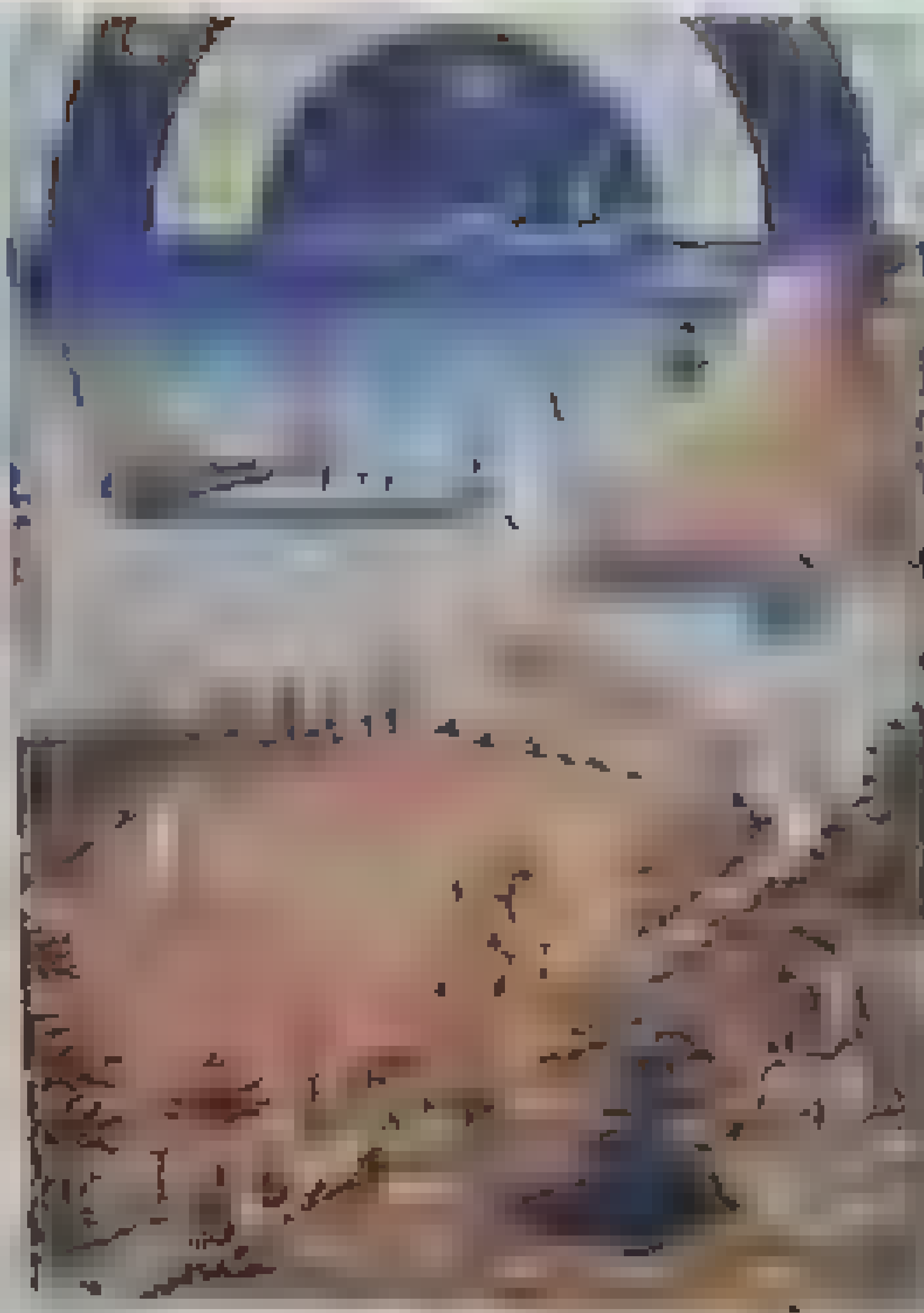
৪ ধর্মযুদ্ধের পরিণাম। প্যারা দেশগুলির জনগণের জীবনে ধর্মযুদ্ধগুলি যে কী নিবৃত্তি কৃষ্ণ-কুর্কী সাক্ষ্য করেছিল তা তোমরা ইতিমধ্যেই জানো। এর জন্য ইউরোপীয়দেরও অনেক মূল্য দিতে হয়েছে, আর তাদের লক্ষণও প্রাচ্যের দেশগুলি জায় - পশ্চিমের সামন্তরা অর্জন স্মৃতিতে পারে নি

এও কিছু ধর্মযুদ্ধ ইউরোপের পক্ষে এতদ্বারা ফলবিশীল হয় নি ভ্রম্যে দ্বারা রাগিষ্ঠা ভারও সজীব রূপ নিয়েছিল। এই বাগিষ্ঠা প্রতিযোগিতায় জয় পুণম স্থান নিয়েছিল উত্তর ইতালির নানা শহর। ১২৫৪ সালে পরাভবতার পর 'বাইজান্টিয়াম' আর ভেনিস ও জেনোয়ার সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে পারত না। ইতালির বসিরদের অধিকারে এসেছিল সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনের বন্দর-শহরগুলির গোটা একেকটি এলাকা তাদের বাগিষ্ঠা বসতি দেখা দিয়েছিল কৃষ্ণ সাগরের উপকূলে তথা সিরিয়া ও ককেশাসেও

প্রাচ্যের নানা দেশে বাস করে ও তাদের সঙ্গে কারবার করে ইউরোপের লোকেরা নতুন নতুন শস্যক্ষেত্রের সঙ্গে পরিচিত হন। ইউরোপে ধন, দাঁক-ইউট, লেবু, আশ্রিকট, তরমুজের 'ফলন' চানু হন। সেই সময় থেকে ইউরোপে স্বাস্থ্য হিসেবে আয়ের চিনির প্রচলন শুরু হন। সে সময় ইউরোপে দেখা দেওয়া ব্যাকুলও (উইংডমিল) জাচা থেকে নেওয়া হন। ইউরোপের লোকেরা রেশমী কাপড় ও স্বাস্থ্য উভয় বরতে, মানা ধাতু উত্তমভাবে প্রসেসিং করতে শিখল 'বাস্তবিক' জীবনেও পরিবর্তন ঘটেছিল পশ্চিমে লোক মাঝার আদে হাত কুস্ত, গরম জলে স্নান করতে কাপড় চোপড় বদলাতে শিখল

প্রাচ্যের ধনী লোকদের জীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়ে পশ্চিম ইউরোপের সামন্তরা মিলানসহ পতি 'স্বাভা' সজীব আকর্ষণ বোধ করতে লাগল, যুগের পোশাক-পরিচ্ছদ, বোজমীর মাঝার দাবী অস্ত্রের পাত হাঙ্গের দুর্বলতা দেখা মিল। এসব জিনিস কেনার জন্য প্রয়োজন ছিল টাকাপয়সার, তাই সামন্তরা জর্জান ক্রমবৃদ্ধি মোসশের কাণ্ড আরও তীব্রতর করল,

১. 'দুর্গ' কর্তৃক সে ধর্মযুদ্ধের তীব্র উত্তেজনা প্রকট হয়ে উঠেছিল, তা পূনাগ বড় ২. ১৫শ শতাব্দীর শেষ থেকে বড় হইছিল কেন। ৩. মাগপ্রভৃতির মাধ্যমে প্যারা এবং পশ্চিম ইউরোপের পক্ষে ধর্মযুদ্ধগুলির পরিণাম কী হইছিল।

[illegible]

इन्द्राक्षरः, विद्वत्पुत्रः मया
निरुद्धः, निर्दिष्टः
[विद्वत्पुत्रः, विद्वत्पुत्रः]
[विद्वत्पुत्रः]

[illegible]

৫। শ্রমিকরা খাটানির বদলে দেনা-করা। কৃষকরা তাদের জমিজমায় খরচও বেশি করে ফসল বন্ডায় কৃষকদের নিকট ঘুস্কররা বেতার-মোটর দেবে তাদের বাড়ি খেবে খানাদার্য দিবে দেনা কর মোটরসাই-সাগতদের পক্ষে লাভজনক ছিল। বহু মিনিমরই মালিকের চাষা জমি টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা করত এবং তা কৃষকদের ব্যবহারের জন্য তাদের মতো বিতরণ করত।

শহরের শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কৃষকরা ব্যাপ্তিও বৃদ্ধি হল। শহরের রাজার তানা নিজ মেহনতের প্রতিরক্ত খানাদার্য বিক্রি করতে লাগল। কৃষিগরি দুবা ও প্রাচীর পমা কেনার জন্য অর্থকরিত প্রয়োজনীয়তা অনুভব করায় সাধারণভাবে ধীরে ধীরে বেতার খাটনি ও খানাদার্যের দ্বারা দেনা-কর মোটরদের বদলে আর্থিক দেনা-কর ব্যবস্থা চালু করল।

এখন থেকে কৃষকরা স্বাধীনভাবে নিজেদের থানা ও নিজ মেহনতের জন্য ভাণ্ডারটোগারা করতে পারত। জমিদার কৃষকদের ব্যক্তিগত অধীনতা অনেক কমল। অনেক অর্থকরিত পকার আশায় উচ্চ মুক্তিপণ দিয়ে সিনিয়ররা ব্যক্তিগত অধীনতা থেকে কৃষকদের রেজাই দিতে লাগল। দুজ পয়ে কৃষকরা এমনকি এতকি ছেড়ে চলে যেতে পারত এবং জমির অধীনতা হয়ে গেছিল। তাই নিজের টুকরো তনি ব্যবহারের জন্য কৃষককে মালিককে আর্থিক দেনা-কর দিতে হত।

আর্থিক দেনা-কর উত্তরণ ও ব্যক্তিগত অধীনতার হাত থেকে মুক্তির ফলে সামন্ততান্ত্রিক শোষণ একটুও কমল না। সামন্তরা সত্যেই স্বাক্ষা বাড়াল, নতুন নতুন আদায় চালু করল। ফলে কৃষকদের তরফ থেকে প্রতিরোধ বৃদ্ধি পেল। অনেক ক্ষেত্রে কৃষকরা মুক্তিপণ ও মুখ্য আর্থিক দেনা-কর দিতে অস্বীকার করত, শহরে পালাতন। কৃষক স্বজ্ঞান এমন ছড়িয়ে পড়ল খানাদার্য অত্যাচার প্রায় নশ, এবং সুবিশ্বাস নানা প্রকার।

৫। রাষ্ট্র মিলনকার্যে জনসমষ্টির কোন্ কোন্ শর মাগ্রহী ছিল? কৃষকদের প্রতিরোধ শমনের জন্য সামন্ত শেরীর প্রয়োজন ছিল এক শক্তিশালী কেন্দ্রীয় শাসনের। তার বিশেষ প্রয়োজন ছিল ফরস ও মাধ্যমিক সামন্তদের পক্ষে, নিজেদের শক্তিতে কৃষকদের অধীন প্রাণ্য তাদের পক্ষে বক্তিতন হয়ে গেছেছিল, বড় বড় সামন্ত ভাণ্ডার ডিউব ও খাটনিরা তাদের স্বাধীনতাকে বিদায় জানাতে চায় নি, রাজ শাসনের শক্তিবৃদ্ধির তারা পুঙ্ক বিরোধিতা করত।

অন্য সামন্তদের সঙ্গে সংগ্রামে রাজা নাইটদের উপর নির্ভর করেছিলেন। বড় বড় সিনিয়রদের তরফ থেকে বেকাঠাসা হবার দরুন তারা বাক্সর কাছ পরিপ্রাণের পন্থা খুঁজছিলেন। অনেক নাইটই রাজার পন্থক প্রাধান্য হয়ে পড়ল, তাঁর কাছে কাজ করতে হল এবং তাঁর

শহরের শ্রীবৃদ্ধি কৃষিকার্যে প্রযুক্তিপনমর্ষিতায় যেমন পকার বিস্তার করেছিল?

জমিদার কৃষকের ব্যক্তিগত অধীনতা বদলে কে যেহাত তা সমরণ কর

সামি মধ্যম পর্নায় কৃষকরা নিম্নের তানা ও কীভাবে সংগ্রাম চালত? কীভাবে সামন্তরা কৃষকদের প্রতিরোধ বদল করত?

দেনা-করিনীতে নান জনমান রাজার তেনা করলে বেশি আন হত ও সম্মান পাওয়া যেত।

শহরের শহরে সম্মিলন এবং মুহন ও মাধ্যমিক সামন্তদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে রাজারা নিজেদের শাসন-অন্যায় সনিয়ে বেশের মিলনকার্য শুরু করেছিলেন।

১। অর্থনীততে কী কী রপ্তানির ফলে মুহন-মুহন দেনা-করিনীতে? ২। শহরের শ্রীবৃদ্ধি ফলে শহর কী কী কৃষকদের শোষণের পন্থা বদলেছিল? ব্যক্তিগত অধীনতা হাতে কেন তাদের প্রতিরোধ শুরু হয়েছিল? ৩। জনসমষ্টির কোন কোন শর এর সময় রাজার প্রাণ্য দিবে তাদের পক্ষে লাভজনক ছিল। বহু মিনিমরই মালিকের চাষা জমি টুকরো টুকরো করে ভাঙ্গা করত এবং তা কৃষকদের ব্যবহারের জন্য তাদের মতো বিতরণ করত।

৫ ২৫। ফ্রান্সের মিলনের জন্য সংগ্রাম। ১৩শ - ১৪শ শতাব্দীর প্রারম্ভে রাজ শাসনের শক্তিবৃদ্ধি

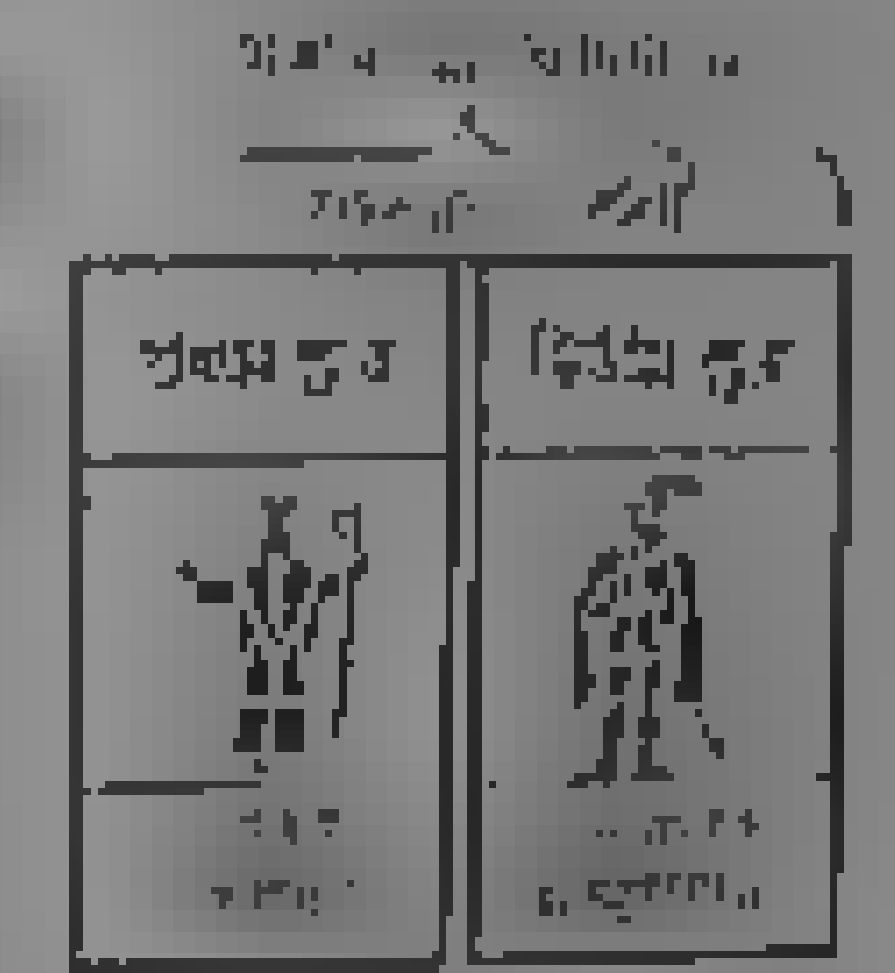
১। দেশের মিলনকার্য কীভাবে শুরু হয়েছিল। রাজার প্রবর্তন ছিল গুরুত্বপূর্ণ মাগিজা পথগুলির শক্তিবৃদ্ধি। খাটী বণিকদের কাছ থেকে মুক্ত সংগ্রহ করে রাজা তাঁর কোষাগার পূর্ণ করতেন।

প্রথমে রাজা সামন্তদের তাঁর নিজের ব্যক্তিগত পৌর-বরোজন এবং তাদের রাজা নিজে রাজা তাদের পূর্ণ স্বত্ব বরোজন এবং দেনা-কর নিজেদের দায়নী পাও ব্যব বদলান প্রাউদেতা প্রাউদেতা বরোজন ও দেনা-কর রাজারা নিজেদের ভ্রমণে বরোজন, এবং পরে দুইশত এলাকাগুলির বড় বড় স্বাধীন শাসন বরোজনের নিজেদের অধীনে খানতে শুরু করেন।

এই সংগ্রামে ফ্রান্সের রাজা কু ইংল্যান্ডের রাজার সঙ্গে সংঘর্ষের সাক্ষরিত হতে হয়েছিল। সেই ১১শ শতাব্দীর মাধ্যমিক নোশনিক্ত তিতিক ইংল্যান্ড বদ বরোজ তার রাজা হল তাঁর উত্তরাধিকারদের অধীনে ইংল্যান্ডের অধীনে ছিল ফ্রান্সের অধীকরণ। তনি রাজা

১৩শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ফ্রান্সের রাজা ইংল্যান্ডের রাজার কাছ থেকে ন্যাশিত ছিলিয়ে তনি সৃচিত মুক্ত শহরগুলির সমর্থনের উপর নির্ভর করে তিনি জয়লাভ করেন এবং অধিরেই ইংল্যান্ডের প্রারম্ভ কাছ থেকে অন্যান্য এলাকাও জয় করে তনি ফ্রান্স ইংল্যান্ডের থেকে বেশি মুক্ত আকৃতিতানিয়া রাজার একশন। অধিরে ফ্রান্সের রাজার রাজার সঙ্গে সংগ্রহ হন দেশের শক্তির তুলস কাউন্টি। রাজা ফ্রান্স সর্বশক্তিমান সামন্তে পরিণত হলেন।

এখন থেকে রাজার অলান প্রাণ্য এলাকাগুলি শাসন করতে লাগল রাজা নিযুক্ত করপাশ্র ব্যক্তির রাজা অত্যাচারী মুক্ত নিবিতা



ফ্রান্সের মিলন শর

করা হয়েছিল। অংশবিশেষে প্রত্যাশিত পদ্ধতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছিল। সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করার কোন উদ্দেশ্য পর ৪০ দিন সামরিক সামরিক ক্রিয়াকলাপ শুরু করার কোন উদ্দেশ্য ছিল না। এই সময়ে অংশবিশেষে দুর্বল প্রতিপক্ষ বাহ্যে প্রাদান্যে প্রবেশ করেছিল। রাজা শান্তি মূদা তৈরি করতে এবং সর্বত্র ত প্রহাশ করতে প্রবেশ করেছিল। এতে রাজ্যের কাত সহজ হত।

এইভাবে ফ্রান্স প্রথম এক কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হল। কেন্দ্রীয় প্রশাসন সীমা দেশের নিজেদের মধ্যেই আনন্দ।

২। ফ্রান্সের স্তর ব্যবস্থা। দেশের শ্রমিকদের স্তর দেশের সর্ব দেশে রাজ্যের পত্রিকা প্রকাশিত হল। প্রজাদের মধ্যে মোট তিনটি স্তর ছিল।
১। প্রথম স্তর - এ হল উচ্চাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত একই ধরনের নানা অধিকার ও দায়িত্বের সুবৃহৎ এক লোকসমূহ।

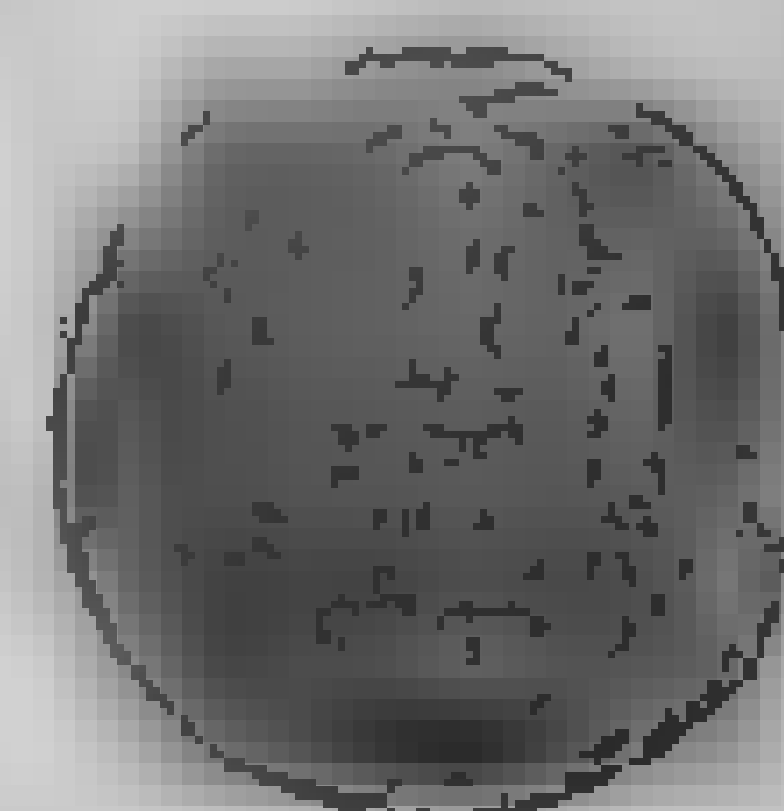
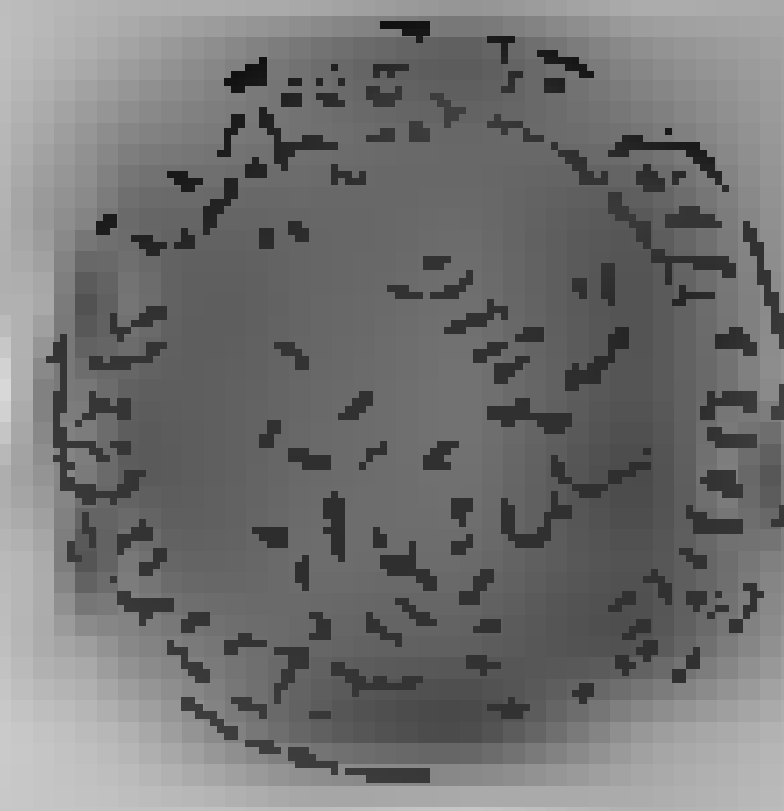
প্রথম স্তর রূপে ধরা হত রাজ্যসম্প্রদায়কে। এদের উপর দায়িত্ব ছিল উপাসনা করা, পাপীদের জন্য 'ভগবানের কাছে প্রার্থনা করার'। রাজ্যের দ্বারা আর সব সমস্ত নিয়ে গঠিত হয়েছিল দ্বিতীয় স্তর অধিকার সম্প্রদায়। অধিকারদের দায়িত্ব ছিল যুদ্ধ করা, শত্রুর হাত থেকে রাজ্য ও তার প্রজাদের রক্ষা করা। রাজ্য ও অধিকার সম্প্রদায়ের অনেক বিশেষ সুযোগ-সুবিধা, অর্থাৎ নানা অধিকার ছিল, যার সুযোগে প্রবল ভাড়াই গ্রহণ করতে পারত। রাজ্যকে তাদের কোন রাজ্যে নিতে হত না।

জনসমষ্টির বাকি অংশকে নিয়ে গঠিত হয়েছিল তৃতীয় স্তর। এর কাছাকাছি ছিল নিজ দেশেই উপরের দুই স্তরের ভরণপোষণ চালান। তৃতীয় স্তরে নেতৃ অবস্থান গ্রহণ করতে ধনী নাগরিকরা। রাজ্য প্রায়ই ধনী নাগরিকদের রাজ্য দায়বাদের সমস্ত 'যোগ্য' নিতে বলতেন। তাদের কাছে সবাই অর্থকৃতি ও কাজের উপদেশ প্রদান্য যেত।

স্তর বিন্যাসের সঙ্গে কিছু শ্রেণী বিভাগের আদৌ মিল ছিল না। রাজ্যসম্প্রদায়ের উপরিস্থলে ও অধিকারদের একত্রে নিয়ে গঠিত হয়েছিল সামন্ত শ্রেণী, আর তৃতীয় স্তরের অন্তর্ভুক্ত ছিল কৃষক শ্রেণী ও নানা স্তরের শূদ্রের মনুষ্য।

৩। রাজ্য শাসনের শক্তিবৃদ্ধি। ১৪শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফ্রান্সের এক দেশ রক্ত প্রাণ রাজ্য শাসনের অধীনে আসে। উল্লেখ্য ও নির্দিষ্ট রাজ্য ৪র্থ ফিলিপ ফ্রান্স (১২৮৫-১৩১৪) নাছোড়বান্দা হয়ে রাজ্য প্রবর্তিতেন। তাঁর আমলে প্রবৃত্তি বর্জিত সমস্ত এলাকা শাসন ও দেশের বর্জিতের নাজারা।

শাসনব্যবস্থার ও যুদ্ধ পরিচালনের জন্য রাজ্যের অনেক অর্থকৃতির প্রয়োজন ছিল। অর্থ আদায়ের জন্য ৪র্থ ফিলিপ গির্জার অধিকে করভারে



৪র্থ ফিলিপের মুদ্রা

রাজা ৪র্থ ফিলিপের
নীলমোহর

জরুরিত করেছিলেন। দেশের রাজ্যের শক্তি থেকে বিভ্রান্ত হওয়া দেখা গেল এবং পুরোপুরিভাবে তাঁর শাসন মানা দলি প্রকাশিত রাজ্য ইজালিতে এক দৃঢ় পাঠ্যলেন যে দেশের বিরুদ্ধে প্রথম সমস্তদের জ্ঞাপরিত করল। ভাড়াটে বর্জিতের সঙ্গে দৃঢ় মূর্তি প্রবেশ করল এবং দেশকে অপমানিত করল। সেই অপমান হওয়া প্রাপ্ত না দেশের দেশের আচিরে যারা দেশের রাজ্য শাসনের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইজিপ্টের দেশগুলিতে প্রোধান দেশের প্রবর্ত প্রবর্ত হত।

৪। সাধারণ পরিষদ। দেশের বিরুদ্ধে সমস্তের নানা দৃষ্টির সমর্থন লাভের আশায় ১৩০২ সালে ৪র্থ ফিলিপ সর্বপ্রথম সাধারণ পরিষদ প্রকাশ করলেন। এ ছিল রাজ্যসম্প্রদায়, অধিকার দায়িত্ব ও ধনী নাগরিকদের প্রতিনিধি সভা। তাঁর থেকে রাজ্যের পরিচালনা মনন হইল। রাজ্যের বসন্তে চাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্তের পরিষদের মন্ত্রা ডাকতেন। রাজ্যের পুরাতন বইতে হত কৃষকবৃন্দ ও বর্জিতদের

তিন স্তরের প্রতিনিধিরা আলাদা আলাদা করে অধিবেশন চলাত। শুরুর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবার সময় যৌথ অধিবেশন করত। নানা রাজ্যে অনুমোদন বললে স্তরে স্তরে বিতর্ক দেখা দিত। রাজ্য ও অধিকার সম্প্রদায়ের একের বিপক্ষে দুই ১৩০টি ছিল ভাই শত্রুর ধার্মা পিতৃ হটেতে বাধা হত। স্তরে স্তরে মন্তব্যের ফলে রাজ্যের কাজকর্ম সমস্তের পরিষদের প্রভাব বর্ধিত হত।

১৪শ শতাব্দীর গোড়ার ফ্রান্সে দেখা দিয়েছিল প্রতিনিধি রাজতন্ত্র - এক কেন্দ্রশাসিত সামন্ত রাষ্ট্র, যাতে রাজ্য শাসন নির্ভরনীল ছিল স্তরগুলির প্রতিনিধিবৃন্দের সভার উপর। এ হল কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র বিকাশের প্রথম পর্যায়। স্তরগুলির সমর্থন দিনা দেশ কর্তৃকদের জন্য রাজ্য শাসন তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না।

?

১. ফ্রান্সের দেশে ১২শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ফ্রান্সের রাজ্য শাসন প্রবর্তিত হত।
২. ১২শ শতাব্দীর ফ্রান্সের ১৪শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে হত রাজ্যের শক্তি থেকে বিভ্রান্ত হওয়া দেখা গেল এবং পুরোপুরিভাবে তাঁর শাসন মানা দলি প্রকাশিত রাজ্য ইজালিতে এক দৃঢ় পাঠ্যলেন যে দেশের বিরুদ্ধে প্রথম সমস্তদের জ্ঞাপরিত করল। ভাড়াটে বর্জিতের সঙ্গে দৃঢ় মূর্তি প্রবেশ করল এবং দেশকে অপমানিত করল। সেই অপমান হওয়া প্রাপ্ত না দেশের দেশের আচিরে যারা দেশের রাজ্য শাসনের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইজিপ্টের দেশগুলিতে প্রোধান দেশের প্রবর্ত প্রবর্ত হত।
৩. ফ্রান্সের তিন স্তরের প্রতিনিধি সভা। তাঁর থেকে রাজ্যের পরিচালনা মনন হইল। রাজ্যের বসন্তে চাইতেন, সঙ্গে সঙ্গে সমস্তের পরিষদের মন্ত্রা ডাকতেন। রাজ্যের পুরাতন বইতে হত কৃষকবৃন্দ ও বর্জিতদের
৪. ১৪শ শতাব্দীর গোড়ার ফ্রান্সে দেখা দিয়েছিল প্রতিনিধি রাজতন্ত্র - এক কেন্দ্রশাসিত সামন্ত রাষ্ট্র, যাতে রাজ্য শাসন নির্ভরনীল ছিল স্তরগুলির প্রতিনিধিবৃন্দের সভার উপর। এ হল কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র বিকাশের প্রথম পর্যায়। স্তরগুলির সমর্থন দিনা দেশ কর্তৃকদের জন্য রাজ্য শাসন তখনও যথেষ্ট শক্তিশালী ছিল না।

§ ୧୬ । ଏକବର୍ଷୀ ଯୁଦ୍ଧର ମୂଳନା । ଜାତକରି

१५ - ११ सितम्बर

১. মুন্সের কারণ ও হেতু। ১৪শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের মধ্যে
 যুদ্ধ ও বণ্টন মুন্স শুরু হয়েছিল। মাঝেমাঝে কোন ডা চলেছিল শতাব্দী
 বহুত দল, তাই তারা বলা হত মাঝবর্ষী মুন্স (১৩৩৭ - ১৪৩৩)।

এ মুক্ত চক্ষের মূর্তি ইহা হইল ? ইহা হইল বঙ্গদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। ইহা হইল বঙ্গদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস। ইহা হইল বঙ্গদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের ইতিহাস।

ইমেল্ডের গ্রামা ছিলাম ফ্রান্সের রাজার আশীর্বাদ। যেহেতু ফ্রান্স
এক ফিলিপের পুত্রের মৃত্যুর পর কোন প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী ছিল না,
তার সুযোগ নিয়ে তিনি ফ্রান্সের সিংহাসনের উপর নিজের অধিকার
মোষণা করেন।

২। ফরাসী সামরিকের পরাক্রম। ফরাসী সেনাবাহিনীতে নাইট অফার্সের
বাহিনীওই ছিল আধিক্য। নাইটরা কোন সামরিক গুণবলা মানত না।
যুদ্ধে তাদের প্রত্যেককে স্বাধীনভাবে লড়াই এবং নিঃস্ব শৌর্য প্রদর্শনে
বাস্তু থাকত। পনাতিক বাহিনী গড়া হত ভিন্দুসর্গী জাড়াটে-সেনাদের
নিয়া। নাইটরা অপাভিনদের দৈব বদত।

ଫରାସୀ ବାହିନୀର ଡୁଲନାମା ଶେରବତୀ ବାହିନୀ ହିଲ ଉଚ୍ଚତମ ସମ୍ପାଞ୍ଚିତ
 ନାହିଁ ଅସୁବିଧାଶୀ ବାହିନୀ ଛାଡ଼ାଏ ଶେରବତୀମତ୍ର ହିଲ ଅସମ୍ଭବ ସୁସ୍ଥାବସ୍ଥାରେ

भाग्यवतः संतुष्टः
 सः सन्तुष्टः
 [सन्तुष्टः सन्तुष्टः]



পৰমাত্মিক বৰ্ণনিকা। ডা. পণ্ডিত হৰ শ্ৰীধৰান কলকতমহৰ মন্ত্ৰ, দ্বাৰা সাক্ষাৎ
ৰূপে সৰ্ব্বম উল্লেখ্য কৰা হৈছে। পৰমাত্মিক বৰ্ণনিকা পণ্ডিত হৰ শ্ৰীধৰান
এক ভীৰ-ধনুৰ। ভীৰব্ৰাহ্মণ ভীৰ ছুঁড়িত ৬০০ পা দূৰত্ব, অৰ্থাৎ দুখ
পা দূৰ থেকে এ ফোঁড় ও ফোঁড় বহুত গায়েটোপৰ বৰ্ণনিকা।

নৌবহর থাকার মতন ইংরেজরা ইংলিশ চ্যানেল পেরিয়ে ফ্রান্সের
নাটিলে সমর্থিত ক্রিয়াকলাপ চালানত আরও দুইজন এনেক্যার গুদ
সেইসই কবানো পদাতিত হয়েছিল ইংরেজরা নাবালিক মাল বহুসীছিল
১৩৪৬ সালে উদয়-পূর্ব ফ্রান্সের ফ্রেমির উপকূলত এক লাড়াইয়ে এনা
গুদারী সেনাবাহিনী পত্রাবিত্ত করে।

[illegible]

ও ভয়ভীতির দুର୍ଦ্ଦশা। যুদ্ধের আগেই শহরের প্রবীণ ও বণিজ্য প্রসারের
সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধের দুর্ଦশা বোধ হইতে লাগিল। কিন্তু যুদ্ধের
সংগ্রামও বাড়িল।

ସମ୍ପ୍ରଦାନ ଓ ବାହାଡ଼
 ଯୁଦ୍ଧର ବଳେ ସେହିମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶରୁ ନୂତନ ନୂତନ ମୁକ୍ତିଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ।
 ଅବିଚ୍ଛିନ୍ନଭାବେ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ବାହାଡ଼ । ଦେଶର ବିଭେଦର ଦେଶରୁ ନୂତନଭାବେ
 ସେମାନଙ୍କ ଦେଶରୁ ନୂତନଭାବେ ବାହାଡ଼ । ଶୁଭାଶଙ୍କର କାଳେ ଶ୍ରୀକାନ୍ତ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ
ਅਨੁਸਾਰੀ ਪੁਸਤਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰੀ

শালবৰ্ষী যুৱকৰ সন্মিলন
মোহনাবা অসমীয়া বীৰত্ব,
পনৰাতন সন্মিলন অসমীয়ে
(কলমে) সন্মিলন ১৯৫৪
কুঁৱাল মাথ সন্মিলন এক
মডি টোনাৰ যান্ত্ৰিক বাবু
নৱ মোহন ধনুক।

৪ জাকেরি (Jacqueline)। ১৯০৮ সালের মে মাসে উক্ত পূর্ব
 জাভান কুশল বিদ্যোদেব আগুন ভুলে উঠেছিলেন। ইতিহাসে তা জাকেরি
 নামে যাওঁ বিদ্যোদেবের নামে দিতো ছিল স্বতঃস্ফূর্তভাবে। কোনমত
 পূর্বাচিন্তা, অনুসন্ধান কোনওরকম পরিকল্পনা ছাড়াই এ গুরু হমেছিল
 ১ মকর পর্যন্ত কালক এই বিদ্যোদেব শত্রিক হয়েছিল।

[illegible]

বিশ্ববাসীকে সন্তোষিত করিতে, তাঁহাদের সুখ বিধান করিতে।
বিশ্ববাসীদের সমাজে বড় ন্যায্যতার অর্থের দ্বারা উঠেছিল কখনও
জিন্দাদার। জৈনক ওষধকার নিষেধে, সে ছিল 'অন্যায়' বাটের
জন হওয়া বোধ, 'ভাল বস্তু', সুখের পাত্র ও সুন্দর জীবন'। কখন
কখনও করত 'এ কখনও' সমাজের কখনও এবং কখনও সেনাদিনকে
দুঃখের সুখ নিজে বিধি ছাড়া ছাড়া শোভিত বাস করে কখনও
স্বদেশের অন্যান্য জাতির বিশেষত্বের সম্বন্ধে একদিক হতে চাইত না
কিন্তু অনেক দিন নিষেধের উদ্দেশ্যে ছেড়ে দিতে চাইত না এবং
স্বদেশের জাতির সংগ্রাম সমাজের থাকত কেবল নিজের মতামতের
বলে।

এই বিজ্ঞাপনের বিষয়ে পত্রাভিহীন উজান উজান শহর সহ সুবিধিতার
সহযোগিতায় শহরকে গভীরভাবে 'আবহেলা' সম্বন্ধে শহরের

ଡ଼ାକ୍ତରୀ କ୍ଷେତ୍ର ମିଳିତ ଉପାଦେୟତା, ଏହା ଶାନ୍ତି ସହଜେ ସମାଜା ଲାଭପ୍ରାପ୍ତକରି
 ଶ୍ରଦ୍ଧାସା ଦେଖିବେ ଫଳ ମିଳି

ନିମ୍ନୋକ୍ତ କବଳପ୍ରସ୍ତ ଶାସ୍ତ୍ରାଳମ୍ବୁଳ ଚୈତନ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଶ୍ରୀମତୀ ନିକେତା,
ଭବର ଅଂତିରେ ତାହା ସାବଜ୍ଞାନୀର ଛବି କଟିରେ ଆବେଶ ସିନ୍ଧାନ୍ବୁ ଲାଢ଼ି
କରଇ ଶୁଦ୍ଧତା ସଞ୍ଚାରଦୟର ଆଦେଶ ବିଶେଷ ଯେତେ ଧ୍ୟାନ 'ପିତାମୁଖି' ଏକ
ପିଲାଙ୍କ ଉପକ୍ରମ ସାମାନ୍ୟ ଏବଂ ନିଜ ଶିକ୍ଷକ ଶିଳ୍ପୀମାନଙ୍କି ନିଜା ସେବାସ୍ଥ ଚକ୍ରମ ।
ନୃସିଂହରା ଗାୟକର ପ୍ରତିରୋଧ ନିକେତ ଶୁଦ୍ଧ ସଂସ୍କୃତିର ସେବା, ଶାନ୍ତିପାଠକ
ହାତର ସୌକ୍ୟ ଦେବୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନିଜ 'ପାଠକର' ଶ୍ରଦ୍ଧା ଶ୍ରୀ ମନିଷ କରଇ
ଏବଂ ଅସଂଖ୍ୟ ସଂସ୍କାରୀଙ୍କର ଉନ୍ନତ ଗାୟକର ସର୍ବସ୍ବରୂପ ସାମାନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା
କାଳ ସଂସ୍ଥିତାରେ ଅଧିକାଂଶଦେବ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ସେବା ସ୍ଥରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ସଂସ୍ଥିତ
ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପ୍ରଦାନ ହେଉ, ନାହିଁତା ସେବାସ୍ଥ କବଳଦେବ ଶିଳ୍ପୀ ସଂସ୍କରଣ ଶୁଦ୍ଧ
କରଇ ସର୍ବସଂସ୍ଥିତ ହେଉ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ସାମାନ୍ୟ କରଇ ନ ଶାମାନ୍ୟ ଶ୍ରଦ୍ଧା
'ପାଠକର' ଶିଳ୍ପୀ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାସ୍ଥ କରଇ ହେଉ

মহা কুমা ভবভরেন্দ্র জনা বিদ্যেশাস্ত্রের বিজ্ঞান সাক্ষরতা সংঠনের
পরিচালক বনম কালকে মৃত্যুদণ্ড দেবার আদেশ হার মামলা ধরান
হয় উভয় নোয়ার চাকর কৃষক নেত্রের পুতি পারদস ওরে জনা
'এইভাবেই আমরা 'জাকসের' রক্তাক্ত সিংহাসনে বসাই' - ম ২০০
প্রত্যক্ষ পর গ্রাম ও কৃষকদের সংগঠন মঙ্গল সন্ধ্যায় ১৫, মার্চ
তারিখে ও ভাটের কুঁড়েঘরের দরজায় ওদের ফাঁস দিল।

জাক আন্দোলন পৰৱৰ্তী ২০০৩ চনত কলিকতাত থকা নিঃশঙ্কিত
বিদ্ৰোহী ভাৱ সাময়িক বশতাবশতক লাত-শিঙ বহুতৰে মুক্তকৈ নিও
না এবং ব্যক্তিগত অধীনতৰ হাতত থাকে কলিকতাৰ মুক্তিৰ বাবে
জৰুৰী কৰিছিল ২০০৭ চনত খোলা হোৱাৰ দুই বছৰ ভিতৰত মোক
কোৱাৰ।

ଆଗେକାର ଯତୋହି ଜାମିନ ଯନ୍ତ୍ରିକତା ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସହକାରୀ ପଢ଼ାପଞ୍ଜୀକରଣ ଅଧ୍ୟାପକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହିତ ସାମାଜିକ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ସମୟ କଟାଉଥିଲେ । ଏହି ସମୟରେ ସେ ଶ୍ରୀମତୀ ସୁମିତ୍ରାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ମତ ହୋଇଥିଲେ ।

“रघु” इत्यस्य प्रथमः प्रसङ्गः

[illegible][illegible]

(सू. १ नं. मन्त्रिपरिषद्)

১। ১৫শ শতাব্দীর প্রারম্ভে ইংরেজদের দ্বারা দখল। ১৫৬০: সালে ফ্রান্স এবং ইংল্যান্ডের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। অক্টোবর মাসে ফ্রান্সের রাজা ক্যাথারিন-দে-মোরা বাহিনী বাঙালেনে এবং মাস্করিক দৌলত গড়ের কাছ পুর করতেন। গুলিশালী এক ইমোনিয়াস বাহিনী গড়া হয়েছিল। পতনবাঁ যুদ্ধের সময় পশ্চিম ইউরোপে প্রথম মেরা-দেওমা স্ত্রী কামান তখন দুর্গ স্বদেশে কাজে ব্যবহৃত হত।

যাবার যুদ্ধ শুরু করে ফরাসীরা যথেষ্ট আফলা লাভ করেছে। তবে এসব সাফল্য ছিল অল্প সময়ের। ফ্রান্সের বড় বড় সামরিক শক্তি মেরো দ্বীপ ও প্রুটগে যুদ্ধ দেখা দিল। এরই সুযোগ নিয়ে ইংরেজ সামরিক পুনরাত্মশা শুরু করল ১৮১৫ সালে আর্জেন্টিনার শহরের কাছে বিগাট লড়াই হল। ফরাসী মাইটর পরাজিত হল এবং ইংরেজরা দেশের গোটা উত্তরাংশ দখল করল।

খেলোয়াড়গণের ইংরেজের রাজ্যের পক্ষে ফলে এল ফ্রান্সের এক
 মহাপরাজয়শালী সামন্ত, নার্সিং‌গার ডক্টর, তিনি ছিলেন দেশের পূর্ব
 ও উত্তরের সুনির্ভর এলাকায় মালিক বিদ্যাসাগরক সামন্তদের সাহায্যে

[illegible]

ইংরেজ বাহিনী প্যারিসে প্রবেশ করল। ফ্রান্সের রাজা বৃষে মোক্ষা
নবা হল ইংল্যান্ডের অঙ্গদয়সী রাজাঘো, আত নিহসানের আইনসম্মত
উত্তরাধিকারী ফ্রান্সের রাজপুত্রকে ক্ষমতাচ্যুত করা হল।

ইংরেজরা দক্ষিণে অগ্রসর হল। ফরাসী সেনাবাহিনীর অবশিষ্টাংশ আশ্রয় নিল সুয়ার নদী তীরের দুর্গগুলিতে। ইংরেজ সেনারা অর্লিয়েন্স শহর অবরোধ করল। অর্লিয়েন্স পতন হলে দখলদারদের সামনে দেশের দক্ষিণের পথ উন্মুক্ত হত। অর্লিয়েন্সের উপকণ্ঠে নির্ধারিত হয়েছিল ফ্রান্সের ভাগ্য।

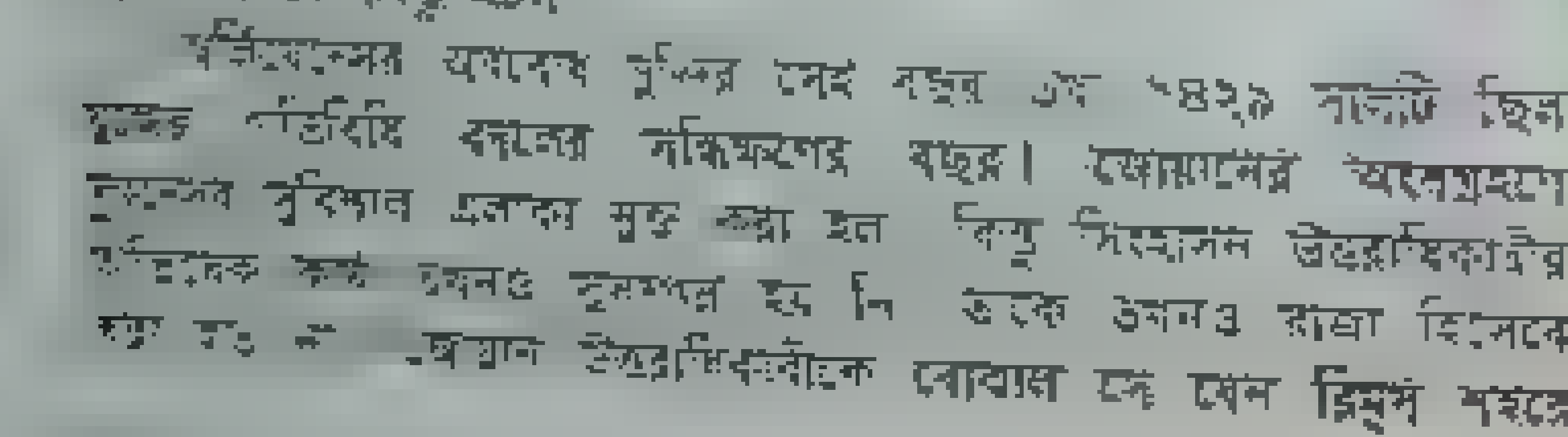
২ সংগ্রামে শরিক হলে জনগণ। যত্নের ব্যাপারে ফরাসী সেনাপতি
নিশ্চয় হত্যাশীল। সিংহাসনের উত্তরাধিকারী ও সম্রাট স্যামুয়েল
শিশুস্বামী হয়ে গেছিলেন এবং বড়ই কঠিন শিক্ষাপ্রাপ্ত। ফ্রান্সের
এই কঠিন সময়ে যুদ্ধের জন্য জনগণের মধ্যে সাহস ও ইচ্ছাশক্তি
জড়টুটি ছিল। কবরী শুষ্ট্র হায্যাদারদের গ্রাম আশ্রয়ই দৃষ্ট না, নব
বাহিনীতে যোগ দিয়ে তারা ওর পাতত, বহনদারদের সিয়ন
বন্দে দেশ জাড়ে দেবা নিল গোরিনা মুক

দুশ দিন ধরে নীরত্বের সঙ্গে অর্নিহেমন নিজেদের প্রতিরোধ করছিল।
কাথারের দুশালা তৈরির জন্য শহরের মোড়করা সুন্দর পাথর-ভাঙা
এলাকা থেকে পাথর করে আনত, পিটিয়ে অস্ত্র তৈরি করত। বাক্যক্রমের
সময় সবাই বুধের প্রাচীর দেখতে কড়াই করত শহরে বাহিনীগুলি শত্রু
গির্দিকে সম্মুখের হুমকি চালাত।

৩ গণ-বীরাফনা জ্ঞানান অথ আর্ক। কলনানন্দেব বিবুদ্ধে গণসংগ্ৰাম
বিকাশে বহু ভূমিদগ পাজন করছি। জ্ঞানান অথ আর্ক। কৌটিকলাপ
সমকালীন নোদকদেশে বর্ণনানুযায়ী, সে ছিল লক্ষ্য, গভিনতা ও
মহনধীনা একে কুমক কন্যা হোটেবেলা মেদেই হোজান তাই জাটপানে

महाराष्ट्र विदेश शाखा
मुंबई (विशेषाज्ञा १०७
२०५६)

[illegible]



प्राधान्य अर्थदातृ ।
(निर्दिष्टाङ्क [३०४ कक्षाकोश])

বহু মাস জেগান কটোল খেলখানার। হাতে-পায়ে বেড়ি পারিয়ে
জাকে লোহার গারদে রাখা হয়েছিল। স্বাধীনতার অগ্নি শয়তানের
হাত নিল এই লোক ডাপানোর জন্য তার প্রতি সে সময়ের অতি
চরম্বর জাইনির অভিযোগ তোলা হল। জোরানবক ধর্ম-মান্যভে
নোপর্দ করা হল। সমলকারদের হাতে বেটা ফরাসী বিপদ্রা তার বিচার
করা



করতেন না। রাজা এই বসতে আজবাসতেন : 'যে ছুলা কংজে জানে না সে রাজত্ব চালাতে পারে না'।

১৮শ শতাব্দীতে মার্কিন চার্লসের মত সংগঠন চালিয়ে ১২ বছর সময়কাল রাজা পদবীতে হয় এবং নিজের পক্ষে প্রত্যাশিত শান্তি কামের দায় নেই। এখন ১২শ শতাব্দীতে চার্লসের বিরুদ্ধে তাঁর প্রতিবেশীদের মন বিচিরে তোলে। তাদের সঙ্গে যুদ্ধে বার্মাণ্ডির জিতক নিহত হন। প্রধান প্রতিপক্ষের হাত থেকে নিজের পেয়ে রাজা নাকনের এক এক নিগন ওপরে লাগলেন। তাঁর হাতে পাঁজী শত্রুর ১১শ শতাব্দীতে বড় বছর ধরে মোরার গারদেশবন্দী করে রাখতেন, যেখানে বন্দীরা এমনকি হাসছে হয়ে দাঁড়াতেও পারত না।

বার্মাণ্ডির জিতকের জমিদারি বেশ বড় এক জমি রাজা লাভ করতেন। ফ্রান্সের সঙ্গে সংযুক্ত হল মার্সেই শহর সহ দেশের দক্ষিণাঞ্চল। ফ্রান্সে ব্রিটানি এক স্বাধীন রাজ্য রূপে রয়ে গেছে, যা পরে অবশ্য ১১শ শতাব্দীতে উত্তরাধিকারীদের আমলে উইলম রাজত্বের অঙ্গভুক্ত হয়েছিল।

১৫শ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সের মিলনকার্য সুসম্পন্ন হয়।

৩। ফ্রান্স—এক কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র। রাজ শাসনের শক্তিবৃদ্ধির পাশাপাশি দেশের মিলনকার্য চলতে থাকে। শতাব্দী যুদ্ধের সেই শেষের বছরগুলিতেই রাজা তাঁর জামাত কাহিনীর বন্দনে গাড়েন নাইট ও ভাড়াটে সৈন্যদের নিয়ে এক স্থায়ী সেনাবাহিনী। রাজার এই সেনাবাহিনীর প্রতিপালনের জন্য প্রজাদের থেকে এক বাৎসরিক খাজনা আদায় চালু করা হয়।

অধিরাজ ডিউক ও কাউন্টদের তাদের অঙ্গসংকার জমিদারি থেকে ধরা, তবে তারা পূর্বকার স্বাধীনতা হারায়। এখন থেকে রাজা সেনাদের সব রায়চারী কাজকর্মে শিক্ষিত নিতেন। খুব ঘোষণা ও শক্তি স্থাপন করতেন। তাঁরাজ্যে ১১শ শতাব্দীতে সব উপদেশদের তিনি নিজের ঘোড়ায় চাড়ে বুরপক বাগদারত্বের তিনি প্রকৃতির পুশানন কই চালাতেন তাঁর অর্জনে কর্তৃত্ব আমলাদের সাহায্য সমস্ত পাত্রমিশ্রিত বিশ্বাস না করে বাছা ধর্মী ও বাস্তব মনোমুগ্ধ শত্রুরাধীনতার লিঙ্গের চারপাশে জড়ো করেছিলেন। অর্থাৎ ৬ বছরী সেনাবাহিনীর অধিকারী রাজার আর সাধারণ পরিষদের প্রয়োজন ছিল না। ১১শ শতাব্দীতে একবার তার সন্তা আহুন করেছিলেন।

১৫শ শতাব্দীর শেষ দিকে ফ্রান্স সামন্ততান্ত্রিক কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র হয়ে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। সারা দেশ একক এক কেন্দ্রীয় শাসন তদা হয়ে শাসনের স্বাধীন হয়েছিল।

৪। দেশ মিলনের পরিণাম এখন থেকে কনককল ও শহরবাসীদের মধ্যে একে করে জড়ো হওয়া নিশ্চয়। সেনাবাহিনী ও আমলাদের



১১শ শতাব্দীতে এ. ফ্রান্সে [১৫শ শতাব্দী]



মহারাজ চার্লস (ফ্রান্সের শাসকের দিল্লী রাজ্যে ১৩শ শতাব্দীর অধিকাংশ প্রতিকৃতি [১৫শ শতাব্দী])

সাহায্যে, রাজা নির্ভরভাবে শত্রুদের দ্বারা দমন করতেন।

শক্তিশালী রাজ শাসনের ফলে স্বাধীন কৃষকদের উপর সামন্ত শ্রেণীর জোরদার প্রভাব কমেয় হয়।

সামন্ততান্ত্রিক শক্তিবিশিষ্ট হওয়া পাবার দরুন যুদ্ধের সময়কালের কাহিনীগুলি আর গ্রাম ও শহরগুলি বিনাশ ভোগ না। ডাকাতের ও না করেই বণিকরা দেশজুড়ে যাতায়াত করতে পারত।

শহরের শীর্ষক ও ব্যবসা-বাণিজ্যের পুনরুদ্ধার বাস্তবায়ন রাজা মনন দিতেন। বেশমী কাপড় বোনার জন্য ইতালি থেকে শট ও ছাদনের আমদানি আনান হয়েছিল। তারা বন শূন্য বন্য জিহ্বা শহরে, আর সে সময় থেকে তা ফ্রান্সের রেশম উৎপাদন কেন্দ্রে পরিণত হল, ফ্রান্সের এক বিরাট বাণিজ্যিক নৌবহর দেখা দিল। রাজ শাসনের সহর্ধনে বণিকরা বিনোদে বাণিজ্যের জন্য লাভজনক শর্ত লাভ করল।

ফ্রান্স এক কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রে পরিণত হবার দরুন দেশের অর্থনীতি দিকশে সাহায্য হয়েছিল।

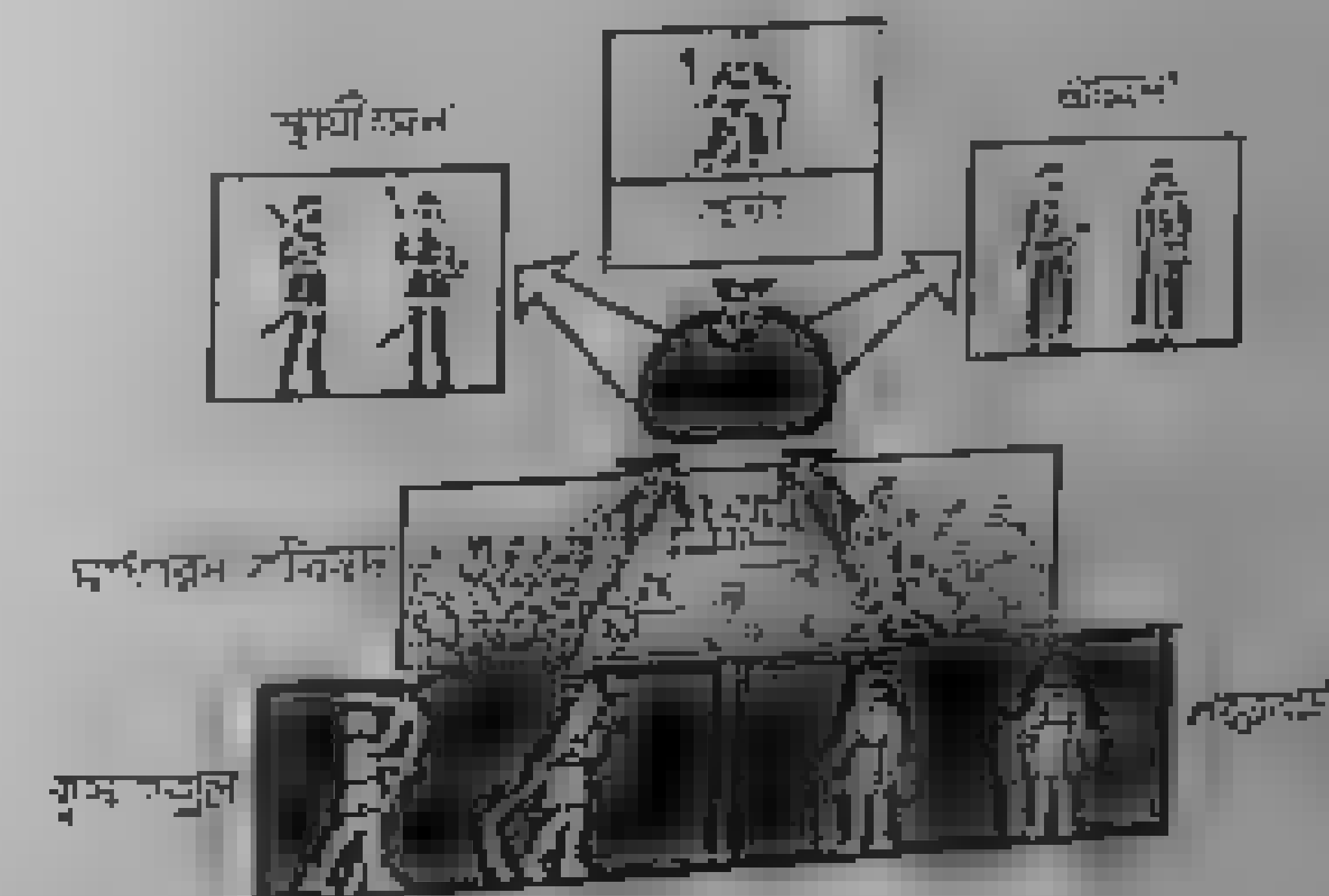
?

১. বড় বড় সামন্তদের সঙ্গে সংগ্রামে রাজা শাসনের বিস্তারিত অবস্থা কী? ২. ১১শ শতাব্দী ও ১২শ শতাব্দীর মী কী কী কী? ৩. ফ্রান্সের স্বাধীনতার পক্ষে রাজা করতেন। ৪. ফ্রান্সের স্বাধীনতার পক্ষে রাজা করতেন। ৫. ফ্রান্সের স্বাধীনতার পক্ষে রাজা করতেন। ৬. ফ্রান্সের স্বাধীনতার পক্ষে রাজা করতেন। ৭. ফ্রান্সের স্বাধীনতার পক্ষে রাজা করতেন। ৮. ফ্রান্সের স্বাধীনতার পক্ষে রাজা করতেন। ৯. ফ্রান্সের স্বাধীনতার পক্ষে রাজা করতেন। ১০. ফ্রান্সের স্বাধীনতার পক্ষে রাজা করতেন।

৫.২.৯। ইংলন্ডে কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র গঠন

(১ নং মানচিত্র)

১। বর্মাস্তিত বিজয়। অ্যাংলো ও স্যাক্সনদের দ্বারা ব্রিটেন বিজয়ের পর ফ্রান্স মিলনের কাহিনীতে স্থানে পারস্পরিক শত্রুভাবমূল কিছু রাজা বন্দি হয়। ২য় শতাব্দীতে ফ্রান্স মিলনের কাহিনীতে



১৫শ শতাব্দীর শেষে ফ্রান্সে কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র

দেখানোর ছিলেনও যখন গাড়ি ওঠে ইংল্যান্ড রাজ্য দেশে সম্ভ্রান্তদের
শোভাযাত্রা হয়।

১৮৬৬ সালে ইংল্যান্ড ভ্রমণ করেন নর্ম্যান্ডির ডিউক ভিলহেল্ম
‘ভিলহেল্ম প্রিন্সের ছাড়াও ফ্রান্সের অন্যান্য অঞ্চলের বহু নাইটও এই
নিম্নোক্ত চাকরিতে অংশগ্রহণ করেছিল। ইংলিশ চ্যামেল পেরিয়ে ভিলহেল্মের
সেনাবাহিনী ইংল্যান্ডের নীচের উপকূলে উত্তরণ করে। দেশের ভাগ্য নিয়ন্ত্রক
লড়াইটি ঘটে ঠিক এখানেই।

নিম্নোক্তদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে ইংল্যান্ডের বড় বড় সামন্তরা রাজার
সহ নেতৃত্ব দি। অ্যারলো-সামন্তের সেনাবাহিনীর দল শক্তি ছিল বহুগুণ ও
কুস্তুর সজ্জিত স্বাধীন কৃষকদের। এক চিরায় শক্তিশালী অবস্থান নিয়ে
তারা সারাদিন হয়ে শত্রুর আক্রমণ প্রতিরোধ করেছিল। কিন্তু ভিলহেল্ম
সৈন্যেরা পিছু হটে মৌঁকা দিয়ে অ্যারলো-সামন্তদের সমুদ্রাশ্রিতে
দিয়ে এক সৈন্যদলে পদাতিক কৃষকদের ঘেরাও করল নাইটদের অস্ত্রাঘাত
বাহিনী। নৌহ কবাক্ত নাইটদের ঘোড়া দিয়ে অ্যারলো-সামন্তদের ক্ষতবিক্ষত
ও পদচ্যুত করল। অসম লড়াইয়ে রাজা হেরে গেলেন এবং তাঁর অস্ত্রাবোধী
হস্তকায়া বাহিনী বিচ্ছিন্ন হল।

নর্ম্যান্ডির ডিউক ইংল্যান্ডের রাজধানী লন্ডন দখল করলেন এবং
দ্বিগুণী ভিলহেল্ম নামে ইংল্যান্ডের রাজা হলেন বেশ কয়েক বছর
ধরে নর্ম্যান্ডির বিরুদ্ধে অ্যারলো-সামন্তদের বিরুদ্ধে চালিয়েছিল।
নিম্নোক্তদের বিরুদ্ধে বিশেষ প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল উত্তর ইংল্যান্ড
সেহানকার স্বাধীন কৃষকরা ভিলহেল্মের নাইটরা শাসনের পর শাসন
পুঙ্খিয়ে ছরবার এবং বসিন্দাদের হত্যা করেছিল এইভাবে জনশূন্য
করল ফলে দেশের উত্তরাঞ্চল বহুকাল বসবাসের প্রায় অযোগ্য হয়ে পড়েছিল।

২। বিজয়ের পরিণাম। অবিকল স্থানীয় সামন্তের কাছ থেকে দ্বিগুণী
ভিলহেল্ম অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে তা নিজের নাইটদের মধ্যে বিভাজন

নর্ম্যানদের দ্বারা ইংল্যান্ড
বিজয়। (১৮৬৬ সালে ছবি
ড্রাফট, ১৮৬৬ সালে)
উপরে - পাল-ডোলা ও
মডি-টোলা জাহাজে করে
ইংল্যান্ড চলেছে
ভিলহেল্মের নাইটরা,
নিচে - অ্যারলো-
সামন্তদের সঙ্গে নর্ম্যানদের
লড়াই



লড়াইয়ে নর্ম্যান বিজয়ী হওয়ায় অনুগত হয়ে রাখার জন্য নতুন কড়াবিদ
প্রবর্তন ছিল শক্তিশালী রাজ্য শাসনের শুরুর বছরগুলি। এজন্যই
ছোট্ট সামন্তরাও ভিলহেল্মের কাছে আনুগত্যের অঙ্গশ্রমের পাঠ শিখত।
ইংল্যান্ডের সব সামন্তই তাঁর প্রত্যক্ষ প্রাচীরে পরিণত হল।

ইংল্যান্ডের এক সম্ভ্রান্ত ভূমি নিজেসব মালিকানাধীন করে ভিলহেল্ম
স্বচেষ্টায় বড় জমিদার হয়ে উঠলেন। সেজন্য ইংল্যান্ড, তখনই ফ্রান্স
বিজয়ের আমিনাবি থেকে রাজার প্রচুর আদায় হল।

নর্ম্যান্ডি বিজয়ের ফলে রাজ্য শাসনের শক্তিশালী এবং ইংল্যান্ড
কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র পদ্ধতির শোভাযাত্রা হল।

কৃষকদের ভূমিদান পদ্ধতি রাজ্যে জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য
শাসনের সম্ভাবনাকর করল। ভিলহেল্মের আদেশানুসারে ইংল্যান্ডের সব
চমির ইমো ও লোকসংখ্যা করা হল। দীর্ঘকালের পরে পুনর্বার
স্বাধীন অনেক কৃষকই ভূমিদান ভালিকার আশ্রয় লাভ করে। নতুন কড়াবিদ
কৃষকদের সুকঠিন বেগার খাটনিতে এবং অন্য অনেক কাঠকাটক
দায়িত্বিত্ব পালনে বাধ্য করে। বনের একাংশকে রাজ্য শিকারের এককায়
রূপান্তরিত করা হয়েছিল। এই অভ্যাসের ফলে পশু দ্বারা স্পর্শ নেই,
তার চোখ কান্না করে দেওয়া হল।

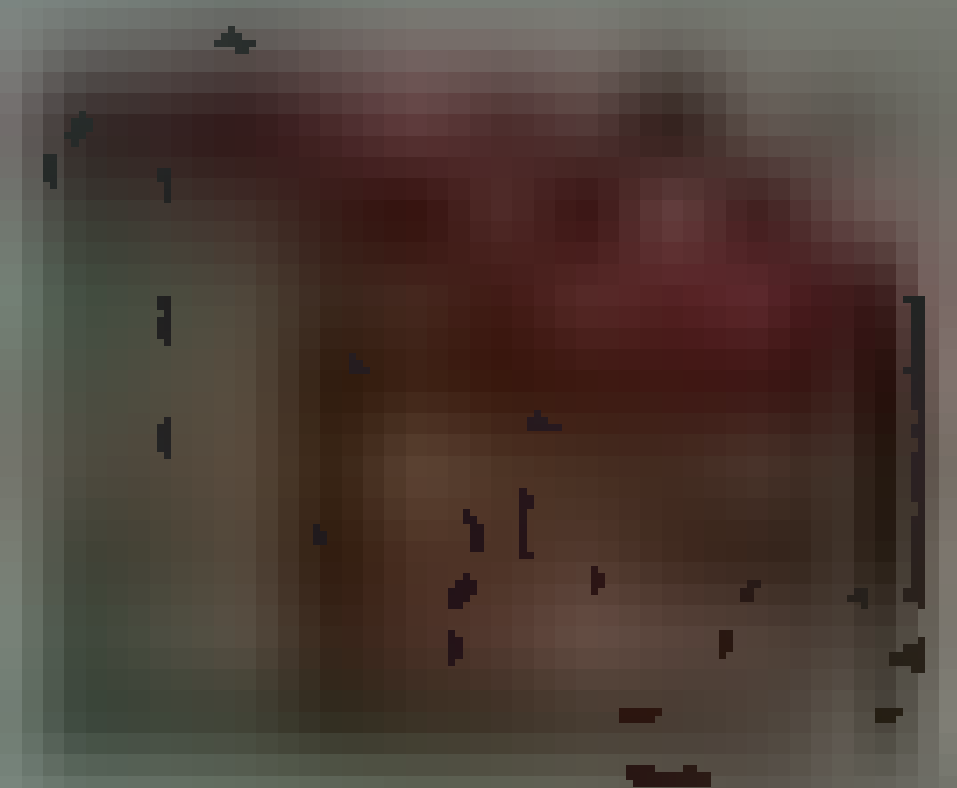
নর্ম্যান্ডি বিজয়ের ফলে ইংল্যান্ডের কৃষকদের প্রতি দলিত নির্যাতন
হারও বাড়ল।

৩। বড় বড় সামন্তদের সঙ্গে রাজার সংগ্রাম। দ্বিগুণী ভিলহেল্মের
পৌত্রদের আমলে বড় বড় সামন্তরা দেশে সুনির্ভর রাজতন্ত্র
তারা ঠিক তেমন স্বাধীনতা অর্জনের আশায়, মেরেইন সেনাবাহিনী
করত ফরাসী ডিউক ও কাউন্টরা।

তবে রাজা শাসন শক্তিশালী করে তৈরী করে ফেললেন ভিলহেল্ম
ইংল্যান্ড অধিকৃত উত্তম পরিবেশ ছিল। যেমন দেশের ভিতরে তেমনই
অন্যান্য দেশের সঙ্গে দ্রুত বাণিজ্যের বিকাশ ঘটছিল। লন্ডন এক সুকৃত্ত
বাণিজ্য কেন্দ্র পরিণত হচ্ছিল। অতিক্রম ব্রিটিশ শহরের অবস্থান
ছিল রাজার ভূমিতে। রাজা যদিও শহরগুলিকে কর্তৃত্ব করেছিলেন,
শহরবাসীরা তাও রাজাকে সমর্থন করত, সেজন্য শত্রুর কৃষ্ণক
উৎপাদক থাকার কারণে রাজা শত্রু মনে করত।

সামন্তদের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রাম করতও থাকত নি। তাঁদের যখনকে
স্বাধীন কড়াবিদদের কাছ থেকে পালিয়ে রাজ্য অংশে বিভাজন
শিকার করত। তাদের বলা হত ‘বুড় ইংল্যান্ড’ শব্দটির
বাহিনীতে অর্থাৎ বড় অসমর্থ বিদগ্ধ ও অসমর্থ অংশ
সাহসী ‘বুড় ইংল্যান্ডের’ কৃষকরা জলরাসত ও সমর্থন করত।
দুঃসাহসিক অভিযান সম্পর্কে ১৪৬৬ সালে ১৩ থেকে অনেক গীত
কথা

ভিলহেল্ম প্রিন্সের
চাকরিতে অংশগ্রহণ
করে নিম্নোক্ত
বড়



১৮৬৬ সালে
ইংল্যান্ড
বিজয়

রাজা শাসন
করত
করত
করত

বড় বড়
সামন্তদের
সঙ্গে
সংগ্রাম

সীতগাহ রচনা করেছিলেন ইংরেজী বীরখাখাগুলির প্রিয় নায়ক ছিল
ইবিন হুজ শেখসিদ্দিকের সাহসী ও বিদগ্ধ বক্তৃতা এবং সৈন্যদের আত্মশাসন
শুধু

সামন্তজনিত্বের নিষেধের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রামের পন্থন দুইদিক ও
সামন্তীয় সামন্তরা রাজ্যের কণ্ঠে সমর্থন পুষিয়ে বসে হয়েছিলেন নাইট ও
সহরবাসীদের উপর নির্ভর করে রাজারা বড় বড় সামন্তদের সঙ্গে সংগ্রামের
সম্মুখীন করতে বাধ্য হয়েছিলেন।

১২শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড রাজ শাসন আত্ম শক্তিশালী হয়ে ওঠে
স্থানীয় সামন্তকে এড়িয়ে প্রতিটি সার্বভৌম লোক সদস্যের রাজ আদালতে
ব্যবেদন জানানোর অধিকার লাভ করে। একমাত্র ভূমিহীন কৃষকদের
আবেদনকে খেতাই বিচার করতে তাদের কর্তার। রাজার সামরিক শক্তিও
জোরদার হয়ে উঠেছিল। যুদ্ধাভিযানে বাধ্যতামূলক অংশগ্রহণের বদলে
রাজাকে নাইটদের দিতে হত এক বিশেষ চার্জ — 'ফ্রান্টিগের' অর্থ
তা দিয়ে 'রাডা' নামের ভাড়াটে সেনাদল প্রতিপালন করতেন।

৪। পার্লামেন্টের উৎপত্তি। ১৩শ শতাব্দীতে ইংরেজ রাজা তাঁর
মহাপরামর্শদাতার সমস্তর সুদেশ গ্রহণ করে নিজের ভ্রাতৃসামান্যদের কাছে
থেকে আরও বেশি করে অর্থ আদায় করতে বাধ্যনৈমিত্তিক এবং অবৈধ
করভারে শহরগুলিকে জর্জরিত করতেন। এর দ্বারা তিনি শুধু বড় বড়
সামন্ত ছাড়াও নিজের নামা শত্রিক তথা নাইট ও শহরবাসী প্রজাদেরও
স্বাধীন নিজেদের বিরুদ্ধাচারী হয়ে ভ্রমাত্মক। সামন্তদের মধ্যে লড়াইয়ের
সুযোগ নিয়ে কৃষকরা তারুক বিদ্রোহ করা শুরু করল। কৃষকদের ত্রিপ্রাকলাপে
ভীত-সংগ্রামের সামন্তদের মনো-উপদ্রবগুলি আত্মশাসনের পথ খুঁজতে লাগল।

১২৬৫ সালে, এই সংগ্রামের একেবারে প্রথম, ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম
এক সভা আহ্বান করা হয়, ইতিহাসে যা 'পার্লামেন্ট' নামে খ্যাত। ১৪শ
শতাব্দীতে পার্লামেন্টে লর্ড সভা ও কমন্স সভার বিস্তার হয়ে গড়েছিল।

নিজের উৎপত্তি আগে
ঘটেছিল। ইংল্যান্ডের
পার্লামেন্টের লর্ড কমন্সের
সামান্য পরিমণ্ডল।

সংসদ পরিগণে গড়ে
হয়ে নতুন কেন দেখা
দিয়েছিল।

লর্ড সভার অধিবেশনে যোগদান করত বিশপ, যতামাফ ও শিখার বাড়ির
সমস্ত সমস্তরা, যাদের রাজা বিশেষভাবে আদরভাষ্য জানাতেন। বাক্য
সভার নির্বাচিত হত প্রতিটি কাউন্টি থেকে দু'জন লর্ড নাইট এক প্রতিটি
বড় শহর থেকে দু'জন বর্গদিক।

ফ্রান্সের মান্য ভরতের নতুন ইংল্যান্ডে নাইট ও বর্গদিক তথা
শহরবাসীদের মধ্যে সতমন বিবাদ ছিল না। এই ভরা এই আইন পাল
করতে সমর্থ হয়েছিল যে কমন্স সভার অনুরোধ দিমা কোন রাজমা
আদায় করা চলবে না নতুন রাজমা অনুমোদিত করে পার্লামেন্ট
সম্মুখীন রাজার ব্যক্তি নিজেদের দানিন ওয়া পেশ বক্তৃত্ত এবং তাঁর কাছে থেকে
ছাড় লাভ করত। ধীরে ধীরে পার্লামেন্টে আইন প্রণয়ন সোপান শুরু
করল। ফ্রান্সের সামরিক পরিষদের তুলনায় ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট রাত্তি
কাজকর্মে অধিকতর প্রভাব বিস্তার করতে লাগল।

১৩শ ১৪শ শতাব্দীতে ফ্রান্সের মতো ইংল্যান্ডও পরাজিত
রাজতন্ত্র ধরনের এক কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র শক্তিশালী হুগলত করেছিল

১। নর্ম্যান্ডি বিজয়ের দ্বিটি বন পুরণায় নির্ধারণ কর ২। ফ্রান্স ও ইংল্যান্ড কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র
গঠনকর্তব্যগুলির মধ্যে কী কী ছিল ছিল? ফ্রান্সের মতো ইংল্যান্ড কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র গঠন
নির্ধারণ ও নিয়ন্ত্রণ গঠন কাঠামো ও নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠাপনমূলের বিচার ইংল্যান্ডের পার্লামেন্ট ও ফ্রান্সের
সংসদ পরিষদের মধ্যে কী পার্থক্য ছিল? তাদের মধ্যে কী ছিল ছিল?

১৩০ ওয়াট টাইলারের বিদ্রোহ। ১৩শ শতাব্দীর সেগড়ার দিকে ইংল্যান্ড রাজ শাসন

৩. ৯ নং খান্ডিয়া)

১। বিদ্রোহের কারণ। শহরের শ্রীবিক্রির সাথে সাথে ফরাসী সামন্তদের
মতো ইংরেজ সামন্তরাও নিজেদের তালুক থেকে আরও বেশি সুযোগ

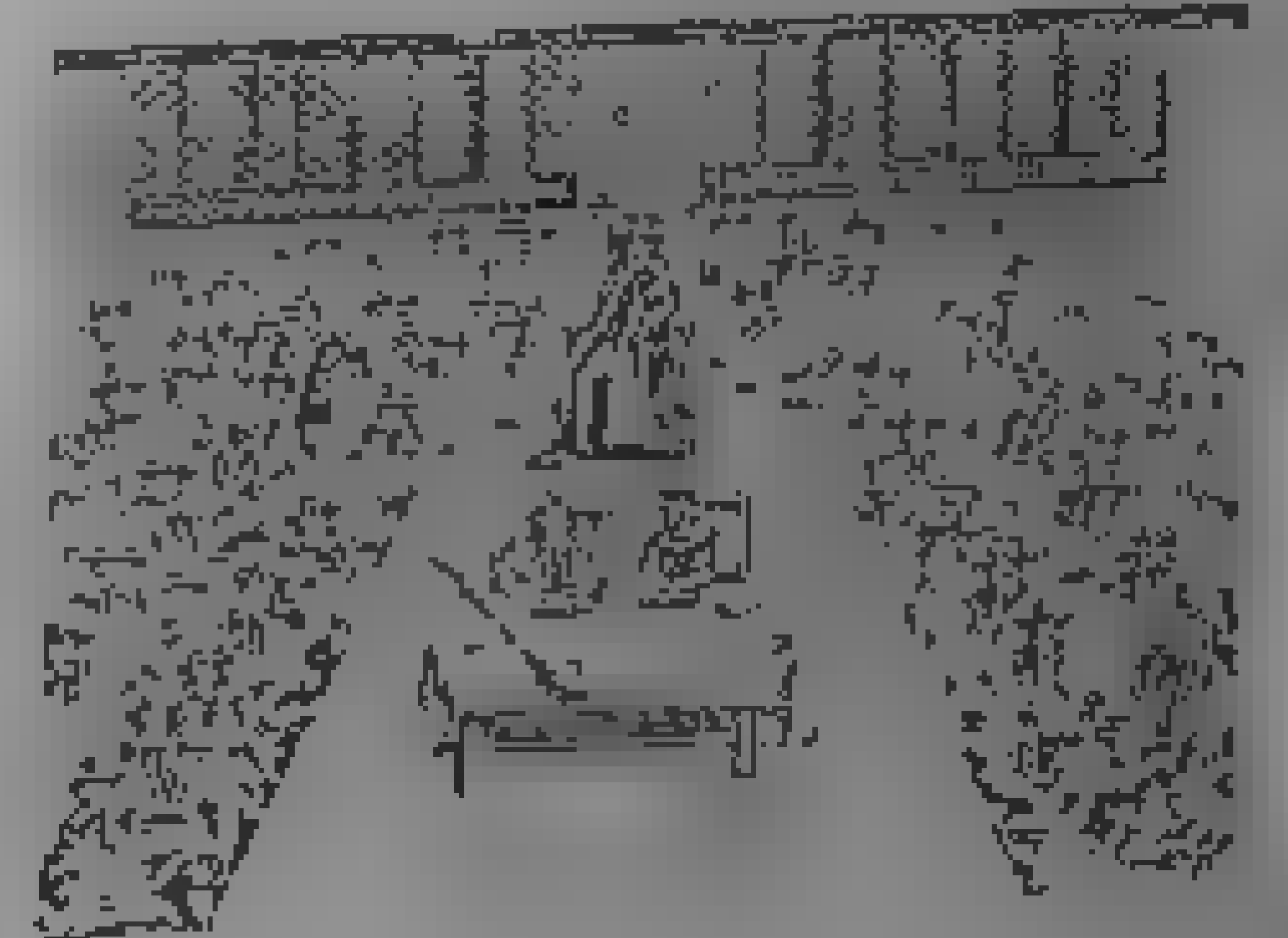
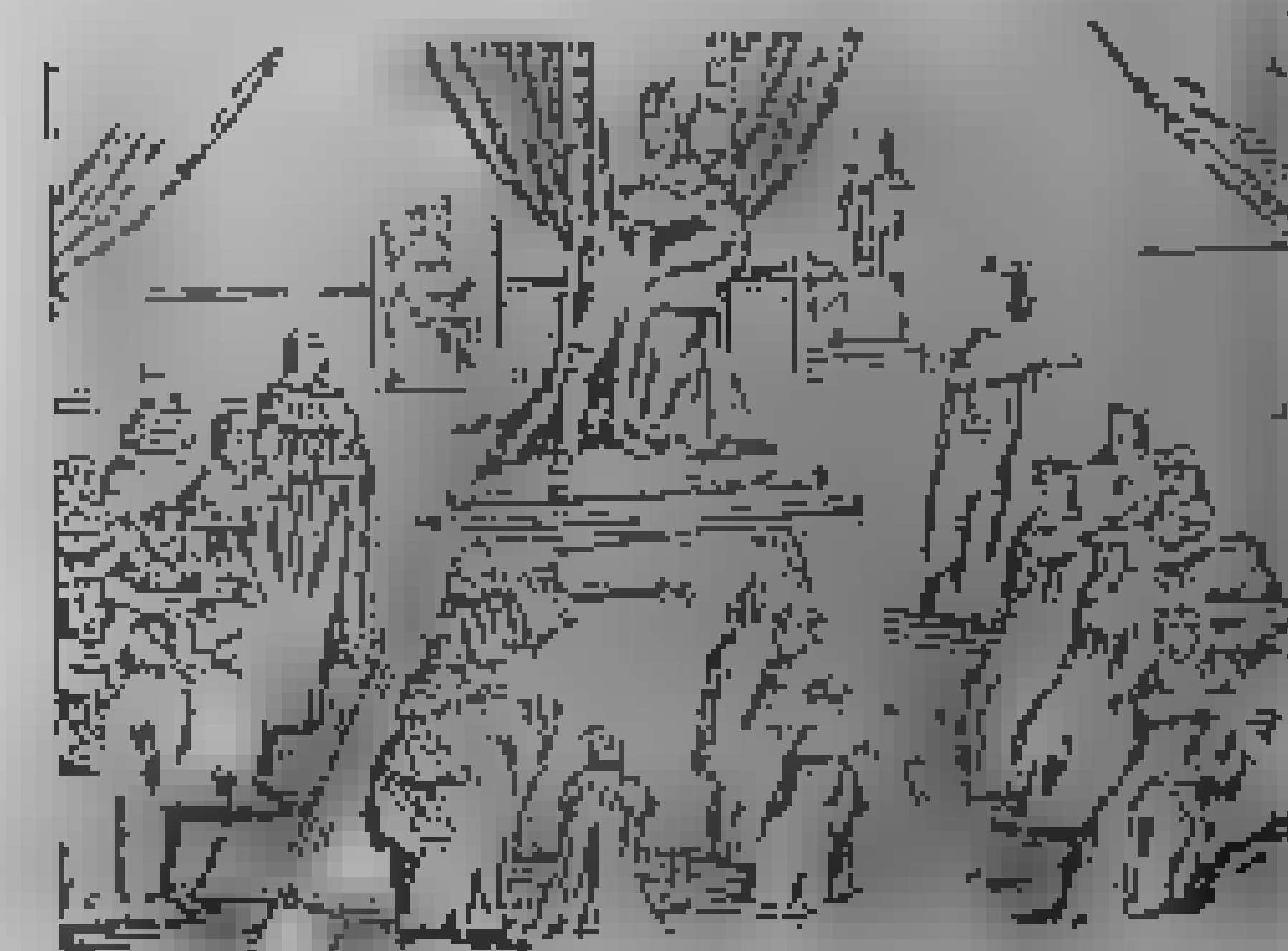
লাভ খাড়া ও কমন্স সভার
ফ্রান্সের (এনট্রোজি
১৩শ শতাব্দী)

ইবিন হুজ সমগ্র বীরখাখা

সে এমন কামত নি নাইও
শব্দে কাম উল্লীত বীরখাখা
হবে এইসকল নাইওচালাও
ইউ নতুনকাল সাক্ষর
শব্দরা হইল মর পোশাক,
ইবিন হুজ ও গার্ডের ১ম -
শব্দরা হইল বীরখাখা নিজে
কেন হুজ শব্দকৃত বনে
মরু নর মতো হইল কুচিও

নিপুণতায় জরকর চানতি
কুজনে ছাপনকে কামু কর
তার কনহু ছিল ছেলেবেলা
উল্লীত নিউ নাইও বীরখাখা
কবিত্বদের রচনাঘরে
কবিত্বের কবিত্বের -
নিজেদের হইল টাইল গালি
ইবিন হুজ রচনাঘরে মাকুত না
এব পোশাকেরও ফলা মাকুত না
কবিত্বের আলোচনা মাকুত না
নিজেদের হইল এর ব্যাখ্যা

তবে শৈল্পিক রাজা রাজা
হাফাজ তা নিপুণীত
গাঠীর বনে মর পোশাক
একদমের রোপনানা কবিত্ব
সাহস্য মাকুত ইবিন হুজকে
ফলাফলির মাকুত
বিদ্রোহ হইল মাকুত
অন্যকমে মাকুত করত
আর মাকুত হইল মাকুত মাকুত চানতি,
জামের মাকুত হইল মাকুত চানতি
মাকুত মাকুত মাকুত মাকুত
তার মাকুত না মাকুত মাকুত



লোকে প্রচলিত ছিল। বেঙ্গল-খাটনি ও বাঁদারবোর সামন্তের দেনা-কর হইবার পরিদর্শে তারা কৃষকদের কাছে থেকে আর্থিক-সেবাস্বত্বের ন্যায় জানা ছিল। কৃষকরা বাঁদারবোর নিকে খুঁসিছিল। সময়মতো আর্থিক নগদা করা হইবার পরামর্শে কৃষকদের প্রায়ই কন মাথে খালদার বিক্রি করিয়া দিত। হত ভ্রমের কিছু কিছু গরিব ও দেউলার হাত পড়িত। অনেক নানক স্মৃতি উত্তর মুক্তিপণ নিয়ে কৃষকদের ব্যক্তিগত অধীনতার হাত থেকে রক্ষা দিত। এক সুঠো অল্পের বদলে তারা গরিব-চাষীদের ভাড়া করে নিজেদের ক্ষেত্রে পাঠাত।

১৪শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পশ্চিম ইউরোপের দেশে দেশে দেখা দিল নতুন মহামারী। তার নাম দেওয়া হইয়াছিল ‘কালো মরণ’। এই মহামারীর মৃত্যু ইতোমধ্যে ভয়াবহভাবে জনহীন হইয়া পড়িল। দেশের জনসংখ্যার প্রায় এক-তৃতীয়াংশ মারা পড়িল। ভাড়াটে কামের প্রভুত লোকের সংখ্যা কমে গেল, আর মরা-বঁচে-রইনা তারা কাজের জন্য উচ্চ পারিশ্রমিক দাবি করতে লাগিল। বড় বড় সামন্তরা বেঙ্গল-খাটনির জন্য আবার অধীন কৃষকদের পেশকর্মে বাধ্য। ফলে ও মাঝারি সামন্তরা এবং শহুরে ধনী লোকেরা পার্লামেন্টে প্রত্যাশিত আইন প্রণয়ন করতে সমর্থ হইল, ‘যেগুলির সাহায্যে যেসব গরিব অল্প মজুরিতে কাজ করতে অস্বীকার করত তাদের কঠোর দণ্ডের আশঙ্কা দেখা দিল। এইসব আইন আনয়নকারীদের বৈশিষ্ট্য জেলে-বন্দী করা হত, সুতরাং লোকের চোখে দেওয়া হত।

ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধ আরও চালাবার জন্য রাজার অর্থকীড়ির প্রয়োজন ছিল। মহামারী জনগণকে নতুন নতুন খাজনা দিতে হত। মিলেক ওয়ালক লিখেছেন, ভেঁজালদাররা লোকের খন মাথে দর্শনা দিইয়েছে। সামন্ততন্ত্রের শেষা বৃষ্টি, গরিব লোকের বিরুদ্ধে কঠোর আইনকানুন ও বাঁধনা বৃষ্টির ফলে জনগণের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দিইয়েছিল। ইতোমধ্যে দেখা দিইয়েছিল অশ-প্রচারক দল। প্রচারিত গরিব নাগরিক-

শহরের সংস্কারিক ও বাণিজ্য বিকাশের ফলে- ফ্রান্সের কৃষকদের জীবনের কী প্রভাব পড়েছিল তা আমরা পরে

১৪শ শতাব্দীর মাঝামাঝি (মিনিগোচার [আনুমানিক ১৪০০ সাল], ছবিতে দেখা যায়) লন্ডনের সমস্ত লোকের পুরো চোখের দেখা মাসে দুইবার দুগুণ দিলে হইল) ও শহর জাতিদের প্রভাব।

১৫শ শতাব্দীর লন্ডন ব্রিগ (এনগ্রেভিং [১৫শ শতাব্দী]) চিত্রের উপর নির্মিত হইয়াছিল। বড় বড় লোকেরা-বাড়ি ও শোখান-পাট।

দল, তারা রাজ আদলতের সুযোগেই মনোভ্রমের, বিশপের ইতোমধ্যে আদলত ও সামন্তদের নির্মমতার কঠোর সমালোচনা করিত। জনগণের মধ্যে বিশপের ভয়প্ররিতা কর্তন করেছিল। ধর্ম-প্রচারক আর কোন নিম্ন শ্রোতাদের তিনি এই পথ ক্রমেই আনয়ন করিত। আদম বাবল লন্ডন দিল, আর ইতি কামের পুনরু, এমন অজিত্য হইল কি-কিছু ছিল। এইভাবেই জন বোল পুষাণ করতেন। সে সব লোকই সমান, আর জন হওয়া উচিত। তারই ভেতরে কাজ করে। তাঁকে দ্বারা কাব্যরূপে করা হইয়াছিল। কিন্তু জন বোল চানকি করে। লোকের গাইরে খান দিষ্টি পাঠাতেন, যেগুলির ফলে তিনি কৃষক ও গরিবদের প্রতি বিশেষত আশ্রয় জানাযতেন।

২. বিদ্রোহের সূত্রপাত। ১৩৮১ সালের মে মাসে লন্ডনের উত্তরস্থ কয়েকটি গ্রামের কৃষকরা খাজনা আদায়কারীদের বিতাড়িত করে এবং রাজ আমলাদের উচিত শিক্ষা দেন, এ ঘটনাই বিদ্রোহের সংকেত দেয়। কয়েক দিন ধরে তা দেশের এক বড় অংশ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল।

কুডুল, পিচকর্ক, ভীর-খুবক সন্নিহিত হয়ে বিদ্রোহীরা নানা কাহিনীতে একত্রিত হয় এবং সামন্তদের তাকুত ও মস্তগুলি ধ্বংস করে। যেসব লোকের কৃষকদের বাধ্যতামূলক দায়দায়িত্বের কন লেখা ছিল, আর বাজনা দেবার লোকের জালিকগুলি তার প্রতি ভয়ঙ্করভাবে নিশ্চল করা।

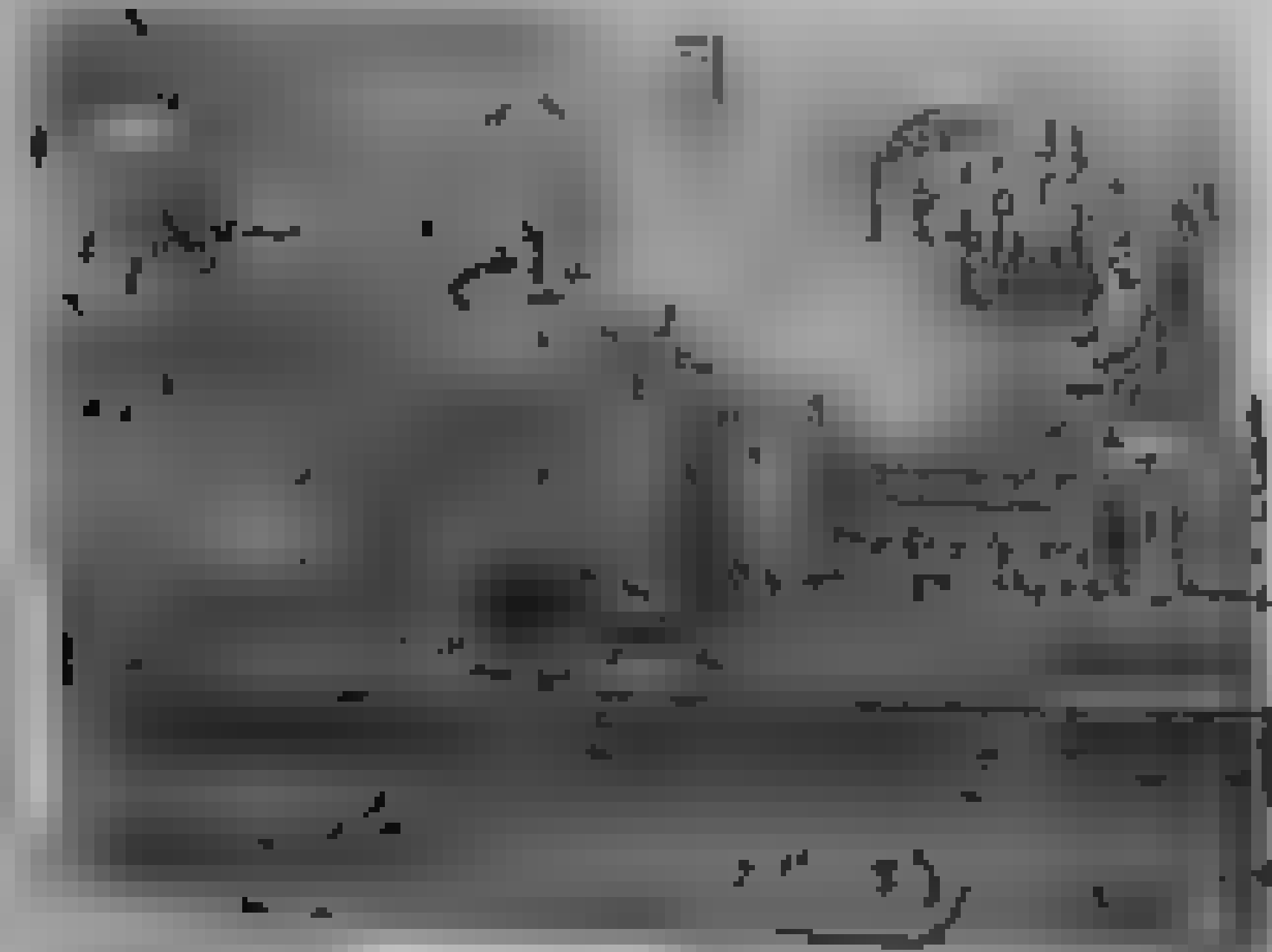
কৃষকদের সঙ্গীত হয়ে উঠেছিল জনৈক গায়ক করিগর ওয়াট টাইলার। মুক্তিমান ও সাহসিক এই ব্যক্তি দ্বতর্মী যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং যুদ্ধবিদ্যা জ্ঞানার মৃত্যু নিজের কাহিনীগুলিতে সামরিক নিয়ম ও শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করতেন। বিদ্রোহীরা জন লোককে রাজত থেকে মুক্তি দেয় এবং তিনি বিদ্রোহের অন্যতম নেতা হয়ে ওঠেন।

লন্ডনের কাহিনীটি দুই কয়েকটির কৃষকরা রাজধানী অভিমুখে দাড়া শুরু করল। তাদের ইচ্ছা ছিল এশিষ্ট রাজ উপদেষ্টাদের কাছা দেবে এবং জানা গেলছিল রাজ তাদের কাহিনীও পালন করতেন। এইভাবেই বিদ্রোহের প্রথম দিন থেকে রাজার মধ্যে কৃষকদের আস্থা প্রবর্তিত হইয়াছিল।

৩। লন্ডনে বিদ্রোহীরা মেয়রের আদেশ অমান্য করে লন্ডনের গরিব লোকেরা কৃষকদের সমর্থন শহরের মটর উন্মুক্ত করে দিল। রাজধানীতে প্রবেশ করে বিদ্রোহীরা দণ্ডিত রাজ উপদেষ্টাদের ধাক্কা ও আনয়ন করতেন, রাজ বিচারক ও আমলাদের হত্যা করে। শত্রু ভয়মূল্য প্রদান করে, রাজ বিচারক ও আমলাদের হত্যা করে। শত্রু করল। কয়েকদিনের গুণিত দেওয়া হল। লন্ডনের গরিব লোকেরা ঘনী বণিকদের ঘববাড়িতে আগুন জালিয়ে দিল। দারী জিনিসপত্র তারা পুড়িয়ে দিল, মলীতে ভুঁয়ে দিল, লোকের ফেল। একটি লোক কাপড়ের

আলোচিত কাহিনী বলতে কী ছিল তা আমরা পরে

‘ন কয়েক’ লোক লোকে কী ছিল তা আমরা পরে

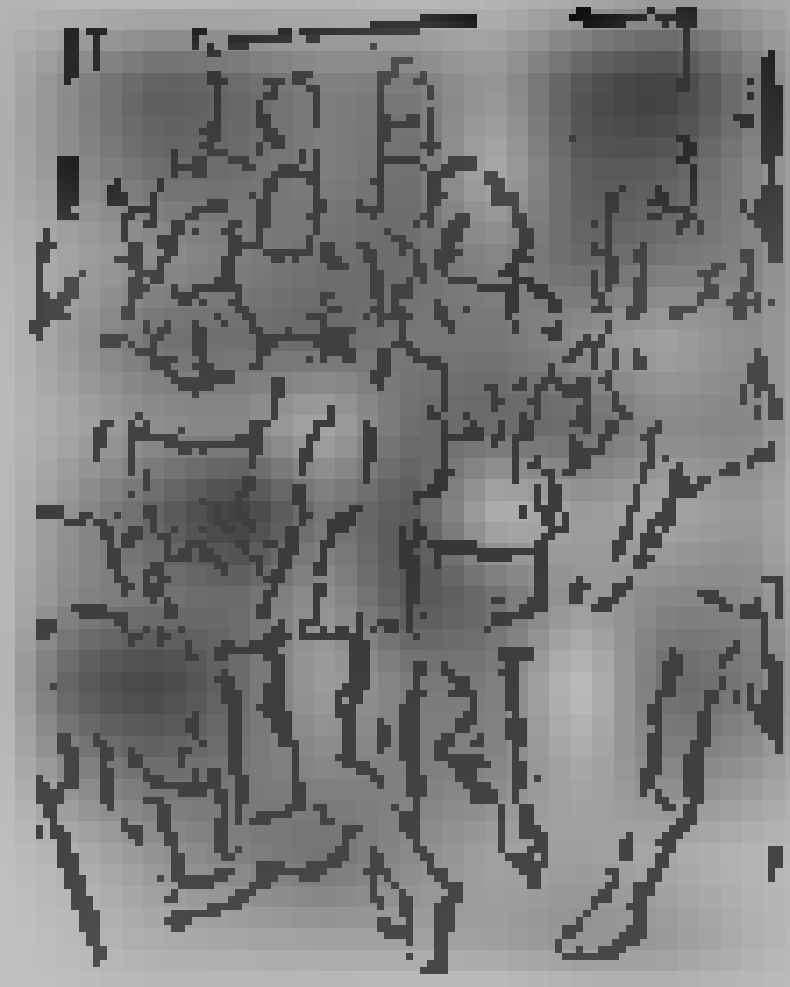
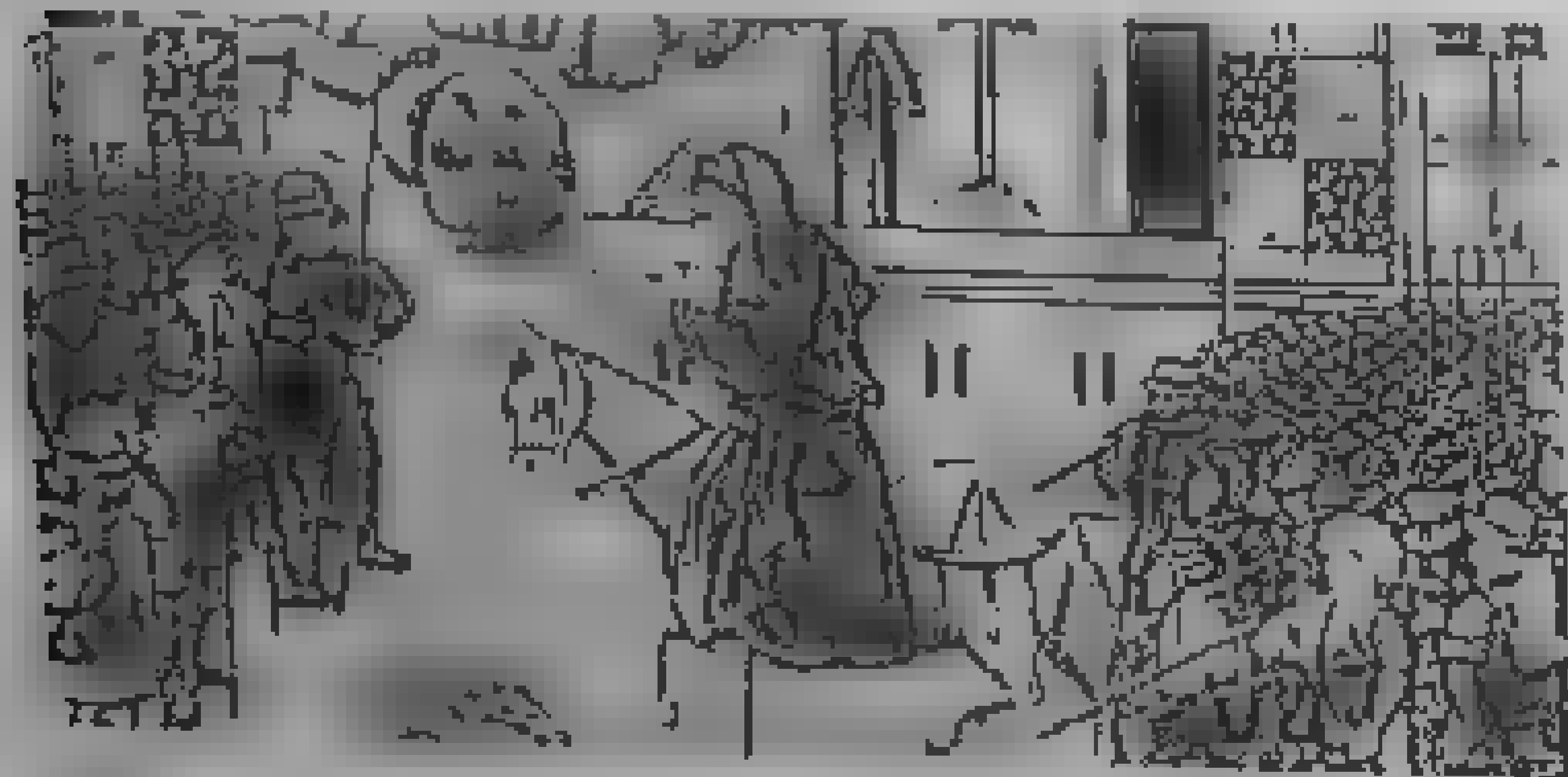


[illegible]

রাজা তাঁর উপদেষ্টামণ্ডলী পরিত্যক্ত হয়ে লক্ষ্যনের প্রভেদ টাওয়ার
নগর প্রস্থান করেন। বিদ্যুৎহীন জুগ অবরোধ করল এবং যত্ন ভাঙে
আলো। দেহের সার্বিক যন্ত্রে ফেলল ক্রয় দেখাল। তাঁর রাজ্য বিদ্যুৎহীনদের
সঙ্গে সংজ্ঞাত সম্মত হলেন। রাজার সঙ্গে বৈঠকের সময় তারা তাঁর
বাড়ি, যন্ত্রাঙ্গানকলাবে তাঁর শব্দমাণ্ডলা পেশ করল। সেগুলিতে
বলা হয়েছিল : কোন লোকই আগ্নেয় ভূমিদায় থাকবে না, আগ্নেয় জমির
উদ্যম প্রতি মানুষের অধিকাংশ নিত হব। বিদ্যুৎহীনরা লক্ষ্যার-খাটনি
হুদের যাবি জানিয়েছিল যেহেতু 'নিজ ইচ্ছা বিনা কেউ কারও সেবা
করবে না।'

কিন্তু কুমকদেবী দাবিদাওয়া পালনের এবং বিদ্বেষের সব অংশগ্রাহীকে
কম্পিত করার আশায় দেন। বহু কুমকদেবী জড়ি আশ্রয়কে বিশ্বাস করে
লুপ্ত হোলে চলে যায়। তবে সবচেয়ে সঠিক মনোভাবাপন্ন বিনোদীরা
একটি টাইলাদের নেতৃত্বে লুপ্তনেই থেকে যায়। তারা বানার মুখে
নতুন স্বপ্নের সন্ধান এবং জীবন কাছে অতিরিক্ত দাবিদাওয়া পেশ
করেন : গোষ্ঠীগুলির কাজ থেকে সামগ্রিক যেসব চারপাশি ও বন কেড়ে
নিষ্কাশিত, তা মিলিয়ে দিতে হবে, বিদ্যাপ ও বচস্পতির কাজ থেকে
অনিষ্টের জন্য কুমকদেবীর মধ্যে কটন করতে হবে, ইলেক্ট্রিক সব
লোকের সম্মতিকার্য দিতে হবে।

একদিনের সময় রাজা অনুচরদ্বন্দ্ব বিগ্রাসযাত্ৰতা করে এগাট চাইবারকে
হত্যা করে। সর্দারহীন কুমকড়া তখন হতভম্ব হয়ে পড়ে। রাজার সাহায্যে
টসবদিয়ে ভুটে আসে ওতে খালি নাইট বাহিনী ও দণ্ডী শহরবাসীরা।
কুমকড়ার হাতিশাওয়া যখন রুগ্ন হবে এই আশ্বাস দিয়ে রাজাব
উপনেতামণ্ডলী তাদের শহর ছেড়ে বলে যেতে বলেন।



नवागुनीक भद्रकर्म २०२३
 एतन्मया नमो भगवते
 (मिनिगुनाक १८०० माल)

বিদ্যুৎ-কলকমের কার্জন-
অভিযান" (মিনিমোচার [১৫০
পাতার])। বিদ্যুৎ-কলকমের
স্বাভাবিক নিয়ন্ত্রণের জন্য
সংসদে ইদারাতুল জমা' তিনি
বাংলাদেশের প্রতি আহ্বান
করেন।

୪ । ବିଦ୍ରୋହ ମହାରାଜାଙ୍କ ନାମା କାହାଣୀ ଓ ଅନ୍ତିମାୟ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କା ବ୍ୟବସ୍ଥା
 ଛେଡ଼େ ଚଳେ ଦେବୀର ମନ ସାମ୍ରା ଇନ୍ଦ୍ରୋହ ଶୋକ ରାଜା ନାହିଁତେବର ଶୁଦ୍ଧକ
 ଆଡ଼ାଲେନ ଛାଡ଼ାଟେରମାଲେନ ମଞ୍ଚେ ନିନ୍ଦା ତଥା ଦୁର୍ଦ୍ଦଶ ବାହିନୀଶୁଦ୍ଧକ
 ଅନୁମଦନ ଦେବୀ ଏବଂ ଏକେ ଏକେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମୁହସ କରନ ବିଶ୍ୱାସବାଦକତା
 ବଢ଼େ ବାଜା ଡାକି ଆସ୍ଥାନ ମାନବେନ ଅନ୍ତରୀକ୍ଷ ବଢ଼େନ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କର ଉପର
 ମାନବତା ନିର୍ମାଣ ଅତ୍ୟାଚାର ଗୋଳାଳି । ଦେବୀ ଦେବୀ ନିଜ ହାତୀର ଶିଖର
 ଉପ ଦୋହାକେଏ ହାତୀର ଦେହରା ହୁଅ

ইংলেণ্ডের কৃষকরা বিনোদন শুরুর করেছিল ইলানরূপ প্রকৃতির সিন-
এবং কর্ম পরিচালনা করত অংশগীতভাবে লণ্ডন ডাষ্ট্রামেন রেফ
সিয়েছিল মাঠ দুই কাউন্টির বিদ্রোহীরা। কৃষকরা দুইপক্ষে পড়ে নি দে
ভাদের শত্রু হন রাজার নেতৃত্বে সমগ্র সামুর 'শ্রেণী'। তারা রাজ সমর্থনের
অনেকা করছিল এবং নিজেদের শত্রু প্রতি দুই বংশ আস্থা রেখেছেন
কৃষকদের পরাধ করতে রাজা ও সামন্তদের সাহায্য করেছিল 'বিনোদ-
শহরে পরিবাদের অংশগ্রহণের ভয়ে ভীত লণ্ডনের ঘনী 'বাকের'

'জ্ঞাপকরা' যা পারে নি 'ইংলিশের' কৃষকরা কিন্তু তা বদলেছিল : তারা নিজেদের নারিবনওয়া উন্নয়ন করেছিল। তবে অর্থাৎ ছিল ঐক্যবদ্ধ ও সংহত ক্রিয়াকলাপের

বিদ্রোহী মানুষ যে খুব গুরুত্বপূর্ণ শক্তি হতে পারে, সামগ্রিক
তার পূর্ণাঙ্গ স্পেনেছিল। ১৯৮১ সালের পর তারা স্বেচ্ছায় বাটনি পূর্ণ
জিহ্নে দিল। গরিবদের বিরুদ্ধে চালু কঠোর আইনকানুনও কিছুটা
নবম বছরে হল। সারা ১৫শ শতাব্দী ধরে ইংল্যান্ডের পুরনো কৃষকই
কৃষিপন্থীর বদলে স্বাধীনতা অর্জন করল। কৃষিকারী কৃষকদের জন্য
ব্যক্তিগতভাবে স্বাধীন কৃষকরা ও কৃষকের মানবিক এনেদারের সঠিকভাবে
নির্ধারিত স্কাফা দিত।

२४वें महानदीदेखें और देखें कि
मुहाने का नाम क्या है।
महानदीदेखें कि वह किस
दिशा में बहती है।

ইহা সত্য ও মুদ্রাস্ফীত বৃত্ত
 দিল্লীতেই পাওয়া যায় নব্বা
 দিল্লী দিল্লী ?

[illegible]

তখনও তারা কাটা যাক সবাই তার খাওয়া ও পেটপুরে পান করা
নেই। বড় দাপাত নয়।

১৮শ শতাব্দীতে চেক গ্যানে সব রকমের সামন্ততান্ত্রিক বাদান্তান্ত্রিক
শাসনবিধির ওপর ইংল্যান্ড, ফ্রান্স ও অপর কিছু দেশের দাবী
একত্ববাদ বাদশ্বার বহন পুঙ্খন ছিল। কিন্তু কিছু দিনে বলা হয়েছে
যে, ফরাসি বাদশ্বার সময় কৃষকদের পানীয় মজি কর্তৃক বন্ধ করতে
হবে।' ভূমিদেব কৃষকদের সামন্ত বাদশ্বার মোলদানা আওতায় দেহে
দেওয়া হয়েছিল। নিজ নিজ পুঙ্খন বিবৃতি জানালেন অভিযোগে জানালেন
কল্যাণে কাজা নিবন্ধিতা প্রতি করেছিলেন।

বহুরে জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক ছিল গরিব মানুষ। বিনামূল্যে
কার্যভারগুলির ফটকের সমস্ত ভিত্তি পল জীত জমিদে ভিত্তি চাইত।

৪। তিন্দেবী পুঙ্খন চেখিয়ায় সবচেয়ে বড় জমিদার বহতে ছিল ক্যাথলিক
চার্লস চেক সবচেয়ে উচ্চ এক-তৃতীয়াংশ জমিদার মালিক ছিল সে
চেক শাসন পান, প্রায়শই অচিরশপের বান্ধবনাথ ছিল ১৪ শহর ও
২০০ গ্রাম সবচেয়ে বেশি কৃষক ছিল মঠগুলি ফরাসিমানির বাদশ্বারমিত্ত
জায়া উচ্চ মুদ্রা নিজেদের উচ্চ ও বাদশ্বার বিক্রি করে ওয়া জনসংখ্যার
গলা বদলিত।

শহর অসংখ্য অর্ধেক কদমের বোঝা কৃষকগুলি ও শহরবাসীরা
কল হলে পড়েছিল। চেখিয়ায় প্রায় আয়ের অর্ধেকই অংশ যাকক
সংসদেব সোমে পাত্তিত। বিশপ ও মঠের অধ্যক্ষরা সোমা দিয়ে তাদের
পল কিন্তু এবং সেই বরচাব বোঝা চাপাত ধর্মবিশ্বাসীদের
যানে জোনা পোপদের হোদপত্তা ও উচ্চবাহত হেহেবের ব্যাপার সব
এক সেব ও হানির উদ্দেশ্যে হটাত।

চেখিয়ায় ক্যাথলিক চার্চের বিবৃতি সার্বিক অসংখ্য চরম রূপলাভ

দত্বের সংখ্যারূপে,
কার্যগরি দ্বিগুণ ও বর্ধিত
বিকাশ আনয়ন দেশের কৃষক
সোমে বোঝা প্রভাব বিস্তার
করেছিল।

চার্লসের মঠ ও শহর
গ্রাম



কতিপা বিশপদের ও মঠগুলির মনুজি আর জমি-মালিকানা পান ও
নাইটদের মনে হিরদা সৃষ্টি করেছিল। বিশপের জমির বাদশ্বার ওয়া
নিজেদের জমি-মালিকানা বাড়তে বিবৃতিবাদ করতে না বনী শহরদার্মীন
যাকক সম্প্রদায়ের অংশপোষণের জন্য বরচা করতে চাইত না শহর
বিবৃতিচরণ করে বন্ধকগুলি ও শহরে গরিব লোকেরা এই সময়ে
সামন্ততান্ত্রিক নির্বাহিতার হাত থেকে মুক্তির আশা মড়াই চালাত।

৫। গির্জার নির্মাণ। চেখিয়ায় মনুজি দেখে জার্মান সামন্তরাও ইনী
বোঝ করতে অভিজাত জার্মান বংশের লোকেরা চেক রাজার কাছে
চাকরি করত, রাজ দরবারে উচ্চ পদে আর্মান ছিল। বাদশ্বার উপহারসংগ্রহ
তারা বিশাল বিশাল ভাণ্ডার উপত রাজার সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার সুযোগ
গ্রহণ করে চেক পানদের মতো জার্মান সামন্তরাও সর্বেশিকদের নাইটদের
কোণঠাসা করত, এমনকি তাদের জমিদানা দুনিয়াে নিত অনেক
দেউলিয়া নাইট নিজেদের দেশে অথবা বিদেশে ভাড়াটে সেনার কাজ
করত, অন্যরা পথেঘাটে আকতি করে বেড়াত।

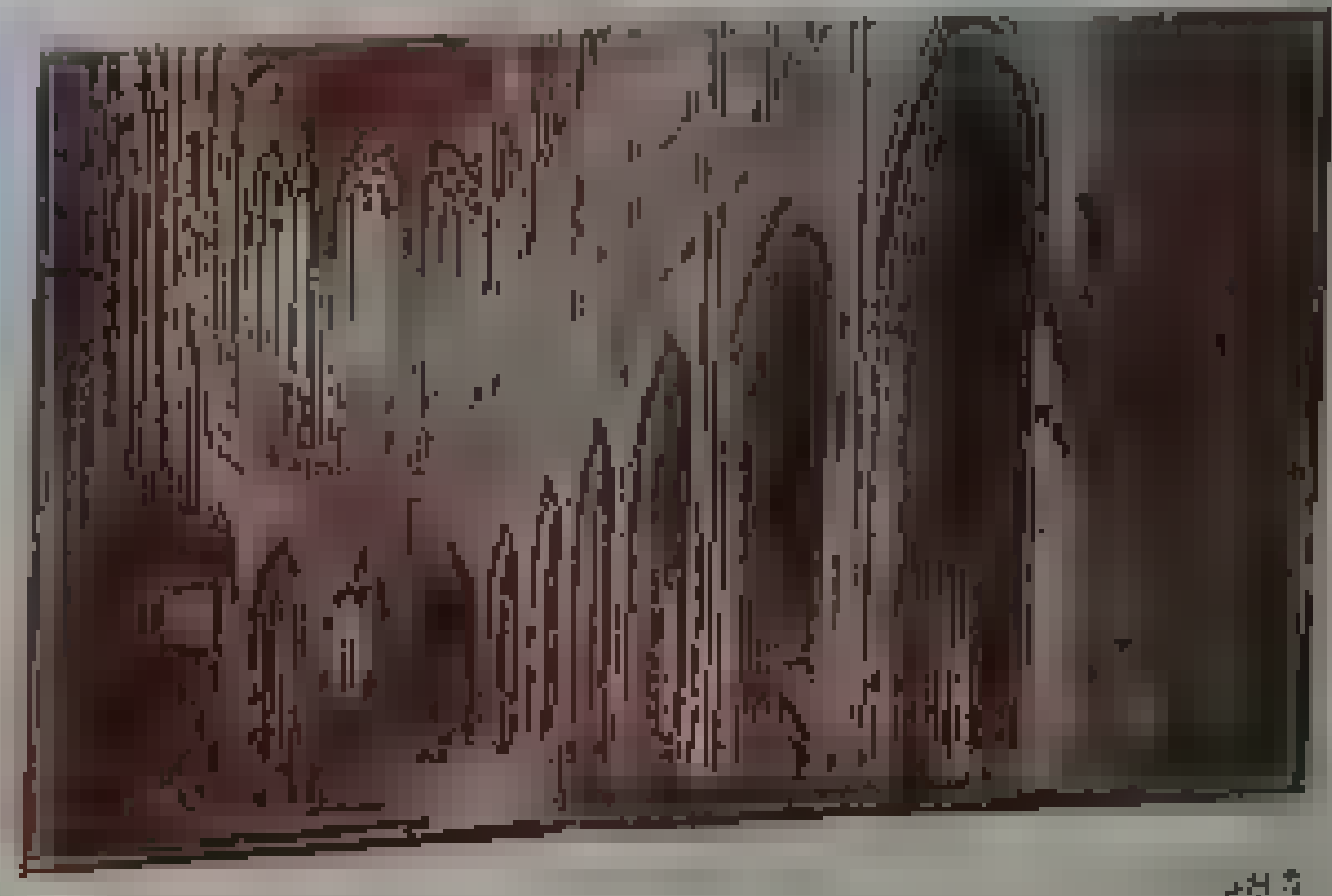
চেখিয়ায় শহরগুলিতে উঠে আসত জার্মান বণিক ও কারিগররা।
শহর প্রশাসন ব্যবস্থা তারা নিজেদের হাতে নিয়ে নিয়েছিল ১৪শ
শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত প্রায়ের শহর পরিষদে একজনও চেক ছিল
না। চেখিয়ায় খনিগুলিও জার্মানদের হাতে ছিল। চেক প্রাক্রিয়ক-কর্তা
কর্মীদের প্রকৃত পদিশ্রমের দ্বারা খনি আবিষ্কার তাদের সম্পদ বানিয়ে

শহর প্রশাসনে যোগদানের জন্য চেক কারিগর ও বণিকরা প্রশাস
চালাত এই সংগ্রামে তাদের সমর্থন জানত গরিব লোকেরা, বিশেষত
জার্মান ধর্মীদের উপদেষ্টা সংস্থা লোকেরা।

বিশপ ও মঠের অধ্যক্ষদের মধ্যে অনেক জার্মান ছিল। এমনকি
প্রথম বিশ্ববিদ্যালয়েও জার্মানদের দাপট ছিল। সমকালীন ইতোব্যক্তা
বলত যে, 'নিজের দেশে চেকরা নির্বাসিত রূপে বসবাস করে'।

জোনা পোপদের ও
কার্যগরি চেকের মনুজি
কী উঠে ছিল, তা মড়া
হয়

বিশপ ও মঠের কার্যগরি
১৪শ শতাব্দীর মাঝামাঝি,
প্রায়শই চেকের
প্রাক্রিয়ক প্রকৃতি প্রশাসন
১৪শ শতাব্দীর মধ্যে
এখানে বাদশ্বার ও
কার্যগরি বিশপের প্রায়
নিবন্ধনগুলি সংগ্রহ বদল
হয়েছে।



एकन त्रै सामग एतातमद आनर्थग कताड ?

যাজক-সম্প্রদায়ের সমালোচনা থেকে জিনি মিয়ার পুনর্গঠনের
 দাবিদাওয়ার ব্যাপারে চলে আসেন, মিয়ার বক্তৃতি মনোজ্ঞ। সম্পদ
 জিনিয়ে নেওয়ার, বিশপনের ও মন্তব্যটির কাছ থেকে তিনি যেতে নেবার
 নাব ভোলেন ধর্মবিশ্বাসীদের অসাধা যাজক বাড়িরাই কোন প্রয়োজন
 নেই, এটিয়ায় এক নিঃশব্দ ডার্চ শাক্স উচ্চত, যা দেশের বসন্ত রাজার
 মতই... দেশে দেশের বিলাসিতা বহুপ্রকার করা অনেক... উদ্দেশ্য,
 ... ফুল ও গাছের সময় প্রস্তুত, হয় এই বিলাসিতা করেছেন

১৯৪৬ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট দেশত্যাগের দিন - নিজ স্বদেশভূমি ত্যাগ করে ভারতীয়
 স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিলেন। নিজ স্বদেশভূমি ত্যাগের দিন ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৬ খ্রিঃ
 ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট দেশত্যাগের দিন - নিজ স্বদেশভূমি ত্যাগ করে ভারতীয়
 স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিলেন। নিজ স্বদেশভূমি ত্যাগের দিন ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৬ খ্রিঃ
 ১৯৪৬ খ্রিঃ ১৫ই আগস্ট দেশত্যাগের দিন - নিজ স্বদেশভূমি ত্যাগ করে ভারতীয়
 স্বাধীনতার সংগ্রামে যোগ দিলেন। নিজ স্বদেশভূমি ত্যাগের দিন ১৫ই আগস্ট, ১৯৪৬ খ্রিঃ

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥



১৪১৫ সালে ইরান হুসকে আখুনে পুড়িয়ে মারা হয়। সাহসের
মাত্র তিনি এই হত্যাকাণ্ডের বৃত্তকে বরণ বদলন।

১। সমগ্র সংগ্রামের সূত্রপাত। ইংরেজ শুল্কান্বেষণ চেষ্টা স্বনামের মতো
 অসহযোগ দৃষ্টি করে বলে নতুন কৃষকরা পাটপট্টে যেতে লক্ষ্য করে
 ইংরেজের দ্বারা গণ্য পত্রিকার মতো, কলকাতার স্বদেশী শুল্কের মতো চেষ্টা
 ওয়াশিংটন শুল্কের মতো জাতিগত পত্রিকার অসহযোগিতা ইত্যাদি অন্য এক
 বড় সংগ্রাম। ইংরেজ স্বদেশী শুল্কের মতো অন্য একই মতো উদ্ভাবিত আন্দোলন
 ২। ইংরেজ স্বদেশী শুল্কের মতো অন্য একই মতো উদ্ভাবিত আন্দোলন
 ইংরেজ স্বদেশী শুল্কের মতো অন্য একই মতো উদ্ভাবিত আন্দোলন।

১৯৩৯ সালে প্রথম প্রতিবর্তা বিনোদ করত। প্রতিবর্ত জোড়েরা হুজুরত
করা উঠেন মতো যুব পক্ষ এবং কৃষা মহল প্রশাসনভেদের চান্দনা নিজে
নির্দেশ করে সাব্যস্তভাবে তারা রাজধানীর প্রশাসন ব্যবস্থা দখলে
সমর্থ হয়।

করিবরা ও কারিগররা ঘনী আর্থানদের নানা শহর থেকে ভাগিয়ে দেয়। জনগণের যত আকোশ গিয়ে পড়ল কামাধিক চার্চের উপর। বিদ্যাইরা মঠগুলি ছত্রস্তর করে, গির্জার পুরোহিতদের হত্য অথবা বিচারিত করে। জনগণের এই আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে অনেক পান গির্জার জনিয়মা ধ্বংস করে।

ମୁଖ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥିଙ୍କ
ସମ୍ମାନାର୍ଥେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର

[illegible][illegible]

লক্ষ্যের অর্চনাবিশেষ। এই চেষ্টার স্বর্ন মশকও
জীবন ধারণ, কারণে তার মঙ্গললাই আমি নিজে
নিজাম: প্রবন্ধ, এই জন্য যে সে যৌন জীবনের পরিবেশ
সম্বন্ধীকে (চোপারকে) অপমান করেছেন: যিহীনত,
এই জন্য যে অনেক-মঙ্গলময়র ব্যক্তি চাকার জন্য
একবিন্দুও কাপড় না রেখে ভ্রমক জিহ্ন করে ছেড়েছে;
তুর্জীত, এই জন্য যে সে অনেক লোককে পছন্দ
করেছে প্রসন্ন, লোকের কিছু না জানাই ও অকৃতীকে
বিদ্বান করাই মঙ্গলজনক। এই লোকের বর্ণ নকশা:
ত্রিকসনের বিশেষ মঙ্গল (মঙ্গল) পাবনা
অকৃতও আর জ্ঞাত পেটভ্রমও তার হিতৈষী বনেন
না। আমরা আর পাবনা ছাড়িয়েছি। তাকে পেটভ্রম
যোক, আর আবেদ।

सुन्दर दिवस। सुन्दर सुख, सम्मान व निवास
जहाँ एतने निशि सौन्दर्य (सुन्दर सुख) सब
उसके सचचायुक्त होकर निज सब चाहमानों पर आर-
काएत करे निज, सोच के कामगारों एक न के सुख के
पर शक्ति सचचायुक्त होकर सुख के सब
सचचायुक्त सचचायुक्त।

କଳାହରଣର ଦିଗ୍‌ଗଜ ଯୋଗାଯୋଗର ଦିନ ଚଳନ୍ତା
 ହୁଏତେ ନା ଯେତେବେଳେ, ତାହାର ଏହାବେଳେ ହାସିର ସ୍ବାମୀଦେବ
 ସମାଧିବେଳେ ପରମ୍ପରା କଥାକୁ ଖୁଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଧାରରେ । ଓ ବରଦ କହନ୍ତି ।

8। ଜାହାଜପ-ସିନ୍ଧିଆ ଓ ମେନ୍ଦସା-ସିନ୍ଧିଆ । ଜନମଜ୍ଜମ ଶ୍ରୁତି ଦ୍ଵୟ ଲକ୍ଷଣା ବାହୁଲ୍ୟ
ବର୍ଣ୍ଣନା ଗୋପାଳକ ଜାହାଜପ ଶ୍ରଦ୍ଧାଂଜଳି ବଳେ ବଳେ ବିଦ୍ୟୁତ୍ସୂଚୀ ଏଥାରେ ଆସନ୍ତି ।
ଜମ୍ବୋଦନ ଜାହାଜ ଏକ ବସନ୍ତ ବାମନ, ହୁଡ଼କିଆ ଶ୍ରୀଜୀଉ ଦିବ୍ୟ ଚିନ୍ତାମଣି ମିସ୍ତ୍ରୀ
ବଳେ ଶାହାଜୁକ ନାମେ ତାହା ନାମ ଦିଆ ହୋଇଛି ।

সেইকাল জনগণের স্বল্প বিদ্যাকে পুরো জাতির জন্য সংগঠিতা শিক্ষকের
অভিহিত করল তাৎকালিকের দূরে। তাৎকালিকের পুরো শাসন বলবত
ছিল বিদ্যাহীন কৃষককুল, মুদ্রের কারবার ও শুল্কের অতিরিক্ত। তখন
একটি ছিল "মিনাস অর্ডিন্যান্স" বিধানে করা, সামন্ততান্ত্রিক বাদ্যনামূলক
নামকল্পিত ও বাদনা করত করা, সামন্তদের কার্য করে একটি কেন্দ্র
নেওয়া সবচেয়ে অতিরিক্ত জনস্বার্থের তাৎকালিকের দৃষ্ট চিন্তিত করা
করত যখন "পূর্ণিমা" মাটিতে বসবে না কোন রাজ, কোন পান, কোন
ভূমিদাস, এবং প্রশাসনের ভার নেবে স্বয়ং জনগণ। তাৎকালিকের
আরও চেয়েছিল ভিনদেশী ও ক্যাম্বলিক চার্চের উৎপাদনেরও চূড়ান্ত
প্রবাসনে ঘটক।

তাবোরে আগত লোকদের শহরের রাস্তাঘাটে রাবা বিশেষ দিশেয়
নিচ্ছেদের অধকর্ষি চারভে হত। এ সবই যেত বিদ্রোহীদের অন্তঃসম্ভা ও
গরিবদের সাহায্যের কাজে। তাবোরে সবাই নিচ্ছেতে সমান বলে মনে
করত এবং নিচ্ছেদের ভাই ও বোন বলে ভাবত।

কিন্তু মেউলিয়া নাইটও ভাবোপপন্যাসীদের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল। তারা কুখ্যাত একমাত্র বিদ্যুদ্বাণী জনগণের সাহায্যেই চৌকিয়ার শত্রুদের বিরুদ্ধে বিজয়লাভ সম্ভব।

ইসহাউসের অল্প মন্দির ছিল মদ্রমপন্থী। তখন মন্দির ছিল সাত।
করিগর ও বণিক, আর ছিল অধিকাংশ চোক সাহস্র। মদ্রমপন্থী দেশ
প্রচেষ্টা ছিল চেণ্ডিয়োর 'স্বনুদেশী' এবং প্রাসাদনের বিনাশ, কায়লিক জেলের
পরাক্রম বমান, তাঁর কাছ থেকে জমি-বাগিকানা ছিনিয়ে নেওয়া। কিন্তু
শেষের শেষ কিছুক্ষণ পিছত নিজ জনগণকে লক্ষ্যে রাখতেই ও
সামন্তরা ভয় করত, যার তাই ও শেষের শেষের প্রকল্পের কন অট্টপন্থা
ক্রিয়াকলাপ চলাত

এইভাবেই চেন্নিয়ার শুরুর ইতিহাস হুসাইটি আন্দোলন - কার্যকর জাতি ও কিন্নেসী প্রাধান্যের বিরুদ্ধে চৈতন্য জনগণের স্বেচ্ছাশ্রম। হুসাইটিদের অবিদিত অটম বরষ চান্দারগণের স্বেচ্ছাশ্রমের বিরুদ্ধেও স্বেচ্ছাশ্রম চালিয়েছিল।

-

[illegible]
$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial t} \left(\frac{1}{2} \rho v^2 \right) = \frac{1}{2} \rho \frac{d}{dt} (v^2) \\ & = \frac{1}{2} \rho \left(2v \frac{dv}{dt} \right) = \rho v \frac{dv}{dt} \end{aligned}$$

(ପ୍ର. ୨୦ ବା ଛାଳଟିକି)

১. মুসাইটদের বিরুদ্ধে ধর্মযুদ্ধ : ক্যাম্বলিক জাতি - ক্যাম্বলিক সাম্রাজ্যের সর্বাধিক
 জনের সংখ্যক অধরাতে চলে নি। তাই তারা চেক জনগণের সুস্থি আন্দোলনের
 দ্বান্দ্বক করে চিৎ করল। মুসাইটদের বিরুদ্ধে ক্যাম্বলিক গোত্র
 করল। পুঙ্খনট ক্যাম্বলিক সাম্রাজ্যের নিয়ে গড়া ধর্মযুদ্ধের
 প্রথম ক্যাম্বলিক সাম্রাজ্যের সর্বাধিক জনগণের দ্বান্দ্বক
 এই তথ্যের উপর নির্ভরশীল।

১৯২০ সালে প্রচিন্দ্রের উপর হামলা চালান এক লক্ষ সেনা।
 সচিব রাজধানীতে আসার পথে ধর্মযোদ্ধারা চারিদিক ছিল ঘেরাও, যুদ্ধক্ষেত্র
 দখল পক্ষের ও প্রত্যেক মানুষকে করেছিল হত্যা ধর্মযোদ্ধারা চক্রবর্তী
 প্রশংসা করেছিল নির্মল নড়ের চলেছিল পূর্ব ফটকগুলির মাপকাঠি
 টিলায়। রাজধানীর বাসিন্দাদের সাহায্যার্থে আসত তাদের পক্ষীদের ছোট
 এক বাহিনী এখানে দৃঢ় ঘাঁটি স্থাপন করেছিল। বীর সেনারা অটলভাবে
 যোদ্ধাদের নাইটদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল। নড়ইয়ের চূড়ান্ত
 দুর্ভাগ্য পক্ষের ফটকগুলির ভিতর থেকে এক বাহিনী এসিয়ে গিয়ে
 নাইটদের রণাঙ্গনের পশ্চাদ্ভাগে হানা দিয়েছিল। হতভম্ব হয়ে ধর্মযোদ্ধারা
 প্রাণের প্রাচীর হতে চম্পট দিয়েছিল।

হুসাইনদের বিরুদ্ধে গোপ ও সম্রাট আরও চারবার আন্তহানের
কারোজন করেছিলেন। তবে প্রথমের মতো সেগুলি সবই ব্যর্থ হয়েছিল।

২। সেনাবাহিনী। হুসাইনপুরে বিজয়ের গোপন রহস্য কী ছিল? সামন্ত সেনাবাহিনীর সঙ্গে লড়েছিল কৃষক, কারিগর ও শহুরে পরিবাদের নিয়ে গড়া সেনাবাহিনী। জাবোরপক্ষীদের নাইটদের মতো অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। এদের সেনানবোর মূল অংশ রূপে ছিল পদাতিক বাহিনী। তাদের অস্ত্র বলাতে ছিল লোহা লাগান মাড়ারের ডাঙা, কাস্তে, ঘোড়ার উত্তরি বাল্লম, কুড়ুন, লোহার অস্ত্রভাগ সহ ডাঙা, ইত্যাদি। এইসব কৃষক অস্ত্র দিয়েই জাবোরপক্ষীরা যুদ্ধবিদ্যায় অভিজ্ঞ সামন্ত ও ছাড়াটে সেনাদের যতন করেছিল। বিশেষ ধরনের অস্ত্র দিয়ে তারা নাইটদের ঘোড়ার পিঠ থেকে টেনে-হিটকে নামাত এবং মাড়ারের লটি দিয়ে “নকুই করত”।

[illegible][illegible]

Figure 1

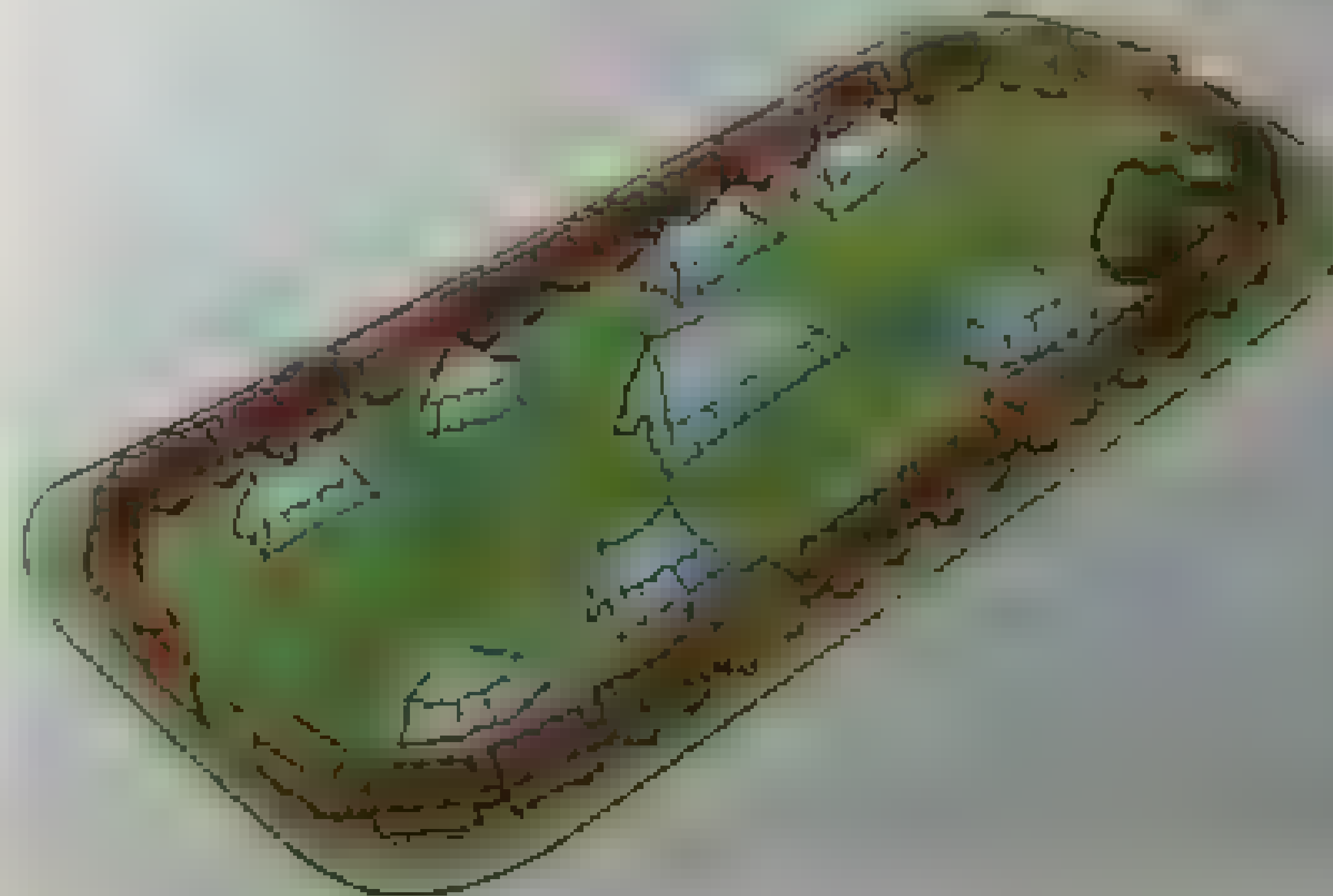
2. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

ধর্মযোদ্ধাদের স্বাধীন ও উজ্জ্বল জীবনযাত্রার সম্ভাব্য সামাজিক চেতনা, অতীত ও শৃঙ্খলা ছিল অনেক বেশি। তাদের মধ্যে চেতন-জীবনের কোন স্থান ছিল না। স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার, অতি উচ্চমানের মানব জীবন ও জীবিত জগৎ সম্ভাব্য অতি উচ্চমানের অর্থব্যয়ের অনুশীলন সাধা নেও। ইতি

চেন্নিয়ার জনগণ জানাশ্রিল এর নায়ক — স্বাধীনতা
 বিপ্লবে যুদ্ধ, নিজ নায়কত্বের স্বাধীনতা প্রকাশ করে নতুন ছিল।

७। ईरान जिझ्वा । अरब समन्वय द्वारा प्रयुक्त समन्वयिता
लेखन शैली प्रयुक्त न करे । इसमें समन्वयिता द्वारा प्रयुक्त ७
प्रयुक्त जिझ्वा प्रयुक्त प्रयुक्त प्रयुक्त, प्रयुक्त समन्वय ईरान जिझ्वा
द्वारा प्रयुक्त प्रयुक्त प्रयुक्त प्रयुक्त प्रयुक्त

মতাইয়ে তিনজনে মধ্যম আয়ত পেশাছিলেন এবং অল্প কয়েক জন, যাও কিছু তাঁর সেবকাদিনী পরিচালনের দায় চালাত। যান চিন্তার 'চতুঃপদ' ছিল তাঁর মাংসাদিগণ। তাঁর তাঁর কিছু সেনার থকতান ও প্রতিদিনের কবর জানিত আপন জাতির চমৎকার জানান করত এবং অল্প সেনাপতি নিভুলতাই চেষ্টা করে অমিকতর বহিঃকালক স্থান নির্ধারণ করতেন। আবদুল্লার দেশের ও সিংহাসন দ্বারা শুভেচ্ছা হতব্রজি করে দিয়ে তিনি মতাইয়ে বিপুল উদ্ভাবন নক্তি প্রদর্শন করেছেন। এত মতাইয়ে জিহ্বার আদেশে সিংহাসন উপর চমৎকার আচরণও নাহটদের মাধ্যমে উচ্চতম স্তর পর্যন্ত চলে যায়। ফলে হস্তেছিল ; নাহটরা পিপী হস্তেছিল এবং ফিল্মে পাতিয়েছিল।

[illegible]

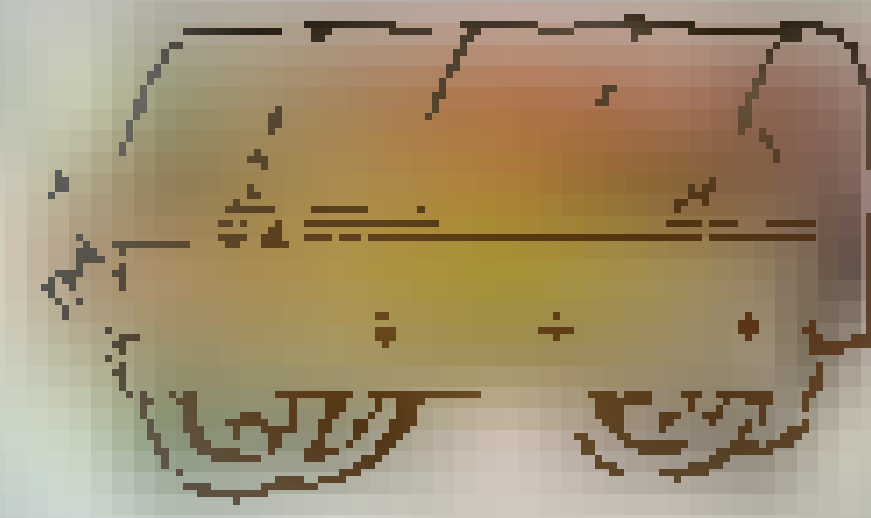
জিজ্ঞাসক নেতৃত্বে সেনাদল অতিক্রমে সেউখান হাতিব হান, যেখানে শত্রুপক্ষ তার আশা করত সবচেয়ে কম প্রায়ই হুমপন্থীদের শূন্য লড়াইয়ে গান ছাড় গাড়িমোড়ার আওয়াজ শুনেই নাইটরা আতঙ্কে লালিত শত্রুরা জিজ্ঞাসকে ডাকত 'সরকার কান' নামে এবং তাঁর নাম শুনেই তারা কঁপত।

জোহর্দাহিনীর সেনারা তৎসময় সেনাপতিক জাংরাসহ 'জাংরাস' কুড়ার পর তারা নিশেদের 'অনখ' বলে অভিহিত করত নিজ বীরের উজ্জ্বল স্মৃতি চিত্র কল্পনা রচনা করেছিল। জিজ্ঞাসা নামে চেঁখিয়ার বহু জায়গায় নামকরণ করা হয়েছে, শহরে শহরে তাঁর স্মৃতিসৌধ স্থানান্তরিত হয়েছে।

৪। অন্যান্য দেশে হুমপন্থীদের অভিযান। ইরান জিজ্ঞাসার কুড়ার পর নতুন মতুন প্রতিরক্ষামূল্য সেনাপতিরা হুমাইট বাহিনীর নেতৃত্বে তার নির্দেশে হুমপন্থীরা বিজয়ী অভিযান চালিয়েছিল হাঙ্গেরি, অস্ট্রিয়া ও কুপার জার্মানির অভ্যন্তরে, এমনকি সার্বিক সাধারণ গ্রীষ্মে পৌঁছেছিল তারা নামা দুর্গ ও মঠ ধ্বংস করেছিল, নিজ সংগ্রামের নফা বাখাখারী পত্র প্রচার করেছিল। এম পদে বলা হয়েছিল : 'সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জিনিস যাতে স্মৃতি রাখার পবিত্র সংগ্রামে নিজ জীবন বলির নিষ্কান্ড নিয়েছি আমরা।'

ভাবোপন্থীদের যে-জালাদশর্ক সামন্তরা ও যাজক-সম্প্রদায় 'চেক গরল' নামে অভিহিত করত, তারা ইউরোপে তা ছড়িয়ে পড়েছিল। জার্মানি ও পোল্যান্ডে শত্রু হয়েছিল কৃষক ও শহুরে গরিবদের বিরুদ্ধে। এক বড় কৃষক বিদ্রোহের আগুন মলে উঠেছিল হাঙ্গেরিতে। শুলুমায় এক বছর বাদে অনেক গরিব সমাবেশের কল্যাণে সামন্তরা তা দমন করতে পেরেছিল।

৫। নরমপন্থীদের বিশ্বাসঘাতকতা। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে ভাবোপন্থীদের আন্দোলনে চেক সামন্তরা ও সচল শহরবাসীরা জ্যা



হুমাইটের টেনিস

আজকালকার
মোবাইল
নিম্নলিখিত
হুমাইট
(আধুনিক)

আন্দোলিত। হুমাইট যুদ্ধের সময় গান ও নাইটরা শিখার ক্রম নতুন করা হলে এবং জনগণের বীর প্রদায় বাদতান্ত্রিক আন্দোলন গাওয়ান স্বপ্ন দেখত। শহরগুলি প্রশাসনের তার নিয়ন্ত্রণ হাতে নিয়ন্ত্রিত চেক বনিক ও ধনী কারিগররা।

হুমাইটগুলির সমকাল্যে বিশ্বাস হাঙ্গেরি পোপ ও নাইট হুমপন্থী মর্যাদা চেকদের সহযোগিতা চেষ্টায় দুটি সংগ্রামের অবসান ঘটাবেন তাঁরা নরমপন্থীদের সঙ্গে ইষ্টকে বসলেন চেক সামন্তদের পোপ আশ্বাস দিলেন যে 'সত্যিকার কার্যকর কর্মী তাদের হাতের থেকে যাবে, গান ও নাইটরা বড় বড় সেনাদল গড়ল, যার বরচা বহন করতেন পোপ ও নাইট বদমপন্থী ও ভাবোপন্থীদের অনেক যুদ্ধ হল যুদ্ধ।

১৪৩৪ সালে প্রাগের পূর্বে লিপানি নগরীর উপকণ্ঠে ভাবোপন্থীদের প্রাক্রমণ করল নরমপন্থীরা। লোকদেখান পিছু-হটে নরমপন্থীরা শত্রুপক্ষের চোখে ধুলি বিধে চোখাভিগুণির আড়াল থেকে তাদের প্রিয়তম মেয়ে কন্যা করে ৭ প্রসূ করে। সমস্ত কন্যাকে কন্যা করে নি; অল্প সংখ্যক কন্যা বেঁচে ছিল। অনেক ভাবোপন্থী নিজে নিজে মারা এবং রাত্রিবেশায় পুড়িয়ে মারে।

লিপানির উপকণ্ঠে পরাজিত হবার পর চূড়ান্তভাবে পরাজিত না হওয়া পর্যন্ত ভাবোপন্থীদের আশ্রয় কিছু বাহিনী সামরিক ড্রায়াকলাপ রাখায় দেখেছিল।



হুমাইটের প্রস্তম্ব
শ্রাব ১ সপ্তম
মহা প্রাগের চণ্ডী
- কটা মনো
৪। ৪৪৪

৬। হুমাইট আন্দোলনের কারণ। ১৫ বছর ধরে (১৪১৯ থেকে ১৪৩৪ সাল পর্যন্ত) চেক জনগণ বীরত্ব সহকারে সামন্ততান্ত্রিক নির্বাণ, ভিন্দোশ প্রাক্রমণ ও বাহনিক চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়েছিল। ভাবোপন্থীদের সংগ্রাম ছিল কৃষক যুদ্ধ। ইলমড ১ শতাব্দীর কৃষক বিদ্রোহের থেকে এক তফাৎ ছিল এই যে তা অস্বিকৃত মর্মে ও সংগঠিত বন্দন্য করেছিল, নানা দেশে ভ্রমণ করেছিল কৃষকদের ও শহুরে গরিবদের পরাজিত করেছিল, কিন্তু তারা তারা সম্মতিভাব দমন শোষণ জোরদার করার ব্যাপারে সামন্তদের প্রচেষ্টাকে রুখতে সক্ষম হয়েছিল।

কায়নিক চার্চের বিরুদ্ধে কোনোই জনগণ প্রচণ্ড আত্মত মনোভা দিত। তার ফলেই তিনি পুণ্যপুত্রিতার ফিরিয়ে নিয়ে ও হুমাইট মঠগুলি পুনর্গঠন করতে পারে নি।

চেঁখিয়ার ভিন্দোশ প্রাক্রমণ রোমা হয় হুমাইট যুদ্ধের দরুন আন্দোলন শহরের লোকসংখ্যা গঠিত হয়েছিল চেকদের নিয়ে অফিস-আদালতে চেক ভাষা জার্মান থেকে বোকাবা করেছিল ইউরোপে সামন্ততান্ত্রিক নির্বাণের বিরুদ্ধে জনসম্মতিকার



4

[illegible]

अथवा न

1997	1998
------	------

$$\frac{1}{1-\alpha} \leq \frac{a_2}{a_1} \leq \frac{1}{1-\beta}$$

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

রাজ্যে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল।
সেখানে উপর্যুপের দুই দড়ি দ্রাঘি বহিষ্কৃতইন সত্য।
নিজ অধিকার পরতন হরিয়াছিল। তার সমুদ্র উত্তরী বহুধুতিতে
ভেনিস ও জেনোয়ার নৌকোরা ব্রজ করত : তারা নিজ লগে কণিকা
লগল করোতন নিজে জনগণের কাছ থেকে সবদান কলই কল
লগ রাজ্যের আদা করতন কোমলার তেই লুনা হলে পড়েছিল
যে সব রাষ্ট্রকে নিজেদের মস্তদুলায়ান ছলকির খান করে ও ব বহুত।

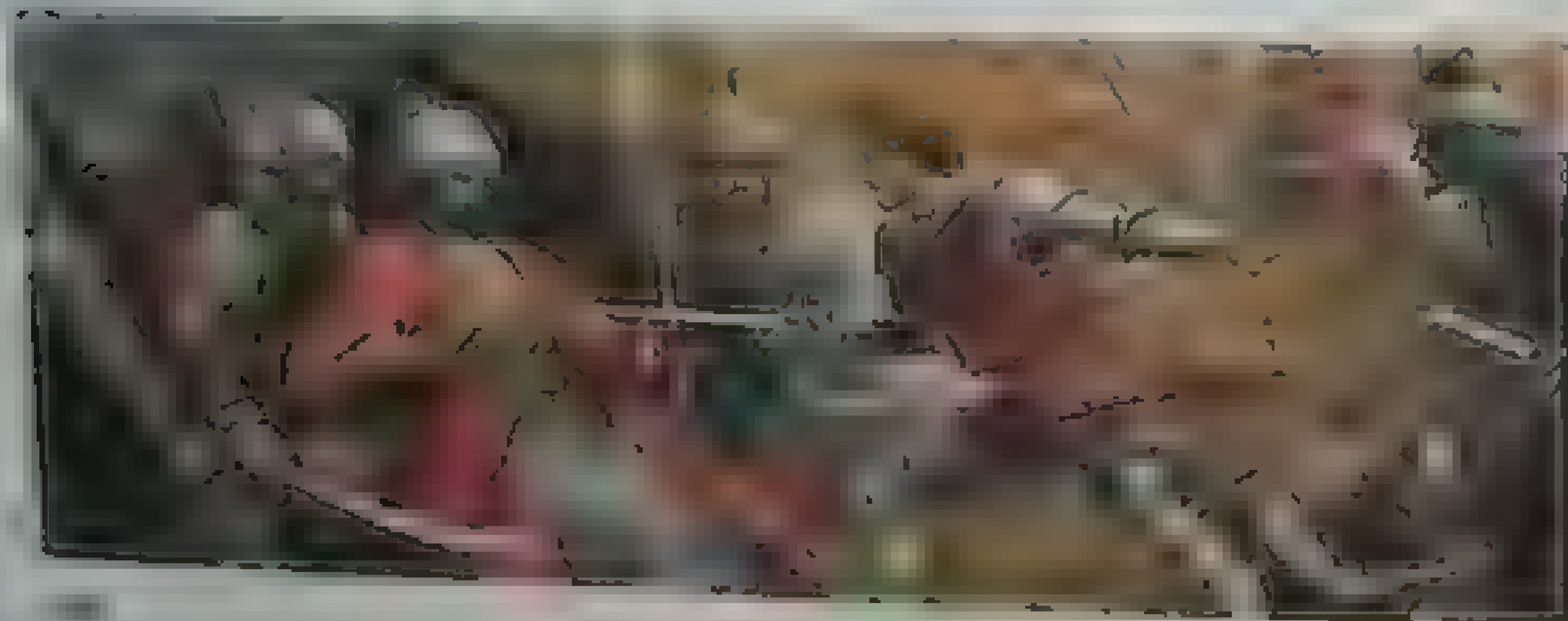
সমস্ত সাম্রাজ্য হস্তান্তর। একজন উপরীক্ষকের মাধ্যমে কামতুলুনি
সমস্ত কামতুলুনি ও পুরানো সমস্ত দুর্গে যাওয়া।
১৪৯৮ সালেইসলামী সাম্রাজ্যের আত্মত্বকীয় দুর্গ ও পাদপারিক সংগ্রহের
মূল সন্তান উপরীক্ষকের মাধ্যমে পূর্ণ হতে শুরু হয়।

২। তুর্কী ওসমানদের প্রথমে নানা দিশিষ্কার। ১৪৮৮ সত্যকীর শেষে
একটি মাইনর ওর পশ্চিমে তুর্কী সেনাপ্রধানের ভেতর-পড়া রাজ্যের
একটি দুর্গে ওসমানের নেতৃত্বে এক দুর্গপ্রার্থী সমস্ত রক্ষা প্রতিষ্ঠিত
হয়। তার শাসন-কমতায় সংগঠিত উপজাতিগুলিকে তুর্কী ওসমান
নামে অভিহিত করা হয়। ওসমান রক্ষাপ্রদান পরে মূলতান উপাধি
লেন।

ইউরোপের উপর্য উপর এককালি শূণ্যতা দ্বারা তুর্কীরা
সমস্ত দুর্গ মেরিটা ও বুনতানমান মধ্যে লড়াই করে বাইজান্টিনাম
পুর্নই সামরিক সহায়তা আশ্রয় ওসমানদের শরণাপন্ন হও এবং তাই
তার কল হয়েছিল। বুনতান উপরীপে তুর্কী ওসমানরা হামলা শুরু
করল এবং গোটা এলাকার পর এলাকা দখল ও মরুভূমি করে ছাড়ত
ওসমানদের হামলায় পশ্চিম সম্পর্কে অনেক সময়কারী ব্যক্তি
নিষেধন। একজন দীর্ঘদিনের হত্যার করা হয়েছিল, অন্যদের নিয়ে
যাওয়া হয়েছিল দামতুর কালে, আর যারা সেখানে রয়ে গেছিল,
এদের মাথায় উপর্য স্থানছিল মৃত্যু, কেননা তারা মরছিল অন্যহায়ে।
বুনতান দেশগুলির দুর্বলতার প্রমাণ পেয়ে ওসমানরা হামলা ছেড়ে
দিশিষ্কার পথ নিল। ইউরোপে বাইজান্টাইন রাজত্বের বখেস্ট এলাকা
এলা দখল করল। মূলতানের ভ্যামান, এই স্বীকরণ করতে এবং কর
দিয়ে সমস্ত বাধা হয়েছিলেন।

তুর্কী ওসমানরা বুলগেরিয়া আক্রমণ করেছিল, প্রায় সব শহরই
এদের লড়াই করে নিতে হয়েছিল। কৃষকরা বনোজমানে ও পাহাড়ে

মূলতানে হত্যা করেছেন
দিলোম অদিলিচ
(আধুনিক দিল্লীর আঁকা)



পাশিয়ে যেত, ওর পাত্ত ও ওসমানদের হামলা আত্মা
বাহিনী আক্রমণ করত। তবে দিশিষ্কারের প্রতিরোধে সেবার জন্য মামতুরা
সংঘবদ্ধ হতে পারে নি। ১৪৮৮ সত্যকীর শেষে বুলগেরিয়া মূলতানের
শাসন-কমতায় চলে আসে।

৩। কোসভো ময়দানের লড়াই। ১৪৮৯ সালে ওসমানদের এক দিল্লী
বাহিনী হুজুড় বদর সেবিয়া আক্রমণ করে। চতুর্থ লড়াই চলে কোসভো
ময়দানে। মূলতানের মনে কলহে ফলে সেবিয়াদের শত্রু ছিল
দুর্বল। একদল যুবরাজ-লড়াইয়ের মাঠে ছিল অনুপস্থিত, অন্যরা ভাঙে
অংশগ্রহণ না করে এক পাশে দাঁড়িয়ে লড়াইয়ের গতিবিধি নির্ধারণ
করাছিল।

শুরু থেকেই লড়াই ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছিল। একদল মোল
আনা মৃত্যুর পথ বেছে সেবিয়ান মামনী যোদ্ধা মিজোম অদিলিচ তুর্কী
শিবিরে প্রবেশ করে এবং ৩৬৮৮৮ নিয়ে মূলতানের সাথে আলাপ হন।
তুর্কীদের শিবিরে দেখা দেয় বিশৃঙ্খল। সেবিয়ান যোদ্ধারা শত্রুপক্ষের
কোণঠাসা করতে থাকে। দিল্লী মূলতান পুত্র লড়াইয়ে পাঠানোর
নতুন নতুন সেনা নিয়ে আসে। সেবিয়া সেনাদের তুর্কীর পদাশ্রয় করে
তাদের বন্দী করে ও তাদের শাসককে হত্যা করে।

কোসভো ময়দানে পরাজয়কে সেবিয়ান লোকেরা এক বৈশিষ্ট্য
দর্শনা রূপে দেখেছিল। লড়াইয়ের বীরদের নিয়ে লোকেরা ৩ টি পক্ষ
গ্রহণ করত, স্বাধীন সেবিয়ান সমর্থন করা সমর্থন ওলিহো ও স্যামান
সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে নোকশারিয়া সেবিয়া গাইত। কোসভো
ময়দানের লড়াইয়ের পর সেবিয়ান অনেক সামন্ত তাদের জমিদারি বজায়
রাখার জন্য মূলতানের কাছে রাজ্য শ্রু কবেছিল। তবে দিশিষ্কারের
বিশুদ্ধ সংগ্রাম চলাকাল। প্রায় ৭০ বছর পর মূলতান মারা সেবিয়া
পুরোপুরি কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সময় হন।

মহা ইউরোপের দেশগুলির উপর তুর্কী ওসমানদের প্রত্যাশন
আশঙ্ক্য দেয়া নিত। বোমান পোপের সহযোগিতায় তাদের বিরুদ্ধে
কয়েকটি ধর্মযুদ্ধের আয়োজন করা হয়েছিল। কিন্তু নার্সি ধর্মযোদ্ধাদের
সম্পূর্ণ বিফল হবার সময়েই সেবিয়ান অভিযানের অবসান ঘটেছিল।

৪। বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের পতন। বনতানউলেন্দুত প্রতিরোধ করে
জনা ওসমান সামন্তরা বহুবার হয়ে স্বপ্ন দেখেছিল। মূলতান ২য় নেহমান
বিশাল সেনাবাহিনী (২ লক্ষ লোকের) একটি বয়েসিজন এবং স্বল্পতন
বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের প্রাণস্বামী অবরোধ করেছিলেন। মরম সামন্ত
তুর্কী নিজেদের জালাল নিয়ে গেছিল।

দিল্লী এক লড়াই সেনাদের জালাল হতে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য

ছিল না। শহর দক্ষকর জালা-সরকার ১০ আলায়ের বেশি মোছা পাঠাতে
সরকার নিম্ন কলীমের জিহা ইউরোপের নতুনতম পঞ্জিগারী মোসলমান
হলিফা দক্ষকর সমস্ত তরফে জালা-সরকারি সহকারে জালা-সরকার
পাঠিয়েছিল। জালা-সরকার জালা-সরকারি পঞ্জিগারী-কলীমের প্রথমতঃ
জালা-সরকারি আক্রমণ মোছার পর জালা-সরকার শহর কলীমের নীচে মুদ্রিত হলে
শুরু করে তবে কলীমেরটি টের পেয়ে অবশেষে অধিবাসীরা জালা-সরকার
সহ সেটির বিশেষায়ণ ঘটায়।

সহ সেক্টর বিনোদন ঘটায়।
 প্রতিটি মুহূর্তই যেন এগিয়ে আসছে। তাই হাজারুলি কনস্টানটিনোপলের
 হিসাবের বন্দর স্বাগতের আনন্দ আদেশ দেন, যাতে দুই প্রতিনিধির
 লিডারসহ যথেষ্ট শহর অবরোধ করা যান। বন্দরের প্রবেশ পথ ছিল অতিবাস
 এক সড়ক দিয়ে হুজ, যা ভেদ করে একটিও জাহাজ ভিতরে যেতে
 পারে না। ওসমানরা তখন রাতিবেলায় স্থলপথে তাদের জাহাজগুলি
 স্বাগত বন্দরে টেনে এনেছিল এবং তা করেছিল খুব বেশি করে চর্বি
 মাখান কঠোর শক্তিতে।

সহ দিও গোপন স্বাস্থ্য নিয়ন্ত্রণ কর্তৃক সেনার চিকিৎসা প্রকল্প শুরু করেছিল।
তারা প্রতিবেদন প্রেরণ করে যে ৩ বছর নিয়মিত পরে অনুপ্রবেশ করত
সফল হয়েছিল। নব্বইগামী দুই মিনি লড়াইয়ে শেষ বাইজাটোইন সম্রাট
নব্বই জন বদরগায়েত্র ওয়তন দিনে খুবীরা কলমটানটিনোপুল দখল
করতে পেরেছিল।

এইভাবেই ১৪৫৩ সালে বাইজান্টাইন সাম্রাজ্যের অস্তিত্বের বিরোধ
মতে লুণ্ঠনের জন্য ক্রুজান চিহ্ন দিয়ের জন্য মধ্যযুগীয় নিজেদের সৈন্যদের
বাহিনী ছেড়ে দেন। প্রতিরক্ষা বাহিনীর অধিকাংশকে হত্যা করা হয়।
প্রায় ১৩ হাজার বসিন্দকে এতদ্বারা হত্যা করা হয়। তুর্কিরা
কনস্টানটিনোপল নামে দেয়। ইজানবুলে এবং তা ১৩৫৩ খ্রিষ্টাব্দে
সাম্রাজ্যের পতন হয়।

[illegible]

‘‘ସାହିବଜୀ’’ ହୋଇଲେ ଓସଲର
 ଗୋଟିଏ ମାଲିକାନା (ସାହିବଜୀ
 [ସହର ସାହେବୀ])
 ସାହିବାଦେ — ଅହାବୋହା
 ଏକତାମ ସାହିବଜୀ ସୁବେଲମାନ,
 ତାହା ସାହିବାଦେ ନିଜାଦିକ
 ଓଝିର ଏ ଏକତାମ ଗୋଟିଏ

[illegible]

ବକାସପତ୍ର ଆମାଦନର ଚକ୍ରାନ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଚଳାଚଳଶୀଳ ନାମକ
 ଫିଲ୍ମର ମୁକ୍ତିଲାଭ ପାଇଁ ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବୀଙ୍କ
 ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାରେ
 ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବୀଙ୍କ
 ଉପସ୍ଥାପନାରେ ଶ୍ରୀମତୀ ଶର୍ମିଷ୍ଠା ଦେବୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥାପନାରେ

२५३ राजाजी मुई समुनाम इनाशा उरुतिनाम,
 तेनें समुनाशा राजा समुदेतिना राजादेरा,
 मुई अठाठि रतथ इमु एई वदयेरे।
 समुदेरा कुकीपुत वदई ए राजा जेकि
 वास समुदेराउ दगई इना वदई,
 आशिमथक राजमाथा से इना वदना।

[illegible]

এইভাবেই বহুকাল উলবীশে তুর্কী ওসমানরা তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করে।

করে।

- ১। তুর্কী ওসমানদের পরবর্তী নামা নির্দিষ্ট। কনস্টানটিনোপুল জয় করে তুর্কী ওসমানরা এশিয়া ইউরোপ সংযোগকারী বাণিজ্য পথগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল। এতে ইজানির নানা শহরের বাণিজ্যের উপর আঘাত পড়েছিল।
- ২। ১৫শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তুর্কী ওসমানরা ত্রিনিয়া ভানের অধীনে এনেছিল। সেখানে বসবাসকারী তাতাররা তুর্কী সুলতানের জামানে পরিণত হয়। তার সমর্থনে তারা পোল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও বসের ভূখণ্ডে আক্রমণ জানাত। প্রবল সংগ্রামের পর জানিয়ুব তীরের দুই রাজত্ব — মেরমতিয়া ও তালবিয়া শাসনকারী সুলতানের জামান রূপে নিজেদের স্বীকার করে নেয়।

§ ৩৫। ওসমান সাম্রাজ্যের প্রারম্ভ ও তার পতনের সূত্রপাত

(ক. ১২ নং মানচিত্র)

১। তুর্কী ওসমানদের পরবর্তী নামা নির্দিষ্ট। কনস্টানটিনোপুল জয় করে তুর্কী ওসমানরা এশিয়া ইউরোপ সংযোগকারী বাণিজ্য পথগুলি নিজেদের নিয়ন্ত্রণে নিয়ে এসেছিল। এতে ইজানির নানা শহরের বাণিজ্যের উপর আঘাত পড়েছিল।

১৫শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে তুর্কী ওসমানরা ত্রিনিয়া ভানের অধীনে এনেছিল। সেখানে বসবাসকারী তাতাররা তুর্কী সুলতানের জামানে পরিণত হয়। তার সমর্থনে তারা পোল্যান্ড, ইংল্যান্ড ও বসের ভূখণ্ডে আক্রমণ জানাত। প্রবল সংগ্রামের পর জানিয়ুব তীরের দুই রাজত্ব — মেরমতিয়া ও তালবিয়া শাসনকারী সুলতানের জামান রূপে নিজেদের স্বীকার করে নেয়।

এঁদের ওসমানরা জয় করে নেমে পটেমিয়া, আর্মেনিয়া ও সিরিয়া পশ্চিম, মরক্কো জয় করে আরবদের প্রাচীন শহর মক্কা সহ আরব দেশ ও সিরিয়া

আফ্রিকায় তুর্কী ওসমানরা মিশর জয় করে। পরবর্তী কালে তারা মরক্কো ছাড়া পুরো উত্তর আফ্রিকা দখল করে মুসলিম বোম্বস্টে মরক্কো আলজিয়ার শহর অধিকার করে তা নিত রাস্ট্রের রাজধানী বানায়। একদা আলেক্সান্দ্রিয়া নদীর মোহনায় তুর্কী সাগরের উপকূলবর্তী মরক্কোর উপর আক্রমণ চালাত।

ইউরোপবাসীরা বাকি মহিমায় বলে অভিহিত করত, সবচেয়ে পরাজয়শালী সেই সুলতান ১ম সুলতানের আমলে (১৪৫০ - ১৪৬৬) তুর্কী ওসমানরা মধ্য ইউরোপের পথে অনুপ্রবেশ করেছিল। ১৪৫৬ সালে তারা বেলগ্রেডের রাজদরজা চড়াও করে পরাজিত করে অস্ট্রিয়ার এক বড় দাপ্তরিক করে। ১৫শ শতাব্দীর জন্য অস্ট্রি ওসমান সাম্রাজ্যের দাপ্তরিক কালে পড়েছিল, অস্ট্রিয়ার রাজদার দ্বিতীয়দা বাকানের জন্য সুলতান প্রচেষ্টা করছিলেন, কিন্তু তার প্রাচীরের কাছে তিনি পরাজিত হন।



১ম সুলতান

মহাম্মদ ২য় সুলতান

এইভাবেই নিজেদের মতে সুবিশাল এক ওসমান সাম্রাজ্য গড়ে তুলেন তুর্কী ওসমানদের ভূখণ্ড পরিদর্শন তিন অংশে বিভাজিত করা প্রাকৃতিক ও ইচ্ছাবশত।

২। সুলতানের শাসন-ক্ষমতা। মহাম্মদ দ্বিতীয় ইউরোপের দেশগুলির সেনাবাহিনীগুলির প্রধান তুর্কী ওসমানদের সামরিক বাহিনী ছিল অক্ষিত। শক্তিশালী সুলতান সেনাদলের মূল একটি গড়ে উঠেছিল সানতান অসহা অশ্বারোহীদের নিয়ে। এই গঠিত হয়েছিল সৈন্য সাকানের নিয়ে, তারা সেনার পরিবর্তে সুলতানের কাছ থেকে উচ্চাকাঙ্ক্ষা পেয়েছিল। সুলতানের এক স্বাক্ষরিত বক্তব্যে সানতান-ও ছিল অক্ষিত দেশগুলিতে তুর্কীরা পিগ্রামার কাছ থেকে সবচেয়ে শক্তিশালী ছেলেদের বেছে নিত, তাদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করতে এবং তাদের মধ্যে মাঝে খ্রিস্টানদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস বোঝানো নিত। নিম্নোক্ত রূপে নাম নির্ধারে তারা সুলতানের কাছ থেকে দু'হাতে উপহার পেত বাকি সেনার কর্তার প্রতি নিষ্ঠা প্রকাশ করতে মুক্ত আনন্দিত প্রকৃত নিয়মতা প্রদর্শন করত।

তুর্কী সামন্তদের ধনী ইরার মুবা উইন ছিল যুদ্ধ ও ভাবিত। যুদ্ধ পরিচালনের জন্য তুর্কী সামন্তদের এক পরাক্রমশালী সর্দারের প্রয়োজন ছিল। তাই সুলতানের শাসন-ক্ষমতা ছিল অসীম। এমনকি উপর মহলের আমলাদের তিনি যে যুদ্ধ পন্যাত করতে পারতেন তাই নয়, নিজ ইচ্ছায় তাদের মৃত্যুদণ্ডও দিতে পারতেন।

সুলতানের শাসন-ক্ষমতার প্রতি মুসলিম ব্যাটাস সম্প্রদায়ের সমর্থন ছিল। তারা ধর্মবিশ্বাসীদের বোঝাত যে সুলতান হলেন 'পৃথিবীতে আল্লাহ প্রতিবিন্দ'। কনস্টানটিনোপুল বিজয়ী ২য় মেহমেদ বলতেন: 'ভরবালি ও ধর্মবিশ্বাস অবিতাজ্য'।

তুর্কী ওসমান সাম্রাজ্যের মতো মনুষ্যত্ব তৈরি।
অধিকার



৩। পরাজিত জাতিসমূহের অবস্থা। ওসমান সাম্রাজ্যের নানা জাতিকে একী সাম্রাজ্যের নির্মাণ-নির্মাণের সইতে হত। জাতিসমষ্টির যে সব অংশ সাম্রাজ্যে দিতে কাঙ্ক্ষিত ছিল তুর্কি সাম্রাজ্যে জাতিসমষ্টি সহকারে তাদের নাম নিয়েছিল 'জাতিয়া' (মুসলমান)। জমি ও জল ব্যবহারের নতুন নীতি 'মেট্রিক' বৃদ্ধিদের প্রায় বর্ষেক ধর্মসম্মত নিয়ে দিতে হত। এ ছাড়াও ধর্মসম্মত দুর্গ ও অন্যান্য জল নির্মাণের কাজে তাদের বিনামূল্যে খাটতে হত।

বিজিত দেশগুলির অধিবাসীদের অবস্থানই ছিল বিশেষত কঠিন। হুমলা চালাবার সময় ওসমানরা সবকিছু ছারখার করে ছাড়ত, অসংখ্য লোককে হত্যা করত ও শ্রীতদাস রূপে জাতিয়ে নিয়ে যেত। বড় বড় শহরকে দিগ্বিদীপীরা কেন্দ্রীয় পরিণত করত। শহরের বাসিন্দাদের বেশ বড় অংশকে প্রাণে জাতিয়ে হত এবং তাদের জায়গায় শহরে বসতি স্থাপন করত তুর্কি ওসমানরা।

বাস নিবির্দেশে প্রভাব অ-মুসলমান লোকের কাছ থেকে মাথা-পিছু কর আদায় করা হত। ঘোড়ায় চড়া, অস্ত্র রাখা, তুর্কিদের থেকে উঁচু বাড়ি তৈরির ব্যাপার নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছিল। বিজিত মানুষকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে দিগ্বিদীপীরা বাধ্য করত, মাতৃভাষা ও সংস্কৃতিতে নীচু চোনে দেখত।

ওসমান দিগ্বিদীপীদের উৎপীড়নের দরুন বিজিত দেশগুলিতে অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকাশের গতি বৃদ্ধি হয়েছিল।

৪। ওসমান দিগ্বিদীপীদের বিরুদ্ধে নানা জাতির সংগ্রাম। ওসমান সাম্রাজ্য শুরুর অবস্থাতে বিজিত দেশগুলির জাতিসমষ্টিতে নিজ অধীনে রাখতে পেরেছিল। ওসমানদের দামত্যের দরুন পড়া জাতিসমূহ বহু শতাব্দী হয়ে স্বাধীনতা সংগ্রাম চালায়েছিল। জাতিসমষ্টি ও আন্দোলনরা — উসমান কবেশাসে, হাফসীয়ান, মলাভ, রুমীয়ান, গুটুক ও আরবোনিয়ানরা — এরা আর দীর্ঘকাল পূর্ব ইউরোপে

বুজগেরিয়া ও সের্বিয়া মুক্তিযোদ্ধা ওয়া হাইনুকরা শহরে শহরে হামলা চালাত। নানা কৃষক বিদ্রোহে যোগদান করেছিল। বুলগেরিয়া যেত ওনে অঙ্গলে ও পাম্বু পর্বতে লোকসমষ্টিতে বলা হত, 'নিজ জমি ইফ্রানক জনা, নিজ মৃত্যুদের করতে হবে ভদ্রা, মাসভুয় হাত পেতে পরিত্যক্ত'। নিজে শত্রু এজেন্ডার, প্রতিশোধ নিতে হবে নিজ মায়েদের জন্য। তুর্কি সেনাবাহিনী মুক্তিযোদ্ধাদের পুরে বতন করতে পারত নি। প্রাণের ঋণ নিয়ে কৃষকরা হাইনুকদের আগুয় দিত। তাদের সঙ্গে দুটির শেষ টুকরোটিও কাটা করে যেত, বিপদ সম্পর্কে সতর্ক করে নিত।

দিগ্বিদীপীদের উৎপীড়ন সত্ত্বেও মলাভ জাতিসমূহ সমুদ্র তাদের সংস্কৃতি, আচার-প্রথা ও ভাষা রক্ষা করেছিল। যে সব মুসল

মসলমান ধর্ম গ্রহণ করে খ্রিস্টানের লোক বনত তাদের গুণিত মসলমান জনগণ হুলা পুনর্গণন করত।

১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে ওসমান সাম্রাজ্যে বসতি কমেছিল। ফলে দুর্ভিক্ষ কোমলার দরুন অল্পও কমেছিল। সামগ্রিক সমস্যা দিগ্বিদীপীদের পূর্ণাঙ্গ জাতিসমষ্টিতেও সনাতনমূলক নিত্যম সংস্কৃতিতে পরিণত করতে পারত। তাদের অনেকেরই মুক্তিযোদ্ধা যোগ দিতে অস্বীকার করত, সেনাবাহিনীতে সংগ্রামে অল্পও বটত। অস্ত্রবাহিনীর সংখ্যা কমে গেল।

বন্দুক উপদ্রোহের জাতিগুলির বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামের দরুন ওসমান সাম্রাজ্য ও ইউরোপ তার হামলা দুর্বল হয়ে পড়েছিল।

১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি থেকে, আফ্রিকা ও ইউরোপে ওসমান সাম্রাজ্যের বৃদ্ধি এবং প্রাচীন সাম্রাজ্যের সৈন্য ও ১৭শ শতাব্দীর দিগ্বিদীপীদের দরুন বিজিত জাতিসমষ্টির দীর্ঘকাল ধর্মসম্মত। ১৭শ শতাব্দীর দিগ্বিদীপীদের বিরুদ্ধে ওসমানরা পড়ে পড়ে জাতিসমষ্টির সংগ্রামের জয়যাত্রা। ১৮শ শতাব্দীর দিগ্বিদীপীদের বিরুদ্ধে ওসমান সাম্রাজ্যের জাতিসমষ্টির জয়যাত্রা।

১১শ- ১৫শ শতাব্দীতে পশ্চিম ইউরোপের সংস্কৃতি

পশ্চিম ইউরোপে শহরের সংস্কার ও নানান কল্যাণমিত্ত রাষ্ট্র গঠন সেখানেকার
সংস্কৃতি বিদ্যমানে সাহস্য করেছিল। যদিও অধ্যাপকের তুলনায় ১১শ ১৫শ শতাব্দীতে
শিক্ষা, বিজ্ঞান ও শিল্পের বিনাট অগ্রগতি ঘটেছিল।

୫. ୩୬ । ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଓ ବିଜ୍ଞାନ

১. জগদ্ধাত্রী সমন্বিত জগদ্ধাত্রী পরিষদের বৃদ্ধি। শহর এবং আশেপাশে বিদ্যমান
অন্য অঙ্গীকারিতা যখন যখন নিয়ন্ত্রণ করা যায় তখনই নাই। যখনই শহর বর্ধিত হয়
হঠাৎই পরিষদের পক্ষে সমস্যা হয়। এজন্য জগদ্ধাত্রী পরিষদ, নবাবপুর, বাগদারী, নিকট ও
জগদ্ধাত্রীর সমস্যা যখন

পার্বণী যে বড় বড় ও বহুপার্শ্ব, ধর্মশুদ্ধতার সময় উত্তরোপদর্শিত
তা প্রত্যক্ষ করেছিল : নতুন নতুন দেশ সম্বন্ধে তাদের আগ্রহ জেগেছিল
মাকেম্বো পলটিকনা গ্রীষ্টান দেশগুলি সীমারহা পেরিয়ে বহু দূরে যেত
এবং অন্যান্য আন্তির জীবন সম্বন্ধে আগ্রহজনক নানা কথা সংগৃহ
বহুর আনন্দ ।

১৩শ শতাব্দীতে সুদূর প্রাচ্যের দেশগুলি সম্পর্কে সভ্য কাহিনী প্রচার করেছিলেন জেনিসের বণিক ও পর্যটক মাৰ্কেস পলো। প্রায় সিকি শতাব্দী তিনি মাতৃভূমি থেকে বহু দূরে কাটিয়েছিলেন, চীন দেশে ছিলেন বহু বছর, মন নিয়ে সে দেশের জীবনযাত্রা লক্ষ্য করেন। ইতালিতে ফিরে এই পর্যটক এক নই নেদেন, যাতে তিনি এশিয়ার মানুষের জীবন ও

ચાલિ મધ્યભૂમિ ખર્ચિ
 ભૂમિ નવનિર્મિત દિગ્ગજ
 રાત્રીનિદ્રા શાન્તિ દલિત



মনুসিংহ সিংহ (কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়)
 [১৯৯০-১৯৯১] ১৯৯১
 ১৯৯১-১৯৯২ ১৯৯২-১৯৯৩
 ১৯৯৩-১৯৯৪ ১৯৯৪-১৯৯৫
 ১৯৯৫-১৯৯৬

प्रजापति प्रसाद वर्मा स्वयं 'महर्षि' प्रजापति कहते हैं वह एक सार्वजनिक
मानसिक चिकित्सक, अध्यापक और लेखक हैं।

২. শিক্ষা বিকাশ। শহর বিকাশ এবং রাজার শাসন ক্রমের সুকির
জগৎ সফল শিক্ষিত যোগ্যের প্রয়োজন দেখা গিল। বঙ্গের স্বাধীনতার আন্দোলন
হিন্দুর প্রচার, শহর পরিবহনের কার্যকরী নেতারা প্রয়োজনীয়তা নেতা ছিল
রাজ্যের নব্বদার ছিল শিক্ষিত আদমক ও বিচারকদের দ্বারা শহর বদমা
দিন জনগণের বিদ্যালয়, যেশুনি ছিল গৃহীত হয় শহর পরিবহন
যেমন পরিচালিত শিক্ষা বিদ্যালয়গুলির তুলনা প্রকৃতির মাধ্যমে হিন্দু
যেমন পড়া ও পণ্ডিত শিক্ষা দেওয়া হয়, প্রকৃতির শিক্ষা সম্পর্কে কিছু
কিছু তথ্য পরিবেশন করা হয়।

১১শ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম ছোট বিদ্যালয় গুলি স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি মূলত ধর্মীয় শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি মূলত ধর্মীয় শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়। এই বিদ্যালয়গুলি মূলত ধর্মীয় শিক্ষার জন্য স্থাপিত হয়।

[illegible]

এক দেশের প্রতীক। এতে এক স্মারক ছবিবা 'জ' চিহ্নে, আর
শিফারকা প্রতীকগুলি বিকল্পভাবে ভিত্তিক সংস্করণ ও সংশ্লিষ্ট বিভাগ (সাক.মি.)
যার প্রধান হতে জীন দেশের শিফার প্রতীক ও প্রতীক একচে নিবর্তিত
করত নিশ্চিন্দিত্য প্রদান করেছেন।

द्विद्विभाज्यत्वेन विभक्त्यैः सह सम्बन्धितः, अतः सम्बन्धितः, द्विद्विभाज्यत्वेन विभक्त्यैः सह सम्बन्धितः

[illegible][illegible]

১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট তারিখে ভারতের স্বাধীনতা পূর্ণ হওয়ার পরেই দেশের মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। দেশের মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল। দেশের মানুষের মনোভাবের পরিবর্তন ঘটেছিল।

১৩৫ খ্রিস্টাব্দে ইন্দো-গ্রীক স্ফাপিনাশ্রমের সমগ্র দ্বিগু ১৪ নবমোদয়
দ্বিগু, ১৪৫৬ দ্বিগু ১৪৫৬, ১৪৫৬, ১৪৫৬, ১৪৫৬, ১৪৫৬ ও ১৪৫৬
১৪৫৬

নহতগুলির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষামন্ডলের উপর নির্ভর শাসনে
নানানুষ্ঠি হয় : সামন্ত ও মহত্ববাসীদের মধ্যে ধীরে ধীরে শিক্ষার প্রসার ঘটতে
শুরু।

৩। বিজ্ঞানের বিকাশ। দীর্ঘ প্রমাণ করত যে প্রকৃতির ইহসা ভেদে কোনকি অসম, সেহেতু অসমতে নবকিছুই ঘটে ভগবানের ইচ্ছায় বিজ্ঞানের প্রতি যাত্রক-সম্প্রদায়ের সম্প্রকটি নষ্টকভাবে প্রকাশ করেছেন বিখ্যাত ধর্মশাস্ত্রবিদ : 'ইহরকে জানার উদ্দেশ্যে পরিচালিত না হলে সব জ্ঞানই হল মার্গ'। তাই ধর্মশাস্ত্রবিদরা খুব কমই প্রকৃতি নিরীক্ষণ করত। সব প্রশ্নেরই তারা তাঁর উত্তর খুঁজত।

অর্থনীতি বিকাশের ফলে নানা জ্ঞান সৃষ্টি হতে লাগল, যা গির্জার শিক্ষার সঙ্গে অঙ্গিত ছিল না। কৃষকরা জমি চাষে উন্নতি করল, তার বিশেষত্ব জানল, আকস্মিকতা, জীব ও উদ্ভিদ জগত নিরীক্ষণ করত। কারিগররা বাত ও পাথরের গুণাগুণ অধ্যয়ন করল, রঙ ও কাঁচ তৈরি করে নানান পরীক্ষণ চালিয়েছিলেন।

মহানুভবে এইসব নবনয়ন বিজ্ঞান তথা জ্যোতির্বিদ্যা ও অপরসাম্রাজ্যের (হ্যান্ডুকেমি) বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল। জ্যোতির্বিদরা প্রমাণ করতেন

বুদ্ধি বা লক্ষ্যত এরা উদ্ভিদকে নির্ধারণ করে থাকে। জেনোমিক্স ও প্রোটোমিক্স
কেন্দ্রিকভাবে অর্থাৎ জেনোমিক্সের মাধ্যমে প্রাণীর
অপেক্ষাকৃত নিম্নতর এক 'খাদ্য পথের' সন্ধান দিতে পারবে, যাতে প্রাণী
বুদ্ধি বা চেতনায় প্রভাবিত হওয়ার ঝুঁকি কমে যাবে। জেনোমিক্স ও
প্রোটোমিক্সের মাধ্যমে প্রাণীর মধ্যে প্রভাবের প্রকৃতি বা ধরন, তার
প্রভাবের ক্ষমতা ও প্রতিক্রিয়া-নির্ভরতার ক্ষমতা জেনোমিক্স ও প্রোটোমিক্সের
মাধ্যমে জানা সম্ভব হতে পারে। অপেক্ষাকৃত নিম্নতর, প্রাণীর মধ্যে
প্রভাবের প্রকৃতি বা ধরন, তার প্রভাবের ক্ষমতা ও প্রতিক্রিয়া-নির্ভরতার
ক্ষমতা জেনোমিক্স ও প্রোটোমিক্সের মাধ্যমে জানা সম্ভব হতে পারে।

১৩শ শতাব্দীতে ইরাকের বসে কুতুবুন এক বিখ্যাত বিজ্ঞান
 সজ্ঞান বেকন তিনি প্রচলিত করেছিলেন যে, একজন পণ্ডিতেরা ১০ পদে সমস্ত
 জ্ঞানকেই জ্ঞানার্জন সম্ভব, বেকনকে অনেকগুলি দিখানের লোকেরা মনে
 করতেন এবং তাঁকে মাগুসের সেবার লোকেরা জৈমদক কীটী ও
 আত্মী কাঁচ নিয়ে সেই বিজ্ঞানী অনেক পণ্ডিত চাইতে ছেলেদের হাজার
 নমুনা বিজ্ঞানী পণ্ডিত কুতুবুন বিজ্ঞান প্রচার তাঁর কামারীকে প্রতিশ্রুতি
 দিলে যেখানে বসে ইরাকের, আর তিনি নিজের বসে কুতুবুন কামারী
 কামারী তাঁকে বাসা ইরাকের সেবার অনেক

વિજ્ઞાનનું વિકાસ ઘટનાનું સર્વોચ્ચ સ્તરે દર્શાવે છે અને એ જાગૃત્તતા નિર્ભર
યશસ્વી વિજ્ઞાનોદ્દયનું પ્રતિક ઉત્કૃષ્ટિત છે ।

निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए।
कथन: एक निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए।
कथन: एक निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही उत्तर चुनिए।

ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ
ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ
ਪ੍ਰਾਣਹੀਨ

[illegible]

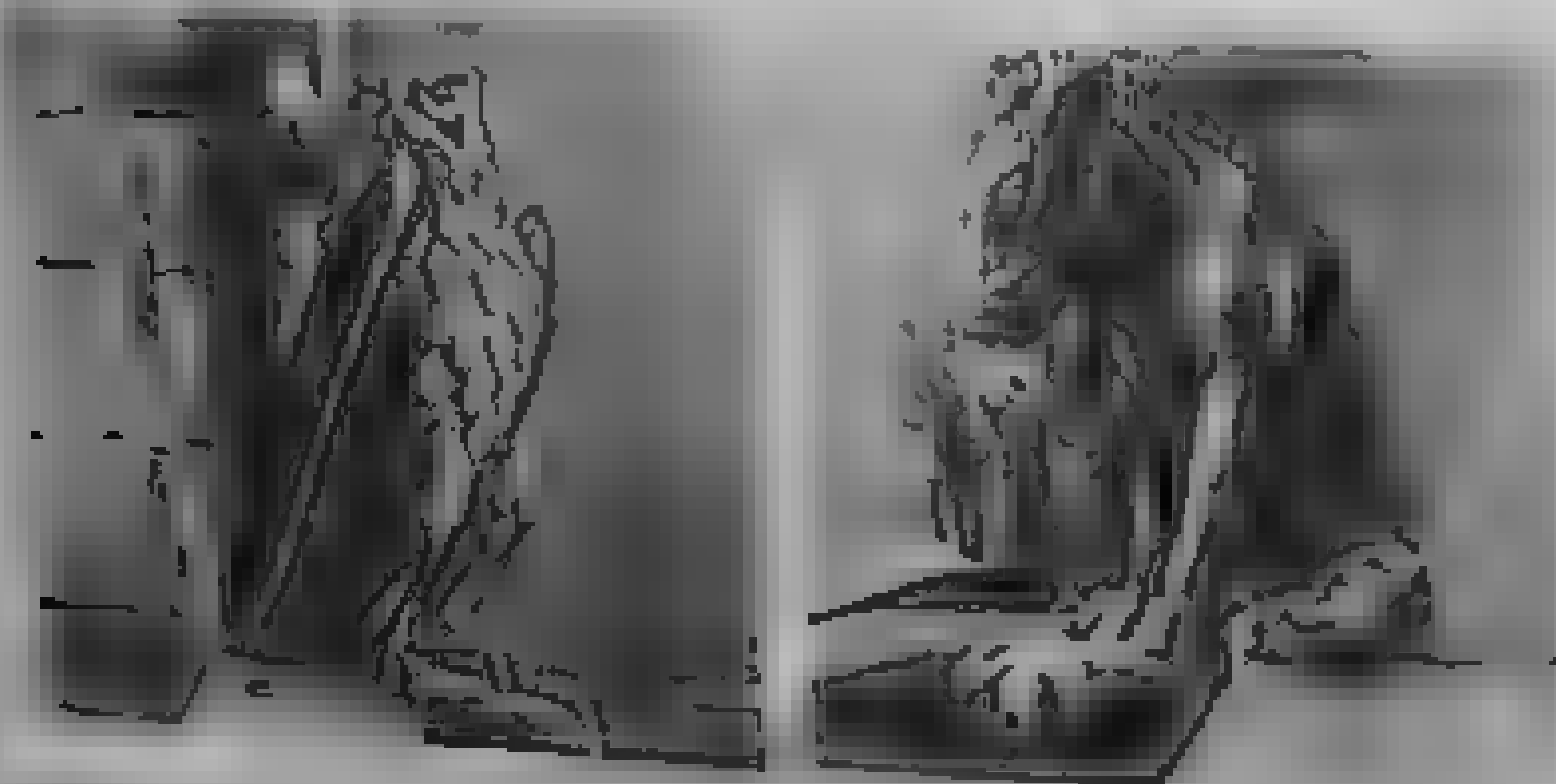
श्रीगुरुभ्यो नमः

[illegible][illegible]

১. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ২. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৩. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৪. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৫. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৬. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৭. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৮. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ৯. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।
 ১০. স্বাধীনতা : স্বাধীনতা হলো একজন ব্যক্তির নিজস্ব জীবন যাপন করার অধিকার।

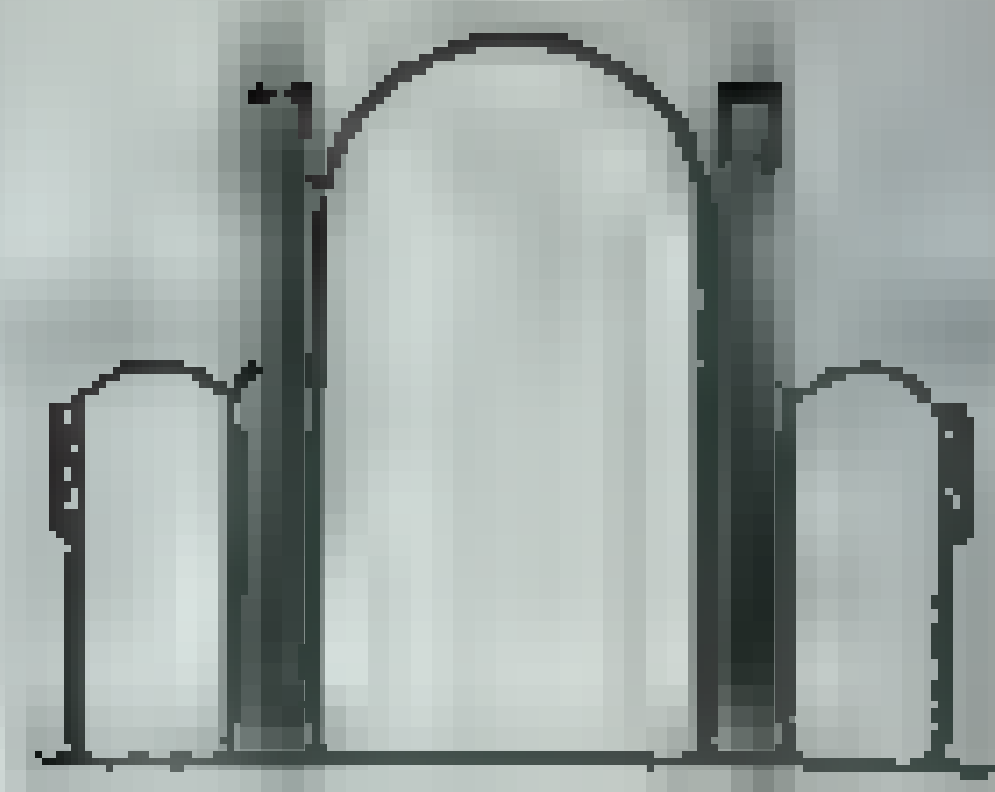


নির্মাণকালে নিখুঁততা বজির সঙ্গে সঙ্গে ভারি আধা-গোলাকার খিলানের বসনে দেখা দিল অধিবর্ত্তন চালনা ও উঁচু তীক্ষ্ণ ফলার মতো খিলান। মোটা নেওড়াবনের আর দরকার হইল না আধা-অন্ধকার রোমান হিন্দুদের ভূতনায় ধৌদিক কাশিডালকে অনেক স্বচ্ছ বলে মনে হইল এবং তা হইল অসংখ্য বড় বড় আনিলা থাকায় দরুন। তীক্ষ্ণ ফলার মতো খিলানের মন মন

[illegible]

ପୁରୀର ନିକଟସ୍ଥ ଶ୍ରୀ ଚାନ୍ଦିନୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀ ସାମାଜିକ
 ପୁରୀକାଳେବ କିନ୍ତୁ ଏହା ଏକ ସୁନାମପୂର୍ବକ କ୍ରମେ ଗାୟକା ରତ୍ନ
 ନିଜ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ଶ୍ରୀମତୀଙ୍କ ପ୍ରତି ସମସ୍ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ
 ସମ୍ମାନ ଓ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ
 ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାପାତ୍ରମାନଙ୍କ

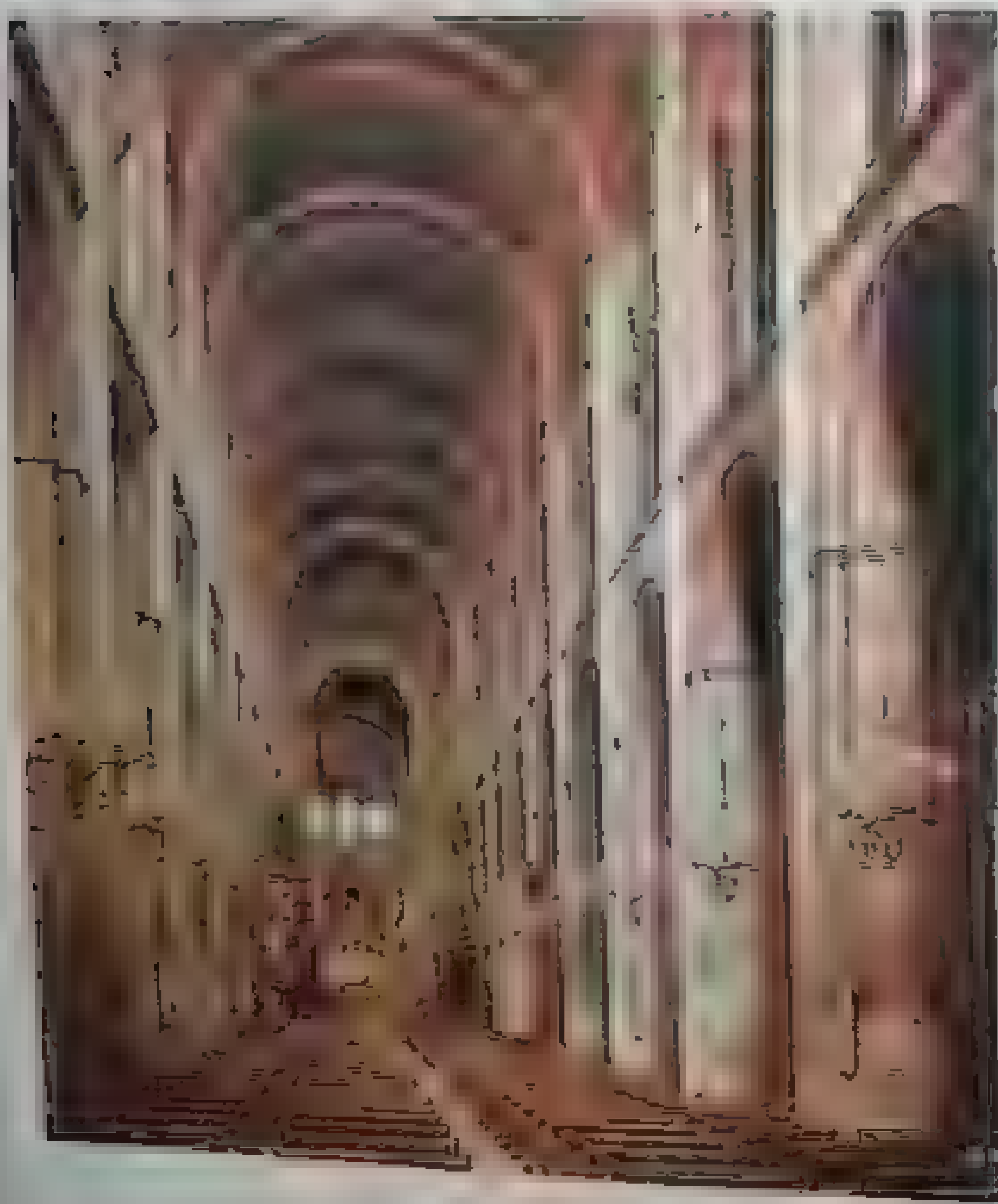
[illegible]



শাহী মিনার (মিনার) শাহী
১৯৩১-৩২ সালে নির্মিত
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার

শাহী মিনার-এর এক দিক
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার

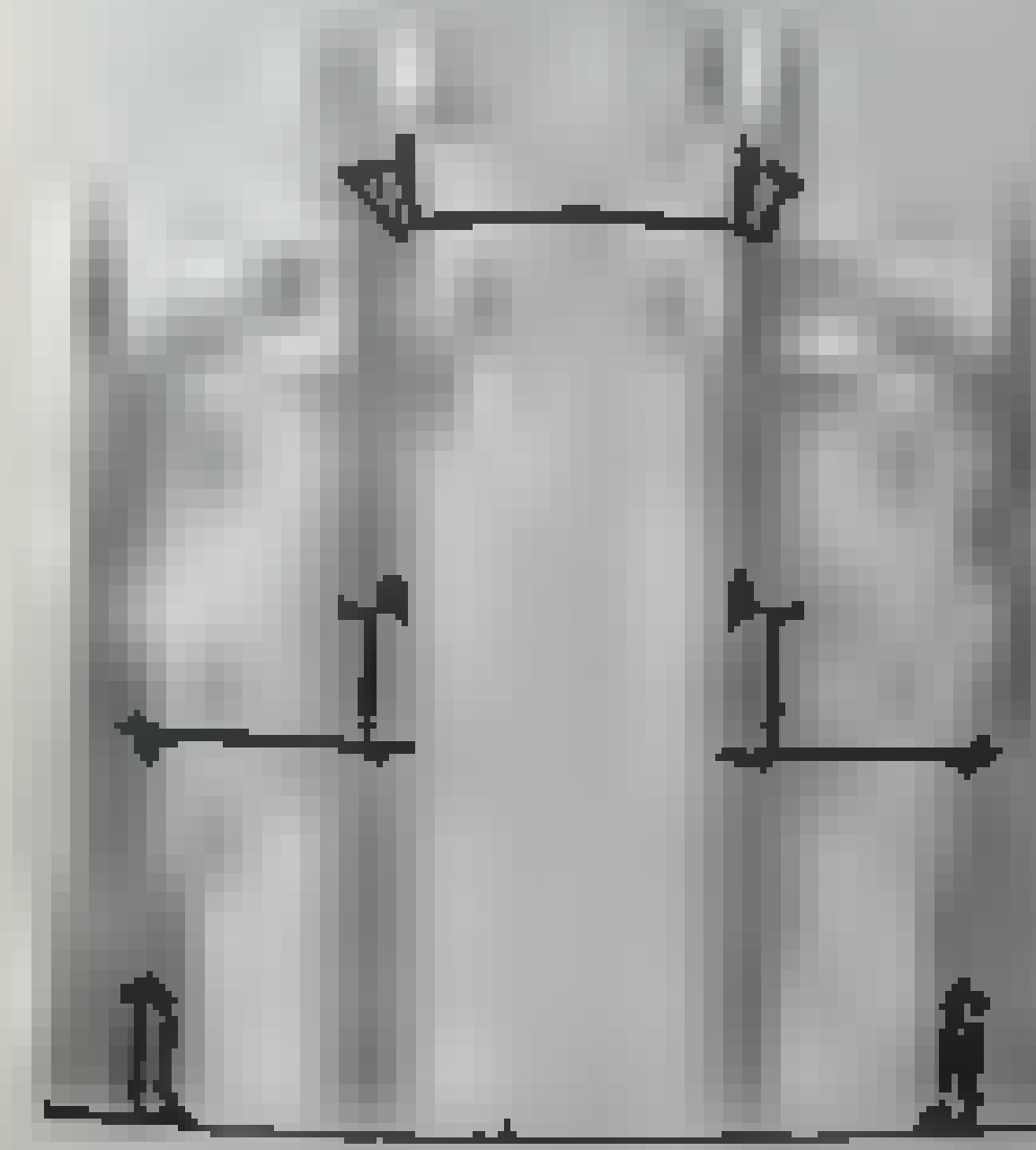
মিনার গুলি মিনার



মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার

শাহী মিনার (মিনার, ১৯৩১
মিনার গুলি মিনার)
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার
মিনার গুলি মিনার

মিনার গুলি মিনার





মহাভূজ-এ শিবমন্দিরের মন্দির
দরজা। ফলগুণ, ১৯৮৮
হস্তগর্ভাট শেখজামা

‘কল্যাণ গীত’ থেকে উদ্ধৃতি

এই পোতকাউটি, তার মরণ এল খনিয়া
নৌকায় এসে পড়ে, করল অত্যাচারে
অত্যাচার, দুঃখ হোক বিনাশেরে অগভীর
যখন কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল,
তখন কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল
সবুজে কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল
কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল
কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল
কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল

এই কল্যাণ

কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল

ভেতরে নিয়ো অনেক অমিত মন্দির
ভেতরে অনেক অমিত মন্দির
ভেতরে অনেক অমিত মন্দির
ভেতরে অনেক অমিত মন্দির

ভিত্তি গা...

টোপ পোতকাউটি — তার মরণ এল খনিয়া
নৌকায় এসে পড়ে, করল অত্যাচারে
অত্যাচার, দুঃখ হোক বিনাশেরে অগভীর
যখন কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল,
তখন কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল
সবুজে কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল
কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল
কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল
কল্যাণ মন্দির সবুজে ঢেকেছিল

যেহে ‘খৈকশিয়া’র উপন্যাস’ নামে কবিতা গড়ে উঠেছিল।
কল্যাণমন্দির ইতিহাসে এই কবিতা অনেক সময় উল্লিখিত হয়েছে,
যেমন, এক খনিয়া বড় সামন্ত - জামিন, গির্জার হাট পুনেতিত
গাণা, হিংসা, শিকারের খেঁজ খেঁজেরে এক খিট - খনিয়া বড়,
খনিয়া, সপ্তভিত্ত এক শহরবাসী - খৈকশিয়া। খনিয়া, বড়ের
মধ্যে লড়াইয়ে অতি অদর্শই হলো এই খৈকশিয়া তখন খনিয়া,
খনিয়া, খনি্যের বেলা খনিয়া খনিয়া খনিয়া খনিয়া
খনিয়া, তখন এই খনিয়াই খনিয়া খনিয়া খনিয়া

শোমিত, হস্তগর্ভাট মানুষ মাতৃভূমির খিট নিজেদের, খনিয়া
এক সামন্ততান্ত্রিক নির্মাতার নিজেদের খনিয়া খনিয়া
প্রকাশ করত

?

১। খনিয়া ও খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক

‘খৈকশিয়া’র উপন্যাস থেকে খৈকশিয়া

ইতিহাসকে খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক

খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক
খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক

খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক খনিয়িক

২২. ক. বীচ ৪. অশ্বার কৃষকরা নিজেদের গ্রাম ছেড়ে পাহাড়ে ও বনে-
জঙ্গলে গিয়েছিল যেখানে তারা বড় বড় গাছের গুহে ভুগত।

৩। ১ম শতাব্দীর শেষের কৃষক যুদ্ধ। ৬৭৪ সালে উত্তরপূর্ব চীনে
খুয়ু হুয়ানের বিশেষ আচরণই নির্দিষ্ট কৃষক বাহিনীগুলি বড় এক
সেনাবাহিনীতে একত্রিত হল। বিদ্রোহীদের নেতৃত্বের ভার নিয়েছিলেন
এই 'আচর্য' ও কৃষক হুয়ান চাও।

বিদ্রোহীরা এলাকার পর এলাকা ঘাসফাটা করেছিল, বৃশ্চিক শাসন
ও সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিয়েছিল, আর তাদের জমি ও ধন-
সম্পদ পরিবর্তন করে 'কল্যাণ' করেছিল। কৃষকদের এই সেনাবাহিনী
দেশের উত্তর থেকে নাকশে নিয়েছিল এবং যখন চীনে বসতি
শহর গুয়ানজৌ (গাংটো) নথি করেছিল। আরও শক্তির সংগ্রহ করে
কিনাইয়া ও উত্তর চীনের রাজধানী চানান শহরের দিকে অগ্রসর
হলে। তাদের সেনাবাহিনীতে ছিল ৫ লাখ সৈন্য। এই কৃষক আন্দোলন
সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের সেনাবাহিনী জুড়ে চারিদিকে পড়ান। আর সম্রাট
গোপনে রাজধানী পরিদর্শন করে চানানে হাতিয়া হলে বিদ্রোহীরা
হুয়ান চাওকে সম্রাট বলে ঘোষণা করে।

হুয়ান চাও গুয়ানজৌ নানা রাজস্ব রদ করেছেন এবং সম্রাটের
সাম্রাজ্যের অনেক প্রতিবেদের শাসনা দেবার আদেশ দিয়েছেন নিজেদের
ধনসম্পদ রাখার আশায় সম্রাট ও সামন্তরা দেশের উত্তর থেকে নির্মম
যাযাবরদের ভাসব করল। জনগণের মধ্যে তাদের নাম ছিল 'কালো
দাঁড়কর'। যাযাবরদের অশ্রারোহী দল সবেশে রাজধানীতে প্রবেশ
করল এবং শহরের বুহাণে জালিয়ে দিল। হুয়ান চাও রাজধানী ছেড়ে
চলে গেছে বাসে হলেন।

৬৮৪ সালে বিদ্রোহীরা পরাজিত এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করা হয়েছিল,
আর তাদের নেতা হলেন নিহত। কিন্তু এর পরেও প্রায় ২০ বছর ধরে
কৃষকরা সাম্রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় গেলিলা যুদ্ধ চালায়ে গেছিল।

চীনে এই কৃষক যুদ্ধের সময় বহু সানসু ও আশরা দায়া পড়েছিল,
এদের একাংশ জমি প্রদত্ত কৃষকদের হাতে সামন্তরাষ্ট্রের
জনসংস্কারের অবস্থা উন্নতি হয়েছিল।

৪। তিব্বতী নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম। ১৩শ শতাব্দীর শেষভাগে
চীনের উত্তর উপভাগে এক সামন্ত রাজ্য মোঙ্গল রাজ্যে পড়ে গেল।
মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সম্রাটের আদেশে সামন্তরাষ্ট্রের লোকেরা ও সামন্তরাষ্ট্র
উদ্ভিদ-বানরকে নির্মূল করে তার এলাকা ছিল বড় ও সুখ্য।
এক সেনাবাহিনী, নম্রু প্রতিদ্বন্দ্বী দেশগুলি নথি ও কৃষকদের জন্য
সম্রাটের হাতে বাসে লাগল।

১২। ১ সালে তিব্বত রাজ্যের এক বড় রাজনীতি উত্তর চীন অঞ্চলে

৩। ১২শ শতাব্দীর শেষভাগে মোঙ্গল রাজ্যের বড় রাজনীতি, ইরান
উত্তর ভারত, চীন-ককেশাস ১ পূর্ব ইউরোপ পশ্চিমে আফগান
চলিয়ে তার চীন বিজয়ের কাজ চালায়ে যাচ্ছিল। তবে সেনাপতির
হঠাৎ মৃত্যু কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। সাদা চীন দেশকে
লক্ষ্য করে নিষ্পত্তির পথ ৭০ বছর সাদা মোঙ্গল

চীনই হয়ে উঠল মোঙ্গল রাজ্যের মূল আশা 'মহান যান' ওয়া
মোঙ্গল সম্রাটের রাজধানী হল পিকিং। চীনের মানুষ খুবই কড়া
হল। মোঙ্গল সেনাবাহিনীর জন্য চীনের কৃষকদের কাজ থেকে মোক্তার
ছিলিয়ে দেওয়া হল। মোঙ্গল যানদের জন্য পরিগণিত ছিল নতুন
কাজ করতে বাধ্য করা হল। নিজ দেশে রাজস্ব পদ গ্রহণের পোন
মুহুর চীনাগের ছিল না। কৃষক-স্বাধীন ছাড়া, এমনকি সীমা
সামন্ত ও পিকিং ও নিষ্পত্তির দ্বারা করে।

১৪শ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ের সময় নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে
কৃষকরা বিদ্রোহ করে। এই নাম হয়েছিল মাল পটি বিদ্রোহ, যেহেতু
নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে পিকিং লুপে ছিল। মাঝামাঝি পটি এবং
শহরবাসীরও কৃষকদের সম্রাট চালা দিয়েছিল। এই বিদ্রোহ লুপে
যুদ্ধের আকার নিয়েছিল, যা চলেছিল প্রায় ২ বছর। ১৩৬১ সালে
মালবাসীদের ছত্রভঙ্গ ও চীন থেকে বিতাড়িত করা হয়েছিল।

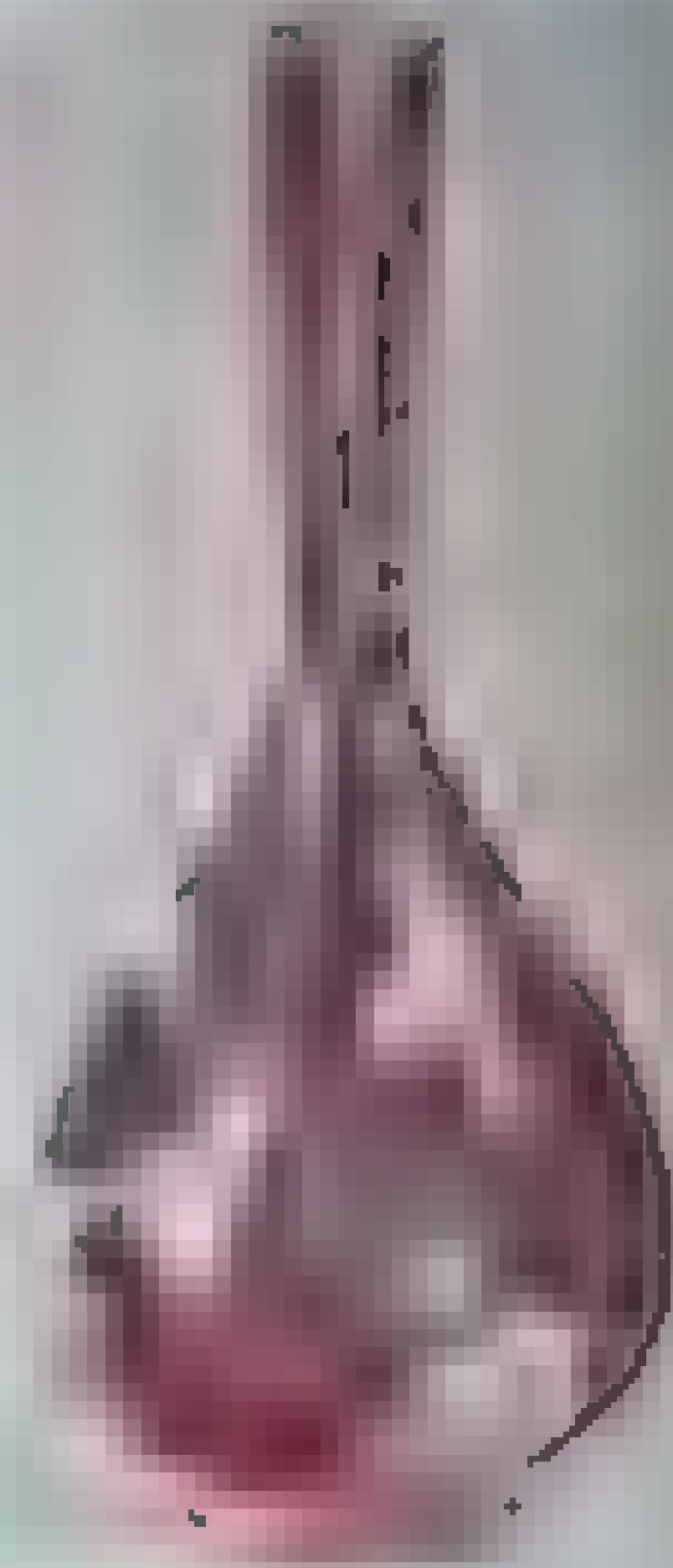
মোঙ্গল সাম্রাজ্যের সময় থেকে মোঙ্গল নেওয়া চীন মোঙ্গল মোঙ্গল
বিভক্ত করে কৃষকদের ব্যবহারের জন্য দেওয়া হয়েছিল। পিকিং ও পরিগণিত
রাজস্ব বন্ধ হয়েছিল। ১৫শ শতাব্দীতে মোঙ্গল রাজ্যের শাসন দুর্বল
হবার পর চীনে আন্দোলন সমগ্র উন্নতি সমা প্রদেয়।

১। এই চীন সাম্রাজ্যের ১২শ শতাব্দীর শেষে কৃষক যুদ্ধের সময় মোঙ্গল সাম্রাজ্যের বড় রাজনীতি, ইরান
উত্তর ভারত, চীন-ককেশাস ১ পূর্ব ইউরোপ পশ্চিমে আফগান চলিয়ে তার চীন বিজয়ের কাজ চালায়ে যাচ্ছিল। তবে সেনাপতির
হঠাৎ মৃত্যু কঠিন পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল। সাদা চীন দেশকে লক্ষ্য করে নিষ্পত্তির পথ ৭০ বছর সাদা মোঙ্গল



মোঙ্গল (১২শ শতাব্দী) চীনের
বিদ্রোহী

ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧୀନ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧୀନ
 ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧୀନ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧୀନ
 ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧୀନ ଶ୍ରୀମତୀ ସରୋଜିନୀ ଦେବୀଙ୍କ ଶ୍ରଦ୍ଧାଧୀନ

[illegible]

(continued)

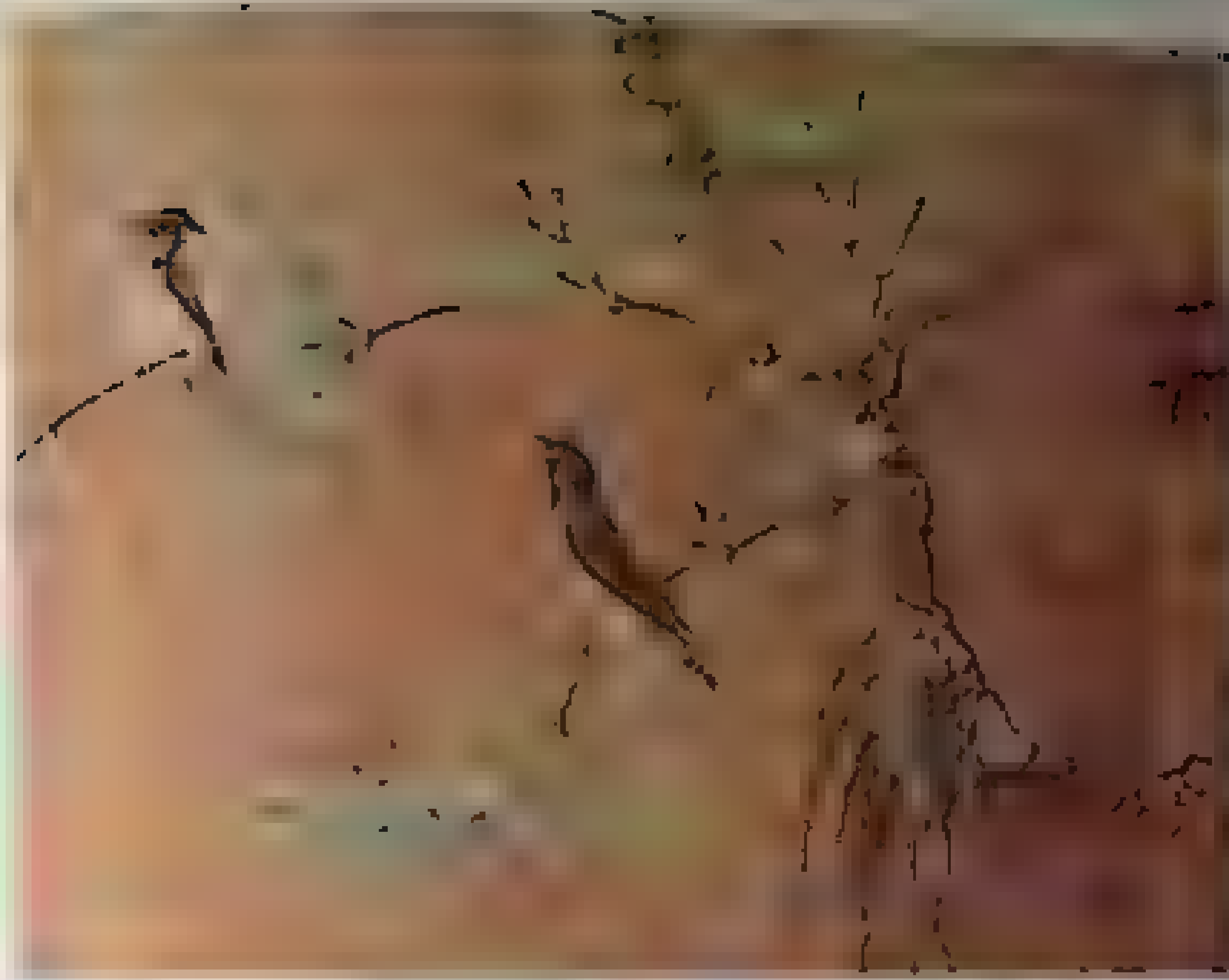
[illegible]

[illegible][illegible]

বুদ্বুরাঙ্কে পদটিনের ফরেন ভূদোজ বিকশে বিশেষ সাহায্য হয়েছিল ১০শ শতাব্দীর দোড়ার সপ্রটি কয়েকটি সামুদ্রিক অভিযানের আয়োজন করেছিলেন। চীনা নৌদল তখন পরিদর্শন করেছিল জুজা ও মলেকাস দ্বীপপুঞ্জ, ভারতবর্ষ, ইরান, আরব দেশের দক্ষিণাঞ্চল। দক্ষিণ পূর্ব ও দক্ষিণ এশিয়ার নবু উপকূলের বিশদ মানচিত্র তৈরি করা হয়েছিল।

৫। সহিষ্ণু ও মিলন। ৬ম—১২ম শতাব্দীকে চীনা কবিভার 'মধ্যযুগ' রূপে অভিহিত করা হয়। জনশ্রুতির সুখকষ্ট ও দারিদ্র্য অনশ্রু, ব্রাহ্ম মতবাদের বিন্যাস ও যুদ্ধের ভয়াঙ্করতার বিরুদ্ধে কিছু কবি প্রতিবাদে মুখর হয়েছিলেন। ৬ম শতাব্দীতে বসবাসকারী কবি সু কু গভীর দুঃখে ও যৌবন সহ জনশূন্য হয়ে-পড়া গ্রামের কথা, অন্যদিকে মৃত্যুপথ যাত্রী নারী ও শিশুদের ভাষ্যের কথা বর্ণনা করেছেন, সামন্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত কৃষকদের বীরত্বের সঙ্গে সমর্থন করেছেন।

মহাটমের ও বড় বড় সামন্তদের ক্ষত্রবংশ অনুযায়ী স্থপতিরা তৈরি করত নানা অট্টালিকা ও প্যাগোডা—কাঠ, পাথর, ব্রোঞ্জ ও মোহার তৈরি করতেন বিশিষ্ট সুউচ্চ মিনারের মতো মন্দির। বহু অট্টালিকা যতীব সুন্দর মোদাই দ্বারা সুনজ্জিত করা হয়েছিল। উপরের দিকে ভাঁজ করা ছাদ ও সুশোভন কার্ণিসের নতুন এক হাল্কা ও উজ্জ্বলিমুখী পরিবেশ সৃষ্টি হত।

[illegible][illegible]

३०२ कु. मं. १०००
 ३०३ वि. १०००

गौरीगंगा नदीका
पश्चिम किनारे
वसुधाला

निर्दिष्ट एक समान मान
और समानता)



মহাপুণে চীনের জনগণ বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও শিল্প ক্ষেত্রে বিপুল সাফল্য অর্জন করেছিল।

১. চীনে পশ্চিমী সূর্য্যোদয় ও সন্ধ্যার বর্ণনা পাও। ২। মহাপুণী চীনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে কী কী সাফল্য অর্জন করেছিল।

§ ৪০। ভারতে সামন্ততন্ত্র। অর্থনীতি ও সংস্কৃতির বিকাশ

(খ্রি. ১২ নং কার্টুন)

১। ভারতীয় পরীতে। ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতে সামন্ততন্ত্রের প্রতিষ্ঠা গুরুত্বপূর্ণ। দেশে ৭০টি পর্যন্ত স্বাধীন রাজ্য গড়ে উঠেছিল। আমলা ও সৈন্যসহ পরিবৃত্ত হয়ে রাজারা বাস করত অট্টালিকা। কৃষক সহ একাংশ জমি রাজারা বিতরণ করত তাদের আর্থিক স্বাধীনতা ও মনিষ্ঠ নোকেদের এবং তা করা হত সামরিক সেবায় প্রতিদান রূপে পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণগণও অনেক গুণি পেত।

সামন্ততন্ত্রের আনলেও ভারতীয় কৃষকরা গোম্ভী প্রকার বসবাস করত। গ্রামের কাছেই ছিল পশুর জন্য বেড়া-বেওয়া জমি ও মাড়াইয়ের জায়গা। গোম্ভীর গম্বুশাল চরিত্র বনো অঙ্গনে। কৃষকদের প্রয়োজনীয় সর্বকিছুই পট্টাভে ফলত : নাপাসুখ, আমানকাপড় ও কাপড়ের মন্ত্রপাতি কারিগরদের সহায়ত।

কৃষকদের প্রধান বাধ্যতামূলক কর্তব্য ছিল সেনান্যায়। সাধারণত ৫ মের অর্ধেকেরও বেশি ফসল রাজারো মিলে দিতে হত। কান্দাওঁ মেরামত ও ইতিহাস কবছে, বাগ বনন, বুর্গ ও মন্দির নির্মাণের কাজে রাজা কৃষকদের পাঠাত।



১২শ শতাব্দীর পুণ্ড্র উপত্যকায়
উড়িষ্যার এক গ্রাম
১২শ শতাব্দী

২. নিখিলভূমীর আক্রমণ। রাজারা অন্যটি নিখিলভূমীর মধ্যে ঢুকে পড়ত। দক্ষিণে ফলে পুণ্ড্র-ভূমি পড়া দেশ নিখিলভূমীর সহজ পিকার। পাশ্চাত্য ইংরেজিলা আরব ইতিহাস বাতালে পতনের পর অতুল উদান ও অকথ্যমান্যদের ভূখণ্ডে গঠিত মুসলিম বাহ্যুগুণির শাসকরা ১২শ শতাব্দী থেকে ভারত জনা নেওয়া শুরু করেছিল। তারা শহর ও গ্রাম দখল করে ছাড়াই করে ছাড়ত, স্থানীয় বাসিন্দাদের বিতাড়িত করে সীতান্দ রূপে বিক্রি করে দীর্ঘ দীর্ঘ মুসলমান সমস্তর সত্তা উত্তর ভারত করে নিয়েছিল।

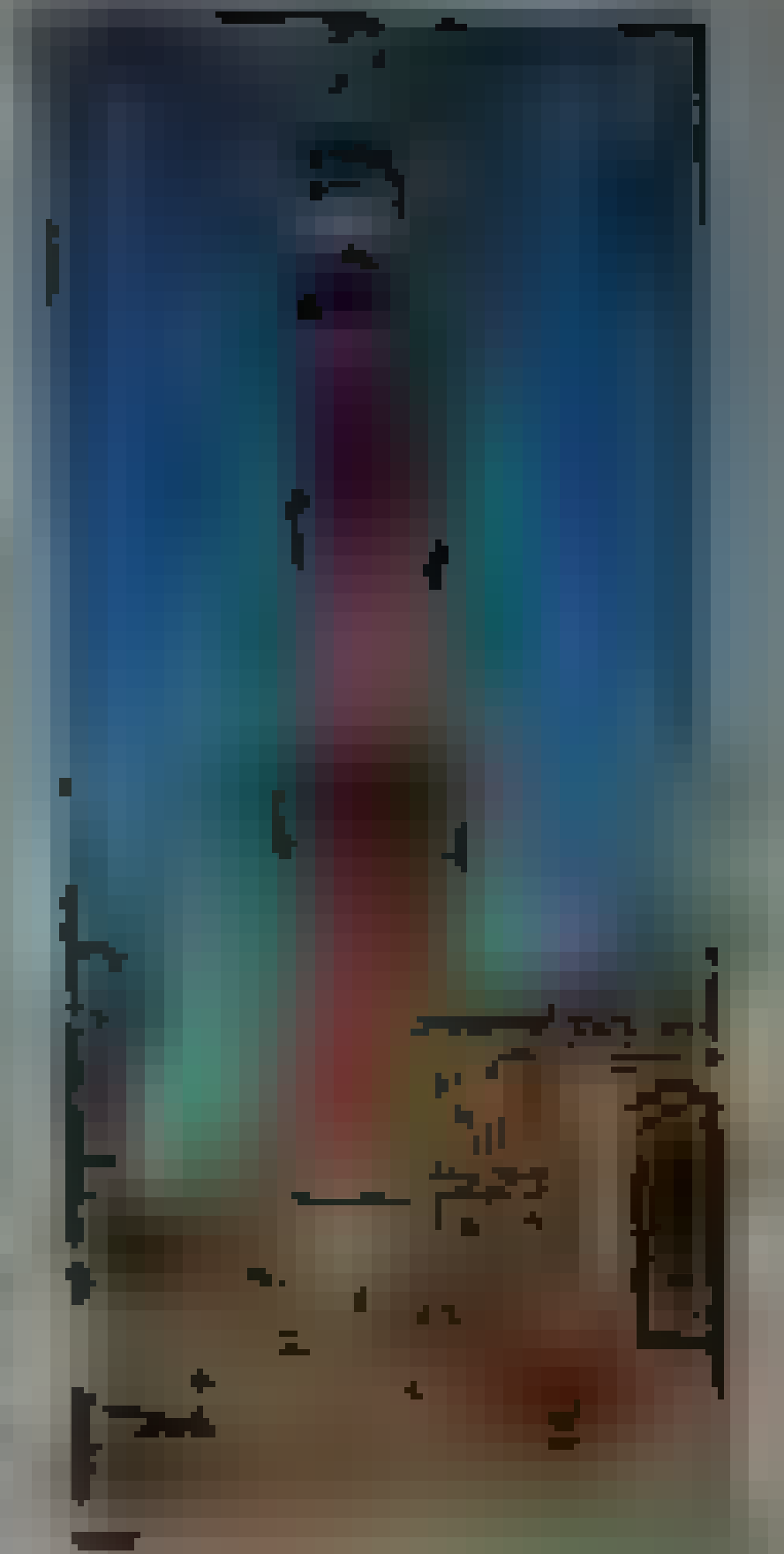
১৩শ শতাব্দীর গোড়ায় মুসলিম আধিপত্যের একাংশ থেকে নিখিলভূমি রাজ্যসমূহ করে এক রাষ্ট্র। দিল্লী মুসলমান রাজ্য গঠিত হয়। এর শাসনকর্তা ওয়া মুসলমানরা ভারতের এক বিশাল অংশের নিখিলভূমি এখিক রে নিয়ে এসেছিল। আনব পলিক বাতালে মত্রে এখানেও সব অর্ধে রাষ্ট্র শাসকের নিজস্ব সম্পত্তি রূপে দখল করে হত। সামন্তরা তার কাছ থেকে বড় বড় এলাকায় শাসনের ভার পেত। দিল্লী দীর্ঘ সে সব অর্ধে তার নিজস্বের কর্তৃত্ব ক্ষুদ্র করে এবং মুসলমানের অর্থনীতি থেকে বেধিত হয়ে, ১৪শ শতাব্দীতে দিল্লী মুসলমান রাজ্য থেকে অনেক স্বাধীন রাজ্য প্রকট হয়ে যায়, সর্বত্র চলে অভ্যন্তরীণ যুদ্ধ।

১৫২৬ সালে ভারতে হানা দিয়েছিল এক নতুন দিল্লী - বাবর যার অর্থ 'বাহু'। মদা এলিয়ার বাসিন্দা ও আক্রমণ উপভোগীদের নিয়ে গজা তার সেনাবাহিনীতে ছিল উত্তম সৈন্যসমূহ ও অধ্যবসায়ী বাহিনী। ভারতীয় রাজাদের সেনাবাহিনীকে পরাস্ত করে বাবর দিল্লী জয় করেন। এইভাবেই উত্তর ভারতে এক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ইতিহাসকাররা বাবর নাম দিয়েছিল মহাম মোঘল সাম্রাজ্য ('মোঘল' বা 'মুঘল' অর্থ একই, যেহেতু বাবর ছিলেন চতুর্থ শতাব্দীর বংশধর।

বাবরের উত্তরাধিকারীরা পুরা গোটা ইন্দুভূমি পরা করেছিল। পুণ্ড্র উপত্যকায় মদিল্লী স্বাধীন ভারতীয় রাজ্যগুলি থেকে ছিল। মহাম মোঘলদের শাসনে সংঘবদ্ধ হয়ে ভারতে সামরিক ভাবে অভ্যন্তরীণ দৃষ্টি বিকাশ ঘটল, কারিগরি শিল্প ও বাণিজ্যের উন্নতি ঘটল।

৩। রূপকথা সম সমৃদ্ধ দেশ। প্রাচ্য জাতিগুলির নানা রূপকথা ভারতের অদ্বাধ্য বনভূমির দেশ রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। ভারতের সমস্ত দৃষ্টি হওয়াই ব জনগণের শ্রমে কৃষকরা নিজ হাতে খাল কাটিত, চুবন্য পরিতে জনসেতের বদস্থা করত, বছরে দু-তিন বার ফসল সংগ্রহ করত। তারা বজাতি বন, ভুলো, আখ, মসলাপাতি, কুমড়া, হুঁড়ু, ফুঁড়ি, অমলাপত্র। পরে ভারত থেকে এইসব ফসলের অন্যান্য দেশ প্রাচ্যে দূরেছিল।

ভারতীয় কারিগরদের নৈপুণ্যেরও সুবাদ ছিল। কারিগররা সোনা রূপের অপরূপ পাল খনাত, মহাদুলারি নানা পাতক চমৎকার পাশ বরন বিশেষ করে ছিল নানা ভাব ইতিহাস নীতি ও মূল্যবান কাঠের চৌকি মার্জিত তাঁতী রুমত মাদকডমার জালির মতো খুব মার্জিত কাপড়।



১২শ শতাব্দীর দিল্লী, ১৩শ শতাব্দী। সমস্তর নিখিলভূমি ভারত করে নিয়েছিল। মুসলমানদের ১৫২৬ সালে মদিল্লী

- गौरीगंगा आदि नदी
 - १९५५ - १९५६ वर्ष के
 - जलवायु आदि के अनुसार
 - जलवायु के अनुसार
 - जलवायु के अनुसार
 - जलवायु के अनुसार

[illegible][illegible]

ଏହି ସହାୟକ ହାତେ ସୁବିଧାଜ ଏକ ଦିନରେ ଆକାଶେ ପାଦର ଓ ଇଟି
କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦାୟକ କାନ୍ଦୁ ଶୁଣି ଯାଉଥିଲା । ଆମ୍ଭ ପ୍ରଭାତେ ସମନକର୍ତ୍ତା
କିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦାୟକ କାନ୍ଦୁ ନାହିଁ ବରଂ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା । କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭଙ୍କ
ପ୍ରଭାତେ ଏହିକିମ୍ବଦନ୍ତୀମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦାୟକ କାନ୍ଦୁ ଶୁଣି ଯାଉଥିଲା ।

মন্দিরগুলির দেওয়াল গাছ পুতলা করা ফোকাই চিত্র, মূর্তি ও মিশ্রণ ব্যবহার করে। ৩ জনের মধ্যস্থিতা স্বাক্ষরসম্মতভাবে তত্ত্বাবধানের অধীনে নিজে পদক্ষেপে মন্দিরগুলির ঘুরেই বাগেই অনেক ইতি ও এই মূর্তি, আর ভিতরে আছে প্রোজেক্ট ইতিমধ্যে পথের ঘোঁড়ার মূর্তি।

১৩শ শতাব্দী থেকে ভারতীয় স্থাপত্যের উপর মুসলমান নির্মিতগুলিদের শিল্পের বিকাশ প্রভাব পড়েছিল। শাসনকর্তারা নির্মাণ করতেন অনেক প্রতীকিত্ব, মসজিদ ও বিলাসবহুল সমাধিস্থল। এইসব নির্মাণকর্মই ইসলামী সৌন্দর্যের কাঙ্ক্ষার এবং প্রায়শের কাজ থেকে নেওয়া দিওয়ান, গম্বুজ ও মিনারের খসড়া সম্মিলন করেছিল। আগ্রায় মসজিদ জামে মসজিদে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যেখানে কবর দেওয়া হয়েছে এবং মোঘল সম্রাটের পত্নীকে। জামে মসজিদে অসাধারণ সৌন্দর্যের জন্য তার নাম দেওয়া হয়েছে 'জামে মসজিদ'।

মহান যোগদানের আনন্দে ভারতীয় চিত্রকলায় স্বর্ণযুগ এসেছিল সেই প্রথম যোগদান সম্রাটরা জাঁকের দরবারে ইরাক, ইরান, মধ্য এশিয়া থেকে শিল্পীদের আমন্ত্রণ আনিয়েছিলেন। উজ্জ্বল মিনিচের দিকে শিল্পীরা সুসজ্জিত করতেন প্রাচীন উপাখ্যানের গ্রন্থগুলি, লোক-কাহিনীর সংকলনগুলি, নানা ঐতিহাসিক রচনা। আশ্চর্য রকমের সঠিকতার সঙ্গে অতি ছোট্টাটি বিষয়ের রূপ নিয়ে তারা প্রতিকৃতি আঁকতেন।

মহামুগের দ্বিতীয় শিল্প প্রাচীর এই সময়ের মিশ্রণ কর্মীদের শ্রেষ্ঠ সাফল্যের স্থানলাভ করেছিল।

১। ১১শ শতাব্দী থেকে কোন্ কোন্ দিকবর্তী দ্বারা আগ্রহ করেছিল? তেঁদের কল, কোন কোন সময়ের প্রথমত উত্তর-পশ্চিম থেকে ঘটেছিল (মিনিচের দিক)? ২। মহামুগে ভারতে কৃষি কার্যক্রম শিল্প ও বসিমা যে মূর্তিগুলি ছিল প্রমাণ হয় ৩। মহামুগে সর্বশ্রেষ্ঠ কী কী সাফল্য এবং চিত্রকলা ৪। ১১শ শতাব্দী



মহামুগের দ্বিতীয় শিল্প (১১শ শতাব্দী)

দ্বিতীয় ভাগের উপসংহার

১। মানবজাতির বিকাশে মানবজাতি থেকে সমস্তই কেন অধিকতর উচ্চ পর্যায় ছিল?

১১শ থেকে ১৫শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত তৎকালীন মধ্যযুগীয় ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়। এ হল সেই সময়, যখন মানবজাতির পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটেছিল। মানবজাতির অস্তিত্ব ছিল ভূমধ্য সাগর দ্বারা আবদ্ধ মিশ্রণের এবং এশিয়ার বড় বড় নগরী উপত্যকা, আর মানবজাতির বিভিন্ন স্থানভাগের নানা জাতির মধ্যে মধ্যে মধ্যযুগে অধীনতা ও সংস্কৃতির অধীনতা ঘটেছিল।

দশ দশকের সময়কালে থেকে যখন কৃষক খামার এবং নগরীতে কৃষি কার্যক্রমগুলি ব্যবহার এবং ২০, ৩০, ৪০ বছর মধ্যে গ্রাম চান এবং ২০ দীর্ঘ ধীরে ধীরে শিল্প দ্বারা প্রযুক্তির দ্রুত বর্ধিত। নতুন নতুন কৃষি চাষ করা হয়েছিল, জিলায় কলকাতা, মোহর তৈরি কৃষি কার্যক্রমের মাধ্যমে গঠন, জাতীয়তাবাদ বিকাশ প্রচার করেছিল। তখন চাষ জমিতে কলকাতা ফলদ্রব্যের বেশি কৃষক খামার শুম উপাধনশীল।

পুরাকালের ভূমধ্যসাগর মধ্যযুগে লক্ষ্যণীয় শিল্প এবং ২০ পর্যন্ত পৌঁছেছিল। ইউরোপে পুরনো শহরগুলির নবজন্ম ও নতুন নতুন শহর বিকাশ ঘটেছিল। সেগুলি কার্যক্রম শিল্প, বসিমা ও সংস্কৃতির মধ্যে পরিণত হয়েছিল। কার্যক্রম শিল্পের বসিমা শিল্পে তৈরি করেছিল। কার্যক্রম নানা রকমের ২০ উচ্চ মানের জিনিসপত্র তৈরি করেছিল।

শুম বিকাশের দ্বারা যখন বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। নতুন শহর এবং গ্রামের মধ্যে, বিভিন্ন প্রকার ও নেশের মধ্যে দশ বিভিন্ন সেবাগুলি প্রাকৃতিক স্বাধীনতা তৈরি ও বজায় ছিল, তবে ধীরে ধীরে তার পতন শুম হয়েছিল।

২। মহামুগের ইতিহাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে কীভাবে মানুষের জীবনের পরিবর্তন ঘটেছিল?

শুম উপাধনশীলতার বৃদ্ধির দরুন অধীন কৃষকদের শোষণ পদ্ধতির দরুন ঘটেছিল। বসিমা-বসিমা ও কলকাতা নিয়ে মনো-কর মোটামুড় পরিবর্তে এসেছিল। অধিক মনো-কর কার্যক্রম নেশে মূর্তিগুলি নিয়ে ভূমির মালিকের অধীনতা থেকে কৃষক মুক্তি কাজ শুরু হয়েছিল।

মানবজাতির বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় মধ্যযুগে দ্বিতীয় শুমজন্ম ঘটেছিল। কৃষক শিল্পের ও যুদ্ধ এবং থেকে মুক্তিলাভ এবং ২০ থেকে নানা দৈনন্দিন জীবন করেছিল। মানবজাতির বিভিন্ন সংগ্রামে শহুরে পরিবর্তন বিকাশের কৃষকদের সমর্থন করে।

যদিও কল ২০ শতাব্দীতে নৈরাজ্য নির্বাহনীয় দেখা।

মধ্যযুগে কৃষিকার্য নী কী স্বাধীনতা ঘটেছিল? আর কলকাতা কী ছিল?

কার্যক্রম শিল্পে কী কী সাফল্য আদর্শ হয়েছিল?

১১শ শতাব্দীর শতক কেন শুরু হয়েছিল?

শুম উপাধনশীলতার দ্রুত, কার্যক্রম শিল্প ও বসিমা-বসিমা বিকাশ কীভাবে কৃষকদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছিল?

এ পর্যায়ের দ্বিতীয় শুমজন্ম কেন উচ্চ শুমজন্ম হয়েছিল?

কৃষকদের কলকাতা উচ্চ কলকাতা কেন?

१. राजा रामचन्द्र महाराज महाराज महाराज
 २. राजा रामचन्द्र महाराज महाराज महाराज
 ३. राजा रामचन्द्र महाराज महाराज महाराज

১৯শ ১৩শ শতাব্দীর
ইউরোপের শিল্পের
পরিচালনা কল্যাণ
দ্বিতীয় পর্যায়ের সংস্কৃতি
বিশেষ সাধারণতঃ
কল্যাণের নির্ধারণের
শিল্প, বিজ্ঞান ও শিল্প
নীতি কল্যাণের
প্রদর্শন ?

$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}$$
$$\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \left(\frac{1}{2} \frac{d}{dt} \right) = \frac{1}{2} \frac{d^2}{dt^2}$$


১৫শ শতাব্দীর শেষের ও ১৬শ শতাব্দীর গোড়ার নানা ভৌগোলিক আবিষ্কার। ঔপনিবেশিক দখলদারী

১৬শ ও ১৭শ শতাব্দীর পঞ্চমার্ধে আগের মতোই সমস্ত তন্ত্র প্রভুত্ব করছিল ওবে পশ্চিম ইউরোপের অগ্রণী দেশগুলিতে দেখা দিয়েছিল নানা পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠান, পুঁজিবাদী উৎপাদন বিকাশের ক্ষেত্রে পুরুত্বপূর্ণ অনুপ্রেরণার ভূমিকা পালন করেছিল মহান ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলি

§ ৪১। ১৫শ — ১৬শ শতাব্দীতে প্রযুক্তি বিকাশ

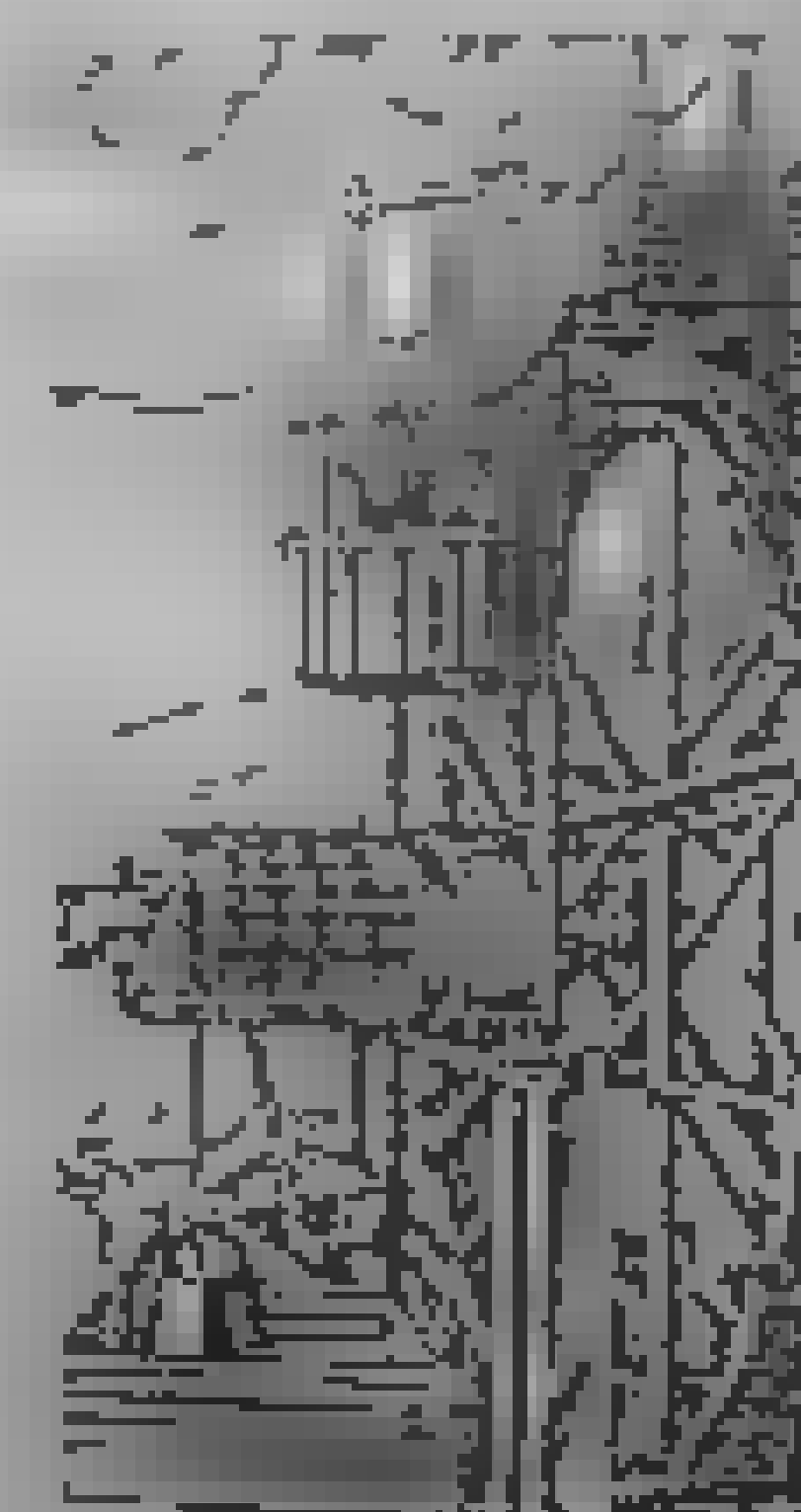
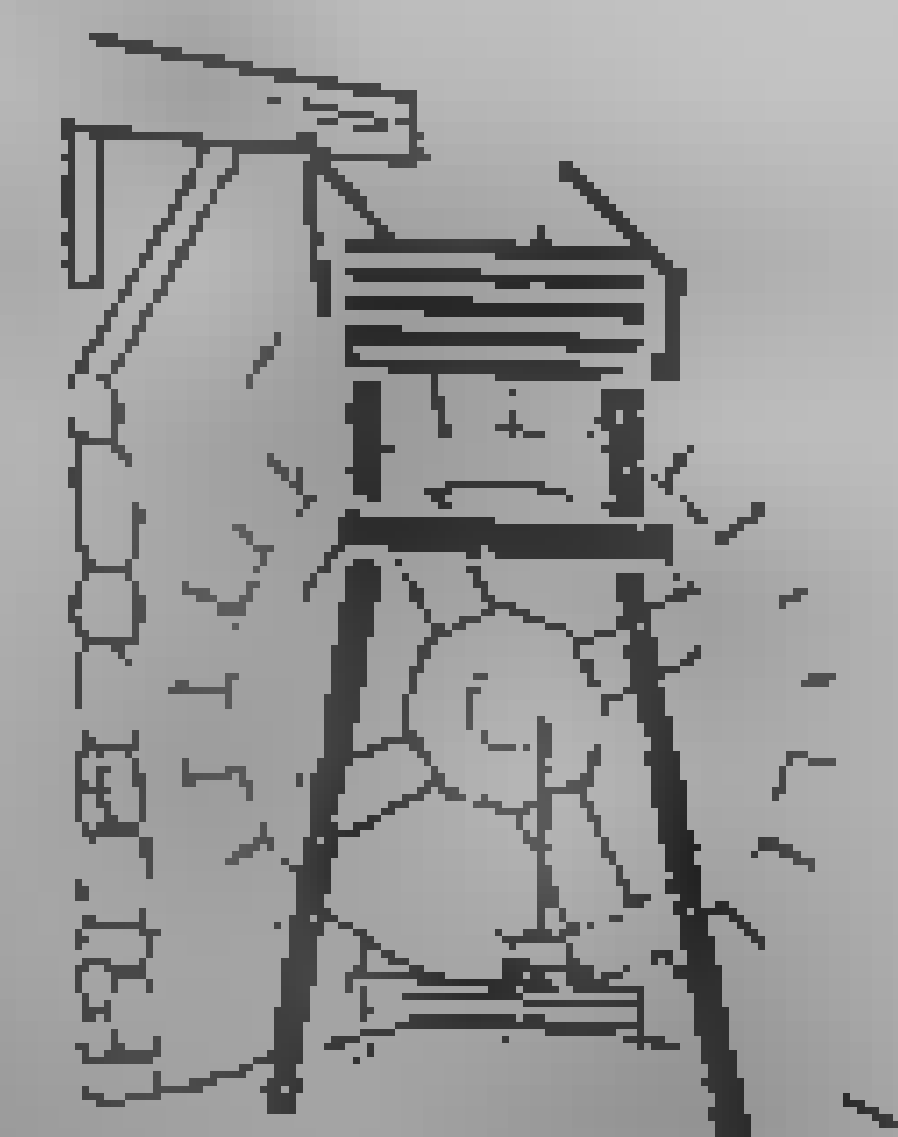
১। অলচালিত যন্ত্রের সুউন্নত রূপদান। কুবকুল ও কারিগররা শ্রম প্রতিভা ও সৃষ্টিবল কাজ ও শ্রম প্রতিদ্বন্দ্বের উদ্ভাবনবিধান বজায় রেখেছেন সে কারণে ১৫শ — ১৬শ শতাব্দীতে প্রযুক্তি বিকাশে নতুন বড় বড় সাফল্য অর্জিত হয়েছিল।

খনির কাজে ও কারিগরি শিল্পে উল্লেখিত যন্ত্রের ব্যবহার পুর হয়েছিল। যন্ত্রের যন্ত্রে জটিলতর অলচালিত ঢাকা ব্যবহৃত হত। মেরুপে ধর্মিত কলের মধ্যে ঢাকার নিম্নদেশে বোঝা বসত, সেটি ঘুরত ও ভারী আঁটাঝোঁটাও গতি লাভ করত। এই ধরনের ঢাকার নাম হয়েছিল নিম্নচালিত

পরবর্তী কালে আবিষ্কৃত হয়েছিল উচ্চচালিত ঢাকা, যা গতি লাভ করত তার উপর মুঠো, বেগে চলবার পড়ার মতন এবং নিম্নচালিতের

উচ্চচালিত ঢাকা ১৫শ শতাব্দীর
প্রথমার্ধে (১৫শ শতাব্দী)

১৫শ শতাব্দীর
প্রথমার্ধে (১৫শ শতাব্দী)



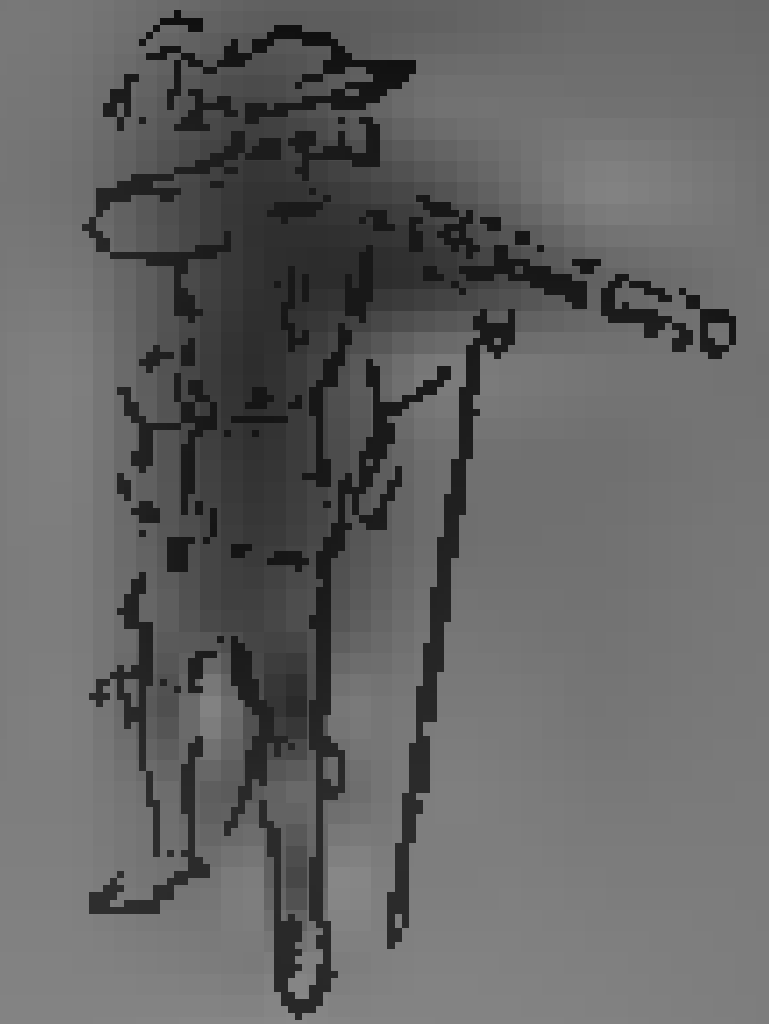
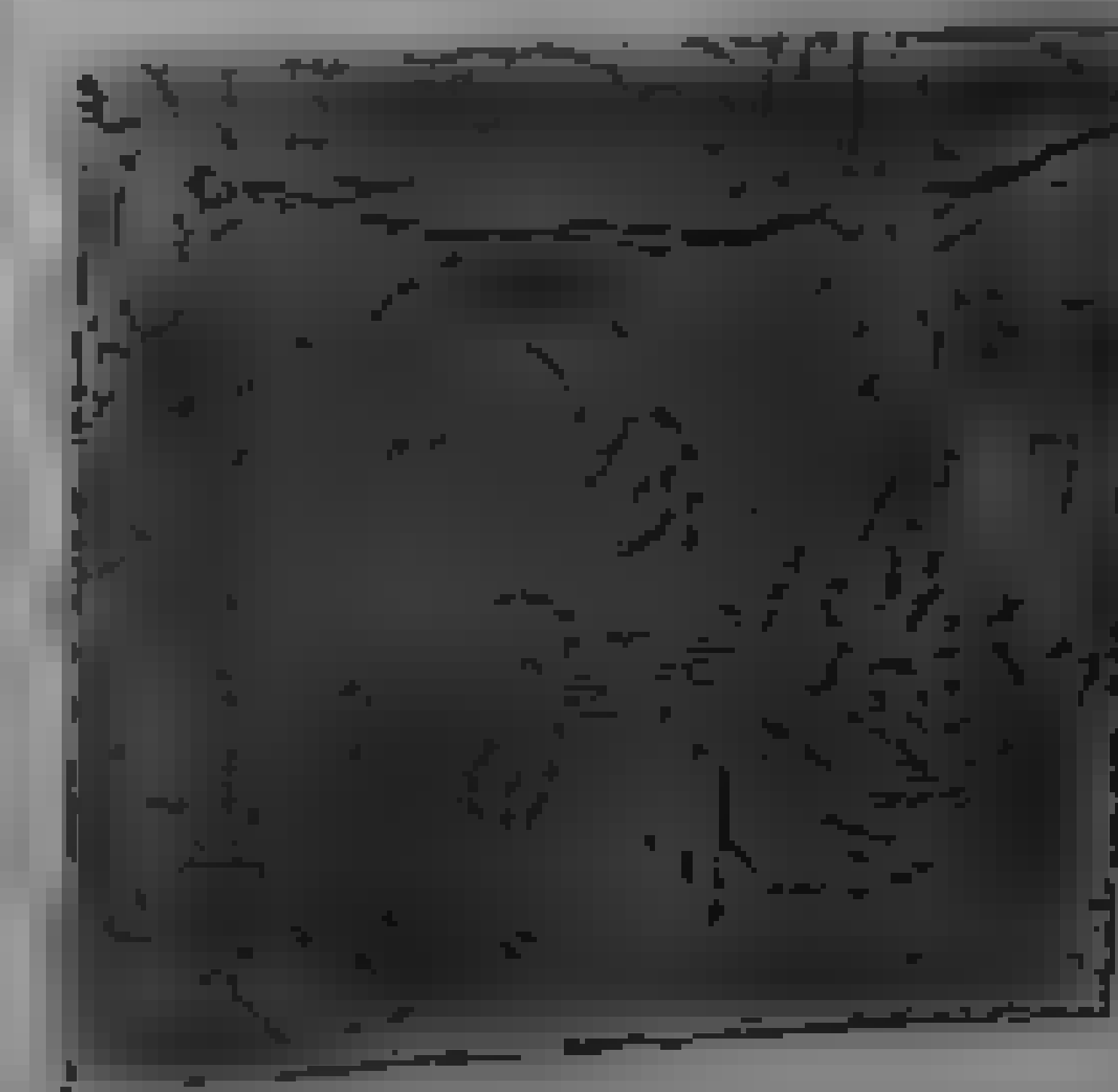
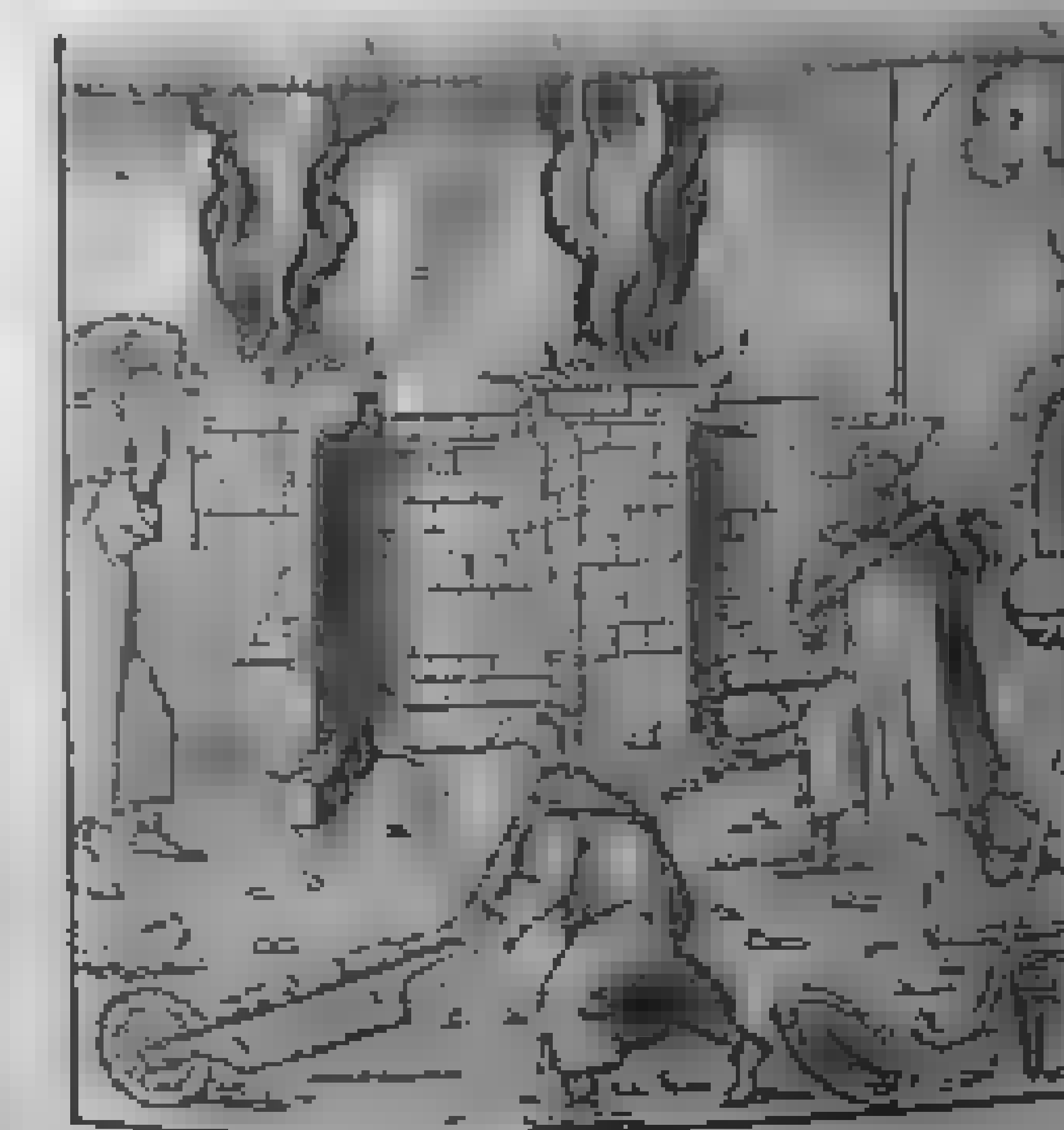
চলার তা বরত আরও বেশি - দীর্ঘ বসে সেওয়া হত এবং তাতে নীচী বেগুট মত খাল দিয়ে সবচেয়ে দলদ্রোত ছাওয়া হত। নীচী পাতকে সবচেয়ে সেই জল পড়ত ঢাকার পটাতনগুলির উপর

ধাতু প্রসেসিং-এর সময় এই ঢাকা দিয়েই এক উন পান্ডু ওয়ানের যন্ত্রটি পেটা হত। কাগজ তৈরির সময় উল্লেখিত এই যন্ত্রের সাহায্যেই চাপযন্ত্র ওঠানামা করত, আর খনির কাজে - যাকবিক তুলত ও বর্নি খেলে জল বের করত। এর বরা আরও খনির খনি খনন করা ও বেশি বেশি দাকবিক তৈরি সম্ভব হত

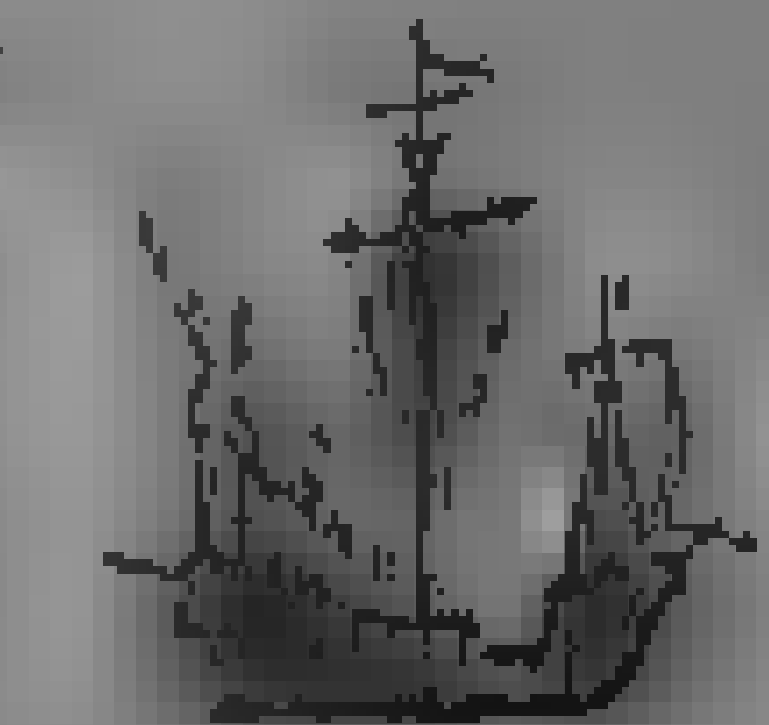
২। ধাতুশিল্পে নতুনত্ব। ধাতু গলাই ও প্রসারণ করার ক্ষেত্রে বিশেষ উন্নতি ঘটেছিল

১৪শ শতাব্দী থেকে রাস্ট কার্নেস ও থেকে ৪ মটর উচ্চতার পান্ডু চুল্লী খোঁচা খুব হয়েছিল। উল্লেখিত ঢাকা সম্বন্ধে করা হত বড় বড় হাপরের সঙ্গে, যা খুব উত্তরে চুল্লিতে হওয়া পাঠাত। এর কল্যাণে চুল্লির তাপমাত্রা হত খুব উঁচু : লোহার আকরিক ভাতে গলত, তা থেকে সৃষ্টি হত গলিত কাঁচা-লোহা। এই কাঁচা-লোহা ঢাকাই করে পাওয়া যেত নানা সমগ্রা, আর তা পুনরত গলাই করে উপর হত লোহা ও ইস্পাত। আগের থেকে এখন ধাতু গলাই হত অনেক বেশি

৩। সামরিক যন্ত্রপাতি। আগের মত তৈরির জন্য অনেক কাঁচা-লোহা ও লোহার নকশা হত। ১৬শ শতাব্দীতে অনেক ভারী আগেরকারী যন্ত্রই হালকা কিম্বা কমান ব্যবহৃত হত। হস্তচালিত আগেরকারীও উন্নতি ঘটেছিল। পিত্তন ও এক রকমের ভারী অস্ত্র - মাস্কেট দেখা



নামকটিয়া



১৫শ শতাব্দীর
প্রথমার্ধে (১৫শ শতাব্দী)

নামকটিয়া

मिटरहित । श्रीगणेशाय नमः ।
१९५० ईस्वी २७ मार्च १९५०
१९५० ईस्वी २७ मार्च १९५०

[illegible]

৪। সমুদ্রযাত্রা ও বায়ুজ-নির্মাণের বিকাশ। বহু কাল ধরে ইউরোপের
এ দেশে জন্মিত সমুদ্রে নৌযাত্রায় পাণ্ডি দেশের ব্যাপার সমস্তই করতে
লাগে। ১৮। ১৮৮০ সালের ও ১৮৮৫ সালের মধ্যে নৌযাত্রা দুই
বারেরা যুগে ইউরোপ বিখ্যাত সমুদ্রপথেই যাত্রা করত। নাবিকরা
ভাষাভেদে অসহন নির্মাণ করত নির্জন আবহাওয়ার অসহন্যের স্থানকাল
অনুভবিত।

নাবিকদের জীবনে কাম্যায় দেখা দেবার পরই উন্মুক্ত সমুদ্রযাত্রা নিরাপদ হয়ে উঠছিল। জাহাজ কোথায় অবস্থান করছে তা নির্ধারণের জন্যও অনেক যন্ত্রপাতি উদ্ভাবন করা হয়েছিল।

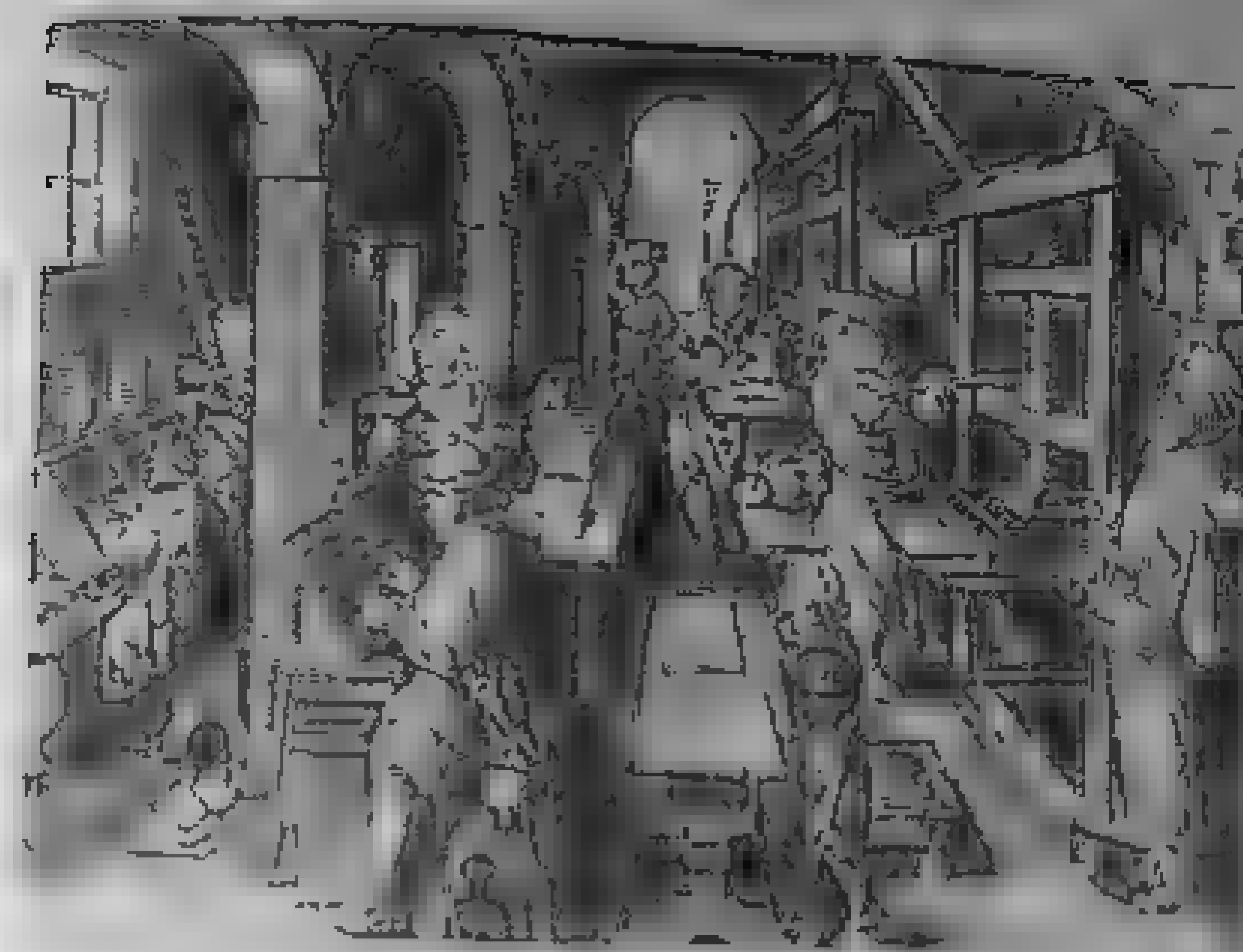
১৫শ শতাব্দীতে তৈরি করা হয়েছিল দুভাগের হালকা পাল তোলা আহাজ ক্যাস্কেল। এই খরনের আহাজ চলত ভাল এবং জাহাজও ছিদ্র প্রচুর। সোজা ও আড়াআড়ি পাল, যাতে দানুল থাকত মোট তিনটি এবং তার প্রয়োজনীয় দিকে চলতে পারত যুগ্ম হাওয়ার দিকেই নয়, এমনকি আড়াআড়ি হওয়া ও বিপরীত হওয়া ভেদ করেও। ক্যাস্কেল জাহাজে চড়ে দুই-দুইভাগের পথ পাড়ি দেওয়া চলত।

৫। বই ছাপা আবিষ্কার। কারিগরি শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশের ক্ষেত্রে শহরগুলিতে সামরিক ও বৃদ্ধি পেল। স্কুল-পড়ুয়া ও ছাত্রদের জন্য আরও বোর্ডিং করে পাঠ্যপুস্তকের প্রয়োজন দেখা দিল। সাহিত্যের প্রতি শহরবাদীদের আগ্রহ জাগল। যত্ন দিয়ে বই কপি করা প্রশালী যত্ন বর্ধিত চাইনা মেটোতে পারছিলেন না।

ଏହା ସହଜରେ ଦୃଷ୍ଟିଗୋଚର ହେଉଥିବାରୁ ପ୍ରକାର ଭାବେ ବିନ୍ଦୁ
ବିନ୍ଦୁ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁଠି ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଉପାଦାନ କାଳ
କରିବା ଉପାଦାନ ପାଇଁ ଏକକ ଦଶମାଦି ବଦଳି ଉପାଦାନ ଏବଂ କାଳ ଚାଲିବା ହେଉ
କରି ଏ ପରିସର ମଧ୍ୟ ଏକକ ଉପାଦାନ ଥିବାରୁ ନା ଏକକ ଏବଂ ପ୍ରକାର ଅବିଭକ୍ତ
ହେଉଥିବାରୁ ।

૨૦૧૧ ના ઇન્ડેક્સ નાવાનારોએ એક જાણીતા દેશના પુરુષોનારો દેશે

আস্ট্রোলাবে (astrolabe)
নক্ষত্রমণ্ডল
আস্ট্রোলাবে
আস্ট্রোলাবে
আস্ট্রোলাবে
আস্ট্রোলাবে
আস্ট্রোলাবে



१४३३
 १४३४
 १४३५
 १४३६
 १४३७
 १४३८
 १४३९
 १४४०
 १४४१
 १४४२
 १४४३
 १४४४
 १४४५
 १४४६
 १४४७
 १४४८
 १४४९
 १४५०
 १४५१
 १४५२
 १४५३
 १४५४
 १४५५
 १४५६
 १४५७
 १४५८
 १४५९
 १४६०
 १४६१
 १४६२
 १४६३
 १४६४
 १४६५
 १४६६
 १४६७
 १४६८
 १४६९
 १४७०
 १४७१
 १४७२
 १४७३
 १४७४
 १४७५
 १४७६
 १४७७
 १४७८
 १४७९
 १४८०
 १४८१
 १४८२
 १४८३
 १४८४
 १४८५
 १४८६
 १४८७
 १४८८
 १४८९
 १४९०
 १४९१
 १४९२
 १४९३
 १४९४
 १४९५
 १४९६
 १४९७
 १४९८
 १४९९
 १५००

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥

ছাপা আবিষ্কার করেন। দুর্দীর্ঘ ও নিরমস পরিশ্রমের পর তিনি আমাদা আনাদা ধাতব অক্ষর তৈরির প্রণালী উদ্ভাবন করেন; তার দ্বারা উদ্ভাবক নাইনের সারি ও পুরো পাতা সজ্জন একই ভাবে সহজে সম্ভবে হইবে। সেট-করতে-পারা-অক্ষরের সাহায্যে যেকোন বইয়ের যত ইচ্ছা পাতা ছাপা যেত। গুটেনবার্গ ছাপা যন্ত্রও আবিষ্কার করেন।

অনুমানিক ১৪৪৫ সালে গুটেনবার্গ প্রথম ছাপা-বই প্রকাশ করেন। সেই থেকে ইউরোপে বই ছাপার দ্রুত প্রসার ঘটে। তাঁর আবিষ্কারের ঈর্ষ মতান্বী পরে ইউরোপের নানা শহরে ১৩০০টি ছাপাখানা চালু ছিল। ইউরোপের সব ভাষায় জ্ঞানের নানা বিষয়বস্তুর ওপর ছাপা বইপত্র প্রত্যাগারগুলির আলোড়নগুলি ভরে গেল। বইয়ের সংখ্যা বাড়ল এবং তা আর আগেকার হস্তলিখিত বইয়ের মতো দামী ছিল না।

বই ছাপা আবিষ্কার - মানবজাতির ইতিহাসে এ হল এক সুমহান আবিষ্কার। এর কল্যাণে শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অগ্রগতি ঘটেছিল। ছাপা বইয়ের কল্যাণে মানুষের দ্বারা সঞ্চিত জ্ঞানের অর্থও স্রুত প্রণার ফলি। মানুষের পরবর্তী প্রজন্মের জ্ঞান তা পবিশূর্ণভাবে সংরক্ষিত ও প্রদান করতে পারিত।

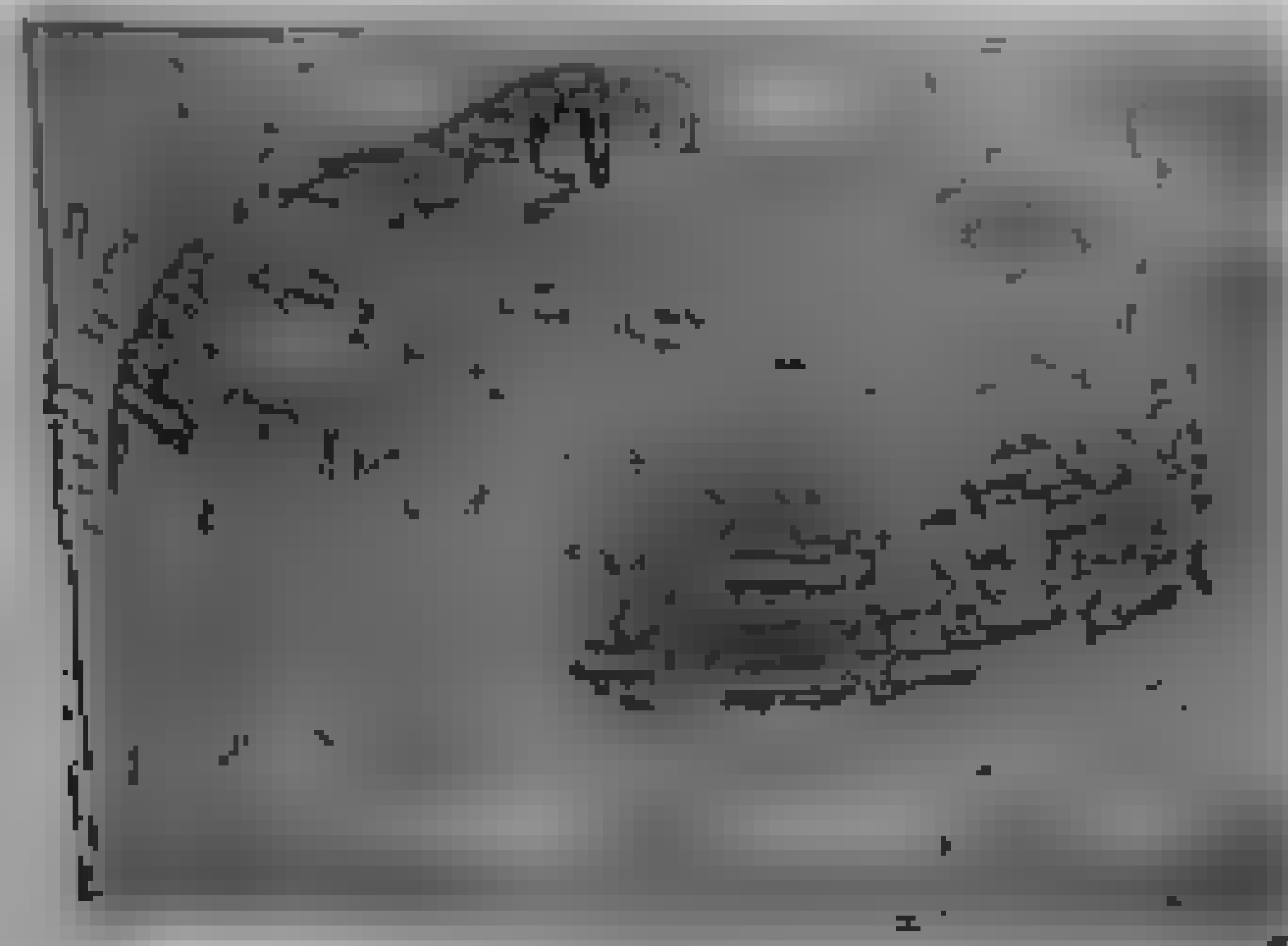
১৫শ ১৬শ শতাব্দীর প্রতি শুরুরূপ প্রকৃতিগত যাবৎকালগুলি
পটু সিরিয়ামের জৈবিক কর্মসম্পন্ন ব্যবহার করা সম্ভব ছিল এই সর্বাধিক
ইউরোপে বড় বড় সাম্রাজ্য, জাহাজ-নির্মাণের ডক, ছাপাখানা দেখা
সিঁতে আসল, যেগুলিতে এখন বহু লোক কাজ করত ।

বর্তমানমিও দিয়াসের বস্তুত্ব এক পোতুগীজ অভিযাত্রী দল
বিস্ময়কর নতুন প্রাপ্ত পরিণতমণের পর ভারত মহাসাগরে ভ্রমণ করেছিল
কিন্তু সুদীর্ঘ পথের কঠিনতাও বসন্ত নাবিকরা এই যাত্রা আরও চরমতে
অসহ্য করে। ছাউনীর মাঝখানে সমুদ্রের গভীর পথে বিস্তৃত জলরাশির
সোতুগীজরা এক দিল উত্তমাসা অস্তরীপ - সেই যাত্রার চিত্রস্বরূপ যে
অচিরেই ভারত যাবার পথ আবিষ্কৃত হবে।

৩। ডায়েগো দা গামার পট্টন। ভারতে যাবার সমুদ্র পথ অনুসন্ধানের জন্য
পোতুগীজ রাজা ডায়েগো দা গামার নেতৃত্বে এক নতুন অভিযাত্রী দল
পাঠানো। এর আহাজগুনি পূর্ববর্তী যাত্রার মতোই ছিল। সেখানেও ছিল
উত্তম অনেক মানচিত্র ও যন্ত্রপাতি, যা ছিল আশ্চর্য্য নাবিকদের।

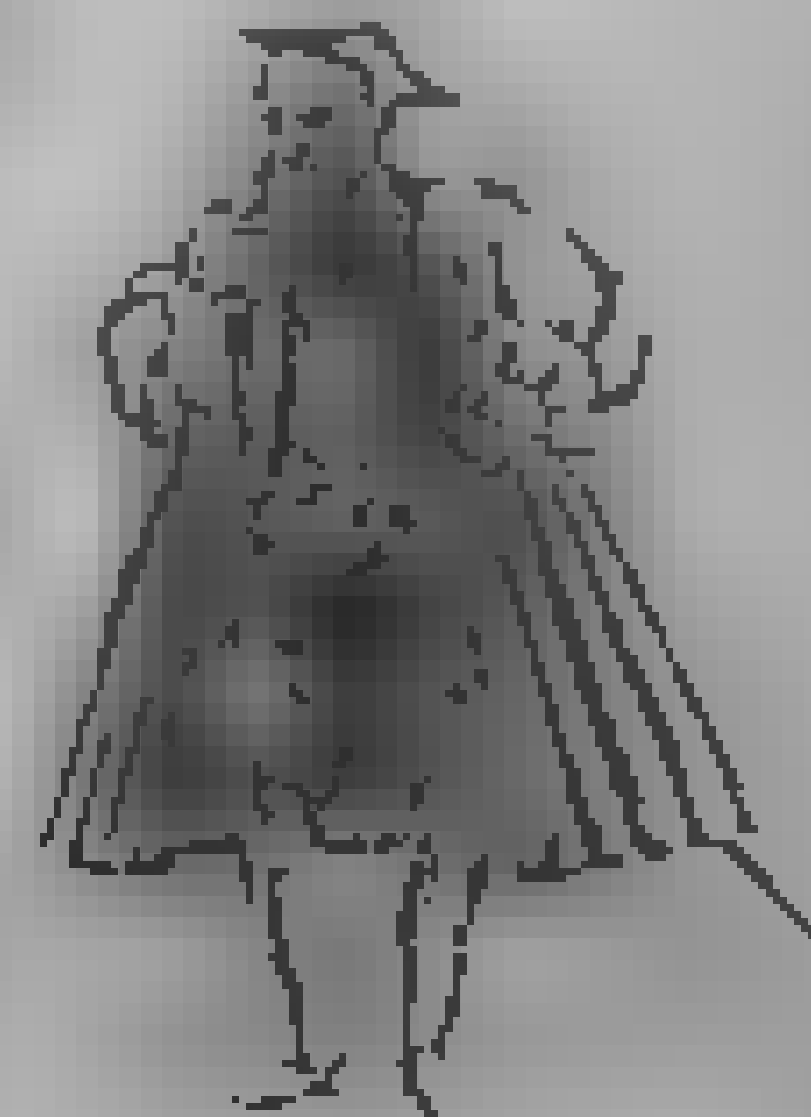
যাত্রার প্রথম সাতটি তার মাস পর এই পোতুগীজরা আফ্রিকা পারদূর
করে তার পূর্ব উপকূলে উপস্থিত হয়, যেখানে এর আগে কোনো জাহাজপারমী
প্রাপ্ত পথের নি পূর্ববর্তী বড় ও বিপরীতমুখী প্রবাহের ফলে জাহাজ চালায়
কঠিন যত্নাঙ্কন প্রয়োজনীয়। প্রথমে নাবিকরা খুব বড় পেট, নানা
অসুখে একে একে মারা গেছে। ডায়েগো দা গামা এক অসুস্থ ক্যাপ্টেন খুঁজে
সংগঠিত করেন, ভারত মহাসাগরে পূর্ব হা আহাজগুনি পরিচালনা করেছিলেন।

১৪৯৮ সালের মে মাসে পোতুগীজ আহাজগুনি ভারতের কলিকট শহরে
নে ৬৪ ফেব্রুয়ারি ডায়েগো দা গামা রাজার প্রত্যাশনায় হাতির সংগঠিত করেন
এবং নাবিকদের আদেশ দিয়েছিলেন ভীড়ে দিয়ে মসলপাতি কেনার
অন্য। কিন্তু ভারতীয় বাণিজ্যকে নিজেদের মুঠোয় রাখা আরও বেশি
রাজা তথা কলিকটের শাসনকর্তাকে বোঝান তিনি যাতে ভীড়ে-নামা
পোতুগীজদের প্রেরণা করেন। প্রত্যাহারে ডায়েগো দা গামা এর আহাজগুনি
পরিসরিত কিছু সম্রাট ভারতীয়কে সামগ্রিকভাবে আটক করেন। রাজা
তখন প্রেরণা করা লোকদের ছেড়ে দেন এবং ভারতীয়দের জন্য



১৪৯০ সালে পোতুগীজদের
মারা অসুস্থ পুষ্কীর
মানচিত্র

সমুদ্রের পূর্ব
প্রবাহের পূর্ববর্তী



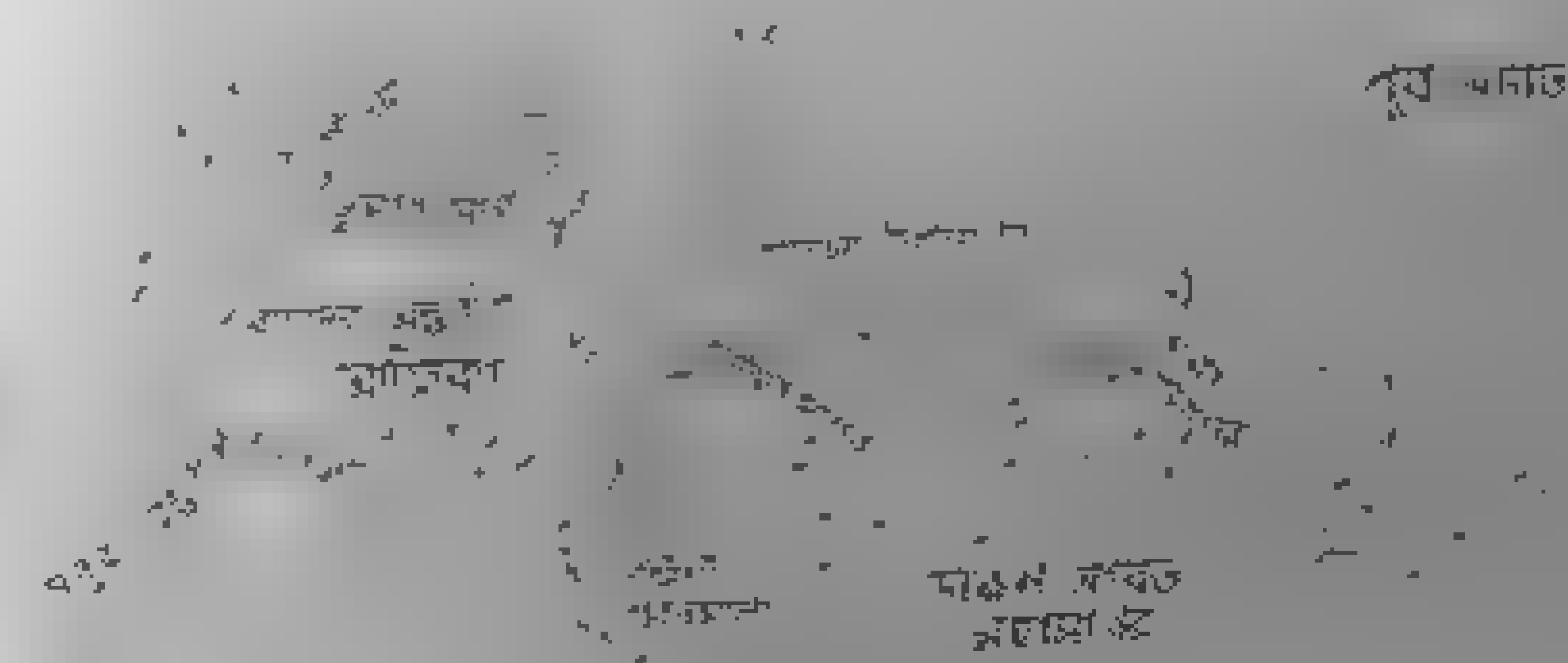
লোক পালান কিন্তু ডায়েগো দা গামা পুনর্বিচারে মৌল্যগুণিতক
প্রত্যাশনা জানানোর পরে বন্দীদের ফেরত নিয়ে স্বর্গীয়র বন্দোবস্ত
এইভাবেই পোতুগীজের গভীর এলে ইতিহাসকারীরা ভারতে তাদের আগমনের
বাহ্যি রচনা করেছেন।

মসলপাতিতে আহাজগুনি হারি করে পোতুগীজরা নির্যাস্তা পদ
ধরন পূর্ব বছরের এই কাজ শেষে দুই তৃতীয়াংশ নাবিক মারা গেলেন।
তখন এই অভিযান সংগঠনের সে প্রচেষ্টা গণ্যেছিল এর প্রথমটি নিয়ে আসা
মসলপাতির মূল্য ছিল ৬০ গুণ বেশি।

৪। এশিয়ায় পোতুগীজদের অধিকার স্থাপন। পোতুগীজের রাজা একের পর
এক নতুন নৌবহর ভারত মহাসাগরে পাঠাতে লাগলেন। ১৪৯৮ সালে ভারত
ও দল জনবসতি সহ এশিয়ায় অসমতা দেশ নিজস্বের মতো শাসন পোতুগীজের
ছিল না। সে সময় পোতুগীজরা শুধু ভারত মহাসাগরের উপকূলবর্তী এলাকা
ভারত, আরব দেশ ও পূর্ব আফ্রিকার পুষ্কীর্ণ শহরগুলিই দখল করেছিলেন।
দখলীভূত শহরগুলির বাসিন্দাদের তারা বিনাম দরদীভূত, সেখানে তারা দুর্গ
নির্মাণ করেছিলেন। ভারতে বসে বসে সুন্দর জাহাজ প্রস্তুতকারের মতো
পোতুগীজরাও সংখ্যায় খুব কম; অন্যথায় তারা যেটা মানবকর্তৃক বিনাম
করত।

আরব ও ভারতীয় আহাজগুনি পোতুগীজরা দখল করত ও প্রাণে
দিত, স্বাধীন করা নাবিকদের ১০০ করে অথবা প্রাণের রূপে বিক্রি করে
দিত। পোতুগীজদের অনুমতি বিনা একটি জাহাজও ভারত মহাসাগরে
চলাচল করতে পারত না। নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও নৌবহরের প্রাণবন্ত
প্রদর্শন নিয়ে তারা আরবদের ভারত মহাসাগর থেকে ভাঙিয়ে দেবে বলে
এবং ৬ বত যাবার সমুদ্রপথটি দখল করেছিল। পরে দিল্লীজাতি সুলতান ও

১৪৯৮ সালের পোতুগীজ
দল ম ১৪৮৮ এগুয়ারী হাতি
বন্দা। অসুস্থ মানচিত্র
সঙ্গে এটি মণ্ডল। পূর্ব
পুষ্কীর সম্রাট পোতুগীজদের
হারগা পদন ছিল।



কম্পনিত হইতেছে ইহা হইতে
কৃষ্ণীন্দ্র কামলচন্দ্রের কবিত্ব ভাষ্যে দেখাওঁতে পারা যায় 'বন্দনাত্মক মননভাষ্যটি
একঃ কামলচন্দ্র প্রমত্তাচারি। অদিক লগ্নদীপ্ত বাক্যভঙ্গর বাধা কবিত্ব
কামলচন্দ্রের পূর্ণাঙ্গিত্ব কবিত্ব কবিত্ব দেখাওঁতে পারা যায় পুণ্ড্র অর্থ ইহা
কিহিন্দ্র কামলচন্দ্রের কবিত্ব ভাষ্যে দেখাওঁতে পারা যায় উপনিবেশে পরিণত হইতে
স্বাধীনতা হারান ও দ্বিপ্রজন্মের দ্বারা নির্মিত এলাকাগুলিতেই উপনিবেশ
রূপে অভিহিত করা হইত।

[illegible]

১৯৪০। ১৯৪১ শতাব্দীতে আমেরিকার মানুষ। কলম্বাসের আমেরিকা আবিষ্কার

ક્ર. ૨૭ નં. સાર્વજનિક)

১। ১৫শ শতাব্দীতে আমেরিকার মানুষ। ১৫শ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত ইউরোপের নোবেলরা ভ্রমভেত্রে মাত্র তিনটি অংশ জানত : ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকা। যদিও ১০০০ সালের কাছাকাছি স্কাণ্ডিনেভিয়ার নাবিকরা গ্রীনল্যান্ড অ-বিজ্ঞান করেছিল এবং সেখান থেকে উত্তর আমেরিকা দর্শিত পৌঁছেছিল, তবে ইউরোপের অন্যান্য দেশে সে কথা জানত না। আমেরিকার নাম বন্ধত অনাথা উপজাতি। জনসমষ্টির অধিকারের পরিচয় পূর্ণ ১৪শ শতাব্দীর শেষে উত্তর আমেরিকার নাবিকরা, মুঠক বদা ও দক্ষিণ আমেরিকার কৃষিকাজ বিবরণ লাভ করছিল :

স্বাধীনতা সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেছিলেন।
আজীবন, ১৯৬৬ খ্রি: [১৯৬৬
শতাব্দী]

[illegible]

ସହଯୋଗେ ଏହି ଉପ ବିଷୟର ଆବିଷ୍କାର ଲୋକେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହାୟତା ନାହିଁ । ଆବିଷ୍କାରର ଫଳସ୍ୱରୂପ ହେଉ ଯା ଏକମାତ୍ର ସମୟର ଉତ୍ତର ଦେଖାଯାଉଛି ଚୁକ୍ତ, ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ — ଉତ୍ତର ମାନେ ଗୁଣପାତ୍ର ଯାହା ଗଢା ହେଉ

১৪শ শতাব্দীতে আমেরিকার লোকেরা জলদ্রব্য জালনা, চাকচাক্য, ঠেলাগাড়ি বানাতে পারত না। তাদের কোন আগ্নেয়াস্ত্র ছিল না। শ্রম হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র তৈরি করতে পারত, পাখর ও ব্রোঞ্জ দিয়ে।

আমেরিকার জনসমষ্টির দৃষ্টি অংশ বসবাস করত আফ্রিকান মোক্ষ প্রদায়। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকাশের বিচারে সদার উপরে ছিল মাদ্রা, আন্তরক ও ইরকা উপজাতিগুলি, তাদের নমো ইতিমধ্যেই সম্ভ্রান্ত ও পুরোহিত সম্প্রদায় দেখা দিয়েছিল, যারা শেষে কর্তৃত্ব ক্রীতদাস ও সামান্য মোক্ষদাসদের

২। মায়ী সংস্কৃতি। মায়ী জাতি বসবাস করত নখা আগেরিগের ইউকটোন উপদ্বীপে। শাসনকর্তা ও পুরোহিতদের আদেশানুযায়ী গোষ্ঠীর লোকেরা জঙ্গলে বনাতি নানা প্রকারের সিম্রামিডের আকারে অনেক মন্দির আর খুঁড়িয়ে তৈরি করত। মায়ী মন্দিরগুলি দেহদেবতার মূর্তি ও চিত্রের সহিত সজ্জিত ছিল। তারা রান ইন্দ্রের মত মঙ্গলভবের মূর্তি পাথরের উপর দিয়ে তৈরি করত। মায়ীরা মন্দিরগুলি নির্মাণ করত মন্দিরগুলি নির্মাণ করে দেবতার মূর্তি পাথরের উপর দিয়ে তৈরি করত। মায়ীরা মন্দিরগুলি নির্মাণ করে দেবতার মূর্তি পাথরের উপর দিয়ে তৈরি করত।

[illegible]

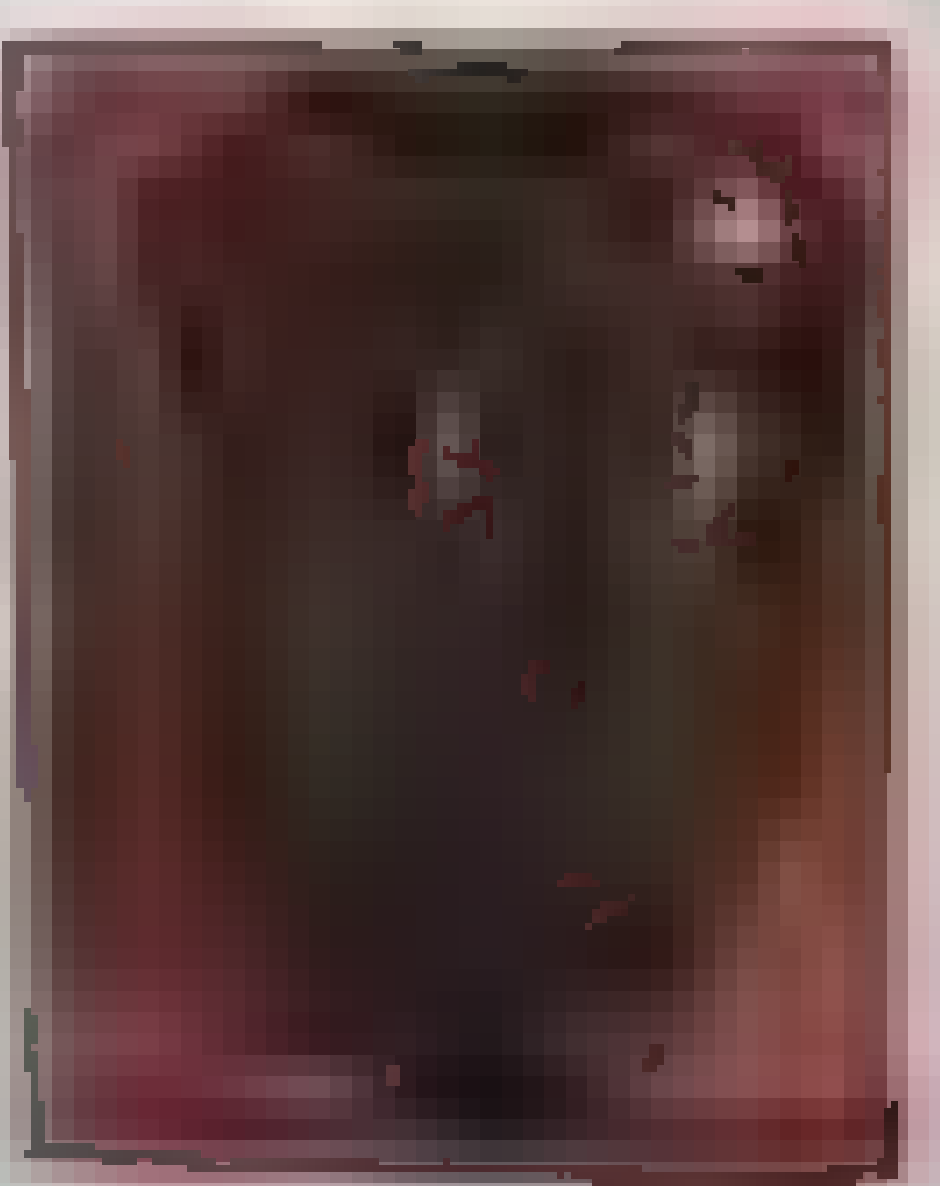
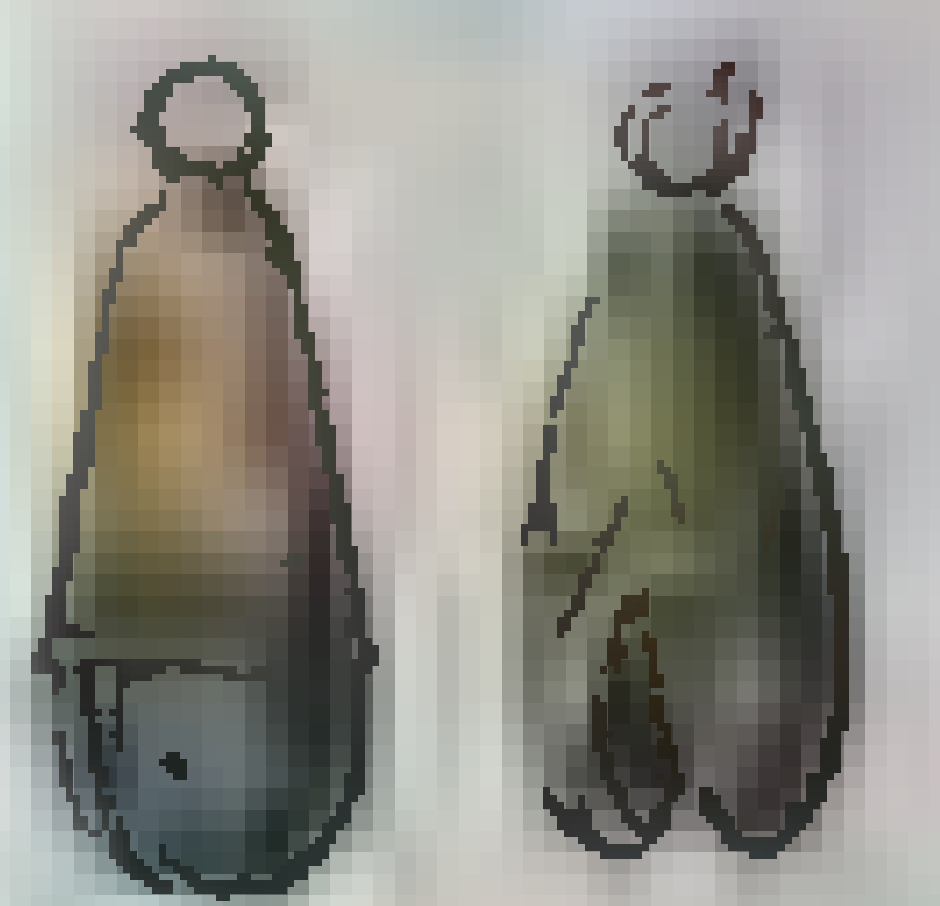
আমেরিকার সঙ্গে প্রতিষ্ঠিত গণিত বিকাশের ঘটনা : ভারতীয়দের সেকেন্ড
 ইয়ারে মাত্র জাতি যুগোত্তর ব্যবহার করত। তারা পুরোহিতরা সূর্যের চারিদিকে
 গুরু পরিচালনা সমস্ত নির্ধারণ করেত এবং সূর্য ও চন্দ্রগ্রহণ সম্পর্কে সঠিক
 বৈজ্ঞানিক ধারণা বহুতে পাতত।

৩। আন্তর ও ইংল্যান্ডের সংস্কৃতি। আন্তরকাল রাস করত মেসিডোনেস,
 সন্থা খৃষ্টাব্দে ২০০০ খ্রিষ্টাব্দে সমস্ত পর্বত এলাকা। আন্তরকালের
 উপত্যকাগুলিকে তারা বর্ণিত করেছিল, কনসম্বন দেশে দিতে, উত্তরদেশ
 ও বোম্বা যোগ্য দিতে তারা তাদের বাসা করত। আন্তরকালের নেত
 রূপে ছিল এক শাসনকর্তা, যে ফনজা লাভ করত উত্তরাধিকারসূত্রে
 বর্ণিত কনসম্বনটির মেহনত কাজে যাগিয়ে আন্তরকাল জলাশয়ের
 জল শুকাত, নামের দ্বারা যুক্ত বস্ত্র জা উল্যানে ও সর্বাঙ্গ বাধ্যত
 বৃণাভিষিক্ত করত। আন্তরকালের রাজধানী মেসিডোনে শহরের অবস্থান ছিল
 দুইদুই সত্তরবারে এক ধীপে। শহরের খাগগুলিই গড়ে উঠেছিল শহরকে
 আখ্যাত হওয়ার কারণে সেখান থেকে নামের দ্বারা ফনজা লাভ করত
 অনেক মন্দির ও সমস্ত সেতুসমূহ ব্যবহারি আন্তরকালের পরিচালিত
 দিলে ও বর্ণিত রূপে বিবর্তিত ছিল, যাতে, পায় ও বাস্তব কাজে
 তারা ছিল নিপুণ বিন্দী।

খ্রিস্ট আধুনিকার পশ্চিমে যুক্ত অ্যান্ডিস পর্বতমালায় হাজার হাজার
 মন্দিরমন্দির এলাকা মুড়ে বিস্তৃত ছিল ইংল্যান্ডের দেশ পেরু। অন্যান্য প্রভ
 িকৃত উপত্যকাদের চরকাতে বর্ণিত ও বর্ণিত দল বিস্তৃত
 কনসম্বনটির মেহনতে জীবনযাপন করত।

এই জমি যেই জমি জমি বিস্তৃত ছিল এক আন্তর ফনজা
 আন্তরকালের ঘর অন্য আন্তর শাসনকর্তার ঘরে আর যুক্ত
 নীতি আন্তরকালের মোস্তাবাখানের জন্য রহা যেত। পাহাড়ের পাহাড়
 টানে মোস্তাবাখানের রাজবংশের জন্য জমি সমান বহুত, আর ফনজা
 নীতি বহুত পাহাড়ের যেত্র নিত যাতে জমি যুক্তোত্তর ভেদে না যা
 ইংল্যান্ডের দেশে বিস্তৃত হয়েছিল দুটি সুগঠিত রাজ্য, যাতে ছিল অনেক
 দুইদুই খাগ পরিবার উপর যুক্ত সেতু। দেশের নানা খাগেদ নহা
 ছিল তরু-যোগাযোগ ব্যবস্থা : বহুতাবর ও অল্পরি সংবাদ বহন বহুত
 রানতরা।

৪। কনসম্বন ও আমেরিকা আধুনিক। ইউরোপের নোবেলের আমেরিকার
 বর্ণিত ইংল্ড মন্দির ঠিক কীভাবে ঘটেছিল।
 খ্রিস্ট ২০ শতাব্দীর, পুরাতন বিজ্ঞানীদের এই ধারণার সত্যপ্রমাণ
 বহুত ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে সন্থাখানের অল্পরি হয়েছিল। কিছু কিছু বিজ্ঞানী
 প্রমাণ করেত করেছিলেন সন্থাখান থেকে ইংল্ড দেশে ভারত পৌঁছান সম্ভব



আন্তরকালের কনসম্বন
 সন্থাখান ৩০ খৃষ্টাব্দে সমস্ত
 পাহাড়ের মোস্তাবাখানের
 চব্বিবারে মাত্র ২ জনসংখ্যা
 মন্দির মাত্র ১০ জন
 ইংল্ড দেশের
 আন্তরকালের দুইদুই



কনসম্বন ইংল্ডের মাত্র ৩০ জন
 ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে সমস্ত
 পাহাড়ের মোস্তাবাখানের
 চব্বিবারে মাত্র ২ জনসংখ্যা
 মন্দির মাত্র ১০ জন
 ইংল্ড দেশের
 আন্তরকালের দুইদুই

কনসম্বন ইংল্ডের মাত্র ৩০ জন
 ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে সমস্ত
 পাহাড়ের মোস্তাবাখানের
 চব্বিবারে মাত্র ২ জনসংখ্যা
 মন্দির মাত্র ১০ জন
 ইংল্ড দেশের
 আন্তরকালের দুইদুই

কনসম্বন ইংল্ডের মাত্র ৩০ জন
 ১৯৫০ খ্রিষ্টাব্দে সমস্ত
 পাহাড়ের মোস্তাবাখানের
 চব্বিবারে মাত্র ২ জনসংখ্যা
 মন্দির মাত্র ১০ জন
 ইংল্ড দেশের
 আন্তরকালের দুইদুই

$\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{x_i} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\frac{1}{x_i}}$

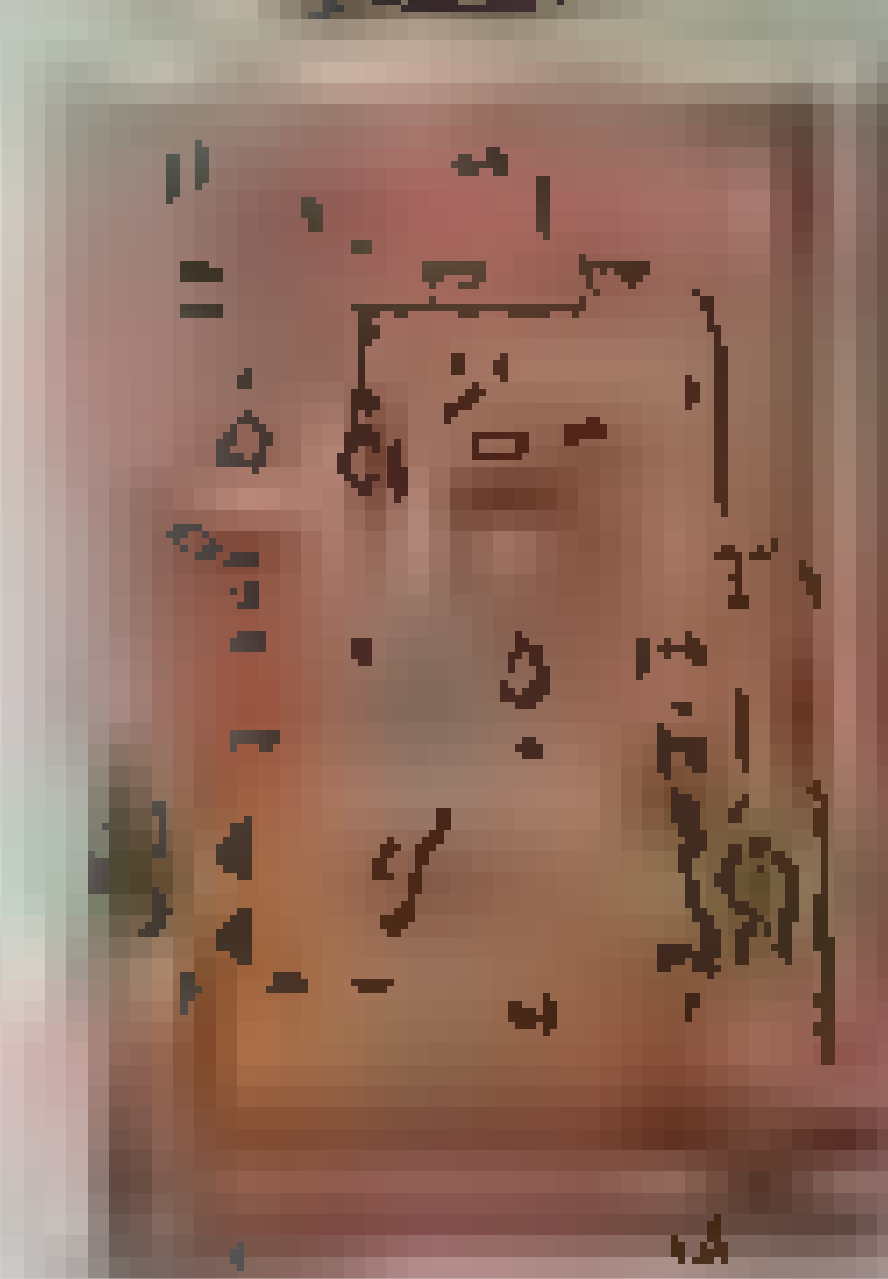
[illegible]

১৪৯২ সালের গ্রীষ্মে তিনটি ছোট বাদ্যযন্ত্রের জাহাজ ৯০ জন সৈন্য নিয়ে ১৮০০ ফুট দূরত্ব কবল করত বঙ্গবান বাতাস খুঁজ চড়াওত। তখন নৌবহরকে পশ্চিমের জমিয়ে নিয়ে চলল, সমুদ্রের পর সমুদ্র ঘুরে গেল। অতঃপর আর দেখা গেল না, সমুদ্রের গভীরে যে ছোট বিহীন ছিল অস্বীয়ের অসামান্য। নাবিকরা সোরগোল তুলেছিল এত বড়, যেমন নাবি জানিয়েছিল। কিন্তু কলকাতা নটটিতে নির্ধারিত পথে জাহাজগুলি জলনা করতে লাগলেন। অবশেষে ৭০ দিন চলার পর তারা দেখে একটি জাহাজের মাথায় থেকে এক নাবিক চিৎকার করে উঠল : 'মাটি, মাটি।'

সেদের জাহাজগুলি এসে দাঁড়ান ছোট এক ঘাঁসে। তার তীরে
সেদের লতালা বিস্তারিত হবে কলম্বাস যাত্রটিকে রাজার অধিকারভুক্ত
করে। যখন কলম্বাস যাত্রা থেকেই কলম্বাস যাত্রা কলম্বাস কলম্বাস
কলম্বাস এসে দুই বড় ঘাঁসে কলম্বাস ও হাইলি আবিষ্কার করলেন।
কলম্বাস কলম্বাসের তিনটির মধ্যে মাত্র একটি জাহাজ টিকে ছিল।
এই জাহাজেই তিনি কলম্বাসে ফিরেছিলেন।

$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$

१. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची
 २. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची
 ३. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची
 ४. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची
 ५. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची
 ६. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची
 ७. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची
 ८. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची
 ९. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची
 १०. संस्कृत भाषा विज्ञान विभाग प्रमुख पद सूची

[illegible]

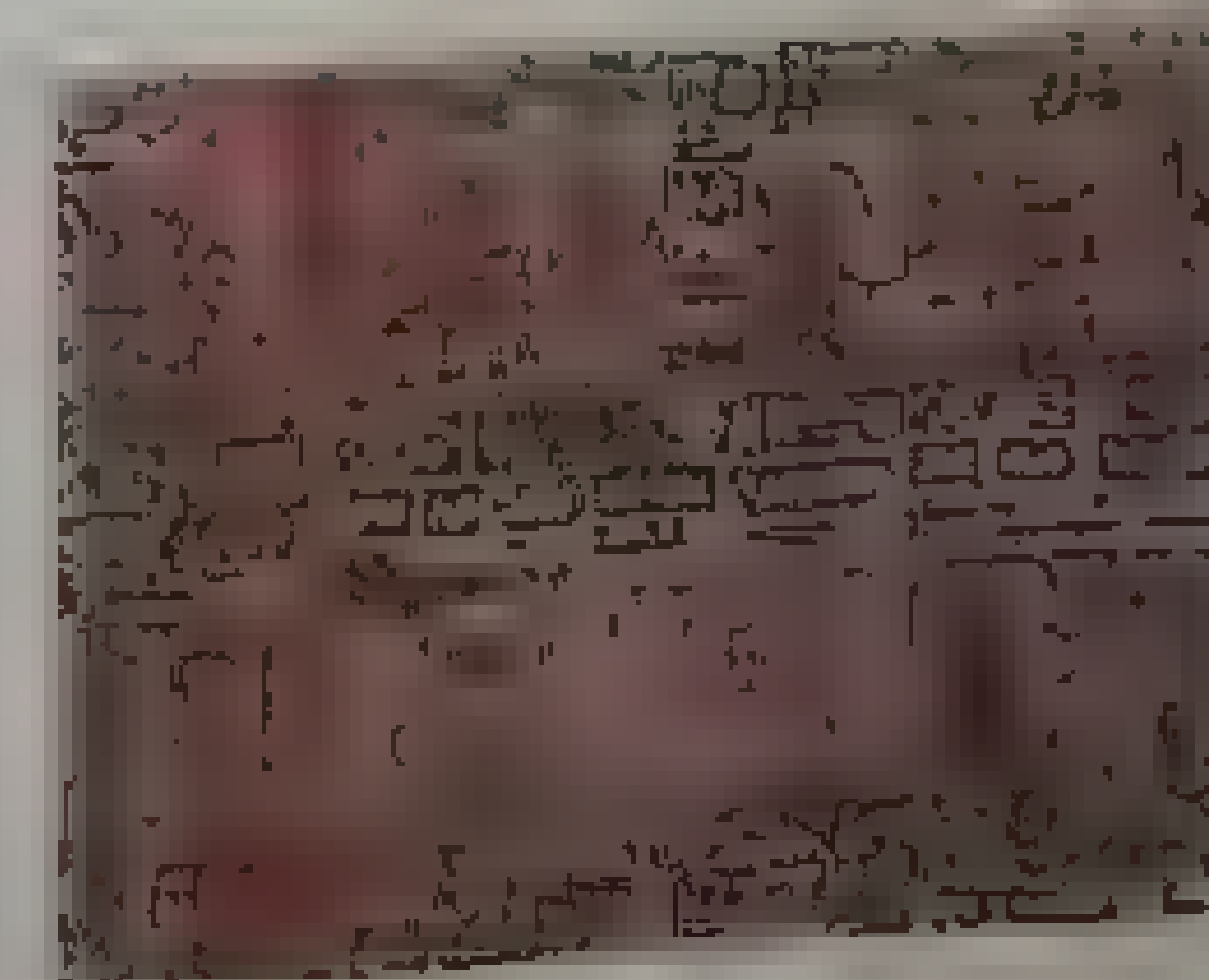
हरिद्वार, २०/०५/२०२०

এই পথের কয়েক বছরে কলম্বাস পাঁচশ'ম বর্ষে তিনটি দক্ষিণের
জলযোগজন করেছিলেন। আরবিয়া নামের তিন জনে, ঐপ আফ্রিকার
কোনন এক আফ্রিকান কলম্বাসের ঔরসেই কিছুটা সোনা ছিল।
পারস্যের কোনন একে না সোনা, না সোনা ছিল। একজন কলম্বাস
কিছুই কলম্বাস খুঁজে পাননি। সোনা সবক'র একে হতাশ হতো।
এক এক শ'র নামেরের সব উপাধি ছিল। কিন্তু সোনা
যে সোনা হতো। তা যেটোই তার সব কলম্বাস চলে গেল। সব
দ্বারা পরিভাষ্য ও ভুলে-খাওয়া এই নানিক দ্বারা দ্বারা দ্বারা।

জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কলম্বাস জানতেন না যে তিনি এক নতুন স্থলদেশ আবিষ্কার করেছেন। তার আবিষ্কৃত ভূমির তিনি নাম দিয়েছিলেন 'ইন্ডিয়া' আর সেদানকার অধিবাসীদের — 'রেড-ইন্ডিয়ান', আমেরিকার আদি বাসিন্দারা এই নামেই সুপরিচিত। এর পরবর্তী বছরগুলিতে ইতালিয়ান পর্যটক বাস্কোত্তো ডেম্পুচি পয়ান করেন, কলম্বাস কর্তৃক আবিষ্কৃত ভূভাগ হল এক নতুন স্থলদেশ। দক্ষিণ আমেরিকার উপকূল সম্বন্ধে আমেরিকো ডেম্পুচিও এমন ২ তিনটি ইউরোপে বিপুল আগ্রহ জাগান। আমেরিকোর নাম নতুন স্থলদেশের নাম হল 'আমেরিকা'।

৫। প্রথম বিশ্ব যুদ্ধের ১৯১১-১৯২২ সালে জাপানসীরা এই অতি সাহসী ও স্বাধীনতা সন্তোষপ্রাপ্ত আন্দোলন করেছিল, যার ফল ছিল পশ্চিম দিকে প্রসারিত হওয়া এই স্বাধীনতার নেতৃত্ব দান সাহসী ও অতীত এক নবিক ফের্মান্ডা মালেকান, তাঁর অসমর্থ শত্রুর কথা ছিল সুনির্দিষ্ট

সাঁচ চাহাফেজৰ বহুৱটি আচলটিং মৰগাণ্ড আচকু কৰন।
 ২০০০ মাংসে মাংসজান পক্ষিগ জায়েদাংদান জৈন বতৰৰ জাহাঙ্গীৰ
 পৰিচালনা কৰতে লাগিলে ফলস্বৰূপ পাইব না শুনি পৰিচালনা এক পৰাজ

[illegible]

३५५ ॥ अर्चनार्थम् ॥ ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

[illegible]

যনা এক নিমিষভাড়া, অর্নিমিত্ত, নির্মম ও উদারী পিসারো ২০০
 ঘণ্টার এক বাহিনী নিজে পেরু আক্রমণ করল। স্প্যানিশ সেনাবাহিনী
 বিজয়লাভ করে এবং ইকুয়েডর সামরিকভাৱে বন্দী করেছিল এবং এত
 বেশি এক বিল্ডিং মুক্তিপণ দাবি করল—বিল্ডিংট এক ঘর ভর্তি সোনা
 কিছু মুক্তিপণ হলো স্প্যানিশক বহুসংখ্যক করে বন্দীকে উদ্ধার,
 ইকুয়েডর সামরিকভাৱে বিরুদ্ধে বিজয়ের আয়োজন করল এবং তাঁকে

इन्द्र-कुण्ड, पृथ्वी मिशन
१५ मार्च २०१७ [१५०० घण्टा तक]

साधनविषयक आधिकारिक सूचनाएँ मद्रास सरकार के आदेशों के अनुसार विभिन्न विभागों में
नियमित रूप से प्रकाशित की जाती हैं।

উপনিবেশশুভিতে 'সপ্যানিশদের' ব্রহ্ম-বিজয়ানন্দের কাছ হইতে
জমি হিউনিয়ে নিয়ে ৩০ বিঘোতেনখ মস্তক কটন করত স্বাধীন কৃষিকার্মের
স্বীকৃতিদানে ও ভূমিদানে পরিণত করা হইয়াছিল। শাহাদাদারদের চালুক
যেয়ে তা সপ্যানিশদের জমি চাষ করত, তাদের পশুপাল চরাতে। সুপার
খনি ও মৌনার খাদে বাজ ছিল অসংখ্য কৃষিকার্ম। যতেন সপ্যানিশ
কাজের জন্য ভাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হত, স্বাধীনস্বজনরা আগে থেকেই
তাদের নৃত হিসেবে ধরে নিত।

ମହାଶୟୀ ଓ ଆଦିପୁରୀ ଚରଣ-ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀ ଗୁରୁଦେବେଶ୍ଵର ସର୍ବ
 ଶ୍ରୀମତେ ନାମଃ । ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର ଶ୍ରୀଗୁରୁଦେବେଶ୍ଵର ଜିଃ ସଦା ଜ୍ଞାନେନ୍ଦ୍ର ସଃ

[illegible]

করতে মিথ্যা দিগ্বিজয়ীদের সাহায্য করত
অত্যধিক পরিণাম, অন্যায় ও রোপের ফলে বেড-ইন্ডিয়ানরা
এর ফলশ্রুতিতে বৃত্তান্ত, প্রতিষ্ঠা ১৯১৫ সত্যসীদ মাঝামাঝি বর্ণাশ্রম
মিলে ও ব্যক্তিগত সাধারণ অন্যান্য বীজের স্থানীয় বাসিন্দাদের
স্বাধীনতা পুরো হতম করে ফেলেছিল

আমেরিকায় নিম্নোক্তের বিক্রি করা হত দাস বাজারগুলিতে
স্বল্পতম দামে। কমে ৫ ডলারের ক্রয়দামের প্রচুর অর্থ হতো।

৫। সৌভাগ্যবশত অধিবাসকরসমূহের নামা পরিণাম। সৌভাগ্যবশত অধিবাসকরগুলির কল্যাণে বর্ণিত্য পত্রিসমূহের অসম্ভব বৃদ্ধি ঘটেছিল।

[illegible]

ভৌগোলিক অবস্থান অনুসারে কয়েক জনের মধ্যে কয়েক
মহাসাগরগুলিতে বর্ণিত পথগুলির স্থানান্তর ঘটেছিল নতুন নতুন
বর্ণিত পদ থেকে ভেনিস ও জেনোয়া একদিকে পড়ে গেল
উপনিবেশগুলির মধ্যে বর্ণিত কেন্দ্রীয় ও দক্ষিণ দিকের পোর্তুগাল
ও ইংল্যান্ডের বন্দরগুলিতে। কিন্তু বর্ণিতের মূল কেন্দ্র হয়ে উঠে
নেদারল্যান্ডস এর এক বন্দর আন্টওয়ার্প তার সুপ্রসার বন্দরগুলিতে
পুনর্নির্মিত ২০০ থেকে ২৫০ জাহাজ থেকে মান আশায় করা ২৩
আন্টওয়ার্প ইউরোপের এমন এক ভোগ্যে পরিণত হন, যার মাধ্যমে
সামরপারের পণ্যদ্রব্যের নিরন্তর প্রবাহ বহিত।

উপনিবেশগুলি যেকোন ইউরোপে প্রচুর মেনান-রূপে নিয়ে আসা হত। এইসব ধনরত্নের সিংহভাগ যেত স্পেন ও পর্তুগালের রাজ্য আর সামন্তদের ভাণ্ডারে। তবে এই দুই দেশই ছিল অনুরক্ত, তাদের নিম্নস্ব কোন শিল্প ছিল না বলতেই চলে। তাই অন্যান্য দেশে কেনা পণ্যদ্রব্যের মূল্য পরিশোধের পথোত্তমের মতো সমর্যস্তব হত যেকোন দেশে যেত। উপনিবেশগুলিতেও মুষ্টিভর ধনরত্ন সঞ্চিত হত ইউরোপের অধিকতর উন্নত দেশগুলির বাসিন্দা, বণিক-মালিক বড় বড় প্রাচীরগণের বাসিন্দাদের ভাণ্ডারে।

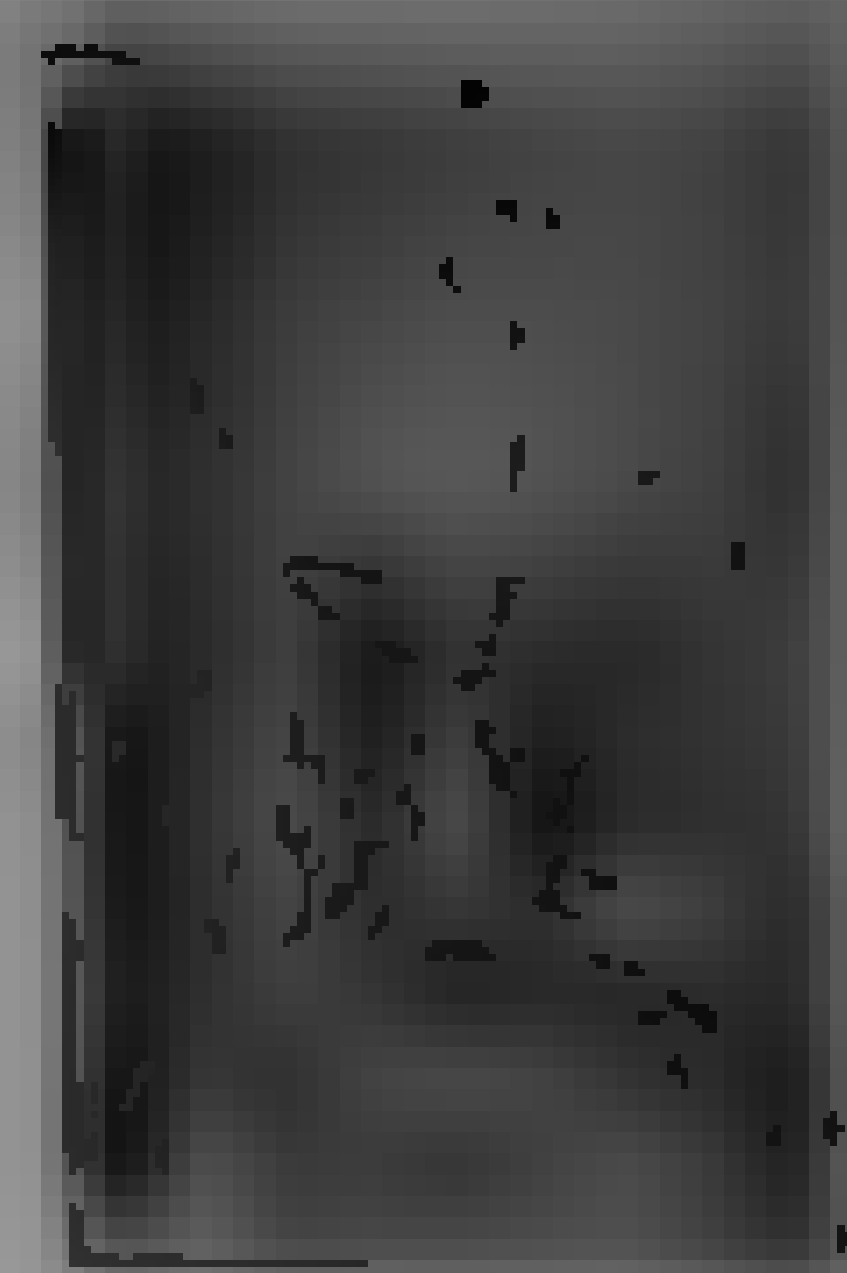
આભ્યાસિક અગત્યકારણિય ૧ ઉપાનિવેશનિક સ્થળનાર, કરમ
દેહેલાએ ખિન્ન દિવાલ દબા સાક્ષીના મુદ્રાસ્થિ, કિંતુ આદર્શના,
અધિકાર ૩ અધિકારને પગલાંને બાદ હો કિંતુ આદર્શ પ્રતિ ઉપાનિવેશનિક
નિર્વહનાર મુદ્રાસ્થિ.

2

[illegible]

উপনিবেশগুলিতে সম্মানিতভাবে নিয়ন্ত্রিত শ্রমের প্রাধান্য

महार्जितान् विदुषां ज्ञानं दत्तवान् भगवन् अहम् इति कथयन्तः,
 धीमं विदुषीं कथयन्तः अहम् अहम् इति कथयन्तः

[illegible][illegible][illegible]

+



§ 80। भूखानानी मिट्टन विकास

১। 'রাজ্যের সবচেয়ে দুঃখবান সামগ্রী।' আভুও ব্রিটিশ পার্লামেন্টে, লর্ড সন্টার, সিংহাসনের সম্মুখে ভেড়ার পোষাক ভরা একটি বস্তা আছে। তার উপর আসন গ্রহণ করেন লর্ড-চ্যান্সেলর — লর্ড সন্টার চেয়ারম্যান। প্রচীন এই প্রথা অর্থ কি?

বাসার ইহা এই যে, বহুকাল থেকে দেশপালন ও মোটা পশমের কাপড় উৎপাদন ছিল ইংরেজদের এক বৃত্তি এবং রাজ্য বেলাগাওয়ার আয়ের গুরুত্বপূর্ণ উৎসস্বরূপ। মোটা পশমের কাপড়কে ইংরেজরা বলিত 'রাজ্যের সবচেয়ে দুর্লভ সামগ্রী'। প্রথমে ইংল্যান্ড থেকে অন্যরা দেশে রপ্তানি করা হত লোম, আর ১৬শ শতাব্দী থেকে পশমের তৈরি মোটা কাপড়ই বেশি রপ্তানি করা হত।

বহু দেশের অভিজাত ও ধনী শহরবাসীরা, আর তার সঙ্গে
উপনিবেশান্ত্রিতে বাস করা লোকেরা সাদরে ইংলণ্ডের পশুদের গণ্যকৃত
কিনত। তবে ছোট ছোট ভিত্তিহীন যথেষ্ট পরিমাণে পশুদের ব্যবহার
ব্যপার করা যেত না। তা পারত শুধু দুইটি প্রতিদ্বন্দ্বীরা, যাদের কাজ
করত এমন জুগল, এমনকি শত শত লোক।

২। সুস্থ প্রতিষ্ঠানগুলি কীভাবে দেখা দিয়েছিল, বহুকাল থেকে অমিত্য পূর্ণ ইতিহাসের পরিস্থিতিতে ব্যবস্থা অবগতি করছে এবং যেভাবে কাজের অবস্থা সময়ে চলেছে ও তাঁর চাকরি করে উঠি নাহলে মোটা সাবলী এরা নিজেরাই কাজের কাজের দেখা পনের কাজের চাকরি গুলির মধ্যে অন্য বাকিরা গুলি আসতে শুরু করেন। এটা দেখ

[illegible]

অনেক শ্রমিদেই কান কবত নিঃশব্দে বসিছিল, এই সময় কাছের
পুঁত নজর রাখা ছিল একটাইর বাপের চোখের দিকে। শ্রমিকদের এক গুহ
একটিত গুলন এইভাবেই দেখা দিল উজল উজল গ্রাম এমনই শত শত শ্রমিক
মহা নানা শিল্প প্রতিষ্ঠান

[illegible]

তখনকার বড় বড় প্রতিষ্ঠানে কোন মনুষ্য ছিল না, সেখানে সবই
ঔষধাদিত হত হাতে চকরা ও কাপড় ধোবার জিনিসপত্র ছিল না,
ছিল নাকালতানিত। সেখানে প্রতিষ্ঠানে মৃত্যু হলেও বাহ্যিকভাবে
কিছু বলা ও-ইচ্ছামিলপ প্রতিষ্ঠান

୩. କ୍ରମ ବିଭାଜନ ପ୍ରଣାଳୀର ଅନୁସାରେ ପ୍ରାଥମିକ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶାସ୍ତ୍ର କଳାସିଦ୍ଧାନ୍ତର କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କର ଅନୁସାରେ ବିଭାଜନ କରାଯିବ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟମ ଶାସ୍ତ୍ର ବିଭାଜନର ଲିଷ୍ଟ ମଧ୍ୟମ ଶାସ୍ତ୍ର କର୍ମକାରୀମାନଙ୍କର

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥
 श्रीगणेशाय नमः ॥

‘महोदधौ हनौ अमरकन दानिष्ठ आदकं मयदक
मामाभ्युदकं मयमल्ल सुविष्टमनकं रसना

१३. १०० अक्षरों का नाम
 कौटिल्य का है वह १५,
 अक्षर गुण है १००। प्रत्येक अक्षर में १००
 २०००० अक्षरों का नाम है १००।
 प्रत्येक अक्षर में १०० अक्षरों का नाम है १००।
 प्रत्येक अक्षर में १०० अक्षरों का नाम है १००।
 प्रत्येक अक्षर में १०० अक्षरों का नाम है १००।
 प्रत्येक अक्षर में १०० अक्षरों का नाम है १००।

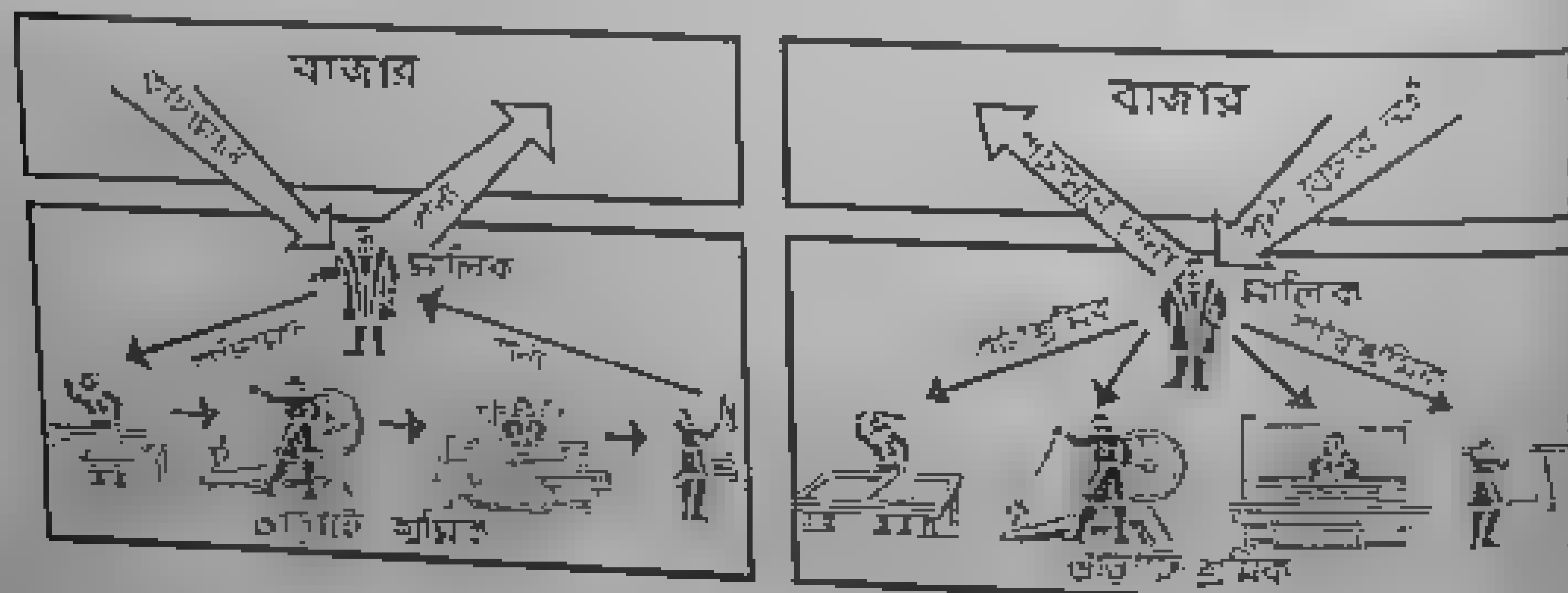
ମୁଁ ଏ କାଳେ କାହାକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି
 ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି ଶାନ୍ତି ପାଇଁ
 କାହାକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି
 କାହାକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି
 କାହାକୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ପତ୍ତି

এই পত্র এই শাসনকারী হইয়াছে।
 যখন কোন ক্রমে কর্তব্য হইবে, তখন
 ইচ্ছাকৃত বাধ্যতায় কর্তব্য হইবে।
 এই পত্র কর্তব্য হইবে।

৪। বুর্জোয়া সম্প্রদায় এবং জাকার্টে-শুমিকরা। হাঙ্গেরিয়ার সবকিছুই ছিল মালিকের সম্পত্তি : কারখানা-ভবন, কাঁচামাল, যন্ত্রপাতি ও তাঁর সামগ্রী। এতাদেশকারিগরদের থেকে হাঙ্গেরিয়ার মালিকদের তফাৎ ছিল এই যে, মালিকরা নিজেরা খাটত না, শুধু প্রতিষ্ঠানগুলি পরিচালনা করত। সাধারণত তারা গৃহের কাপড় বেচত বণিকদের কাছে, আর তারা ভা বিক্রি করত নিজেদের লোকগণে অথবা অন্যান্য দেশে নিয়ে যেত বিভিন্ন হাঙ্গেরিয়ার মালিক, বণিক, সন ধনী লোক, যারা এই জাকার্টে-শুমিকদের মেহমেতের ফল ভোগ করে বসবাস করত, তারা এই রূপান্তরিত হয়েছিল বুর্জোয়া দেশীতে।

সামরিকদের থেকে বুদ্ধিজীবীদের এয়ার ছিল গ্রহ যে, শেখোভরা ছিল
সুভূত অর্থাৎ, কলকাতাওয়া ও শব্দেই মজিব , পানই শব্দেই মনীয়া অমিত্যেও
কিনত । অর্থাৎ কুম্বকদের সমাজেই যেভাবে শোষণ করত, বুদ্ধিজীবীরা
তাড়াই শুমিবদের ত্র করত অন্যভাবে

દાદગીરાનું એક મુઠિયમી
 મુઠિયાનું નામ
 દુનિયતરૂં ચાલતું રહ્યું
 રહ્યું/ચાલતું મુઠિયાં ચાલુ રહ્યું
 ચાલુ રહ્યું, ના જુલુ ઇશા
 ચાલુ રહ્યું



ইহাঙ্গিন্সাই হল প্রায় দু'শিবানী প্রতিষ্ঠান, অর্থাৎ এমন প্রতিষ্ঠান, যার ভিত্তিস্বরূপ 'হল' ও একটি শাক্ত মন্দির। অষ্টমের মাপে, হৈলার দ্বারাও ইহাঙ্গিন্সাই মন্দির নির্মিত। বনির ওপর, হাল ও অষ্টম প্রায়বর্তন এই দু'দিক সমান্তর। ভাঙাট দু'শিবানের মন্দিরও হল হৈলার ওপর এর মাঝখানে ধনী হয়েছিল।

ସୁନ୍ଦରୀ, ହରିଶିଖର ହେ ଏକ ପୁରୀବାସୀ ବିଲ୍ଲପ ପ୍ରତିଷ୍ଠାପକ, ଗଡ଼େ ବଦଳୁଛନ୍ତି ହଟ
ହାଟରୁ ଶ୍ରମ ହାତୀଗାର ଏବଂ ଶ୍ରମିକରୁପର ଗଡ଼େ ଫଳ ବିକାଶକରୁ ବାସ୍ତିକ ହିସା
ହରିଶିଖରର ଉପାଦେୟ ବନ୍ଦେ ଗଡ଼େ ଯେମା ନିଜେ ଶୁକ୍ଳ ଶ୍ରେଣୀରୁ ହୁଏ ନହୁଏ
ହେମୀ — ହରିଶିଖର ଓ ଡାକ୍ତାରେ ହରିଶିଖର

[illegible]

§ ৪৬। বেড়া-প্রসার উপপত্তি ও তার পরিণাম

[illegible]

১। যদি চন্দ্রক কৃষ্ণক বিয়াইম ১৫৮ বছর^{১৫৮০} হ'লতকৈ বেচকৈ
কমত, তেন্তেই মোকদম গঢ়াও ফেলাই। কিন্তু চন্দ্রক, মিনীং এই অঞ্চলটি
অন্যভাৱেই হাজাৰ মানজন কলংকৰ জুৰি থকা বৈঠকত

সমসাময়িক বাণিজ্যিক উন্নয়নের কারণে দেশের অর্থনীতিতে বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে।

ସମସ୍ତ ମାନବ ଶକ୍ତିର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ
ସମସ୍ତ ମାନବ ଶକ୍ତିର ସଫଳ ପ୍ରୟୋଗ

...
 ...
 ...
 ...
 ...

[illegible]

নিম্নে আউটলাইন্ড দ্বারা সংস্কৃত হুতপূর্ব কৃষকদের আওতা নিশ্চিতকরণ
কৃষকদের দ্বারা চাষ করা।

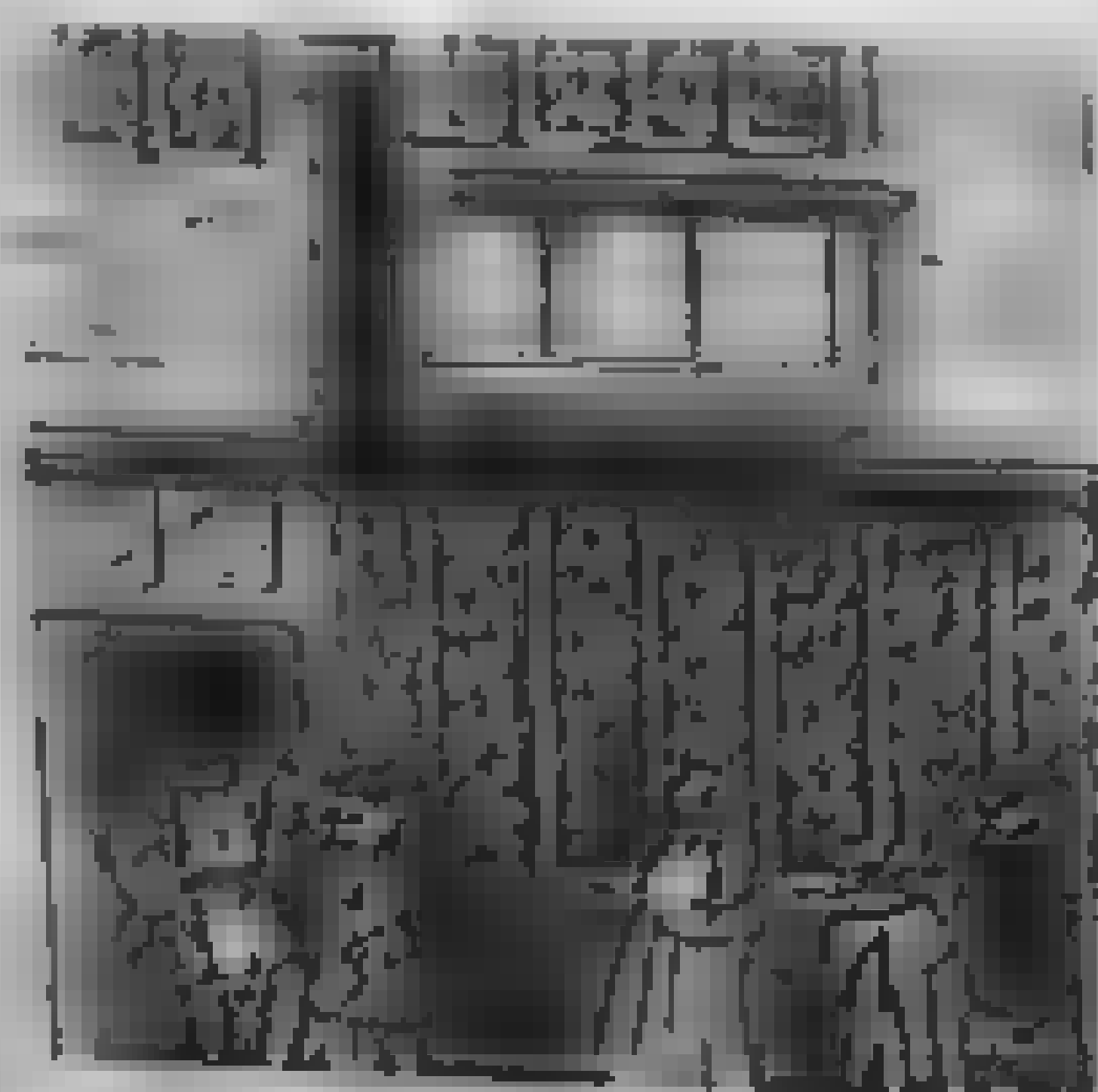
[illegible]

এ পূর্ব ইংলেণ্ডে অস্তিত্ব লাভের পর অনেক বড় নিয়ন্ত্রিত, সেনা ২০৪২ সালে বিরাট বিদ্রোহের আত্মন হয়ে ওঠে। কৃষকদের নেতৃত্ব দিয়েছিল রবার্ট ক্যাস্ট — এক অসহী অস্তিত্ব লাভ, প্রতিবেশী বড় বড় ভবিষ্যৎকে উপলব্ধি করে যে ছিল অসহী। বিদ্রোহী বাহিনীগুলিকে সে নিয়ন্ত্রিত বড় বড় মন্ত্রিসভা-এ নিয়ে এসে, কিন্তু ধনী শহরবাসীরা ফাঁকি বহু করে দিয়েছিল। শহরের অনুগ্রহ অরণ্যে কৃষকরা শিবিরে অবস্থান গ্রহণ করত। প্রতিবেশী গ্রামগুলির বাসিন্দারা তাদের বাসায় বা সন্ধ্যায় নিতে লক্ষ্য। শহরের পরিবর্তে শিবিরে যোগ দিল : ২০ হাজার শহুরে সৈন্য এসখানে সমবেত হয়েছিল। বিদ্রোহীরা তাদের বিরুদ্ধে প্রস্তুত বাহিনীগুলিকে বিদ্রোহ করতে ও মন্ত্রিসভা দখলে সমর্থ হয়েছিল।

ଆମର କାନ୍ଦେ କୁହନ୍ତା କାବିମତ୍ତ ଦେଖ ବରଜ । ତାହାର କାବି ହିତ
ଦେଇ-ପ୍ରଥା ଡର କରା, କାନ୍ଦ ବଡ଼ ବଡ଼ ଜନନୀରା ହାତେ ମୋକ୍ଷୀର ଚାରଣଭୁମି
ବାହନର କର ଗାର ଚିତୁରେ ନିଦେହାତ୍ୟା ଛାଡ଼ି କରା ।

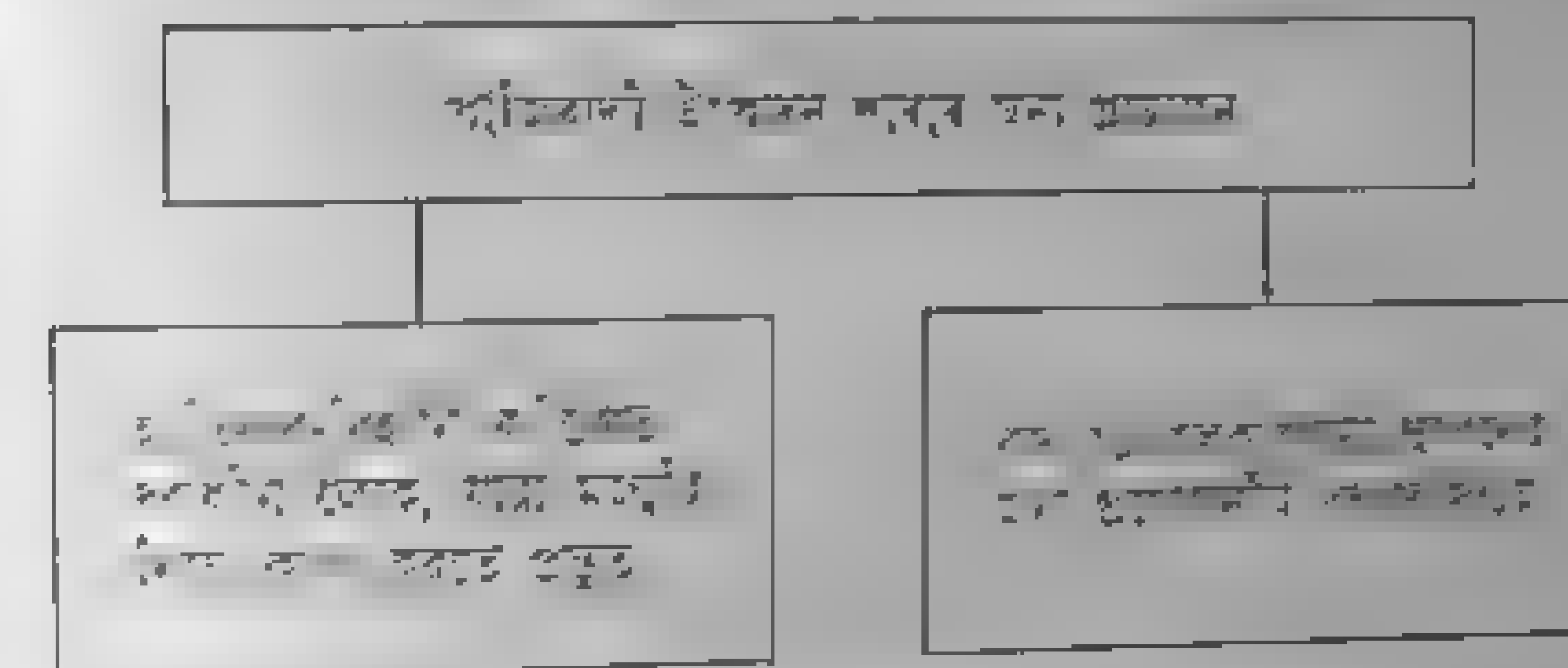

$$\left(\frac{1}{2}\right)^n = \frac{1}{2^n}$$
$$\frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\infty}^{\infty} f(x) e^{-x^2} dx$$

1. $\frac{1}{2} \times \frac{3}{4} = \frac{1 \times 3}{2 \times 4} = \frac{3}{8}$
 2. $\frac{2}{3} \times \frac{5}{6} = \frac{2 \times 5}{3 \times 6} = \frac{10}{18} = \frac{5}{9}$
 3. $\frac{3}{5} \times \frac{4}{7} = \frac{3 \times 4}{5 \times 7} = \frac{12}{35}$
 4. $\frac{4}{6} \times \frac{7}{8} = \frac{4 \times 7}{6 \times 8} = \frac{28}{48} = \frac{7}{12}$
 5. $\frac{5}{8} \times \frac{9}{10} = \frac{5 \times 9}{8 \times 10} = \frac{45}{80} = \frac{9}{16}$
 6. $\frac{6}{9} \times \frac{10}{12} = \frac{6 \times 10}{9 \times 12} = \frac{60}{108} = \frac{5}{9}$
 7. $\frac{7}{10} \times \frac{11}{14} = \frac{7 \times 11}{10 \times 14} = \frac{77}{140} = \frac{11}{20}$
 8. $\frac{8}{12} \times \frac{13}{16} = \frac{8 \times 13}{12 \times 16} = \frac{104}{192} = \frac{13}{24}$
 9. $\frac{9}{15} \times \frac{14}{18} = \frac{9 \times 14}{15 \times 18} = \frac{126}{270} = \frac{7}{15}$
 10. $\frac{10}{18} \times \frac{15}{20} = \frac{10 \times 15}{18 \times 20} = \frac{150}{360} = \frac{5}{12}$

[illegible]

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ २ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ३ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ४ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ५ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ६ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ७ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ८ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ ९ ॥
 ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥ १० ॥

7. संस्कृत-संज्ञा-सूची : इस सूची में संस्कृत-संज्ञाओं के अर्थ और उदाहरण दिए गए हैं।



§ 89। ਸਾਮੂਹਿਕ ਵਾਸਿਯਤਾ ਏਕਰ ਉਪਨਿਯਮਸਰੂਪ ਤਨਾ ਸੰਪ੍ਰਦਾਨ

En

[illegible][illegible]

[Handwritten musical notation]

ইতিমধ্যে দেখা দেবার সঙ্গে সঙ্গে ইংল্যান্ড আরও বেশি করে
সম্পন্ন। ইংল্যান্ড দেশে বসতি করতে আগ্রহী ব্রিটিশ নৌ সৈন্যদের
সংখ্যা বেড়ে গেল। ইংল্যান্ডের সঙ্গে দেশে ও উপনিবেশগুলিতে বণিকরা
নিজেদের ছায়াগুলিতে পশমের কাপড়, কাচা ও মাছ নিয়ে বেতে লাগল।

পুরো বিশ্বে বাণিজ্যের ভার নিয়োঁছিল সবচেয়ে ধনী বণিকদের
হাত। কোম্পানী; কোন এক দেশের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য তারা
সরকার পক্ষ থেকে বিশেষ অধিকার লাভ করেছিল। তারা এখনও পণ্য
বিক্রয়, আর আর কটন করতে কে কত অর্থ ব্যয় করেছিল তার উপর
নির্ভর করে। রूस রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য করার জন্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল
মস্কো কোম্পানী; এর ছায়াগুলি স্প্যান্ডেগোডিয়ান উপদ্বীপ ঘুরে ছেত
মাথায় ছেত আফ্রিকা থেকে নিয়োঁক্রীতদাস রত্নানির দৃশ্য কাজে মিশ্র
ছিল গিনি কোম্পানী। সবচেয়ে ধনী ছিল ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী।
ভারত ও প্রশান্ত মহাসাগরের উপকূলবর্তী দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যের
কাঙ্ক্ষার নরকার শুরুর একেই দিয়েছিল।

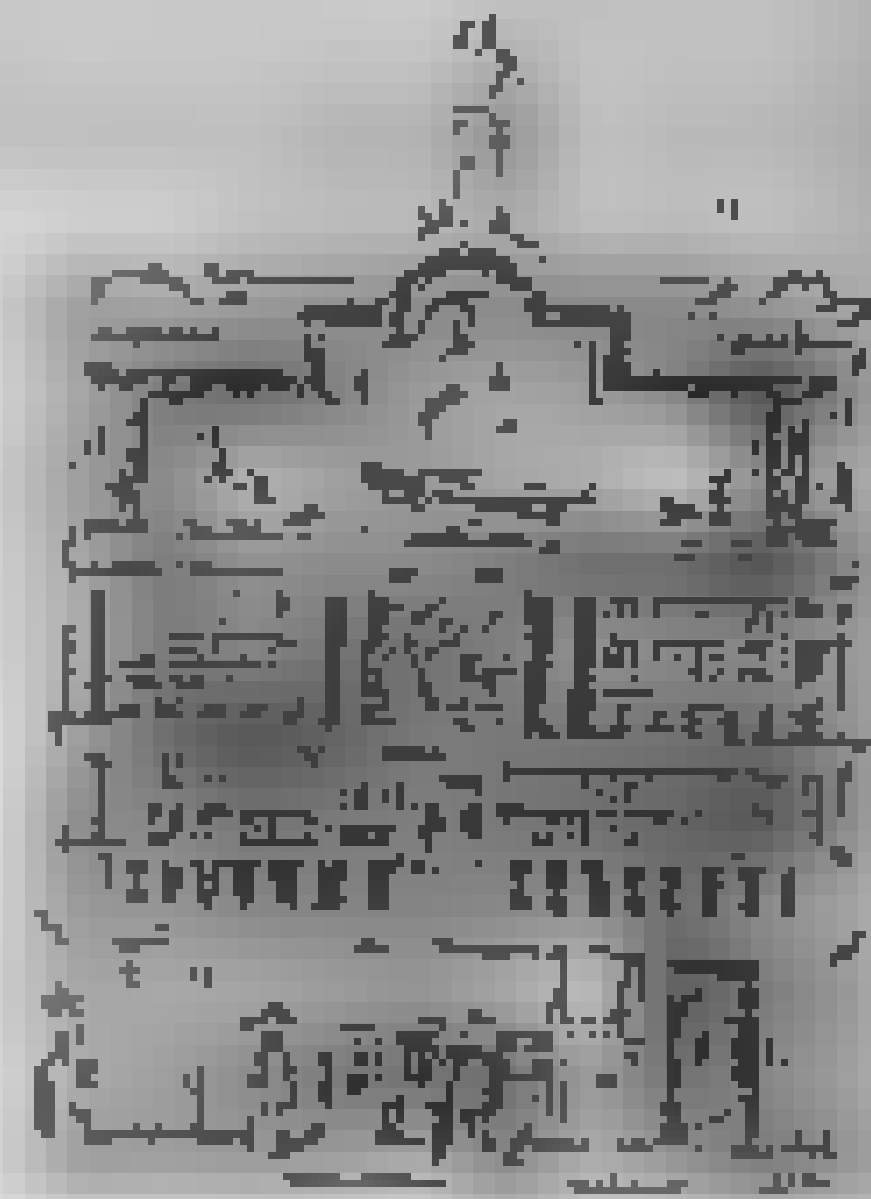
ইনব কোম্পানীর অংশগ্রহণ বাণিজ্য করে আকর্ষণ হচ্ছিল ক্রমশঃ
অর্থনৈতিক। ইংল্যান্ডের রাজারা সাগ্রহে কোম্পানীগুলি গঠনে সম্মতি
নিয়োঁছিলেন, বেহেতু বণিকরা কোম্পানীতে প্রচুর অর্থব্যয় দিত।

২. রুসের সঙ্গে ইংল্যান্ডের সংগ্রামের দৃষ্টান্ত। বাণিজ্যের
ইংল্যান্ডের সবচেয়ে বড় প্রতিদ্বন্দ্বী ছিল রুস, রুসের অধিকাংশ ক্ষেত্রে
সর্বস্বত্বের বিশেষ উপনিবেশগুলি। রুসের উপনিবেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য
করার ব্যাপারে রুস সরকার ভিনদেশী বণিকদের বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা
বিস্তারিত। তবে ইংল্যান্ড এ নিষেধাজ্ঞা মানত না।

আমেরিকার উপকূলে ইংল্যান্ড জলদস্যুরা নির্ধিক জালিয়াত চালাত,
এমনকি রুসের তীরেও চুরি চালাত। আমেরিকা হলে সোনা ও রূপো বহা
রুসের উপকূলগুলি ২৩০০০০ আকার পথে একটি একক তার জলদস্যুরের শিকার
হচ্ছিল। ইংল্যান্ড বিশেষ যত্নের বণিক সংস্থা দেখা দিয়েছিল, যেগুলি
জলদস্যুরের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষভাবে অভিযান চালাত।

রাষ্ট্র প্রথম এলিজাবেথ ডিউক্স (১৫০৮-১৫৩৩) বাণিজ্য ও জাহাজ
চলতামের ব্যাপারে পৃথকভাবে কাজ করেন। তিনি নিজেদের অন্য কিছু
উপনিবেশ ব্যতীত করেছিলেন এবং রুসের সঙ্গে সংগ্রামে
নিজেদের ইংল্যান্ডের স্বার্থ রক্ষা করেছেন। তাঁর শাসনামলে সুবিধাজনক
নৌবাহিনী গঠিত হয়েছিল। বুদ্ধিমত্তা ও চরম রণে ইংল্যান্ডের জলদস্যুরের

সংগ্রাম ও এলিজাবেথ রুসের
সেই সময় উপনিবেশ সংস্থা
করেছিলেন।



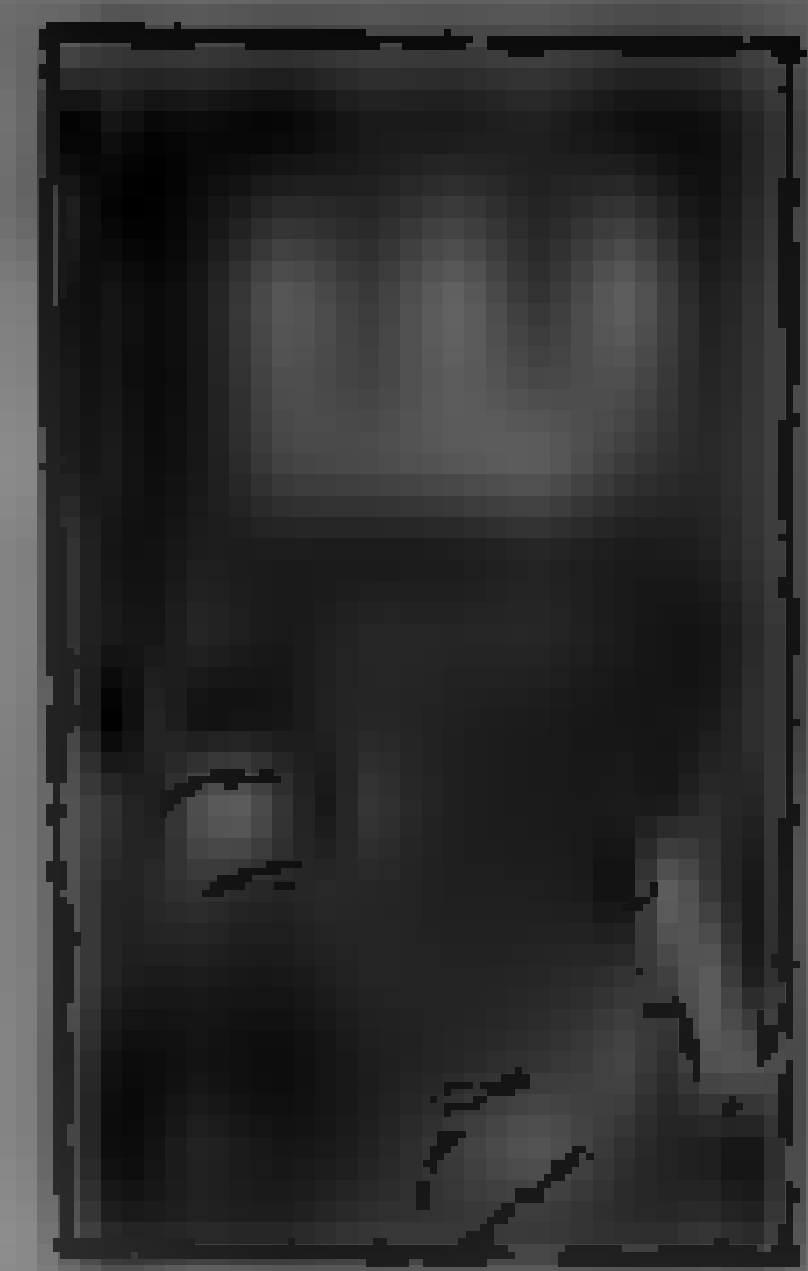
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর
নৌবাহিনী (১৬০০)
১৬০০ খ্রীঃ

সংগ্রামে পরাজিত এবং তাদের জাহাজ একে একে নষ্ট করেছেন। এতদ্বারা
লিওন ও মনবৃত্ত দেখে। তাঁকে উপহার দেওয়া এক হাজার বিট। তিনি তাঁর
চুক্তির শোভাযাত্রা করেছিলেন। সবচেয়ে ধনী জলদস্যুরা তাঁর নৌবাহিনীর
হাউসিংয়ের পদ লাভ করে।

ইংল্যান্ড জলদস্যুরা ফ্রেন্সিস ড্রেক কখন এক নৌবাহিনী নিয়ে মাদাগাস্কার
প্রদান করছিলেন এবং অফ্রিকা আফ্রিকা পশ্চিম উপকূলের
স্প্যানিশ উপনিবেশগুলি লুণ্ঠন করেছিলেন। যেসব জাহাজ ইংল্যান্ডের উপকূল
পাঠানোর জন্য সেনা জাহাজে বদল হয়েছিল। পরে সে পুণ্য
১৬০০ মহাসাগর পেরিয়ে এবং মাদাগাস্কার পুণ্য স্থলীয় লিওন পুণ্য
করে প্রচুর ধনসম্পদ নিয়ে ইংল্যান্ড ফিরেছিল। কয়েক সপ্তাহের রাজস্ব
এলিজাবেথের কাছে কতিপয় মাস করেছিলেন। স্বর্গীয় ড্রেকের
সাহসে পরিদর্শন করেন এবং জলদস্যুরে নাইট বানান।

৩. 'অজৈয় নৌবাহিনী' পরাজিত। রুসের ইংল্যান্ড জলদস্যুরের
পুণ্য চুরি করে। ১৬০০টি পণ্য হস্তান্তর জাহাজের দুর্ভাগ্য এক বছর
ইংল্যান্ডের ওপর পড়তে পারত। সেইসব জাহাজে ছিল ২০ হাজারেরও বেশি
সেনা, যাদের অস্ত্র ছিল টেনিসের কোর্টের অবস্থা বরাবর। জাহাজ বাপারে
বিশ্বাসী স্প্যানিশরা নিজ নৌবাহিনীর নাম দিয়েছিল 'অজৈয় নৌবাহিনী'।

১৫৮৮ সালে ইংলিশ চান্সেলর ইংল্যান্ডের জাহাজগুলি স্প্যানিশ
বাহিনীর আক্রমণ করেছিল। দু' মাসের মধ্যে চান্সেলর সেই সমুদ্র জাহাজ
ভাঙা ও দুর্ভাগ্যের ফলে স্প্যানিশ জাহাজগুলিতে ইংল্যান্ডের পুণ্য
ছিল কম কামান, এবং সেগুলি পুণ্যের সেনা পরিবহণের জন্য ব্যবহার
হত। অফ্রিকা নাবিকদের পরিচালিত হলে ১৬০০ খ্রীঃ ইংলিশ জাহাজগুলি
থেকে হেঁজা লক্ষ্যবিস্তারী গোলাগুলির সহায়তা পুণ্যের। স্প্যানিশ
হস্তান্তর হয়ে গেল, সেগুলি পুণ্যের জাহাজে পুণ্যের হস্তান্তর হস্তান্তর
হাউসিং স্প্যানিশ নৌবাহিনী ফিরে আসলে হস্তান্তর হস্তান্তর হস্তান্তর



লিওন ও মনবৃত্ত
ইংল্যান্ডের নৌবাহিনী
১৬০০ খ্রীঃ

ইংল্যান্ডের নৌবাহিনী
১৬০০ খ্রীঃ



সময় উপস্থিত হবার স্বাক্ষর প্রত্যাহরণের প্রচেষ্টা চালিয়ে প্রচলিত করে
 - স্প্যানিশ ভাষা-শাস্ত্রী সমুদ্রের পশ্চিম-প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ল। এর কিছু
 - বড় ভাষা-শাস্ত্রী উপস্থিত হবার পাথে অঙ্কড়ে চরমার হল স্প্যানিশ
 - ভাষার এক নতুন যশে স্বদেশে ফিরতে পেরেছিল।

‘মজের নৌ বহরর’ কাতিইন কিম্বদন্তির সাহসিক পরাক্রম কুমা
 - বহররর স্প্যানিশ প্রভু প্রথম ১৫৬০ সালের সালে চলে আসছিল, যা এক
 - প্রত্যাহরণ সাহসিক শাসিত রূপান্তরিত হচ্ছিল।

৪। ইংল্যান্ডের প্রথম উপনিবেশগুলি, স্প্যানিশ নৌবহর বিধ্বস্ত হবার
 - ফলে সাগরপারের উপনিবেশগুলি দখলে ইংল্যান্ডের পথ সুগম হয়েছিল।

১৭শ শতাব্দীর গোড়ায় ইংরেজরা তাদের প্রথম উপনিবেশ স্থাপন
 - করেছিল উত্তর আমেরিকার পূর্ব উপকূলে - ভার্জিনিয়ায়
 - বসতিস্থাপনকারীদের রেড ইন্ডিয়ানদের প্ররোচনা করেছিল বহুত সহকরে,
 - নিজেদের একাংশ জমি ছেড়ে দিয়েছিল এবং প্রথমের কঠিন বছরগুলিতে
 - বানানুবোয় যোগাযোগ দিয়েছিল। কিন্তু প্রভাষণ ও বলপ্রয়োগ করে
 - বসতিস্থাপনকারীরা নতুন নতুন জমি দখল করতে লাগল, আর রেড
 - ইন্ডিয়ানদের পীড়িত করতে লাগিয়েছিল। ইংরেজ সেনারা রেড ইন্ডিয়ানদের
 - সন্তানগুলি স্থলিমে পুতিয়ে ছাড়বার কামে নিল, ফসল নাষ্ট করল, উপজাতির
 - পুর উপজাতি পুরো হত্যা করল।

প্রশাসন ইংরেজ বসতিস্থাপন পৌত্তলিকদের রোপণ করা করতে শুরু
 - করল। কেননরূপ রাজস্ব না নিয়ে শুরু উপহার ও উৎসাহের সাহায্যে
 - ইন্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী নবান যোগদানের কাছ থেকে ভারতের সমস্ত
 - বাণিজ্যিকায় লাভ করল। এই কোম্পানী ইউরোপে নিয়ে আসত ভারতীয়
 - কাপড়, মসলাপত্র ও অন্যান্য পণ্য ভারতে নিজেদের ঘাঁটি ছোরবার
 - প্ররোচনা ইংরেজরা নিজেদের বাণিজ্য বসতিস্থাপন পৌত্তলিক রূপান্তরিত করল।

কেনন কেনন দেশকে
 - উপনিবেশ বসে হত।

স্প্যানিশ ও পৌত্তলিক
 - মিশ্রিতরীতি কীভাবে
 - নিজেদের উপনিবেশগুলির
 - জনসংখ্যাকে শোষণ করত।

ইন্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর
 - উদ্দেশ্য গোপনীয় [১৭শ
 - শতাব্দী]



নিজ দেশের মেহনতিদের সেউলিয়া ও শোষণ করে, অসদৃশ্যতা,
 - ক্রীতদাস-ব্যবস্থা ও উপনিবেশগুলি নৃশংসের পথে ইংরেজ বুর্জোয়া সম্প্রদায়
 - প্রচুর ধনসম্পদ সংগ্রহ করল, যা তাদের প্রয়োজন ছিল বড় বড় বসতিস্থাপনা
 - তৈরির জন্য।

৫। যা ইংরেজরা বড়
 - ক্রীতদাস-ব্যবস্থা
 - প্রচুর ধনসম্পদ [১৭শ শতাব্দী]

৭

১। ১৬শ শতাব্দীতে ব্রিটিশ সাহসিক বাণিজ্যের দুই বিকাশ ঘটিয়েছেন ১। যা উপনিবেশ বসতিস্থাপনকারী
 - সংস্থাগুলি প্রতিষ্ঠা করেছিল ২। যা কী করল ইংল্যান্ড ও স্প্যানিশ রাজতন্ত্রের মধ্যে নিজেদের ৩। সংস্থা
 - ইংল্যান্ডের বিজয়কে আকর্ষণ করেছিল ৪। ১৬শ শতাব্দীর ১৬শ শতাব্দীর ১৬শ শতাব্দীর ১৬শ শতাব্দীর ১৬শ শতাব্দীর
 - ইংরেজ ও স্প্যানিশ উপনিবেশ স্থাপনকারীদের ক্রিয়াকলাপে কী ভূমিকা ছিল ৫। ১৬শ শতাব্দীর ১৬শ শতাব্দীর ১৬শ শতাব্দীর ১৬শ শতাব্দীর
 - জনসম্পদ ব্যয়ান্ত ৬

ইউরোপে ধর্মসংস্কার। জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ

১৬শ শতাব্দীর গোড়া থেকে ইউরোপের দেশে দেশে শ্রেণী সংগ্রাম পুষার জাতি দলৈছিল। এই সংগ্রাম বিশেষ পুথর সুপলাভ করেছিল জার্মানিতে, যেখানে সামন্ততন্ত্র বিনাশের জন্য জনগণ প্ৰচেষ্টা চালিয়েছিল। এখানে শুরু হয়েছিল ধর্ম-সংস্কার — এই বানস্কার (নামন্ততন্ত্রের) মূল স্তম্ভস্বরূপ গির্জার পুনর্গঠনের জন্য সংগ্রাম। ধর্ম-সংস্কারের সর্বোচ্চ পর্বীক হল জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ।

§ 86 ধর্ম-সংস্কার আন্দোলন ও কৃষক মুক্তির প্রত্যাহার ভাষণ

(६, २४ नं० बज्रविहारी)

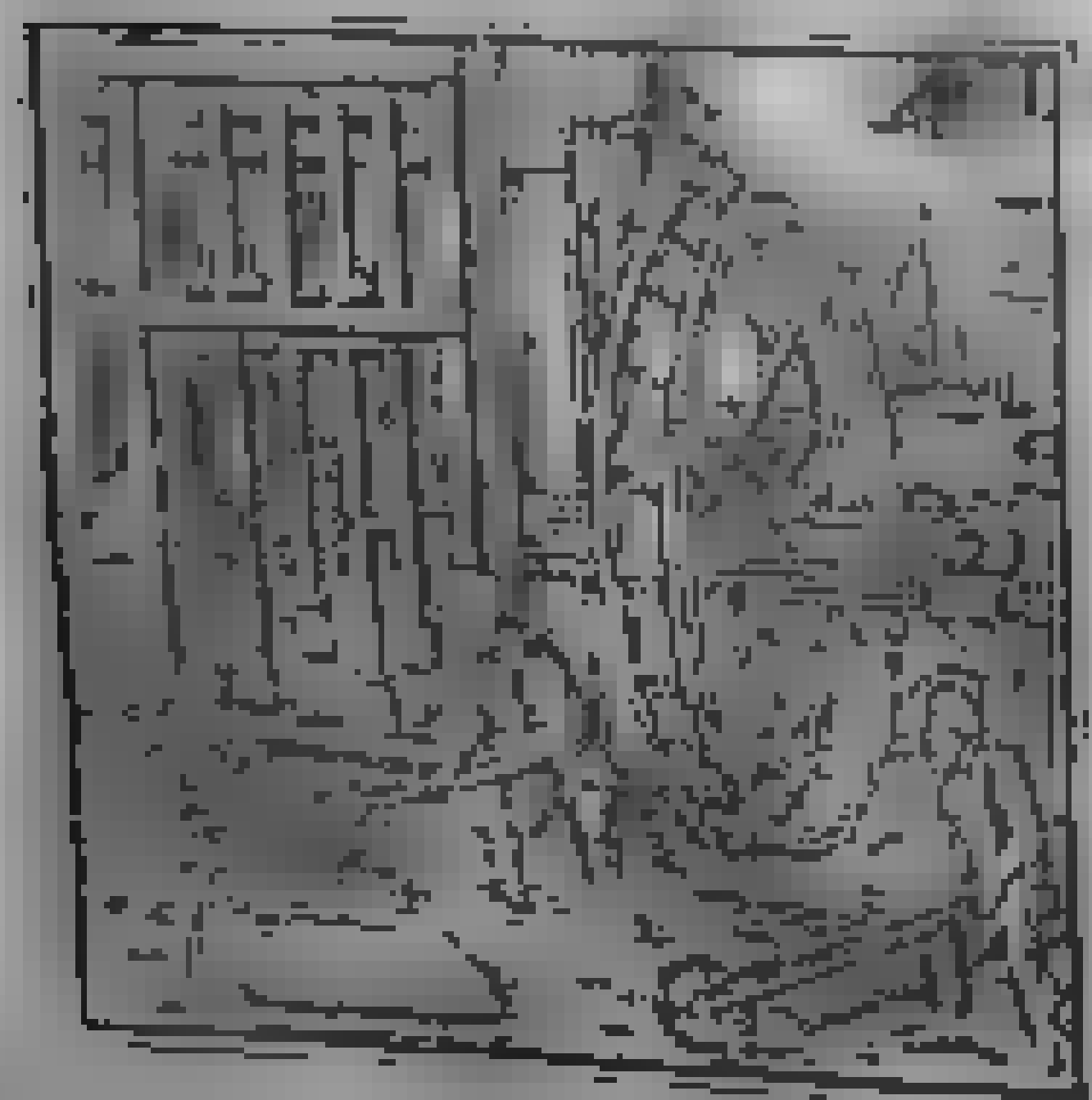
২। বিশপ ও বাণিজ্য বিকাশ ১৩শ শতাব্দীর গোড়ায় জার্মানিতে আর্থনিকের উন্নতি ঘটেছিল। ১৩শ ও ১৪শ শতাব্দীর মধ্যের ইউরোপীয় শতাব্দীর মধ্যে, কামা ও কীটের দ্বারা উৎপাদিত হত বিভিন্ন ধাতু তথা মোহা, রূপো ও তামার নিষ্কাশন বেড়েছিল। বর্মের কাজে নিয়োজিত ছিল এক সাময়িক শ্রমিক, পুথো ইত্যাদির ব্যক্তি এবং খেলে জার্মানিতে বেশি রূপো নিষ্কাশন করা হত। সম্ভব, অর্জেন্টা আকরিক উত্তরে পৌছানোর জন্য ৩০০ মিটার পর্যন্ত গভীর খনি খনন করা হত। ব্যক্তিগত ও চাকরপাশ ব্যবস্থা ছিল। খনির জন্য পুথো বেচা হত।

[illegible]

२५६	२५७	२५८	२५९
२६०	२६१	२६२	२६३

2000年 7月 25日
 2000年 7月 25日
 [2000年 7月 25日]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥



আর্থিক নিয়ন্ত্রণ ও তাৎক্ষণিক সাহায্য প্রদান। এমন নিয়ন্ত্রিত
মন্ত্রিত্ব হল শ্রমী নেতৃত্ব। আর শ্রমী মনোবৃত্তি কমানোর জন্য শ্রমিক ইচ্ছা-পূর্ণ
আর্থিক পন্থাসমূহ ও সমাজবাদী কৃষকদের হাফে ওয়াকফে মন্ত্রিসভার কাছে
লাগিয়ে দেবে। শ্রমিক বহুতল, কামতু মিসর ও বই ছাড়াও কামতু স্ট্রিকের
উপস্থান বিকাশমান করাবে।

[illegible][illegible]

২ সামান্য ঔষধীভূত বৃক্ষ। বহুপুষ্পিত। প্ৰচলিত নামে কৃষ্ণিকাভ নামে
প্ৰস্তুত আৰু হতে গাৰ। বহুপুষ্পিত। বহু পৰ্য্যন্ত ও বাসৰ নামে নামে পৰিচিত।
কণা বিক্ৰিও লাভজনক ছিল। নিম্নলিখিত বৰ্ণনায় বৰ্ণিত হৈছে।
বাল্যকাল পাৰাব আশাৰ সামান্য বাল্যকালৰ ফালি। যি কামিৰে পৰিচালিত
এটা জমি কাড়াত নামে। এটা পৰিচালিত কামিৰে পৰিচালিত।
মুকনো। হালধীয়া বাল্যকাল, বাল্যকাল ও পৰিচালিত নামে।
পৰিচালিত চৰাৰ নামে। বাল্যকালৰ বাল্যকাল।
আৰুও বৰ্ণিত কৰে বাল্যকালৰ বাল্যকাল।
এটা বাল্যকালৰ ও বাল্যকালৰ বাল্যকাল।

এক দেশের ও অন্যের মিত্র বন্ধুত্ব
 বিশ্বের সিনিয়রদের সম্মুখীন হওয়া চাই।
 স্বাধীনতা দিও স্বাধীনতা দিও স্বাধীনতা দিও স্বাধীনতা দিও
 দেশের মিত্রদের প্রাণই কৃষ্ণের জন্ম দিও
 স্বাধীনতা দিও স্বাধীনতা দিও স্বাধীনতা দিও

ନିଗମନ ଶକ୍ତିର ଦେଖି ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବା ନାନା ରୂପର ଓ ସାଜନାମ ଉପକୃତି
 ଶାସ୍ତ୍ର କହାନ୍ତେ ନାହିଁ ନା । ଶୁଦ୍ଧତାର ସଂସ୍କାରକୁ ନାନା ରୂପର ଓ ସାଜନାମ ଉପକୃତି

संगीत शाला अधीन कार्यरत गुरु
गणेश ?

पञ्चमः, गिरिधरः, अश्वमेधः
कर्मः, गिरिधरः, अश्वमेधः
अश्वमेधः, गिरिधरः, अश्वमेधः

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्रीकृष्णार्चनम्

ଅବସର ଥିବା ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ
 ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ

कृष्णकृष्ण तुम लोगों
अज्ञानसे ही बोलते हैं, अज्ञानसे
ही मानते हैं कि कृष्ण
विष्णु का बड़ा भाई का बड़ा भाई
हैं !

गायतुलानिबुद्धं शैरभीकुनह
निबुद्धं योगिनं सुगतका
दीक्षादयं मदं तुल्यं ज्ञानात् ॥

दार्जीलिंग टनल शण्ड-विधान
दम्भा बुद्धा प्रसाद दर्शाद्वय ?

निदलदर समिनारिच वरु वरु
सामसुदनरु की कयडा मिल

नदीद्वारा आर्थिक वृद्धि
आयकरों द्वारा वृद्धि
इत्यादि ?

अनामक द्रव्य निर्धारण
वाष्पनाम की की देना
उत्पन्न नाइटेरा ?

কৃষ্ণকলা ৯৯৯ ১৫৫৫
(একাত্তর) [১৫৫৫ খ্রিঃ]

তাদের ফরীশ টোকার খামি ভিত্তির আভ্যুদায় আইটির নড় কড় দ্বাভ্যামাট
ভ্রাকান্তি করত, যাত্রী বশিক ও কলকদের গুপ্তন করত উৎসব সমসাময়িক
বাঁজি নিখেছেন, 'দারিদ্র্যকে নিজের পক্ষ করত করত করে মনে মনে, এই
মানবের মেকোন রচনায় বিপদের খুঁকি নিত, অস্বস্তিগ্ৰস্ত মুখ কামাত,
মুখ ও ভাবগতি করে প্রতিশোধ নিত'।

निदेश : गानोपस्थापित
 काल-निर्माणकाल में शक्ति
 निर्माण में शक्ति को अधिक
 निर्माण ?

पञ्चमर्त्ये विहितं यदुक्तं
वापरादि तानि इत्यम्
अथवाच्यं भूतिं कर्तव्यम् ।

ଜ୍ଞାନୀନି ନୟନେ ଦେଖାଏ ଦେବ
ମୁକୁଟ ଲଗା କରଇ ମୟର
ହସାହିଲ ତା ଦେବି ହସ

निर्दिष्ट सूत्रांश, गणनाई एकादश क प्रमाणान् दर्शय प्रपद्य
अत्राद्युप निर्दिष्टायास्तु

যুবরাজ প্রসঙ্গে, এমন এক যোগেশ্বরী কল্পনা করুন
 যে জীবনের প্রতি অতীতের চেয়েও বেশি আগ্রহী।
 ধর্মভীরু হলেও বিজ্ঞানের খোঁজ করে, পড়া ও
 শাস্ত্রভিত্তিক প্রতিষ্ঠা দ্বারা পুনর্জন্ম করে বিশ্বের
 চিত্রকে। এমন করে এগিয়ে আসছেন।
 বিজ্ঞানের দ্বারা পুনর্জন্ম দিচ্ছেন।

भाडा अन्यसूद्ध निद्वन्द्वपत्र अक्षिमाक सदन वकील
कल्ल दससक पचाक अक्षिमाक पचासक खाता निद्वन्द्वपत्र

ଦୁର୍ଗପୁରସଦନ ତିଆରି ହେବାପରେ ଏହି ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରା ନିର୍ଦ୍ଦେଶା ଏହି
 ନିଉଜ ଆଷ୍ଟ୍ରିଆରେକ ହୁଏ ଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଯାହା ସାଧ୍ୟ ନି । ଏହା
 ଏହାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେବାପରେ ଏହାକୁ ଦୁର୍ଗପୁର ସଦନୀ ଆଦି ସାଥୀ ଏହା
 ନିଉଜଆଷ୍ଟ୍ରିଆ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନିଉଜଆଷ୍ଟ୍ରିଆ ସଦନୀ ସଦନୀ ସଦନୀ

১৯৭১ সালে এখানে জাতিসংঘের একটি
 দপ্তর স্থাপন করা হয়। এছাড়াও এখানে
 জাতিসংঘের একটি দপ্তর স্থাপন করা হয়।
 এছাড়াও এখানে জাতিসংঘের একটি
 দপ্তর স্থাপন করা হয়।



১৬ম মহানবীর ইয়াতায় জামা'তুল ইসলামিকের সভা শুরু হা'জিরত
জামা'তুল ইসলামিকের সভাপতি হিজ

?

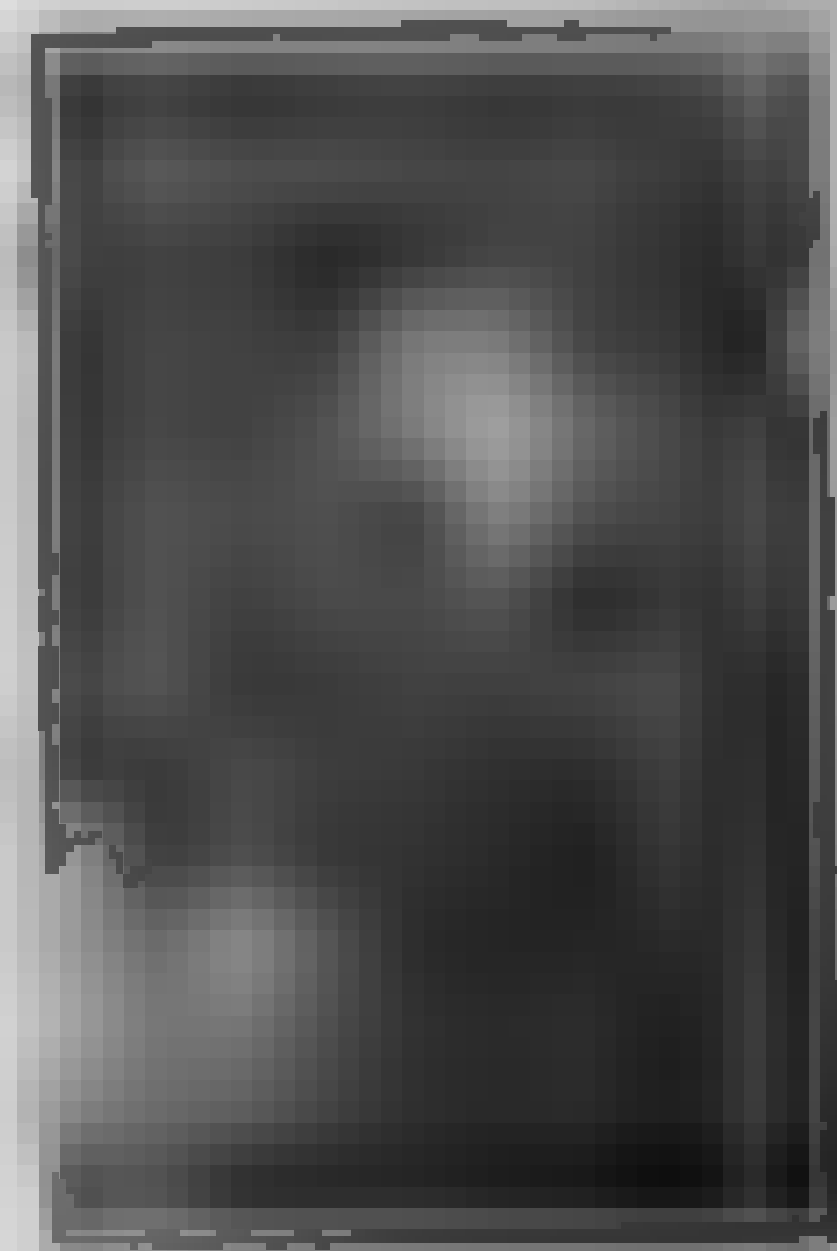
[illegible]

§ ৪৯। জার্মানিতে ধর্মসংস্কার আন্দোলনের সূত্রপাত

ପ୍ର. ୨୯ ଓ ୩୦ ଆଇନଟିଆ

[illegible]

১৯১৭ সালে অসমাপ্তের বিবেকহীন বিক্রির বিরুদ্ধে মতপ্রকাশ করেন
‘মহাত্মা - মাদান্য হাট্টিস’ লেখক, ‘ডাক্তার লক্ষ্মণন’ ডিটেনডার্ট শহরের
কিশোরিন্দারের ধর্মশাস্ত্রের অধ্যাপক। বিশ্ববিদ্যালয় সিজারি দরজায় তিনি
ধর্মবিশ্বাসীদের উদ্দেশ্যে তাঁর আহ্বানবাণী তথা ‘৯৫ থিসিস’ টাইটলে ছিলেন
‘ব্রাহ্মে লুথার অসমাপ্ত ব্যবসার সমালোচনা করেন এবং তাঁর সঙ্গে যাঁরা’



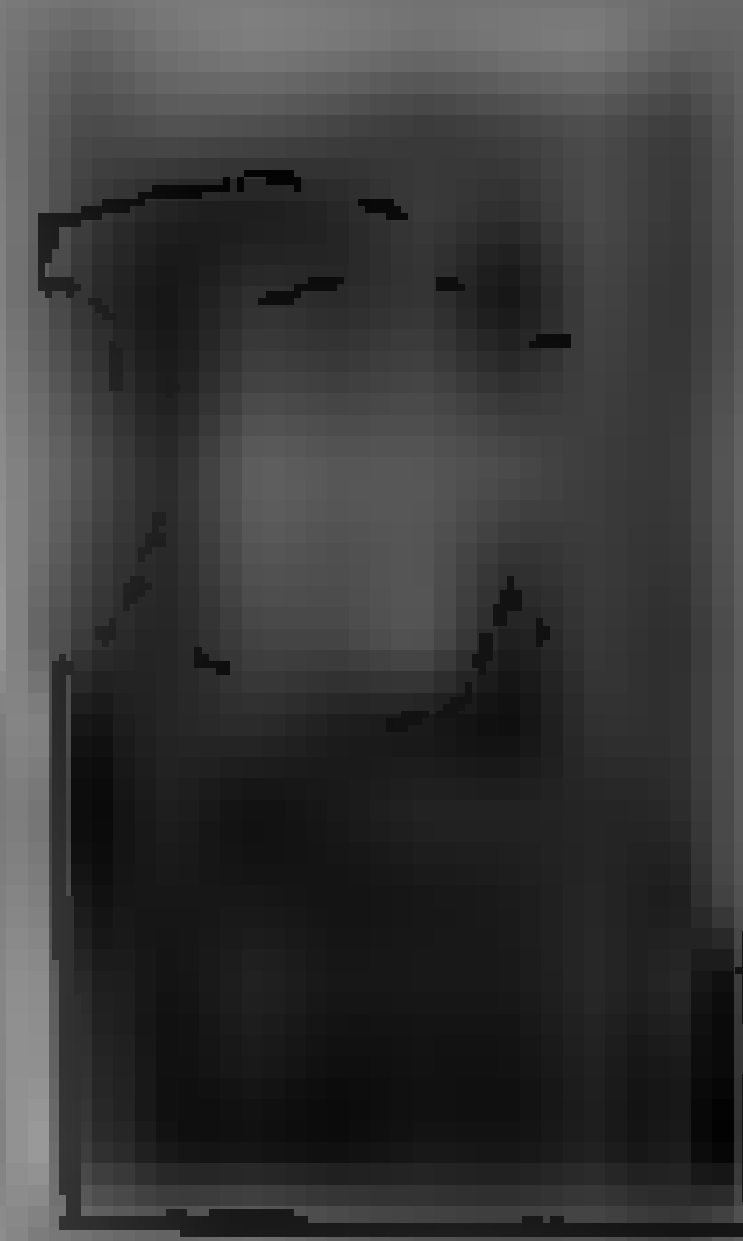
(१३२५ अक्षर)

५३

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ।
 कृष्णार्पणं कृष्णाय नमः ।
 कृष्णाय नमः ॥

[illegible][illegible]

পাশ্চাত্য পক্ষে সৌজান সন্ন্যাসী জোহান্নান শহরে আবৃত্ত যুবরাজদের, বিদিত
১৯৩৩ শহর প্রতিনিধিদের এক সমাবেশে যোগদানের জন্য বুধবারকে ডেকে
পাঠানেন। বুধবার যখন এই সজ্জা হাজির হলেন, তখন তাঁর কাছ
থেকে তাঁর মতবানগুলি পরিত্যাগের চুক্তিও কবি আদান হল কিন্তু
তখন ঘটনা ঘটেছিল এমন এক সমাধা করেন : 'আনি এই
মতবানদের স্ত্রী 'বিশ্বাস' এই মতবানদের পরে না 'একটি এক মতবান
একটি মতবান, কিন্তু '১৯৩৩' শুধু এক মতবান এবং 'একটি
মতবান এক মতবান' তাঁকে নিজেই 'একটি মতবান' মতবান
বুধবারের মতবানদের মতবানদের মতবানদের মতবানদের মতবানদের



संविधान सभा
संविधान सभा
१. संविधान सभा



১৫০০ টাকার প্রদান
 মঙ্গলবার (১৫/১১/১৯) ১১ বাজার
 'মঙ্গলবার' প্রদান
 প্রদান ১১/১১/১৯ ১১ বাজার

চলিত। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল অধিকাংশ শহরবাসী, কৃষক, নাইট ও কিছু সংখ্যক যুবরাজ।

১। ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের সংস্কারীরা ধর্ম অর্জন করতে চেয়েছিলেন। ঐশ্বর্য চিত্তব্রতপাশনা ও গির্জার সমসংগে উপাসনা সহ কাছাকাছি চার্চে ধর্ম শহরবাসীর বেশ পরিচর্য লাভ করে গঠন করতে তারা যাজক সম্প্রদায়কে বলাগিয়েছিল। তারা প্রতিষ্ঠা করায়, গির্জাগুলি বঙ্গ ভূমিতে ও গির্জার কল্যাণের আশ্রয়ে ফলাফল দ্রুত চাইতে শুরুতে ধর্মীরা 'সমস্ত গির্জার' দ্বারা প্রতিষ্ঠা করে। ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রভাব উক্ত প্রভাবগুলির মধ্যে অন্যতম দেখা দিয়েছিল।

অন্য সামন্ত ও ধর্ম সংস্কারের পক্ষে যতপ্রকাশ করেছিল সামরিক অসহযোগের সুযোগ নিয়ে নাগরিক গির্জার প্রতি সমর্থন। চোখা চার্চিয়েছিল যুবরাজরা চেয়েছিল যাকে প্রতিষ্ঠা রাখে গির্জা পোপের বদলে যুবরাজদের অধীনে থাকে; তার সাহায্যে যুবরাজরা তাদের জমির জনসমষ্টির উপর তাদের অধিকার আরও জোরদার করতে পারত।

কৃষকসম্প্রদায় ও শহুরে পরিবার শ্রম সংস্কার চার্চের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পড়ে ছিল ভাই নয়, তারা বরং সব উৎসাহের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। এ ছিল গণ-সংস্কার আন্দোলন, যা পরিচালিত হয়েছিল সামন্ততন্ত্রের শুল্ক ভিত্তির বিরুদ্ধে।

গির্জা সংস্কার আন্দোলন ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। সন্ন্যাসীরা মঠে ছেড়ে গিয়েছিল, শহরবাসী ও নাইটরা গির্জার সম্পর্ক বদল করত। কিছু দেশে গণ-সংস্কারের প্রসার দেখে আটেরই শহুরে ধর্মীরা ভয় পেয়ে গেল। তাদের স্বার্থ রক্ষাকারী মুখ্যর হয়েছিল, এমনকি সবচেয়ে নির্মম শাসন-ব্যবস্থা যেমন নেবার জনা জনগণের প্রতি আশ্রয় জানাতেন।

ক্যাথলিক চার্চ কেন সামন্ততন্ত্রের পক্ষে নিয়োজিত?

১. ক্যাথলিক চার্চের পক্ষে সামরিক অসহযোগের সুযোগ নিয়ে নাগরিক গির্জার প্রতি সমর্থন।

২. ক্যাথলিক চার্চের পক্ষে সামরিক অসহযোগের সুযোগ নিয়ে নাগরিক গির্জার প্রতি সমর্থন।

৩. সংগ্রামে জনগণকে উত্তেজিত করেছেন মিউনস্টার ক্যাথলিকদের নেতা ছিলেন টমাস মিউনস্টার ১৪৮৩ - ১৫২০। মিউনস্টার অনেক পরিশ্রম করেছিলেন; তিনি চিত্রিত এক উচ্চশিক্ষিত নিক্ত প্রভাবের ছিলেন পবিত্র, ফলে জনগণের মাঝে যে অসুখি ভাবনা দ্বারা সঞ্চারিত ছিল উন্মুক্ত তিনি তাঁই সংগ্রামে একটি জীবন কাটিয়ে যেতেন। জনগণের মধ্যে এক ভাবের সূত্র দিয়ে তিনি জানতেন।

ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের শুরুতে মিউনস্টার মুখোমুখি পড়ে নিয়োজিত। কিন্তু এটিতেই তিনি দুই দিকের সমালোচনা শুরু করেন, তাত্ত্বিক 'মনঃপ্রতি' ও 'প্রবর্তক' রূপে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই কারণে যে প্রচার প্রচারে পোপের বিরুদ্ধে প্রচার সংগ্রামের আশ্রয় নিয়োজিতেন। অল্প পথে জনগণের বিশ্বাসী সংগ্রামে যা পোপে প্রতিষ্ঠিতেন। দুই দিকের সমালোচনা হুঁসি পান ও সমালোচনার বিরুদ্ধে প্রতিষ্ঠা করে দ্বারা আর কিছু করতে না পারেন। তাই পোপের এ কালের আর নেওয়া উচিত 'দুই দিক', মিউনস্টারের সংগ্রামে দেখেছিলেন।

নেহনতা জনগণের সব প্রতীকগুলি মিউনস্টারের পুর যুগে ওঠে। সামরিক ব্যাপারে প্রসার পান সমস্ত সংগ্রামের আশ্রয়। তিনি অসংখ্য কথক ও শহুরে পরিবারে মাঝে মাঝে বসতেন। মিউনস্টারের সব প্রচেষ্টায় যে পৃথিবীর মতো 'বাস বাস' পাওয়া গবে, অর্থের দ্বারা হবে এমন এক ন্যায়মত বাক্যে মাঝে মাঝে প্রতীক 'সংগ্রামে না, সংগ্রামে না' পাওয়া গবে। অসংখ্য জনগণ ও চিত্রিত যেমনটি 'সংগ্রামের মাতে' - এখানে ক্যাথলিক মিউনস্টারের জনগণের মত যোগ্য বসেছিলেন। যে প্রচেষ্টার পক্ষেই পোপের পক্ষে প্রতিষ্ঠা করে।

মিউনস্টারের লক্ষ্যই ছিল নগরী গির্জা ও শহুরে পরিবারের মত এ ওঠা ও যুগে প্রতিষ্ঠিত। সর্বদা প্রচারের মাধ্যমে আশ্রয় প্রদানকে উদ্দেশ্যে।

ক্যাথলিক চার্চ ও জনগণের মধ্যে একটি ভাব।



হুগো ও মিউনস্টারের জীবন চমকে উঠে

১। হুগো ও মিউনস্টারের জীবন চমকে উঠে।

১. হুগো ও মিউনস্টারের জীবন চমকে উঠে।
২. হুগো ও মিউনস্টারের জীবন চমকে উঠে।

১। হুগো ও মিউনস্টারের জীবন চমকে উঠে।

ତୁମେକି ମନେପାରେ କିଏ ଏକଟା ମୁକ୍ତାବଳୀ ମିଳିବି ? ମାତ୍ର ଏହି ମୁକ୍ତାବଳୀ
 ଦେଖିଲି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମନେପାରେ ଏହାକୁ କିଏ ମିଳିବ ? ଏହି ମୁକ୍ତାବଳୀ
 ମନେପାରେ ମିଳିବ ? ଏହି ମୁକ୍ତାବଳୀ ମନେପାରେ ମିଳିବ ?

মিউজিক্সকে আদরম নানা গির্জাঘর নানা সভা, প্রায়ই তাঁর এক জনগণ ছেলে অন্য প্রাণীর চেনে মেতে হন তিনি হোপকিন ইন্সটিটিউট অফ টেকনোলজি এবং নিজ পুষ্টিভিত্তিক সম্বন্ধিত নানা পত্র বিবরণ প্রবর্তন সেসকল নামা দিকে তিনি তাঁর সময়কালের ক্ষতিয়ে দিয়েছিলেন, যাতে তারা সামন্তদের বিরুদ্ধে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে পারে।

১। ধর্ম প্রসারের প্রয়োজনে এ দেশে সর্ববিধ উপায় গ্রহণ করা হয়েছে। এছাড়াও
ব্যাপ্য করেছে। এর মাধ্যমে দেশের নীতিমূলক ২। নীতি মূল্যবোধের দাবি উত্থাপন করে জনসাধারণ, ধর্মী
শিক্ষার্থী ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে ৩। সুখ ও মিলনময়ের সুটিউম ও স্বেচ্ছাসেবক
সংগঠন এবং নীতিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৪। জনসাধারণের মধ্যে ধর্মী
সংস্কৃতি, যা নীতিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ৫। ইমান সুখের পথকে ধর্মী
একটি উদ্যোগ এবং এর মাধ্যমে ৬। মিলনময়ের ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রদায়ের মধ্যে
মিলন দেখতে?

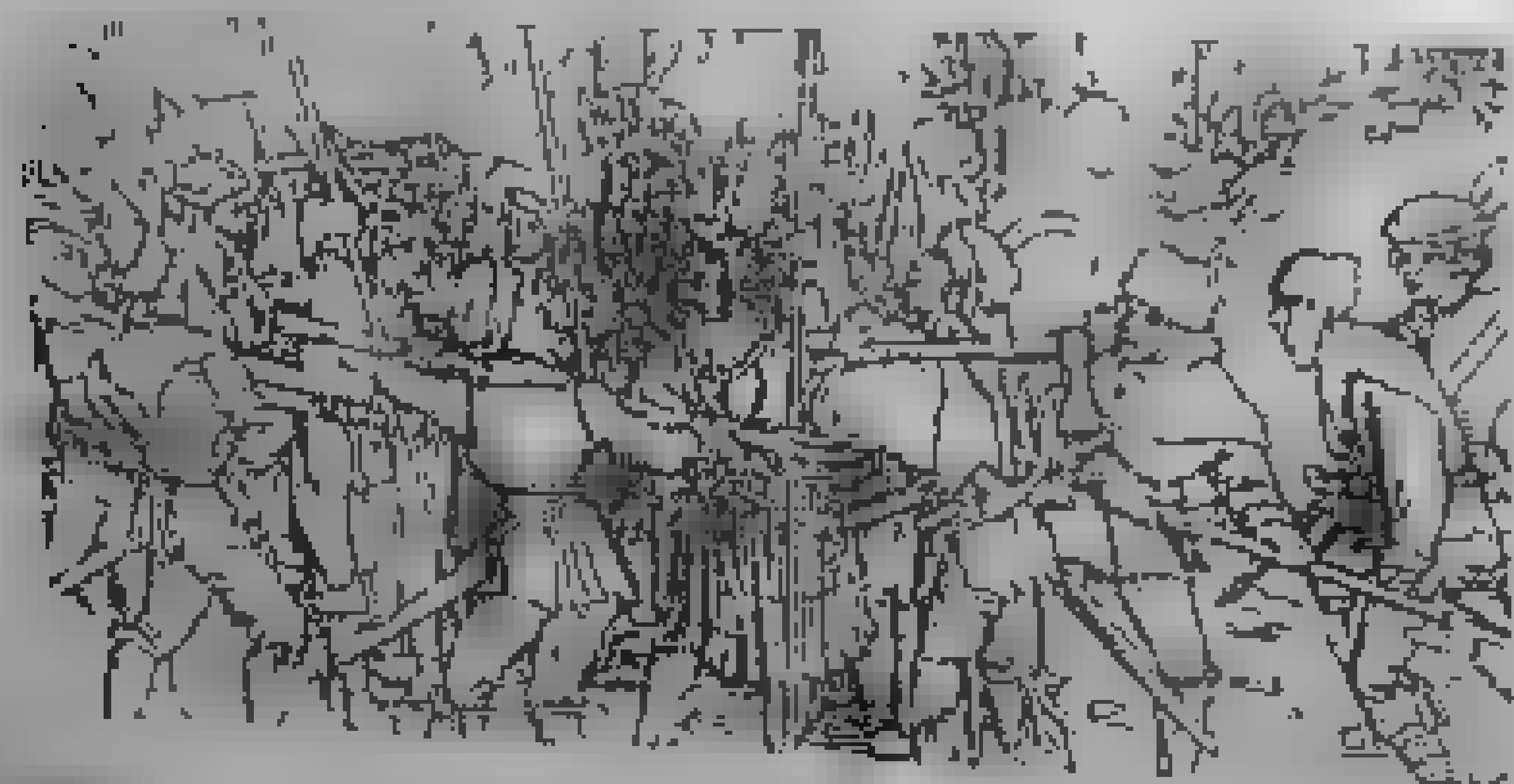
୫୦୦ । ଆର୍ଗମିଡେ କୁସକ ଶୁକ୍ଳ

पु. १७ व मं. बाग(६३)

৯। বিদ্যুত্ৰাহ শুল্ক ১৯২৪ সালের গ্রীষ্ম কার্যনির্বাহ সমিতিতে ব্যবস্থা নিবন্ধন করেছিল এ খরচ দুই সারা দেশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

১৯২৪ সালের গোড়ার জার্মানিতে কৃষক বৃহত্তর প্রকার ঘটেছিল
সম্পত্তি বিক্রয়শীলতা ৬টি বাড়িমা ১০০টি : কৃষক বিদ্রোহের সমস্যা
ছিল ৪০ হাজার পর্যন্ত শুল্কের পরিসর কৃষকদের মতামত কল্যাণ এবং
তাদের সামগ্রিক সাহায্য পাঠ্য

1. $\frac{1}{x^2} = x^{-2}$ $\frac{d}{dx} x^{-2} = -2x^{-3} = -\frac{2}{x^3}$
 2. $\frac{1}{x^3} = x^{-3}$ $\frac{d}{dx} x^{-3} = -3x^{-4} = -\frac{3}{x^4}$
 3. $\frac{1}{x^4} = x^{-4}$ $\frac{d}{dx} x^{-4} = -4x^{-5} = -\frac{4}{x^5}$



20

[illegible]

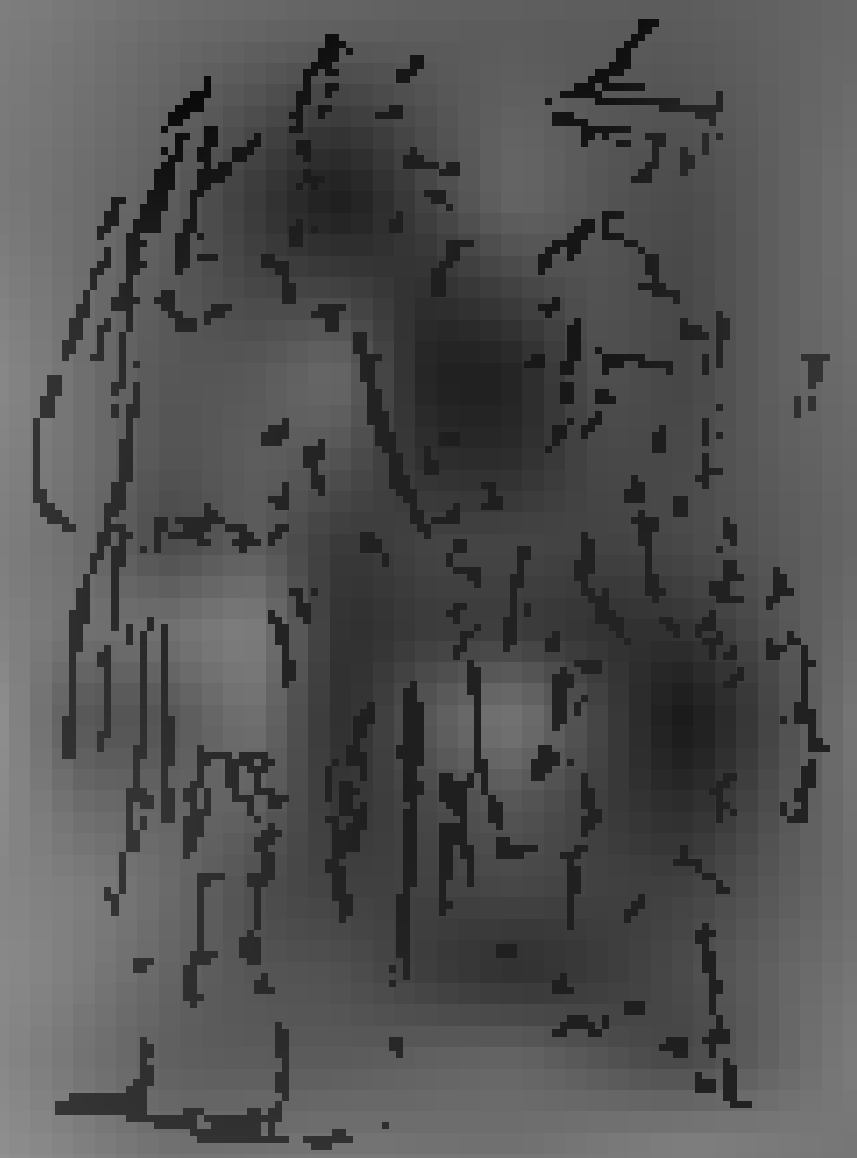
২। নিম্নোক্ত বিবরণ জনা সংগ্রহ করিয়া নিম্নোক্ত প্রশ্নগুলি
 বুঝতে চিন্তিতব্য ও উত্তর সম্বন্ধিতঃ যে-পা-ছারা দুইদলের প্রাচীনত্ব
 নির্ণয়িতঃ। সামগ্রিকভাবে প্রাচীনত্ব প্রাপ্ত পুঁজি, জমি, শ্রম ও
 মজুরি দলের মধ্যে জনা, প্রতিদ্বন্দ্বিতা বানান সামগ্রিক বিবরণ
 মোটামুটিভাবে জনা সংগ্রহের উদ্দেশ্যে এই উদ্দেশ্যে সামগ্রিক
 জনা ওয়া জনগণের প্রতি দ্বন্দ্বিতা করিয়া উত্তর। এ উত্তর উত্তর-উত্তর
 সমাপ্তি। চূড়ান্ত কর্মসূচি

ଶୁଦ୍ଧ ମେଢ଼ା କୁଳର ମିଳିତରାଜ୍ୟର କାମ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତ
 ଅସୁବିଧାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପାଦେୟ ଉପାୟ ଗ୍ରହଣ କରିବା
 ପାଇଁ ଆଜିର ସମସ୍ତ ଶାସକମାନେ ଯତ୍ନ ନେଉଛନ୍ତି ।

[illegible]

‘১২ ধারা’ অনুযায়ী রাষ্ট্রের পুঙ্খানুপুঙ্খ তদান করা সম্প্রদায়
এবং জনসংস্পর্গে আসা নিষিদ্ধ করা হইবে এ বিজ্ঞপ্তিতে বর্ণিত
কর্তৃপক্ষেরা যথাসম্ভব প্রচেষ্টা করিয়া এই পান্থিক ও নিরাপত্তার বিষয়
কর্তৃক। কিন্তু সশস্ত্রদের বিরুদ্ধে কিছু অস্ত্রাদেশাদেশী বিট-বিশেষ
পুলিশ ইন্সপেক্টর প্রত্যেকজনকে ‘১২ ধারা’ অনুযায়ী জরিমানা
কর্তৃক।

উক্ত দুয়োথান নিম্নলিখিত স্বার্থে কৃত পণ্যসমূহ সংগ্রহ কৰা হৈছে
চৰাইখিন হাইডেল্যান্ডৰ পৰা এক বৰ্ষাবৃত্তি স্থাপন কৰা হৈছিল যাতে
দলী মহকমাৰীয়া বৰ্ষি স্থানীয়ভাৱে আ, জনপ্ৰিয় স্থানত স্থাপনৰ পাৰ
জাৰ্জনিয়াত একোটা চুলা চানু ও প্ৰেচৰ যন্ত্ৰসমূহ স্থাপন কৰা হৈছে
এ বছৰীয়া চুলা স্থাপনৰ পৰা পুৰিমাৰী স্থাপনৰ এ বৰ্ষাবৃত্তি স্থাপন
সাধাৰণ দ্বাৰা ইহা কিত্তি স্থাপনৰ কৰা হৈছে দলীয়া একোটাৰে কৰা

[illegible]

1. संस्कृत भाषा विभाग
 2. संस्कृत भाषा विभाग
 3. संस्कृत भाषा विभाग



निष्कर्ष: कृष्णदेवा १२३ संवत्
सन् १५०० ई. में

নিঃসূক্ত মুক্তিযোদ্ধাদের বনলে বাগানভূমির কুঁড়েঘরগুলি থেকে ব্রহ্মই
পাকার প্রচেষ্টা কুঁড়েঘর থেকে রাখা হয়েছিল।

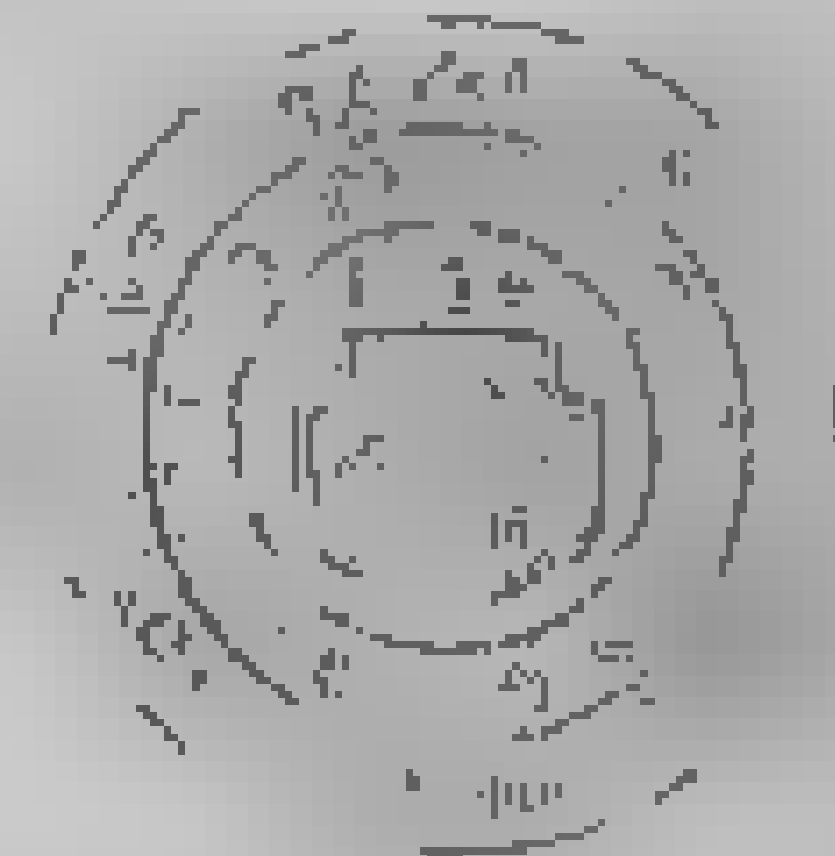
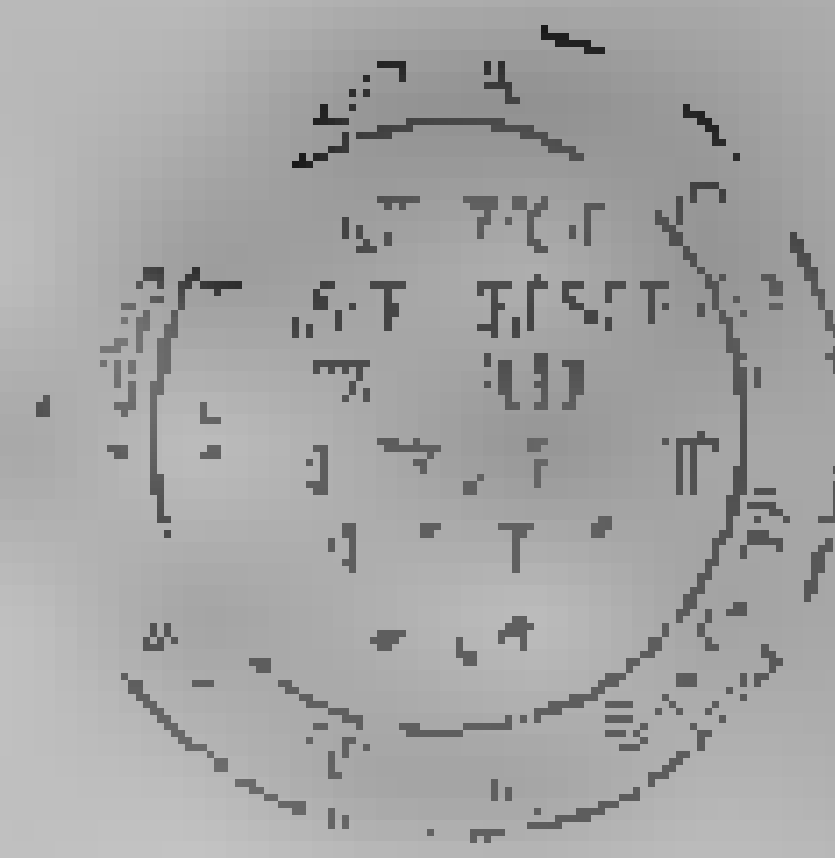
৩। বঙ্গপ্রান্তের মজিবুজ বিদ্রোহের আগুন সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল।
সময়কেন্দ্রীয় প্রতি প্রিয়কোষে চানিয়েছিল মধ্য জামায়াতের এক এলাকা,
মুজিবুজ বিদ্রোহীরা। এখানে কুঁড়েঘর সঙ্গ্রে যোগ দিয়েছিল শহুরে
কর্মী ও বৈদেশিকেরা। কুঁড়েঘর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন উম্মা
মিউনিসিপালিটি

কুঁড়েঘর একেবারে পুর থেকে মিউনিসিপালিটি ছিলেন মিউনিসিপালিটিকে
এ শহুরে উন্নতি প্রদানের পরিচালনা করেছিলেন, যা পরিচালনা করে
বনীরা। নতুন শহর পরিচালনা গঠিত হয়েছিল মিউনিসিপালিটির সমর্থকদের
নিয়মে। সামন্তদের সঙ্গে সংগ্রামের জন্য তাঁরা হয়ে বিদ্রোহীরা সামরিক
কাজকর্ম নিবেছিল, গির্জার ফটোগুলি গানিয়ে কামান তৈরি করেছিল।
মিউনিসিপালিটির অগ্রগতি ভাষণ শোনার জন্য মিউনিসিপালিটিকে হাজার হাজার
কুঁড়েঘর আসত, নিজেদের স্বত্ব ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তিনি বিদ্রোহীদের
প্রতি আহ্বান জানিয়েছিলেন।

কিন্তু কুঁড়েঘর বাহিনীগুলি এক বিরাট সেনাদলে সম্মিলিত হতে পারে
নি এবং তাদের কোন একক নেতৃত্ব ছিল না। প্রতিটি এলাকার কুঁড়েঘর
কাজকর্ম করতে স্বাধীনভাবে; তাই যখন অভিজাত লোকেরা আক্রমণ
শুরু করল, তখন তারা পরস্পরকে সাহায্য করতে পারে নি।

৪। কুঁড়েঘর পরাজিত হল। কুঁড়েঘর পরিচালনায় বনী শহরবাসীরা
আতঙ্কগ্রস্ত হয়েছিল। তাদের নেতা মুখার সহ তারা সামন্তদের পক্ষে
চলে এসেছিল। বিদ্রোহী কুঁড়েঘর সমন ও হত্যা করার জন্য মুখার
চরকাভার প্রতি আহ্বান জানিয়েছিল। যোগে পড়ে, তাদের সবচেয়ে
মার, শাস্ত্রবদ্ধ করা, গোপনে অথবা সোলাপুলিভাবে কাটা তৈরি এবং
নতুন রাস্তা নির্মাণের জন্য, বিদ্রোহী থেকে বেশি বিদ্রোহ, ক্ষতিকর আর
কিছুই নেই। ফলে কুঁড়েঘর মতো ভাঙে মরা উচিত। মুখারাজের
সেনাবাহিনীর সমনয় বনী শহরবাসীরা শহরের ফটোগুলি গুলে দিয়েছিল।

সামন্তের নিকট পশ্চিমে কুঁড়েঘর বিরুদ্ধে তারার কলঙ্কিত
করে সমনয় প্রতিষ্ঠা সেনাদলে অভিজাতদের থেকে বিদ্রোহীদের
সহায় ছিল কুঁড়েঘর কুঁড়েঘর। কিন্তু কুঁড়েঘর সামরিক কার্যকলাপ জানত না,
সামন্ত মতো ছিল শহরবাসীর অস্তিত্ব। তাদের বাহিনীগুলির কলঙ্কিত সমনয়
নিয়মে। এখানে লোকেরা নির্ভর্যে আসত, এখানে ঘরে ছিল। উপরন্তু
কুঁড়েঘর সবদিকই সমনয় বিদ্রোহ এবং নিজেদের শত্রুপক্ষের সঙ্গে
যুদ্ধে অংশগ্রহণ করত। কুঁড়েঘর ঘরে বিদ্রোহের পোলে বিদ্রোহীদের সব
কলঙ্কিত প্রদান। এখানে বনী অভিজাতের আহ্বান দিয়েছিল কুঁড়েঘর একাংশ



বিদ্রোহী কুঁড়েঘর শীর্ষনোহর

এ কথা বিশ্বাস করে অস্ত্র ত্যাগ করল। তখন প্রতিষ্ঠিত বিদ্রোহী কুঁড়েঘর
কুঁড়েঘর বাহিনীগুলি আক্রমণ করল এবং প্রচণ্ড অস্ত্রাগ্নি
সম্পূর্ণ প্রদান করল।

মুজিবুজ বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে মুখারাজের সেনাদলে সেনাদল সমনয়
মিউনিসিপালিটি ৬ হাজারের এক বাহিনী সহ কুঁড়েঘরবাসীদের সমনয়
পাহাড়ের অবস্থান গ্রহণ করেছিলেন। কুঁড়েঘর এদের শত্রুর বিরুদ্ধে
ঠেলাঘাড়ি ও প্রতিরোধ দিয়ে, তার মিউনিসিপালিটি বাহিনী গুলে মন
অন্তর্মুক্তি বিদ্রোহীদের সঙ্গে অস্ত্রাগ্নি প্রদান করে। মুখারাজের এই
মারি জানিয়েছিল 'মিউনিসিপালিটি ও তাঁর সেনাদল'দের সমনয় করল।
তাহলে আপনারা আমাদের কথা আশা করতে পারেন। বিদ্রোহীদের
জানাব দিল: 'না। জীবিত অথবা মৃত, তবে থাকব আমরা এখানে'।

মুখারাজের ভয় করে মুখারাজের সেনাদলে সেনাদল এ আক্রমণ
শুরু করল। তাদের গোলান্দাজ বাহিনী কুঁড়েঘর পুড়িয়ে অস্ত্রাগ্নি করল
ভাঙাটে সেনাদল হুড়ুড় করে নির্ভর্যে প্রদান করল এবং পুরে ৫ হাজার
লোককে হত্যা করল। মিউনিসিপালিটি এখানে পোলে বন্দী হলেন
সমগ্র সমনয় তিনি কুঁড়েঘর অস্ত্রাগ্নির সমনয় এবং মুখারাজের সমনয়
মৃত্যুশ্রান্ত লাভ করেন।

কোন ইচ্ছা প্রদান বিদ্রোহী বাহিনীগুলি আরও প্রচণ্ড করে
প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিল। কুঁড়েঘর বিদ্রোহীদের সমনয় নিম্নে
তাদের মোকাবেলা করেছিল। বন্দীদের অস্ত্রাগ্নি করত, তাঁরা দেওয়া
হত, অগ্রিক্রমে স্থানীয় হত। নিহতের সংখ্যা হয়েছিল ১ বর্গধিক

৫। কুঁড়েঘর পরিচালনা। জার্মানিতে পুঁজিবাহী উপাচার্যের সার্বভৌমত্ব
বিক্রমের জন্য প্রয়োজন ছিল সামন্ততান্ত্রিক লোকেরা হত্যা করা ও দেশের
মিলনকার্যের। কর্মসংস্কার প্রদান ও কুঁড়েঘর সমনয় এই দুই

বিদ্রোহী কুঁড়েঘর নির্ভর্যে
সমগ্র সমনয়
[১৩৬ পৃষ্ঠা]



১৪শ শতাব্দীতে ইংল্যান্ড ও
ফ্রান্সে বিদ্রোহের সময়
কুঁড়েঘর কেন্দ্রীয় কার্যকলাপ
চলিয়েছিল।

1.1

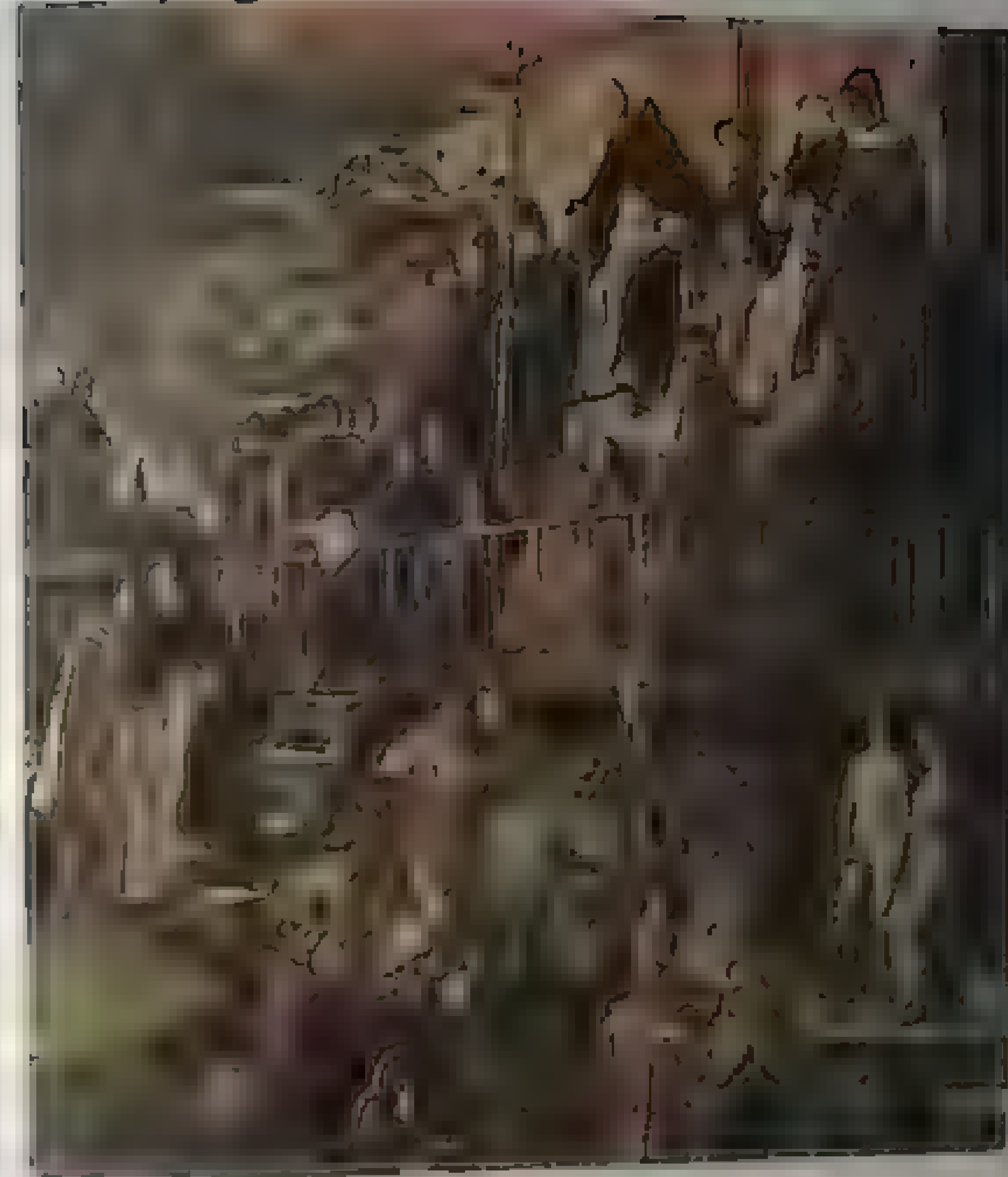
ইউরোপীয় দেশগুলির সর্বাপেক্ষা অটল মনস্তাবাপন্ন বুর্জোয়া অংশই কানবাসম্বী ধর্ম গ্রহণ করেছিল।

৩। জেশুইট অর্ডার। ধর্ম-সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে সংগ্রাম করার জন্য ১৫৪০ সালে পোপ 'বিশু সমাজ' ('Society of Jesus'), অথবা জেশুইট অর্ডার প্রতিষ্ঠা অনুমোদন করেন। এই অর্ডারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন স্পেনের এক অভিজাত ব্যক্তি ইগ্নেসিউস লাইওলা — পোপ ও ইম্পারিয়ার প্রভাবের কট্টর অনুগামী। পোপ মেনশা করেছিলেন যে, জেশুইটদের উদ্দেশ্য — 'পঞ্চমটি জনতাকে গির্জার প্রাদেশে ফিরিয়ে আনা'।

জেশুইট অর্ডার সংগঠনটি গড়ে হয়েছিল সামরিক কামব্যবস্থা। তাতে কঠোর শৃঙ্খলা চালু করা হয়েছিল। অর্ডারের প্রধান রূপে ছিলেন এক জেনারেল, যিনি সর্বসম্মতি পোপের অধীনে ছিলেন। অর্ডারের বাকিরা সদস্যদের কোন ভাগ্যবিশিষ্টতা না করেই জেনারেলের আদেশ পালনে বাধ্য ছিল। অর্ডারের বিবিধনীতে বলা হয়েছিল: 'আমাদের কাছে সাঙ্গা মনে হওয়া কোন বস্তুকে গির্জা কোনো বলে নির্ধারণ করে থাকবে, আমাদের তা ভবিষ্যৎ কোনো বলে স্বীকার করতে হবে।' জেশুইটরা ছিল গুপ্তচর এবং রোমান পোপের ইচ্ছার নীরব আজ্ঞাবাহী। তারা মনোযোগ দিয়ে হৃদয়বৃত্তিদানের সন্ধানবোধে মনত, এবং পবে সমস্ত নৃকবান তত্ত্ব প্রেরণ করত রোমস্থ অর্ডার প্রধানকে।

অন্যান্য পুণ্যার্থীর থেকে জেশুইটদের ভাঙ্গা ছিল এই যে তাদের কোনো মঠ ছিল না, তারা সাধারণ পোষাক-পরিচ্ছদ পরত এবং এখন বাবহার করত যাকে মেখে কোথা না যায় সে তারা উক্ত অর্ডারের সদস্য। সাধারণীকরণ, ভোবাদানের স্বর, বুনে যোষাদুদে হাসি সহ চতুর জেশুইট তার প্রজাতিস্থির অন্য থেকেও পুণ্যবলম্বনে বিধাবোধ করত না।

জেশুইট, পোপ ও ইম্পারিয়ার প্রভাবের কট্টর অনুগামী।
বাস্তবায়ন [১৫শ শতাব্দী]



জেশুইট অর্ডারের সদস্যদের
কোন ভাগ্যবিশিষ্টতা না করেই
জেনারেলের আদেশ পালনে
বাধ্য ছিল।

জেশুইট অর্ডারের সদস্যদের
কোন ভাগ্যবিশিষ্টতা না করেই
জেনারেলের আদেশ পালনে
বাধ্য ছিল।

জেশুইট লাইওলা-এর মতো

জেশুইট লাইওলা, যিনি জেনারেল জেশুইটদের না
হয় এর মধ্যে অনুষ্ঠানও করতে হবে
জেনারেল উপস্থাপনকে দেখতে হবে এবং
জেশুইটদের অনুষ্ঠান, জেকে জেনারেলের কাছে এসে
নির্ধারিত করে দেবে। জেকে জেনারেলের ইচ্ছা এক নোডকে
না দেখলেও পুণ্যবলম্বনে বিধাবোধ করত না।



[illegible]

ধর্মজ্যোতীমের বিবরণ
 কল্যাণের চার্ট
 দশ শ্রম চক্র

১. জাতিসংঘের সদস্য দেশগুলোর আন্তর্জাতিক সুরক্ষা কৌশলকে কেন্দ্র করে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে জাতিসংঘের সুরক্ষা পরিষদের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে। এই সম্মেলনে জাতিসংঘের সুরক্ষা পরিষদের সদস্য দেশগুলোর মধ্যে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

[illegible]

ব্যাপক অভিযান তেজস্বর কুচেলব এনামনা শহরকে উজ্জ্বল করে
 ১ মঙ্গলবে ৩০ হাজারেরও বেশি মে একে উত্তম করে, কয়েকজন। এই বিদ্যমান
 প্রটেক্ট্যান্টদের হত্যাকাণ্ডের নাম করেছিল নেস্ট বাটোয়ারিউ-র রাজনী
 যোদ্ধান মোপ এই হত্যাকাণ্ডে মৃত্যু ঘে অনুভব-নই করেছিলেন তবু ১৯
 এর স্মৃতিতে তিনি পলক উজ্জ্বল করেছেন নিম্নোক্তরূপে

[illegible][illegible]

ভাড়াটে-শ্রমিক ব্যাপক পুসোদ ঘটছিল শুরুর ইন্ডিয়ান্স ইন্ডিয়া, বরং মরনা শিকারে, সমুদ্রযাত্রায় আর কৃষিকাজেও গার্লস ইন্ডিয়া অভিজাত নোহেলের ও কৃষকদের জাম বুজোঁয়ারা কিনে নিচ্ছিল। শহরে সবরাতের জনা কীচামার ও খানসাহা উপদানের ক্ষেত্রে যেত মধুরদের ব্যবহার করে বুজোঁয়ারা পুসোদ হার, করছিল।

নেদারল্যান্ডসের প্রত্যন্ত ভূমিতে জমির গাথোঁট অংশ ছিল স্বাধীন কৃষকদের হাতে। গুলে অন্যান্য অঞ্চলে বিশেষত মসিনে, তখনও সামন্তরাও শক্তিশালী ছিল। এখানকার জমির বড় অংশেরই মালিক ছিল তারা। বার্তাগত স্বাধীনতা লাভকারী কৃষকরা জমির ব্যাপারে সামন্তদের অধীন থেকে পেরেছিল।

২। স্পেনের শাসনাধীন নেদারল্যান্ডস। ১৬শ শতাব্দীর মাঝামাঝি নেদারল্যান্ডস ছিল সামন্তজাতিক স্পেনের শাসনাধীন। নেদারল্যান্ডস ছাড়াও সে সময় স্পেনের উত্তরবিশেষ ছিল আমেরিকায়, দক্ষিণ ইতালিতে, একধারে তার রাজ্য ছিলেন পবিত্র রোম সাম্রাজ্যের সম্রাট। সমকালীন লোকেরা বলত যে তাঁর রাজ্যে 'কখনও কুরাফ হার না'।

স্পেনের রাজ্যের ক্ষমতা ছিল অসীম। তাঁর ছিল ইউরোপে সর্বশক্তিশালী সেনাবাহিনী ও সবচেয়ে বড় নৌবহর। ১৭টি ফুনে প্রদেশ নিয়ে গঠিত নেদারল্যান্ডস ছিল স্পেনের সবচেয়ে মূল্যবান অঙ্গ। সাগরপারের উপনিবেশগুলির তুলনায় তা থেকে রাজ্য কোষাগারে তার গুল বেশি আয় হত, স্পেনের রাজ্য নেদারল্যান্ডসের জনসমষ্টির কাছ থেকে অত্যধিক শ্রমের আদায় করত। ইংল্যান্ডের সঙ্গে স্পেনের শত্রুতার ফলে ইংল্যান্ডের পশম বেনা কাঠিন হয়েছিল। ইন্ডিয়ান্সের বহু মালিক তাই তাদের কলকারখানায় উৎপাদন কমাতে বাধ্য হয়েছিল। রাজ্যের আয়ের লোক কমেছিল ইংস পড়েছিল, তারা অনাচার ও সার্বভৌমত্ব সমুখীন হয়েছিল।

স্প্যানিশ সামন্তদের উৎপীড়নের দরুন নেদারল্যান্ডসে পুজিবাদী উৎপাদন বিকাশের গতিরুদ্ধ হয়েছিল। গুলোয়াদের সম্পদ শত্রুদের পথে বাধা সৃষ্টি করেছিল। তবে এই উৎপীড়নের ফলে সবচেয়ে বেশি ভুগেছিল অনন্যধারগ।

৩। মেবে অনন্তায় বুদ্ধি নেদারল্যান্ডসের জনসমষ্টি স্প্যানিশদের ধৃদ্ধা করত স্প্যানিশ রাজ শাসনের ভিত্তিস্বরূপ ক্যাথলিক চার্চই গুল বৈদ্য অনন্তায় সৃষ্টি করেছিল বুজোঁয়া ও জনসাধারণের যথেষ্ট কালভার্ট ধর্মবিশ্বাসের পুসোদ ঘটছিল। এমনকি অনেক অভিজাত লোকও অসন্তুষ্ট ছিল এই কারণে যে, স্প্যানিশ রাজ্য তাদের দেশ প্রশাসনের কাজ দোকে ইচ্ছা নিজেদের এবং প্রাচীর অধিকার স্বত্ব করেছেন।

দ্বিতীয় বিপ্লব (১৫৫৬-১৫৯৮) স্পেনের সিংহাসনে অধিকার

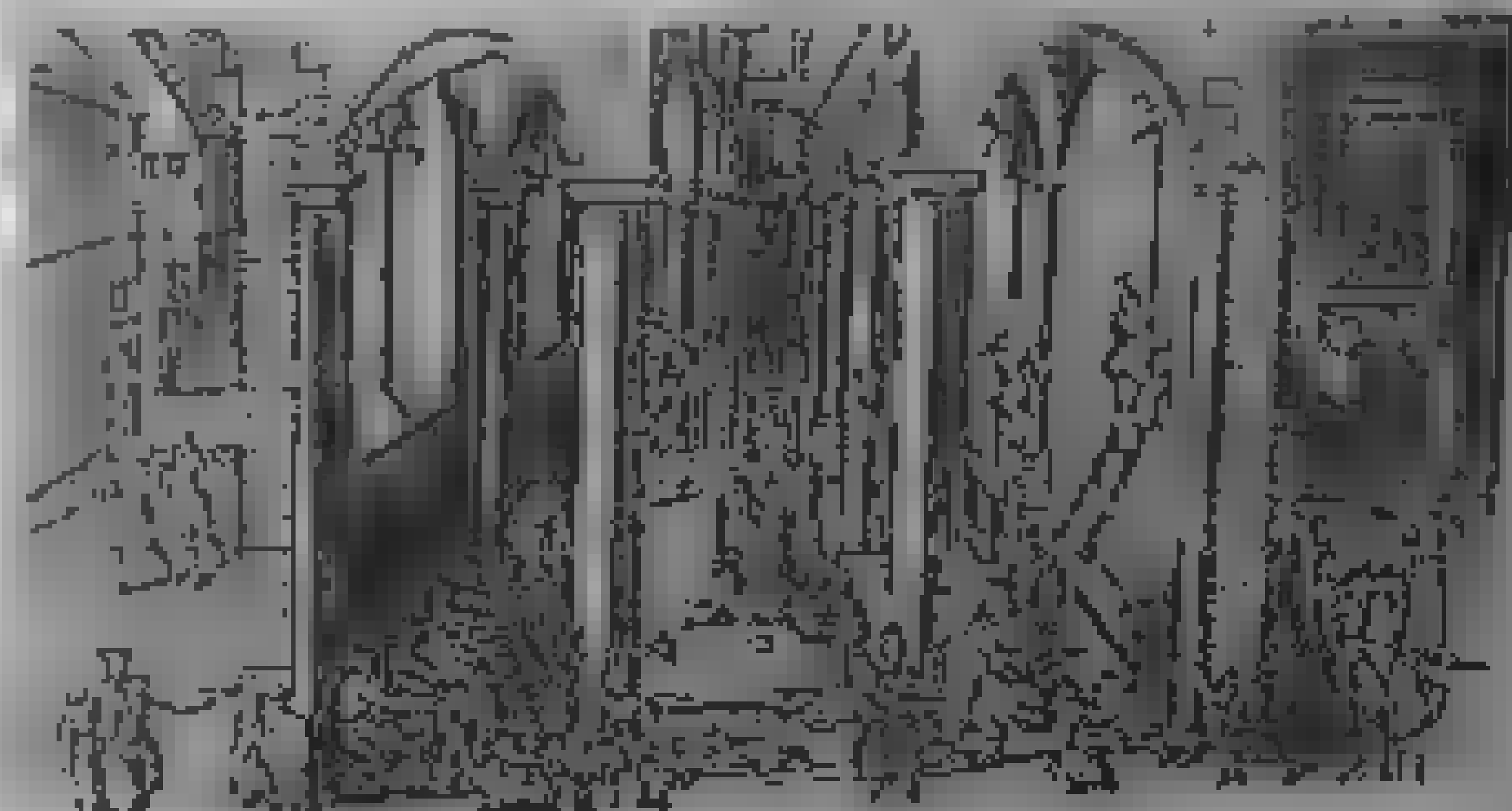
করায় সঙ্গে সঙ্গে নেদারল্যান্ডসে অবস্থা অসহনীয় হয়ে উঠেছিল। এই একযোগে, তত্ত্বা ও নিয়ম সৈন্যচাষী সেনা দেখেছিলেন যে, স্প্যানিশ সেনা ও ধর্ম-আনালদের সাহায্যে ইউরোপে ক্যাথলিক চার্চের প্রভুত্ব বজায় রাখবে নিজ দেশের বিবাদময় অধিকাংশ ভিত্তি চিক মাফডের মতো নিজের শত্রুদের বিরুদ্ধে ভাল কনডেন। দ্বিতীয় বিপ্লব ইংল্যান্ডের প্রথম এলিজাবেথকে সিংহাসনচ্যুত করতে চেয়েছিলেন, গ্রেটব্রিটেনের সঙ্গে নানান গুলে জার্মানিতে ও ফ্রান্সে সৈন্যসহ ক্যাথলিকদের শাস্তি সাহায্যে জার্মানিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বিপ্লব নেদারল্যান্ডসে ধর্ম-আনালত চারু করেছিলেন এবং গ্রেটব্রিটেনের উপর নিয়ম উৎপীড়ন শুরু করেছিলেন। ধর্মমুখীদের বিরুদ্ধে সর্বত্র চর বেগে শ্রাবত। পার্থক্য নির্ভাতনের পর গিল্ফ্রিড অন্যান্য শত্রু শত্রু লোককে অস্ত্রবৃষ্টিতে তৈলে দিত। দর বাসিন্দাদের বৃত্তা তর দেখিয়ে ধর্মদ্রোহীদের আশ্রা দেওয়া ও সহায্য করা নিষেধ করা হয়েছিল।


স্প্যানিশ প্রভুত্ব ও ধর্ম-আনালতের ক্রিয়াকলাপ নেদারল্যান্ডসে ক্ষেপত সৃষ্টি করেছিল। কনশই ধর্ম লোকে ক্যাথলিক মন্দিরে হাতিয়া গিত। রাজতর পর রাজ অশান্তা ভীত জমত এবং কলভাপনই প্রচারকদের কথা শুনত। কয়েকটি শহরে সমস্ত সংগ্রামও বেচেছিল। প্রহরীসদর উৎসহ পরিবরা পায়র ছুঁড়ত এবং ধর্ম-আনালত কর্তৃক মৃত্যুদণ্ড দণ্ডিত ধর্মদ্রোহীদের ছিনিয়ে দিত।

নেদারল্যান্ডসে স্পেনের রাজ্যের শাসন ও ক্যাথলিক চার্চের বিরুদ্ধে গণ বিদ্রোহ পরিপকু হুগলাভ করেছিল।

৪। বিপ্লবের সূত্রপাত ১৫৬৬ সালে গণ বিদ্রোহের আগুন জ্বলে ওঠে। কৃষক, কারিগর ও শ্রমিকরা ক্যাথলিক মন্দির ও মঠগুলিতে হুড়ুহুড় করে ঢুকতে লাগল, আইকন-প্রতিমা ও মূর্তিগুলি ভেঙে ছুরমার করল। গাতি



বিদ্রোহীরা ক্যাথলিক মন্দির ছেঁড়ে দেয়। ১৬শ শতাব্দীর (১৫৬৬-১৫৯৮)



संज्ञा संज्ञा संज्ञा

[illegible]

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

संज्ञा संज्ञा संज्ञा

प्र. ३६ पर मान्यता

সময়ের উত্তরে নন্দক ও জগদেবা তাদের ক্ষুদ্র পল্লভোজ্য বোম্বা
করত সন্তোষে যেও সাহসের সঙ্গে সপার্মিশ প্রাপ্তি পাত্রের নতুন
জীবনে দিত। তাদের বলা হত সমুদ্রের গিওজেন পাত্র বোম্বো গিওজেনরা
দিন-রাত্রি সমুদ্রে টহল দিয়ে বেড়াতে। অস্পষ্ট ও অস্বচ্ছ বোম্বাই আলো
সমন্বিতভাবে অনেক তাহাজ সমুদ্রের গিওজেনদের শিরশে পরিণত হয়েছিল।

[illegible][illegible]

H

২১। ক্ষমতা নষ্ট করেছিলেন কিন্তু বিশ্বাসী জনগণকে প্রভাবিত করে
 সনত এবং উত্তর প্রদেশগুলির শাসক রূপে এদের জের তিনহাজারের
 ২২। ক্ষমতা করত যিনি ছিলেন নেদারল্যান্ডসের সবচেয়ে ধনী ও
 প্রভাবশালী জমিদার উক্ত্যাকর্ষী ও বিচক্ষণ এই স্বাক্ষর ক্ষমতার মাত্র
 নিজের মনোজব বুঝে গড়ে তোলেন, তার সমসাময়িক মোরকরা তাঁর নাম
 দ্বারা 'নেদারল্যান্ডসের ইক্সেল' ছিল তাঁর স্বারা ভাড়া করা
 সার্বভৌম সেনাদের সংগ্রহে স্প্যানিশদের পরাস্ত করবেন কিন্তু ভাড়াটে
 সেনারা যুদ্ধ করতে মনোহীন, তবে জনসমষ্টিতে মুক্তি বরণে নিম্নপ্রাণে।
 ভাড়াটে বার্মিনগামির সেনাপতি রূপে তিনহাজার স্প্যানিশ সেনাদের
 হাতে বহু বার পরাজিত হয়েছিলেন।

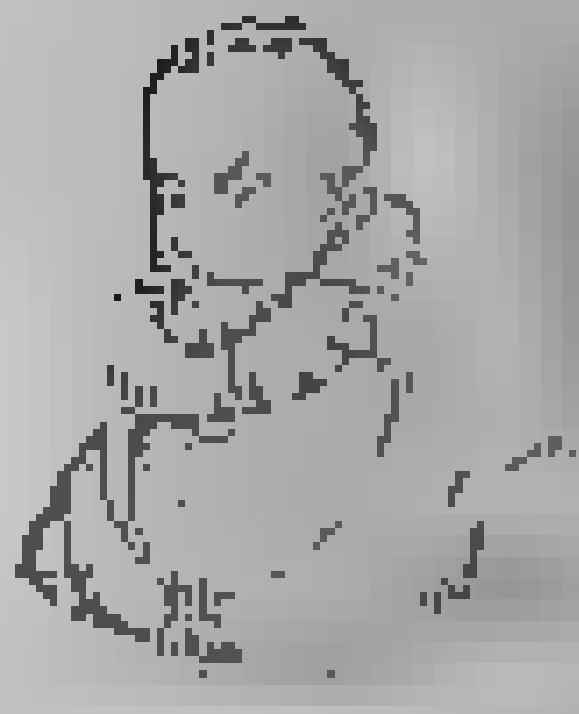
স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের বিপর্যয়ের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে মুখ্য শক্তি
 রূপে ছিল জনসাধারণ।

৩। 'জর্জি বোয়ানোর চতুর্দশ জুনিয়র দেওয়া ভাল,' দেশের উত্তরে
 'কৃষক প্রজন্মের' প্রতি আশ্রয় প্রথমে প্রতিষ্ঠা প্রকাশ করেছিলেন।
 নিউজল্যান্ডের দ্বারা ব্রিটে অধিকারের কথা শুনে তিনি বলেছিলেন : 'এটা
 বড় ব্যাপার নয়।' কিন্তু অচিরেই আলবার্টের জুল প্রবেশপ্রদেয়
 এবং সেনাবাহিনীর পুরো শক্তি ব্যাপক পড়ল বিদ্রোহী উত্তরে।

স্প্যানিশরা কয়েকটি জনভিত্তিক শহর দখল করেন এবং গুলে গুলে
 সেখানকার সব বাসিন্দাকে হত্যা করেন। তবে জনগণ সেখানকারদের বিরুদ্ধে
 প্রবল প্রতিরোধ সৃষ্টি করেছিল। সবতাই স্প্যানিশদের ঘৃণা করা ও অকিঞ্চন
 দেওয়া হত। রাজাকে প্রতিশ্রুত নকল কর্মসূচি দেবার বদলে আলবার্ট এমন
 নিজেকে ছোট করে সেনাপতির চেতন যেটানোর প্রয়োজনে 'অর্থ' উপর্যুপার
 ঘণা রাজ্যের কাছে প্রার্থনা জানাবেন। বার্তায় ফুল্ল দ্বিতীয় ফিলিপ আলবার্টকে
 নেদারল্যান্ডস থেকে যেমন আসতে বললেন,

আলবার্ট চলে যাবার পর স্প্যানিশ সেনারা লেইডেন শহর অবরোধ
 করল। অর্ধশত শহর ইচ্ছা করে সব বাসিন্দা বুধে দাঁড়ান। পুস্তকনা যখন
 লম্বা বন্দী ছিল, নানা ও গুলুগুলা এমন নতুন নতুন মাটি তৈরি করছিল
 সেনাদের নিকটবর্তী শহরদের আক্রমণ কুখ্যাত এবং সমসাময়িক পান্টা হামলা
 সূচীত ছিল। অচিরেই লেইডেনে আনন্দবোধে মগ্নরা শোন হল এবং দেখা
 গেল হুতুকা। কিন্তু স্প্যানিশরা দখল শহরবাসীদের আত্মসমর্পণের প্রস্তাব
 দিল, তখন তারা সংক্ষেপে উত্তর দিল। এইসব প্রাচীরের আশ্রয়গণ যতক্ষণ
 নতুন কুলুগে মোড় ঘেঁটে ও বড়লোকের মিষ্ট মিষ্ট শব্দ শুনবে তখন রাখ
 ২৩। তখন শহর নিজেই অটক রাখবে। একে রাখ যে তান হাতে নিজ
 সম্মতিতে প্রথম এবং আমাদের প্রত্যেককে নিজের বাস হস্তিতি থাকবে।

এই প্রতিরোধকারীদের শাসন করে আর্গেন্টিন তখন বিদ্রোহীদের
 হস্তে এই দ্বিতীয় দিনে 'জর্জি বোয়ানোর চতুর্দশ জুনিয়র দেওয়া



এদের জের তিনহাজার
 স্প্যানিশ

ভাল। সমুদ্রের গায়েগায়ে মাঝে মাঝে জীবন বৈধুনি ভেঙ্গে দিল। আলবার্ট
 জাহাজ কয়েক আক্রমণের স্প্যানিশদের পলায়নের পথ দিল। সমুদ্রের গায়েগায়ে
 লেইডেনে প্রবেশ করল এবং তার কন্যাশাসন প্রতিরোধকারীদের সামান্য
 অভিযানায় সম্মুখীন হল।

কিন্তু দ্বিতীয় ফিলিপ পিছু না হটে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লেন। বহু দিন যেক
 বেতন না-পাওয়া স্প্যানিশ সেনারা নিজাদের ইচ্ছায় দক্ষিণ দিকে এগিয়ে
 হল এবং জামস্টেডম্পের আক্রমণ করল। আট হাজার শহরবাসী নিহত হল
 হাজারদিক বাড়ি পুড়ল। এই আক্রমণের পর জামস্টেডম্পের পতন শুরু হল।

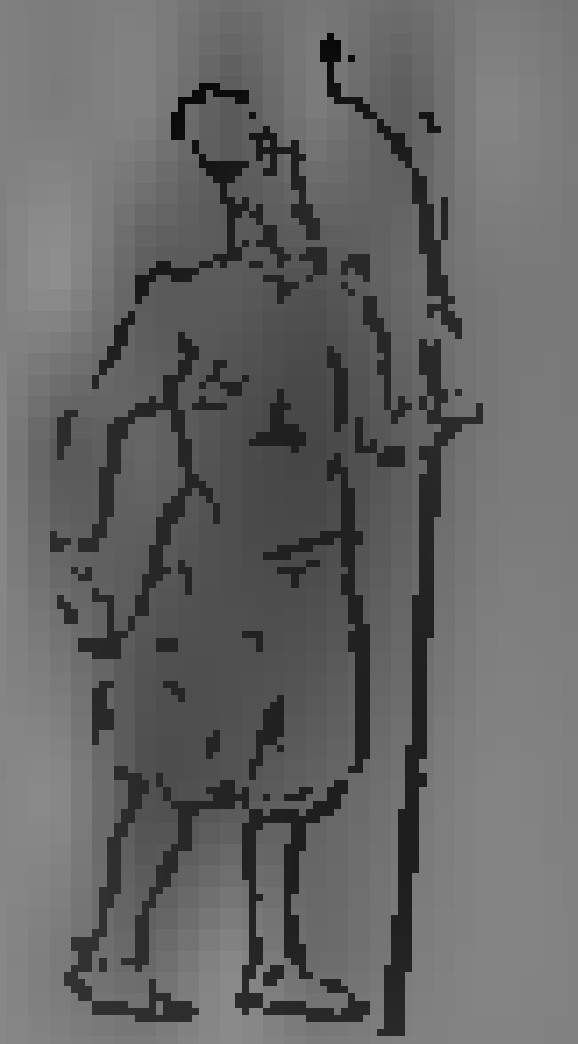
জামস্টেডম্পের স্প্যানিশদের পার্শ্ববর্তীতে ফলে দেশের দক্ষিণ কোণ
 দেখা দিল। দক্ষিণ প্রদেশগুলির বাসিন্দারা অস্ত্রধারণ করল। বহু শহর
 বার্লিনের ও গরিনেরা 'অস্ত্র' দখল করল, কৃষকরা সমুদ্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
 দাঁড়াল। বিপ্লবের ভয়ে ভীত নেদারল্যান্ডদের অভিজ্ঞতালোকেরা দেশের
 দক্ষিণে বিদ্রোহ কমানের জন্য স্প্যানিশদের সাহায্য করল। দ্বিতীয় ফিলিপকে
 'আইনমুক্ত প্রায়শ্চিত্ত' রূপে স্বীকার করে তারা তাঁর সঙ্গে সম্মিলিত করল।
 দক্ষিণ নেদারল্যান্ডসে দ্বিতীয় ফিলিপ নিজ শাসন ক্ষমতা রাখতে পারল।

৪। হন্যান্ড প্রজাতন্ত্র গঠন ১৫৭৯ সালে উট্রেখ্ট শহরে নেদারল্যান্ডসের
 সাতটি উত্তর প্রদেশ নিজাদের মধ্যে এক ইউনিয়ন গঠন, যার লক্ষ্য ছিল
 দেশের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা। 'অনন্ত কাল ধরে নিজাদের মতল মিশিত
 হবার' এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চ পুনর্গঠনের বাগান দিয়ে তাদের
 স্প্যানিশ শাসন গ্রহণে বাধ্য করার যে প্রচেষ্টা চালাচ্ছিল শক্তির
 মাত্রা না করে তার বিরুদ্ধে সংগ্রামের শপথ গ্রহণ করেছিল। এমন পরিস্থিতি
 কোম্পানি ও সেনাবাহিনীর পতনকালে এই সাত প্রদেশ এক একক রাষ্ট্র
 সম্মিলিত হয়েছিল।

অচিরেই উত্তর নেদারল্যান্ডস দ্বিতীয় ফিলিপকে তাদের রাজ্য বলে
 মানতে অস্বীকার করল। বুর্জুয়ারা এদের জের তিনহাজারকে রাজা রূপে
 ঘোষণা করতে চেয়েছিল, কিন্তু স্প্যানিশদের দ্বারা প্রেরিত এক লাফটে
 হত্যাকাণ্ডী তাঁকে হত্যা করে। উত্তর নেদারল্যান্ডস এক সন্তান সন্ত
 গঠিত হল। হন্যান্ড প্রজাতন্ত্র, অথবা শুধু হন্যান্ড উত্তরের সবচেয়ে
 বড় প্রদেশের নামে। হন্যান্ডকে আরও ৫০ বছর ধরে স্প্যানিশ সঙ্গে
 যুদ্ধ করতে হয়েছিল। শুধু ১৬০৯ সালে স্বাক্ষরিত এক চুক্তি অনুযায়ী স্পেন
 হন্যান্ডের স্বাধীনতাস্বীকৃতি দিয়েছিল।

সামন্তান্ত্রিক ব্যবস্থা ও স্প্যানিশ শাসনের বিরুদ্ধে বুর্জুয়ার নেতৃত্বে
 নেদারল্যান্ডসের জনগণের সমগ্র সংগ্রামের ফলে স্প্যানিশ সাম্রাজ্যের হত
 খেতে হন্যান্ডের বুর্জুয়ার হাতে শাসন-ক্ষমতা চলে এনেছিল।

৫। বুর্জুয়া বিপ্লবের ফলাফল। স্প্যানিশ উত্তরের হাত থেকে
 দেশ মুক্তির পর হন্যান্ডের অর্থনীতি সফলতার সঙ্গে বিকশিত হচ্ছিল।



এদের জের তিনহাজার

যনৌরা নতুন নতুন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলি খুলেছিল। ছকে ছকে তৈরি হচ্ছিল বস্ত্র বস্ত্র শিল্পের কারখানা, বুর্জোয়া সমাজবাদী দ্রুত গনী হচ্ছিল বুর্জোয়া বিপ্লব পুঞ্জিবাদ বিকাশের পথ সুগম করেছিল।

ইউরোপের পুরা সব দেশের সঙ্গে যোগাযোগ বাণিজ্য করতে এবং নিজের কারখানাগুলি বহুদূর দূর দেশের পণ্য পরিবহন করতে। ইউরোপের অন্যান্য দেশের নৌবাহিন্যগুলি একত্রে গুলেও, ইল্যান্ডের বাণিজ্যিক নৌবাহিন্য ছিল তারও বড়। এন্টান্টওয়ার্পের আয়তায় বিশ্ব বাণিজ্য কেন্দ্রে পরিণত আমেরিকায় বন্দরে পৃথিবীর সব প্রান্ত থেকে আসছে আসছে।

ইল্যান্ড বহু উপনিবেশ দখল করেছিল। ইল্যান্ডবালীরা ইন্দোনেশিয়া থেকে পাত্তাশীতলের বন্যে বণ্টন করেছিল। উত্তর আমেরিকায় এ ক্যান্টিনার নীচের ভূমির বসতি দেখা দিয়েছিল।

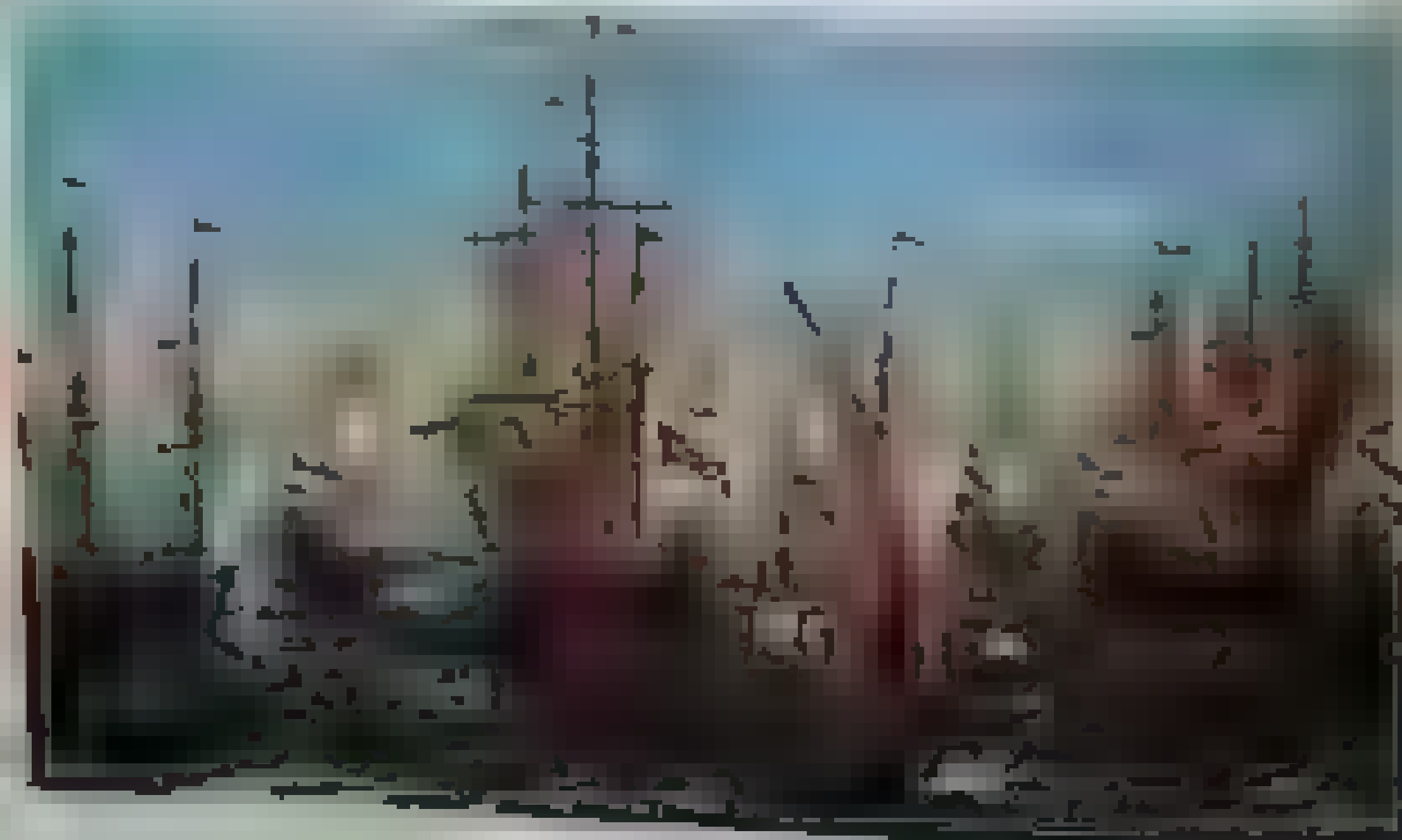
ইল্যান্ডের সঙ্গে ইউরোপের আর কোন দেশে ভাড়াটে শ্রমিকদের এমন কঠোর শোষণ করা হত না। ইল্যান্ডের কর্মদিন ছিল ১২ থেকে ১৬ ঘণ্টার। প্রচণ্ড পারিশ্রমিক ছাড়া শ্রমিকরা কানকিও নৃত্য পেতে বুর্জোয়া বিপ্লব সামন্ততান্ত্রিক উপনিবেশের বন্দরে এনেছিল বুর্জোয়া উপনিবেশ

নেদারল্যান্ডসের বিপ্লব ছিল প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব, যা পশ্চিম ইউরোপের অন্যতম এলেকান সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে বিজয়লাভ করেছিল

পত্রী এই প্রকারে ব্যক্তি-মালিক (ইল্যান্ডের শিল্পী বা মাসেইসের ছবি ছাড়া থেকে [১৭শ শতাব্দী])

১। কৃষক নিজেদের এলেকানগুলি, অসামান্য উপনিবেশের বিরুদ্ধে সংগ্রামে প্রথম যুদ্ধে জয়লাভ করেছিল। ২। নেদারল্যান্ডসের বুর্জোয়া বিপ্লব কোন দেশের বিরুদ্ধে অসামান্যভাবে অসামান্য পুষ্টি সংগ্রামের সঙ্গে সংঘটিত হয় বসতি করে। ৩। নেদারল্যান্ডসের উত্তর বুর্জোয়া বিপ্লব নিজস্ব পুষ্টি পুষ্টি পুষ্টি করেছিল। এটি প্রাথমিক ভাবেই। ৪। সামন্ততান্ত্রিক উপনিবেশের বিরুদ্ধে বিপ্লবিক সংগ্রামে অসামান্যভাবে জয়লাভ করেছিল। ৫। নেদারল্যান্ডসের বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জয়লাভ করেছিল।

উল্লেখ্য। পুষ্টি-প্রাথমিক (১৮শ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে)



পুষ্টি-প্রাথমিক

ফ্রান্সে মৈত্রতন্ত্রী রাজতন্ত্র

মধ্যযুগের শেষ দিকে ইউরোপের একাধিক দেশে অসামান্য রাজতন্ত্রের পরিবর্তে মৈত্রতন্ত্রী রাজতন্ত্র তথা রাজার অসীম ক্ষমতা সহ কেন্দ্রীভূত সামন্ততান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৭শ শতাব্দীতে রাজা শাসন বিপর্যয় শক্তিশালী হয়েছিল ফ্রান্সে।

১৬৪৮। কেন্দ্রীয় শাসনের শক্তিবৃদ্ধি

(১৬৪৮ নাৎয়-প্রাথমিক)

১। শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশ ১৬শ ১৭শ শতাব্দীতে ফ্রান্সে পুষ্টিবাদী উৎপাদন বিকাশলাভ করেছিল। দলদল ইঞ্জিনিয়ারিং জাদু হচ্ছিল, তেলুলি উৎপাদন করছিল। পশমের মোটা কাপড়, রেশম, মসুর ও অসামান্য পণ্য। নিয়মিত শহরের রেশম ইঞ্জিনিয়ারিং ২২ যুদ্ধের দ্বারা বন্দীত ছিল। পারিসের খাজনা ছিল বিলাস সামগ্রী উৎপাদনে: গ্যানিট, বেস, দামী আসবাব, সুন্দর শোভাক, কাঁচপাত্র। সে সময় জা ছিল ইউরোপের সবচেয়ে শহর, যার জনসংখ্যা ছিল ৩ লক্ষ।

দেশের নানা এলাকার মধ্যে পশম বিভিন্ন বস্ত্রগুলি অসামান্য দেশের বস্ত্র ও বাণিজ্য সমগ্রী দ্রুতলাভ করেছিল। মাসেই বন্দরের মধ্যমে বণ্টনিত। উত্তরসের সঙ্গে বাণিজ্য করতে উপনিবেশগুলি থেকে আসা সোনা ও

১৬শ ১৭শ শতাব্দীর ফ্রান্সে রাজা শাসনের পরিণতি। মন অসামান্যভাবে দেখা জাদু হয় এবং কেন্দ্রীভূত হয়।

নেদারল্যান্ডসের উত্তর রাজ্যে ইলেকান জয়লাভ। (মেক্সিকো-প্রাথমিক টিন থেকে [জাদু, ১৭শ শতাব্দী])



বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে পরিচয়ের অভিবেশন জীবেন নি তিনি
নান্য পুস্তকের বহু সম্ভ্রান্ত পাদপত্র করেন স্বাভাৱিবাচিও
আমাদের পুস্তকপুস্তকে ও বড় বড় পুস্তক পাঠান হয়েছিল। কাজ
আমাদের পুস্তক পুস্তক এবং স্থানীয় সম্ভ্রান্ত লোকদের আভ্য-
বাস্যদের পুস্তি এবং নজর রাখত।

বহু সম্ভ্রান্ত বাক্তি আশ্রয় কাগজবন্দে নিজ প্রজ্ঞা হারানোর সঙ্গে
আমাদের কবলে পড়ত না সইশক্তিমান মন্ত্রীকে ইটালোর জন্য তারা
অনেক চেষ্টাভেদে আয়োজন করত যেগুলির সঙ্গে এমনকি রাজার
মাতা, পত্নী আর ভ্রাতাও জড়িত ছিলেন কিন্তু বিশাল নির্মমভাবে
অভিজাতদের প্রতিরোধ বহন করতেন, তাদের বসাবুজা করতেন এবং
অনেককে মৃত্যুদণ্ড দিতেন।

বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে বঁচতে কিছু কিছু সম্ভ্রান্ত সামন্ত তাদের
মর্গপথিতে আগ্রহ নীত। এখন থেকে তারা রাজ আমলাদের ও সৈন্যদের
বিরুদ্ধে প্রতিরোধ দৃষ্টি করত অভিজাতদের অতীব শক্তিশালী দুপুণি
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের থেকে আদেশ দিয়েছিলেন।

বহু ভয় দেখিয়ে বিশাল জুয়েল তথা অভিজাতদের মধ্যে ঘনঘুমা
দাঁড়িয়ে কয়েকদিনে সার্বভৌম গবিত অভিজাতরা এমনকি আভ্যেচেষ্টার
বৃষ্টিপাতকেও নিজের পক্ষে অপমানজনক বলে মনে করত, যার দাপ
সাক করা সম্ভব একমাত্র অপমানকারীর রক্তে। প্রতি বছর জুয়েলের
নতুন মত মত অভিজাত লোক সমাধিস্থ হত বিশাল তা বহন করেন।
এই মতে একমাত্র রাজকার্যের প্রয়োজনেই অভিজাত লোকের রক্তপাত
করতে পারে।

তবে আলাদা কিছু অধিকা সামন্ত দমন করতে গিয়ে বিশাল গোটা
সামন্ত বংশের স্বার্থেই কাজ করেন। 'অভিজাত সম্প্রদায় হল রাষ্ট্রের
মুখ্য স্রাট', - বিশাল বসন্তে। তাই তিনি সর্বশক্তিতে অভিজাত-প্রধান
রাষ্ট্রের পরাক্রম সুদৃঢ় করেছেন।

জনগণের পুষ্টি তাঁর সম্পর্কে তিনি এই কথাগুলি দ্বারা প্রকাশ
করতেন : 'জনগণ হল বছর, যা কাজের চেয়ে সুদীর্ঘ অবসরের ফলেই
বেরি মন্দির হাঁ।' তাঁর শাসনকালে রাজ্যনা বোঝেছিল চার পুণ্য বিশাল
হানজা সারা দেশে কৃষক ও শূদ্রের গরিবদের বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়েছিল।
সব জলজটিলত্বপূর্ণদের সাহায্যে মুখ্যমন্ত্রী এইসব বিশাল নির্মমভাবে
দমন করেছিলেন।

ফ্রান্স বিশাল শাসনকালে সামন্ততান্ত্রিক সম্ভ্রান্তদের প্রতিরোধ
দৃঢ়ত বহন করা এবং কেন্দ্রীয় শাসন সুদৃঢ় করা হয়েছিল।

১

১ ইংল্যান্ডে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কারণগুলি ব্যাখ্যা কর। ফ্রান্সে শিল্প ও বাণিজ্য উন্নতির বিকাশের
কারণগুলি। ফরাসী গৃহযুদ্ধের আগের দশা কী ছিল? ১৬শ শতাব্দীর শেষে দেশীয় সম্ভ্রান্ত দমন পুথর

হয়েছিল? তা কি সম্ভ্রান্ত সম্ভ্রান্তে প্রকাশিত হয়েছিল? রাজ্যের কৃষক সম্ভ্রান্ত লোকের দাবী কী? এবং
কেন্দ্রীয় ছিল? ২ সামন্ততান্ত্রিক সম্ভ্রান্তের বিরুদ্ধে ফ্রান্সে কী
করতারা চারিত্রে বিশাল দেশে রাষ্ট্রের স্বার্থে কাজ করতেন? ৩ কী সামন্ততান্ত্রিক সম্ভ্রান্ত একজন গৃহযুদ্ধ
সামন্ততান্ত্রিক সম্ভ্রান্ত করেছিলেন? ৪ কী সামন্ততান্ত্রিক সম্ভ্রান্ত একজন গৃহযুদ্ধ

§ ৫৫। ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে টেম্বরতন্ত্রী রাজতন্ত্র

৭ ১২ নং মানচিত্র)

১। রাজ শাসনের পরাক্রম। ১৭শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে ফ্রান্সে চতুর্দশ ঘুইয়ের
অসীম অথবা টেম্বরতন্ত্রী, রাজতন্ত্র কায়েম হয়। দেশের শাসন-ব্যবস্থা
পুরোপুরিভাবে রাজার হাতে কুক্ষিগত হয়েছিল।

রাজ শাসনের সর্বাধিক পরাক্রম অর্জিত হয়েছিল চতুর্দশ ঘুইয়ের
(১৬৪৩-১৭১৫) আমলে। নিজ শাসন সম্পর্কে এই স্বার্থপর ও
জুয়াসুখী রাজার মতামত ছিল অতি উচ্চ। তাঁর একটি মন্তব্য ছিল,
'আমিই হলম রাষ্ট্র'। তাঁর সব প্রজার কাছ থেকে, এমনকি বুঝ তাঁর
সম্ভ্রান্ত লোকদের কাছেও তিনি দাবি জানাতেন যে, বিনীতব্যকো
ডাবা তাঁর খেয়ালশুণী ও আবদার পূজন করুক। রাজা করতেন, 'প্রজাদের
কোন অধিনায় নেই, আছে শুধু কিছু পরিকল্পনা'।

বল-নাচ ও শিকারের ব্যতীত যেকোনো রাজা যেনব সিদ্ধান্ত দিতেন,
তাই রাষ্ট্রের আইনে পরিণত হত। নতুন আইন অনুমোদনের পক্ষে
রাজার এটুকু লেখাই যথেষ্ট ছিল। 'এই হল আমার ইচ্ছা'।

রাজ ইচ্ছার সুবোধ আজ্ঞারূপে ছিল আমলাদের চতুর্দশ ঘুই
উদ্ভূত আমলাদের তাঁর শীলমোহর ও স্বাক্ষর সহ নানাবিধি অলমপয়
দিতেন, এই কারণে যেকোন লোকের নাম লিখে পেশন রাজ আদেশ
বলে তাকে শেস্তার করা যেত। তাঁর উপর যে রাজার রোষ বর্তাবে না
সে ব্যাপারে কেউই নিশ্চিত ছিল না।

রাজা নিজে দেশে নতুন নতুন খাজনা চান করতেন। রাষ্ট্রীয়
কেন্দ্রীয় থেকে তিনি কী ব্যাপারে অর্থ খরচা করতেন, তার অন্য
তাঁকে কখনও কখনো জবাবদিহি করতে হত না। অশান্ত পারিস থেকে
রাজ সরবার রাজধানীর ১৮ কিলোমিটার দূরে নির্মিত অশুভ ডার্সাই
প্রাসাদে উঠে সেখানে ইউরোপের সব শাসক ফরাসী রাজ সরবারের
চাকচিক্য ও বিলাসবহুলতার অনুকরণ করতেন। রাজ সরবারের চতুর্দশ
চতুর্দশ ঘুইয়ের নাম দিয়েছিল 'রবি-রাজা'।

২ অভিজাতদের জীবনযাত্রা নিজ কৃষকদের কাছ থেকে সংগৃহীত
দেনা করার পরিমাণে অভিজাতদের জন্য ছিল খুব কম। তাদের যেনকেই
রাজার উপকার লাভের আশায় নিজেদের তালুক রেখে রাজধানীর
পাশে পা ব্যতীত।

১২শ - ১৫শ শতাব্দীর
অভিজাতরা কী কী উপকার
করতেন? লোকের ফরাসি, তা
আলাদা করে



এই ছবিটি ১৯৭১ সালে
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ

এই ছবিটি ১৯৭১ সালে
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ



সম্রাট সামন্তরা চুক্তিভাবে রাজার বলে এসেছিল। তত্পূর্ণ
স্বাধীন শাসকবর্গ। এরা কষ্টে ও দুর্ভিক্ষের বশবর্তী হয়ে
লোকের পরিণতি হয়েছিল। রাজ দরবারের কাজ ছিল দুই মাসের
অভিজাতদের জন্য রাজা যশস্বী করেছিল পদ দৃষ্টি করেছিলেন
অনেক রাজসভা, পদচারণা এবং টাই গাইবাদের এইসব 'কোরিয়ার'
পনের ১৫ মাসের ১৫ দিনের জন্য ইতিহাসের ঐক্য বেতন ও
দুর্ভিক্ষ অনেক উপহার দেত

রাজ বর্ষচরীদের 'কাজ' খুবই রাজার দুই ৩০ মাস দুই
মাসের মধ্যে একজন রাজা পানকেন্দ্র 'পদ' ইতিহাস এক পদ
কোনটি এগিয়ে দিত, অন্যজন দিত মোটা প্রতীক - মুদ্রা। বেশ
কাজের জন্য লোকের বাজারে পেছাকা পদত, একই প্রকনের অনুষ্ঠান
ইতিহাসের 'ভোজন' পদে অথবা দুইতে মাওয়ার সময়।

রাজ দরবারে একের পর এক উৎসব, বর্ষচরী, অথবা
কোনো রাজা। অভিজাতরা দাড়ে হাজির হত বীর-অধিকারের
চোখেরা পদে

প্রাচীনকাল থেকে রাজার দুই উৎসব পদে রাজা
সেনাবাহিনীতে মেবা। রাজার অধীনে দুই পাঁচ সেনার দুই
কাজ। সিনেটর নামের ও মুদ্রার সীমানা কাজের জন্য চুক্তি
এই প্রায় নিরবচ্ছিন্নভাবে বলতে গেলে গোটা ইউরোপের সঙ্গে যুক্ত
কিছু ছিলেন। যুদ্ধ থেকে অভিজাতদের বড় আয়, পেত পুরস্কার ও
সম্মান। অনেক সমকালীন ব্যক্তি মিনেছেন, স্থায়ী সেনাদল 'প্রাচী'
মহোদয় বড়টা রাজ্য প্রচার জন্য, ঠিক ততটাই অভিজাতদের ভরণপোষণের
কাজ।

অভিজাত সম্প্রদায়ের অবস্থান দুটি হয়েছিল এবং তাদের বিশেষ
কাজের দৃষ্টিতে পদে। আগের মতোই অভিজাতদের কোন
কাজ দিতে হত না, তারা রাজ দরবারে অথবা সেনাবাহিনীতে অধিকার

এই ছবিটি ১৯৭১ সালে
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ

এই ছবিটি ১৯৭১ সালে
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ
কলকাতা-১৯৭১-এ



भुगतान कमजोरपड़े की ही
तरतः मिल रहा था।
आपकी ही की शक्ति।
फिर क्या ?

सादरद्विज अत्र पुनश्च
 कृष्णकुरुतत्र यत्रा कौ द्विज ?

A photograph of a large, ornate, dark-colored clock. The clock face is circular with a decorative, possibly floral or scrollwork, pattern. Above the clock face is a tall, slender tower or spire. The clock is mounted on a dark, possibly stone or metal, base. The background is dark and indistinct.

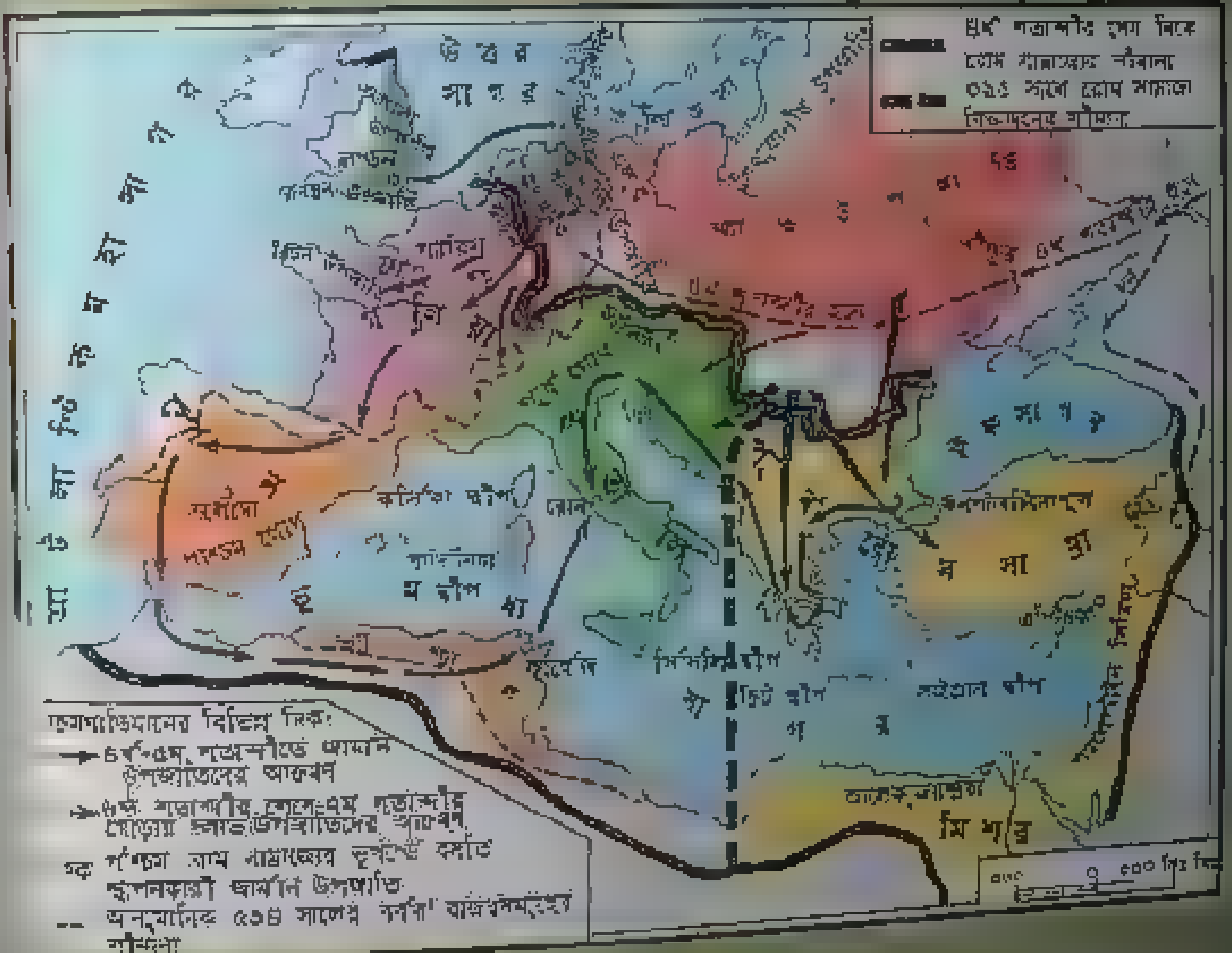
एडादलत्र पंडित (जन्म, १९४८
महाराष्ट्र)

प्रा.प.पञ्चमः ॥ ७ ॥ स्वर्णिमासदस्यः विसर्गिका

(डिजिटल एम सी-मैरमॉन्स-स्पुडिडारणा एनदकं)

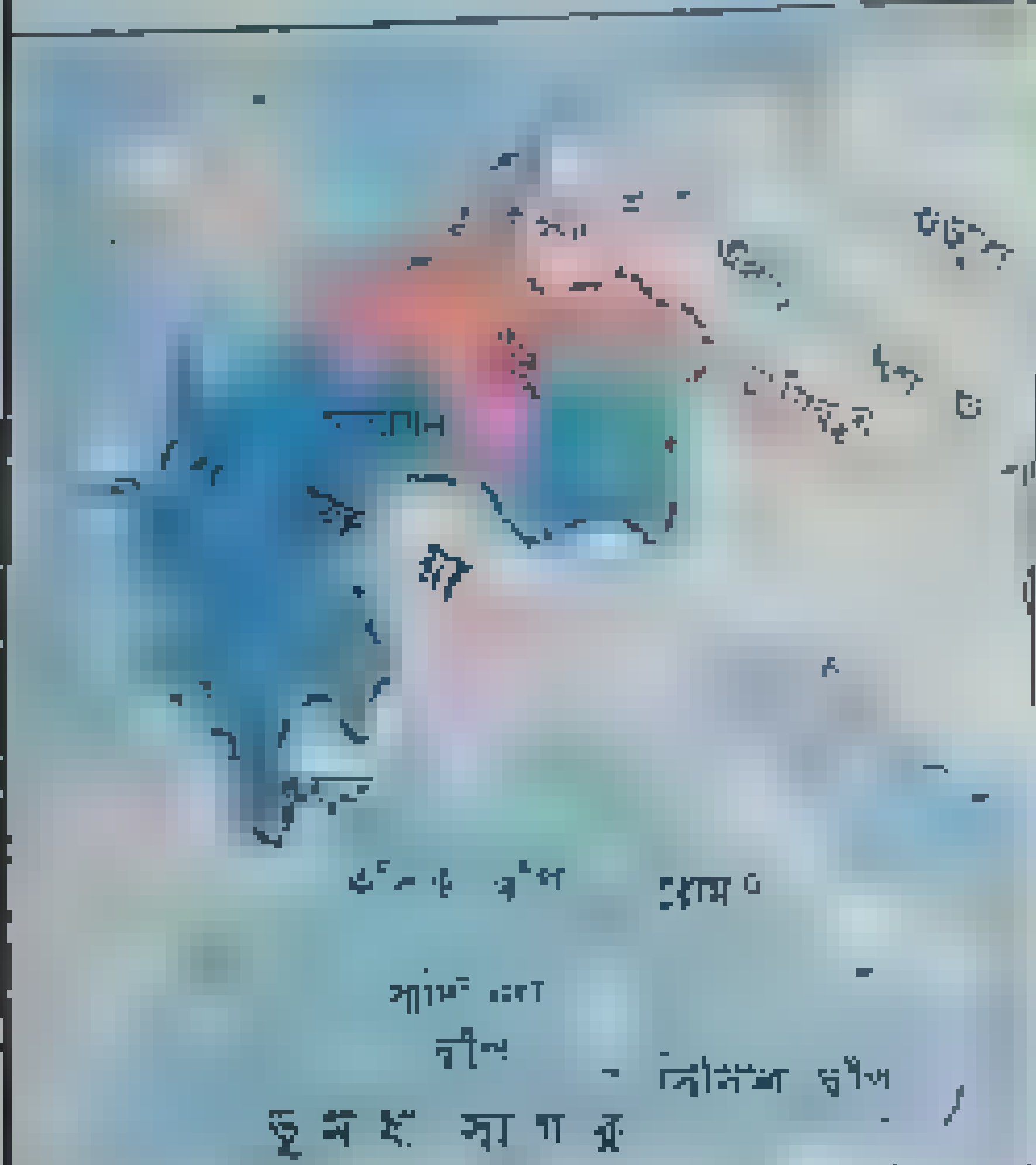
ইস্লাম পছন্দ করাটা অন্য প্রয়োজন ছিল বাসাতে, পোশাকে, গৃহভিত্তে, গৃহসজ্জায়, আচরণে প্রমানে নিরাসিত। নিজের দিকে মুখ করে থাকে এ সবই ছিল বাহ্যিক বিষয় ছিল। অন্য দিক দিকে দৃষ্টি দিতে পারত। এ দিকে পুরো অর্থের ব্যয়। এ ছিল অন্যের ক্ষতিসাধন, যা ক্ষয় লাভ সবটিকে দেখেই সম্ভব। থেকে ডা পুত্র জীবিত পড়েছিল। পাণ্ডিত্য, স্বাধীন করেছিল। অন্য প্রদেশ ও সেবারদিকের।

১। ৪র্থ-৭ম শতাব্দীতে রোম সাম্রাজ্য এবং জার্মান ও স্লাভ উপজাতির আক্রমণ



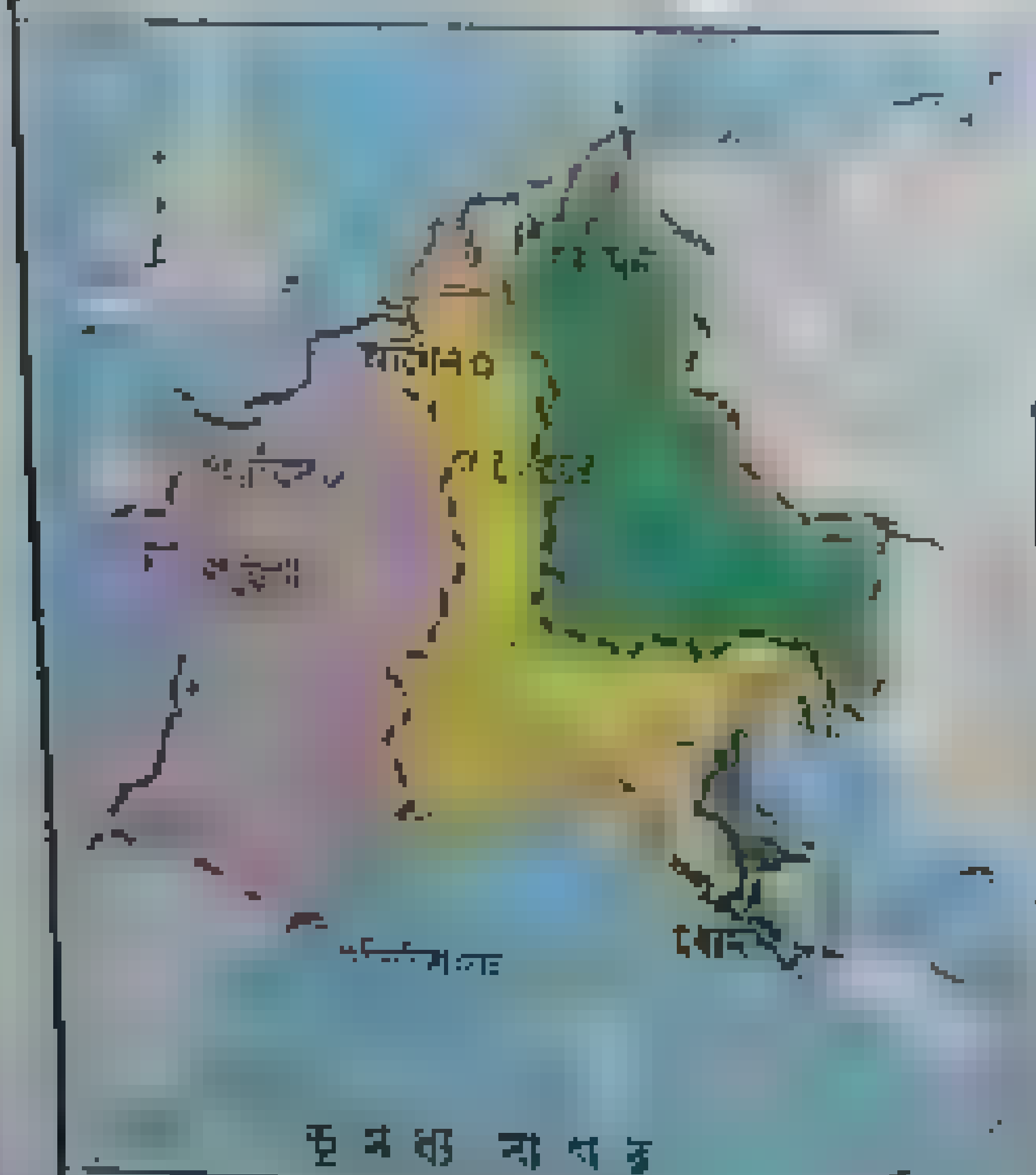
২। ফ্রান্স সাম্রাজ্যের গঠন ও তার পতন

ক. ১৭৯২-৯৩ সালের পতন



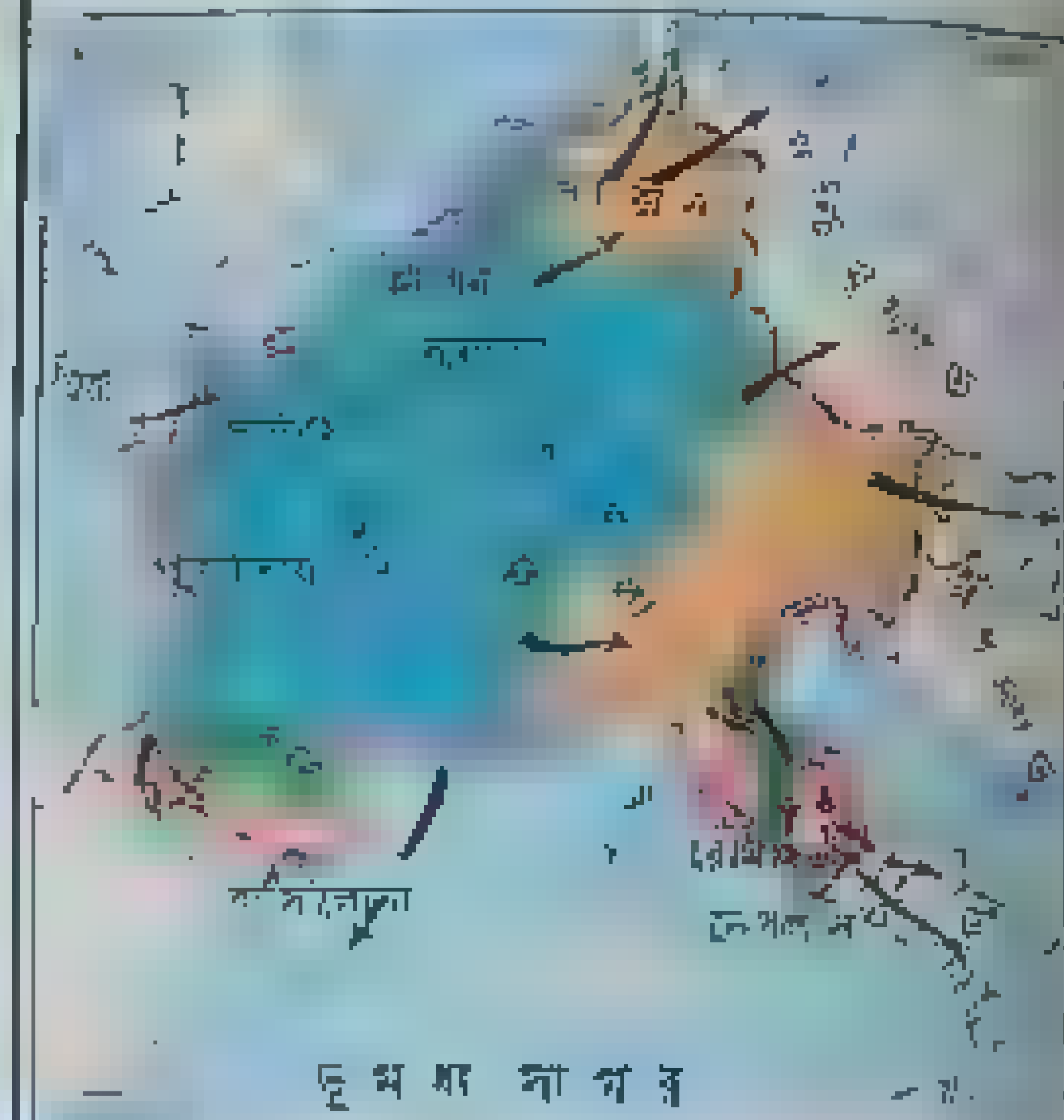
১৭৯২-৯৩ সালের পতন
ফ্রান্সের সীমানা

গ. ফ্রান্স সাম্রাজ্যের বিস্তার



ফ্রান্সের সীমানা
১৭৯২-৯৩ সালের পতন

খ. ১৭৯৩ সালের ১৭-১৮ নভেম্বর ফ্রান্সের
অভ্যন্তরীণ বিভাজন



১৭৯৩ সালের ১৭-১৮ নভেম্বর ফ্রান্সের
অভ্যন্তরীণ বিভাজন
ফ্রান্সের সীমানা
১৭৯৩ সালের ১৭-১৮ নভেম্বর ফ্রান্সের
অভ্যন্তরীণ বিভাজন

- ক। ফ্রান্স গঠনের আগে ফ্রান্সের আশেপাশে কতকগুলি রাজ্য ও প্রদেশ ছিল। ফ্রান্সের পতনের পরে ফ্রান্সের সীমানা বর্তমানের মতো হয়েছিল।
- খ। ফ্রান্সের পতনের পরে ফ্রান্সের সীমানা বর্তমানের মতো হয়েছিল।
- গ। ১৭৯৩ সালের ১৭-১৮ নভেম্বর ফ্রান্সের অভ্যন্তরীণ বিভাজন হয়। ফ্রান্সের সীমানা বর্তমানের মতো হয়েছিল।

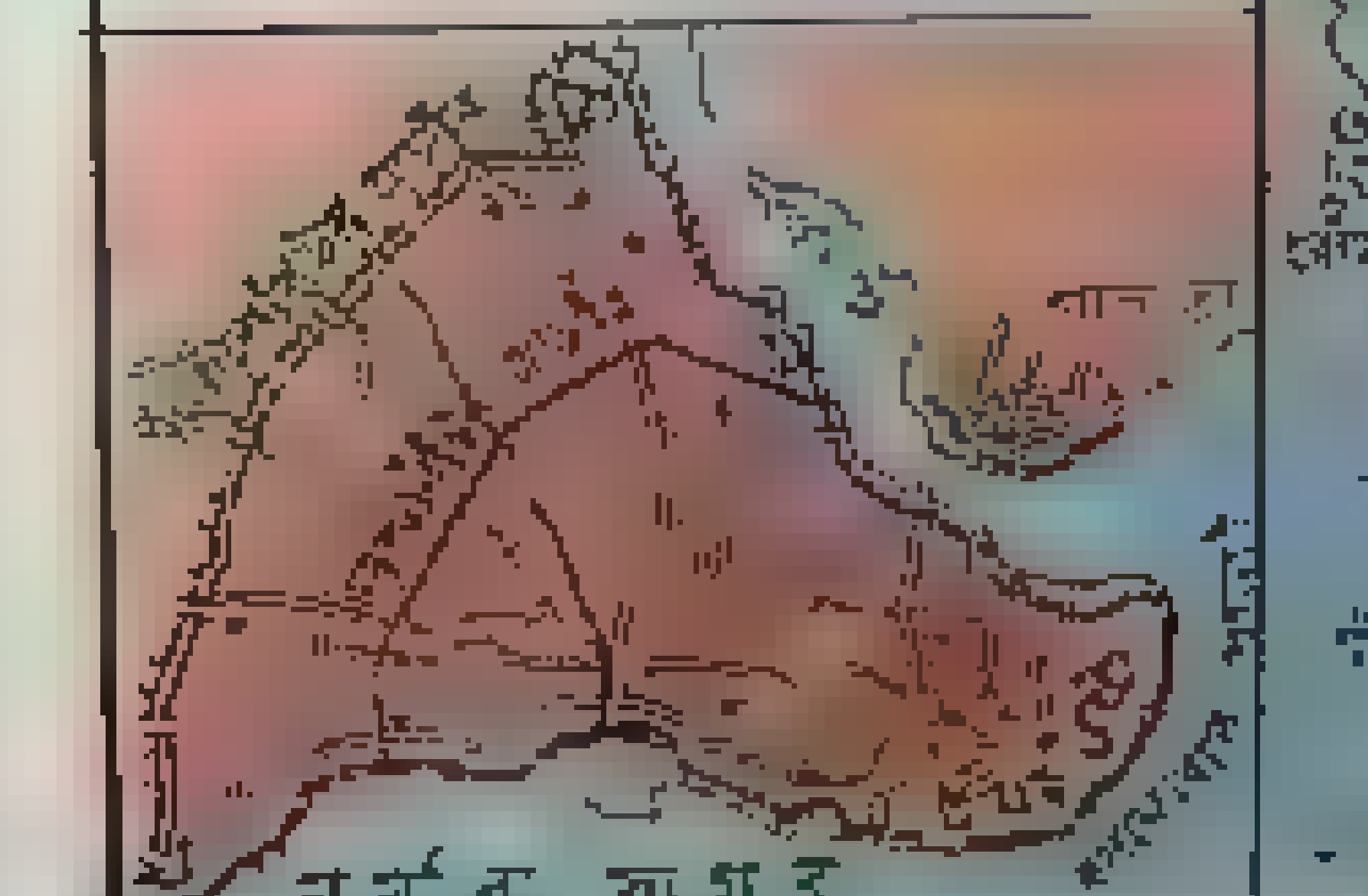
৩। ১৭৯৩-৯৪ সালে ফ্রান্সের বাইরে ফ্রান্সের সাম্রাজ্য

ক. ১৭৯৩-৯৪ সালের ফ্রান্সের সাম্রাজ্য



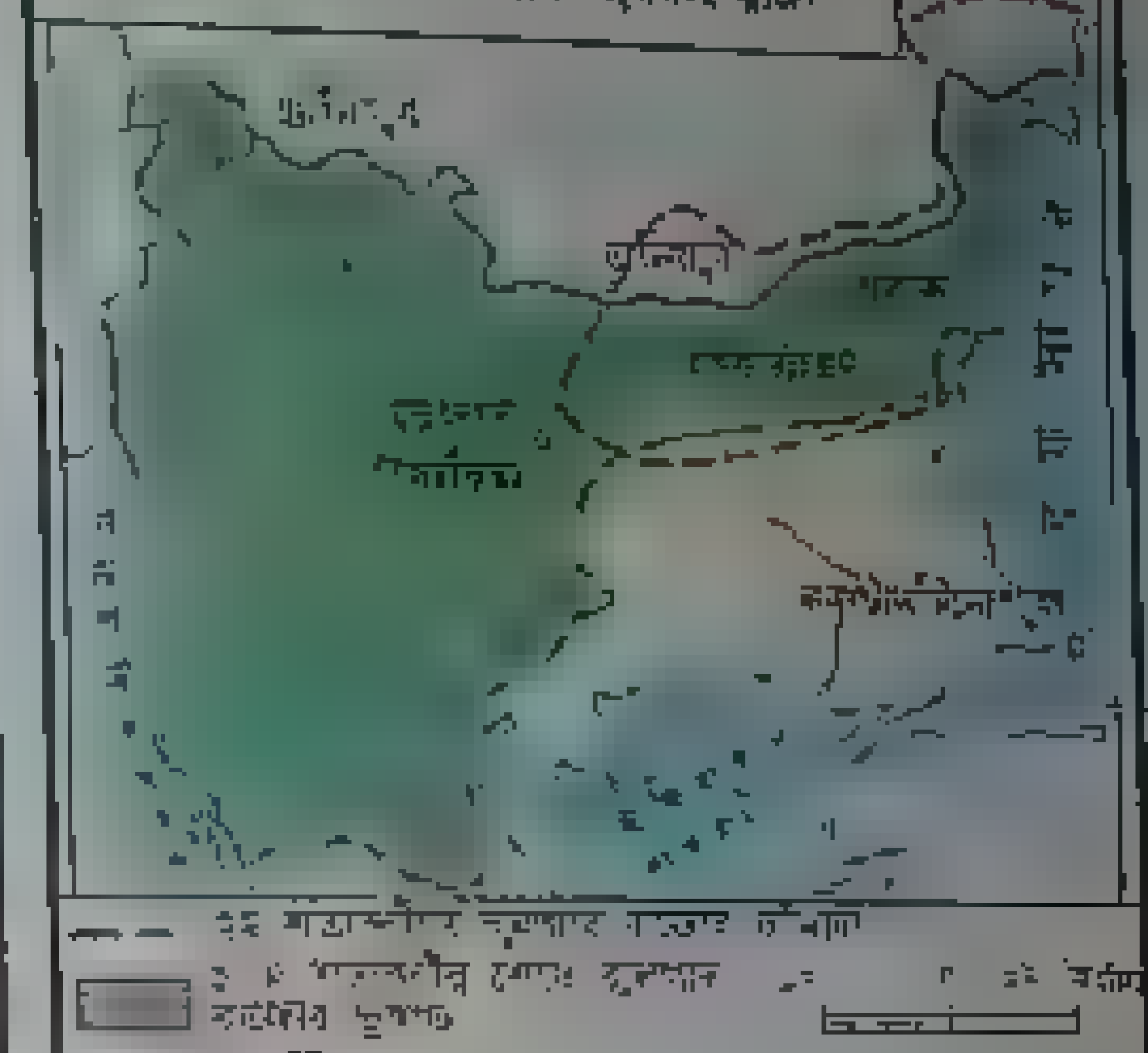
১৭৯৩-৯৪ সালের ফ্রান্সের সাম্রাজ্য
ফ্রান্সের সীমানা
১৭৯৩-৯৪ সালের ফ্রান্সের সাম্রাজ্য

খ. ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের পতন

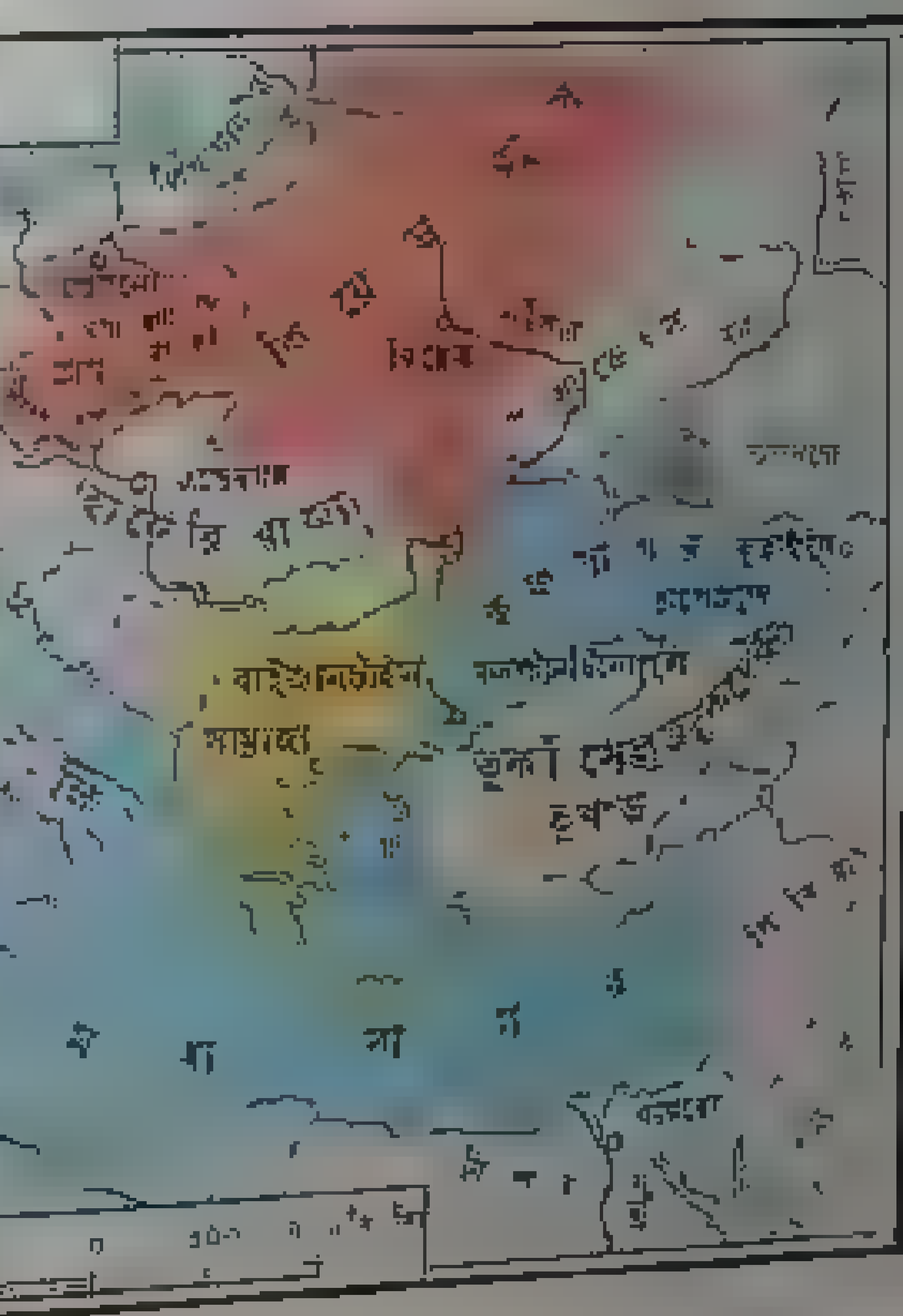


ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের পতন
ফ্রান্সের সীমানা
ফ্রান্সের সাম্রাজ্যের পতন

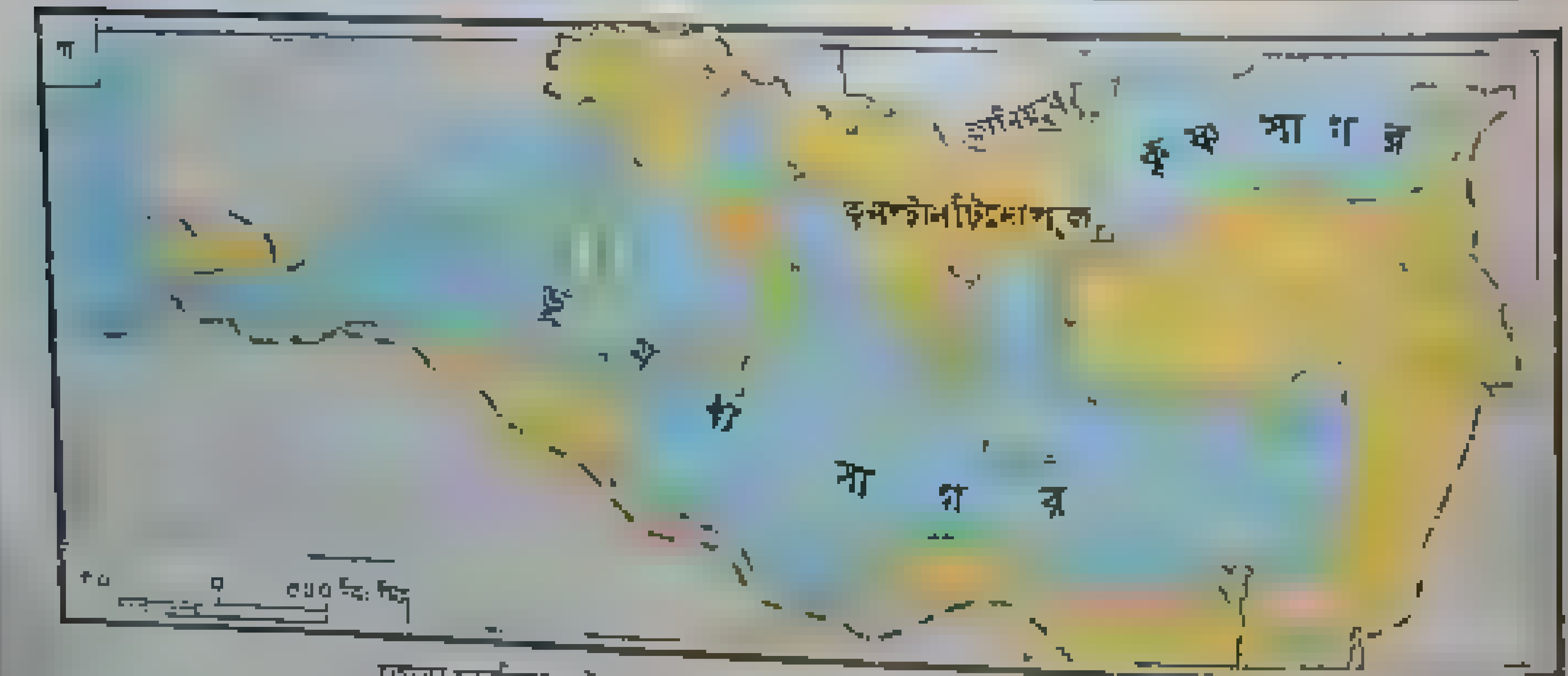
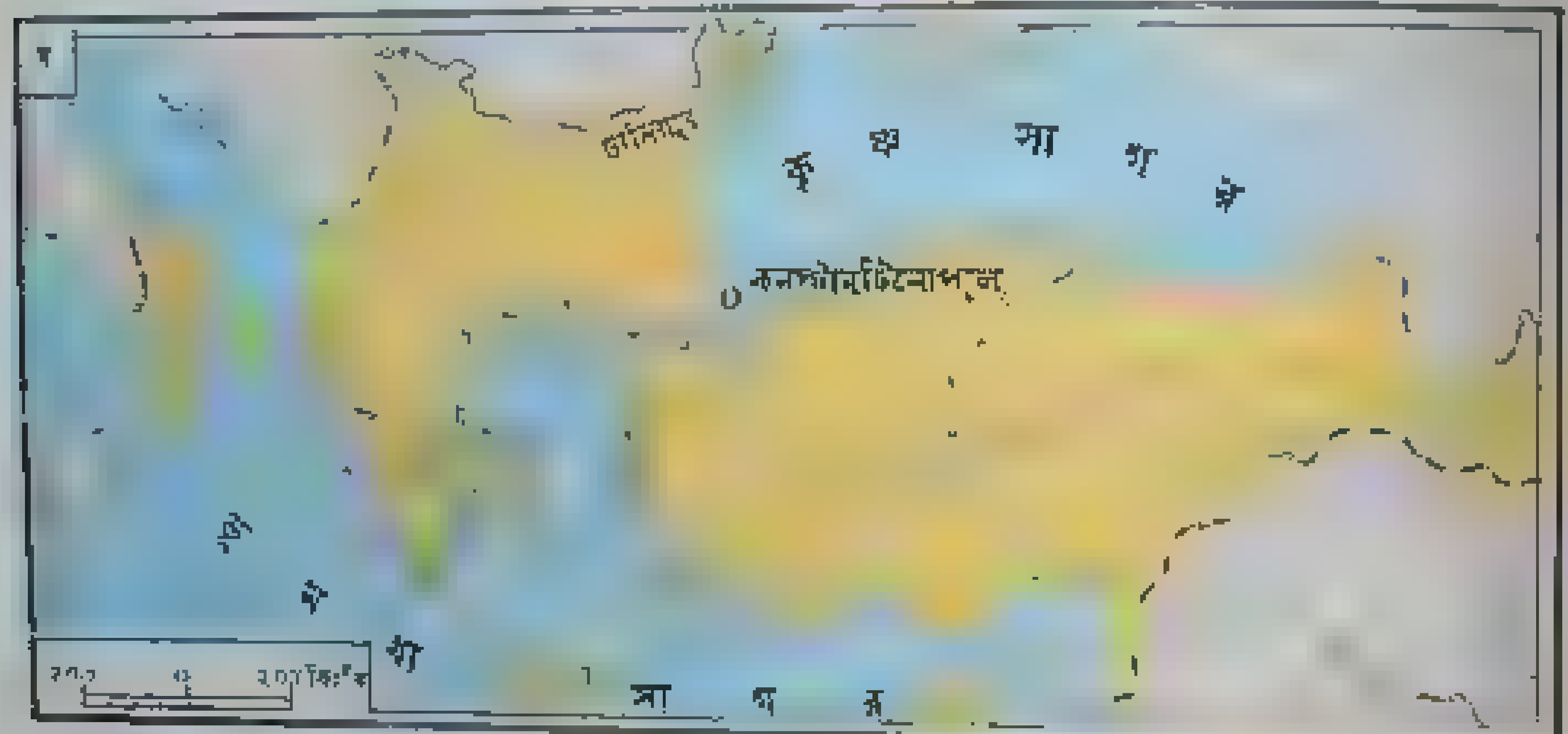
গ. ১৭৯৩-৯৪ সালের ফ্রান্সের সাম্রাজ্য



১৭৯৩-৯৪ সালের ফ্রান্সের সাম্রাজ্য
ফ্রান্সের সীমানা
১৭৯৩-৯৪ সালের ফ্রান্সের সাম্রাজ্য

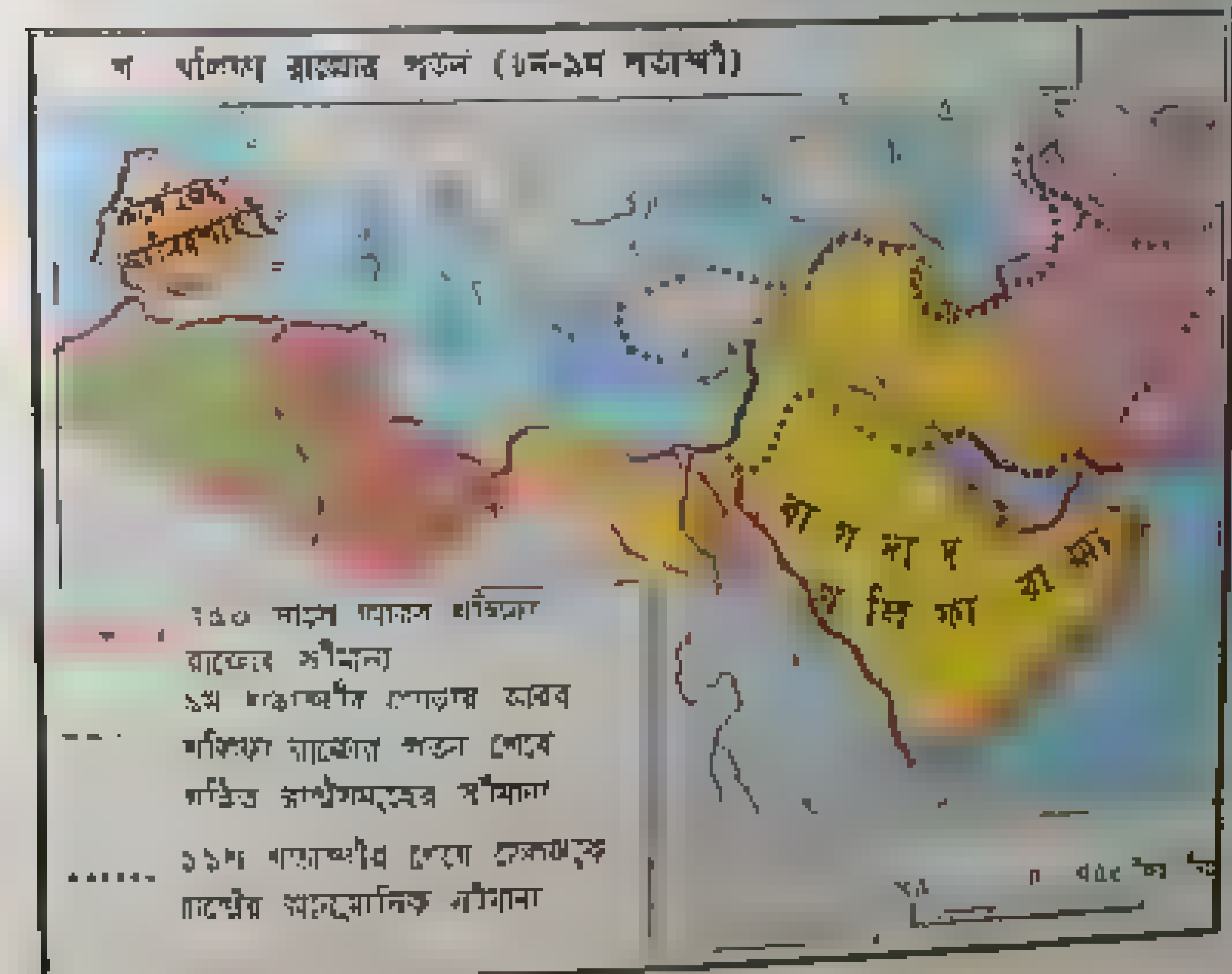
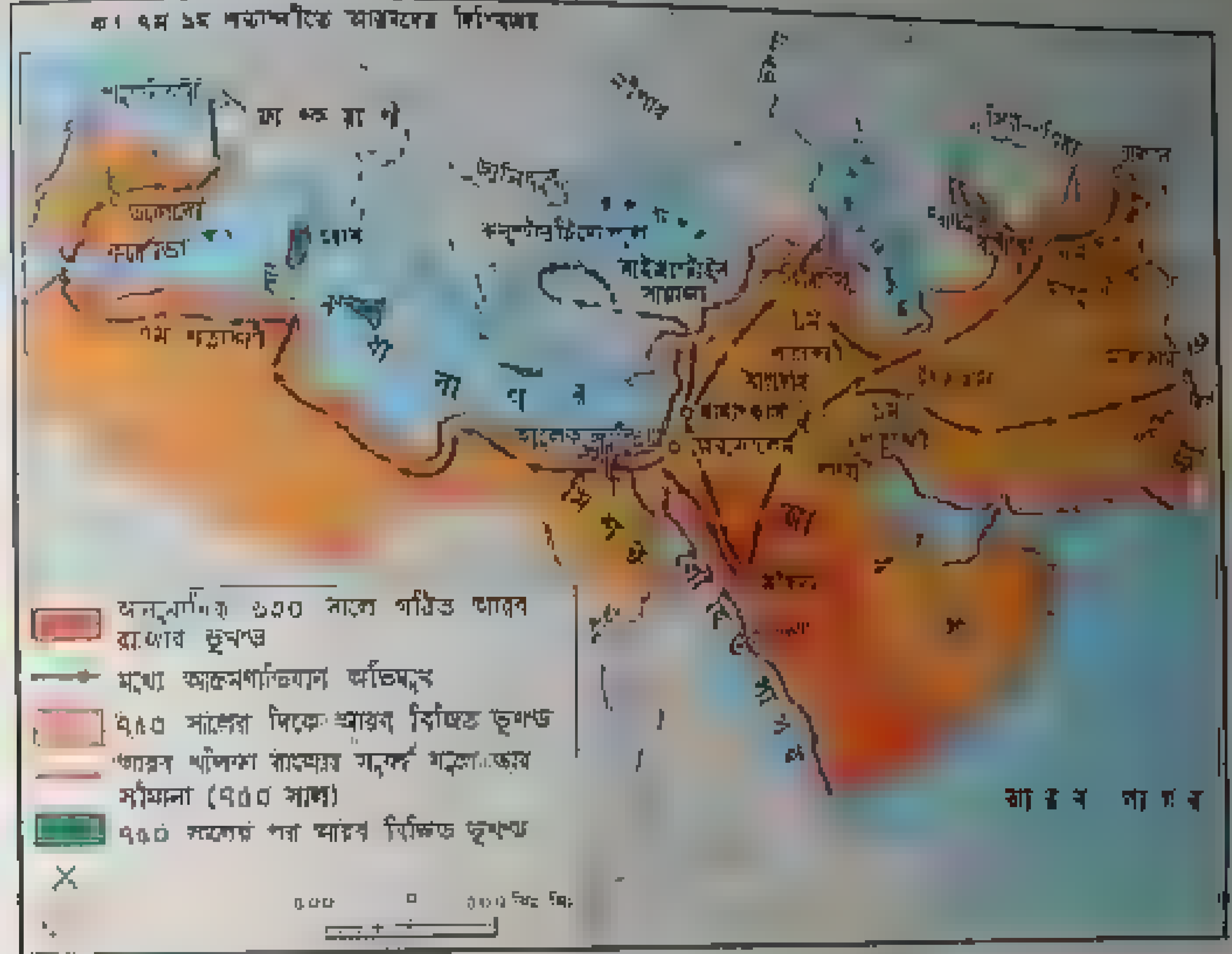


১. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দক্ষিণাঞ্চল থেকে ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত বাইজান্টাইন সাম্রাজ্য



কেন্দ্র মানচিত্র এই সময়কাল সাম্রাজ্যের এলাকা সমন্বিত ছবিতে বলা
৬ষ্ঠ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি ১১শ শতাব্দীর মাঝামাঝি

২. ভারতবর্ষে বিভিন্ন রাজ্য ও তার পতন



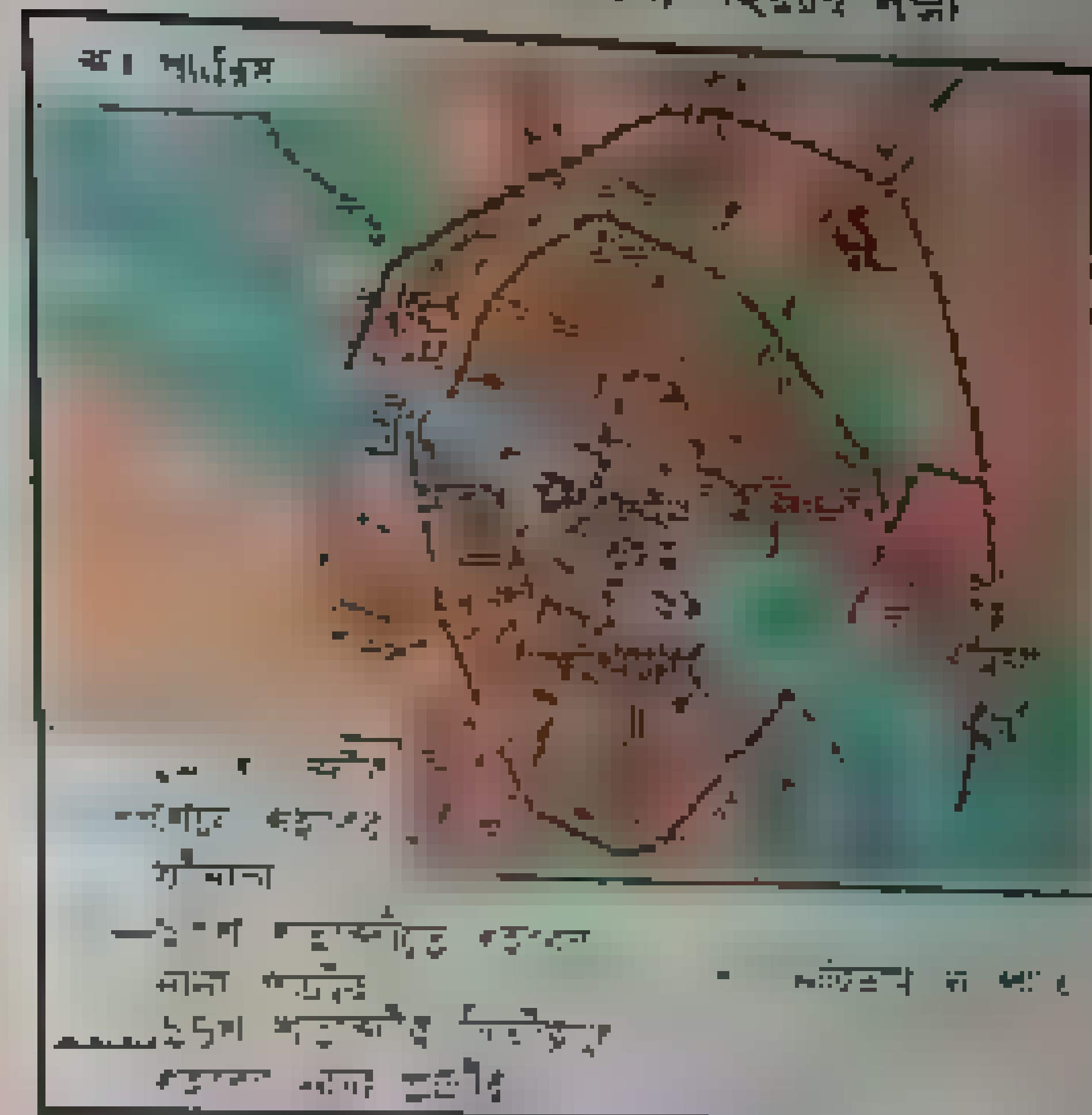
১. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর ৬০০ সালে গঠিত ভারতবর্ষের ভূখণ্ড
২. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিকে ভারতবর্ষে বিস্তৃত ভূখণ্ড
৩. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিকে ভারতবর্ষে বিস্তৃত ভূখণ্ড
৪. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিকে ভারতবর্ষে বিস্তৃত ভূখণ্ড
৫. ৬ষ্ঠ শতাব্দীর দিকে ভারতবর্ষে বিস্তৃত ভূখণ্ড



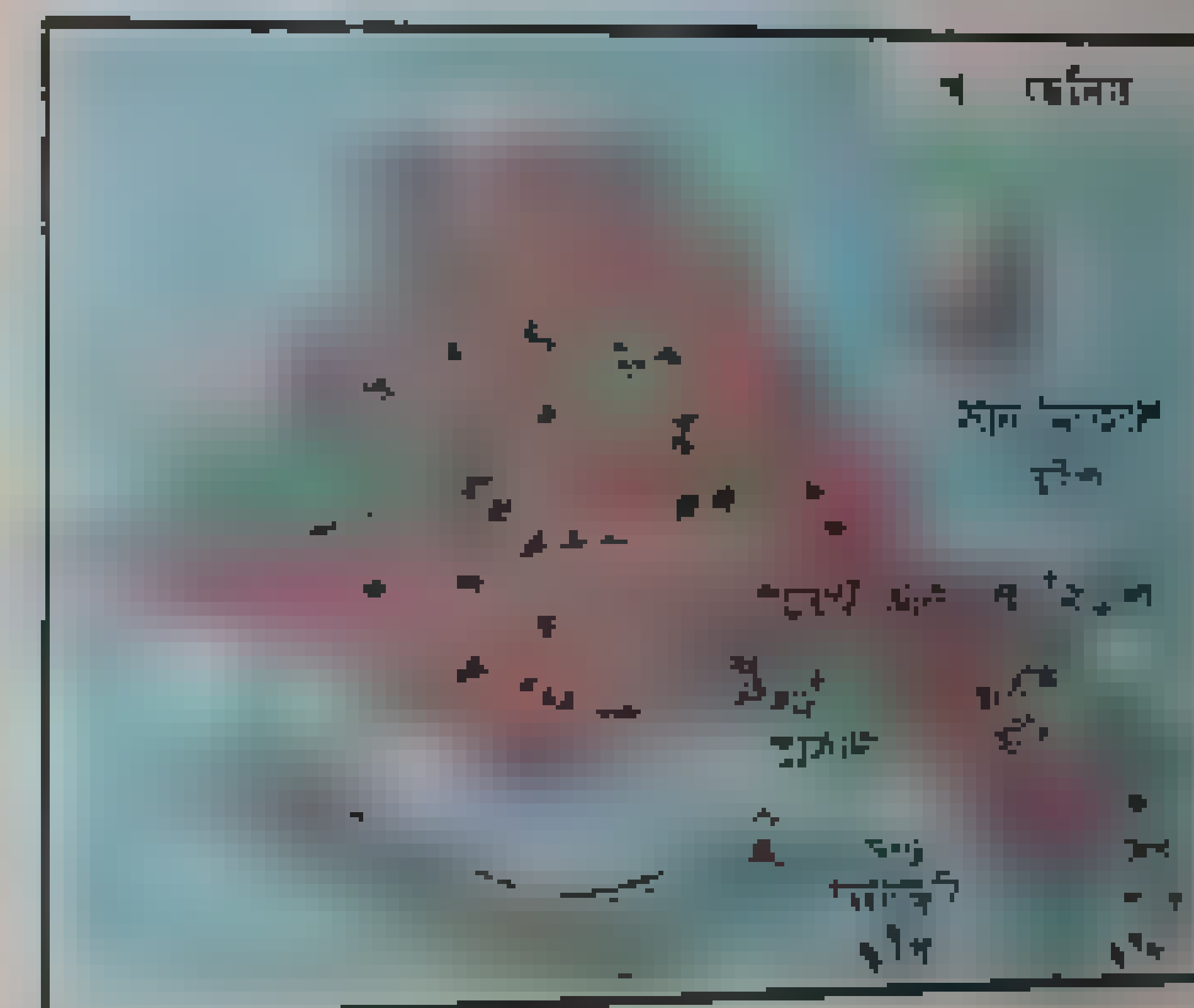
55. The 13th and 14th



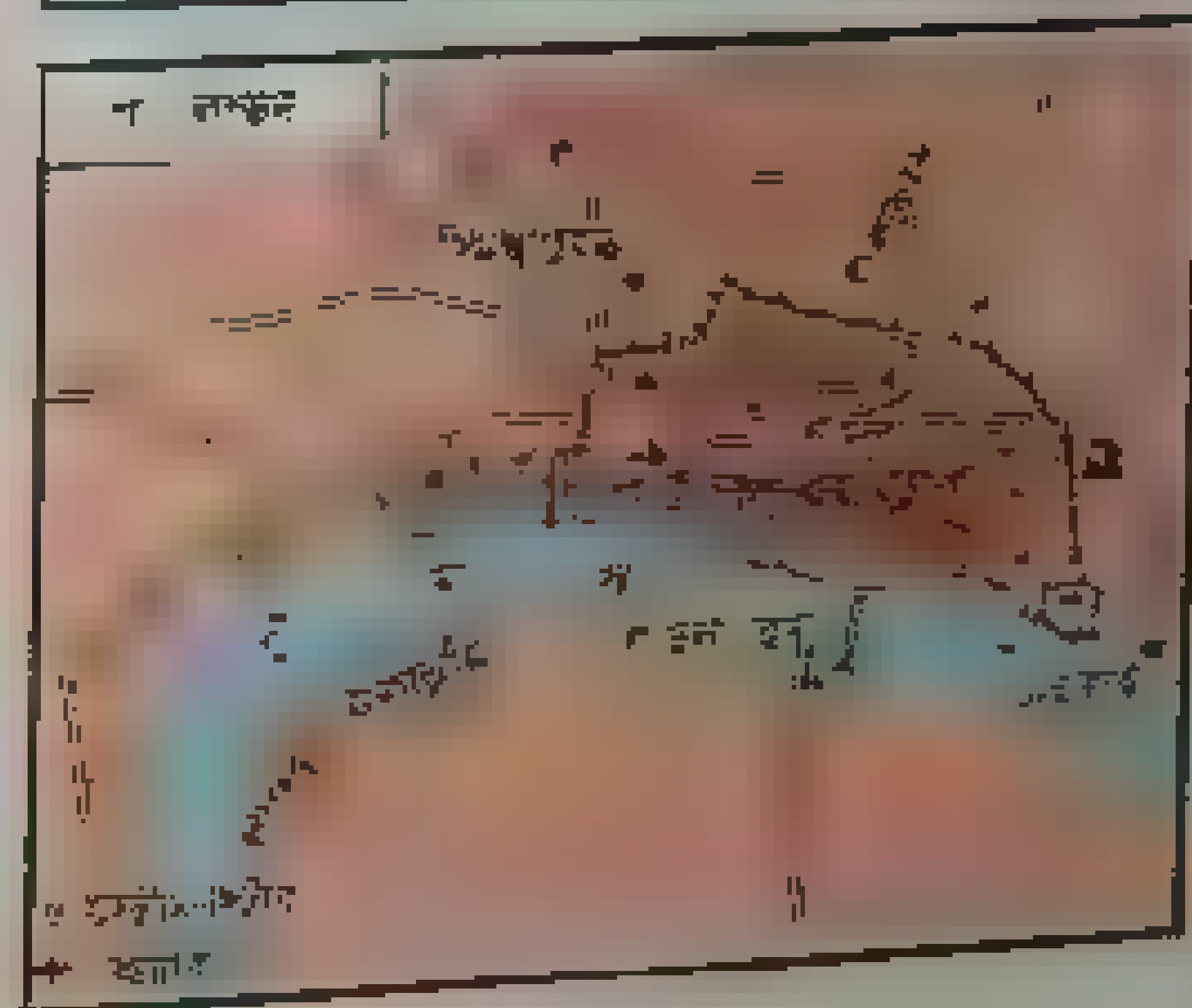
अ. अ. अ. अ. अ.



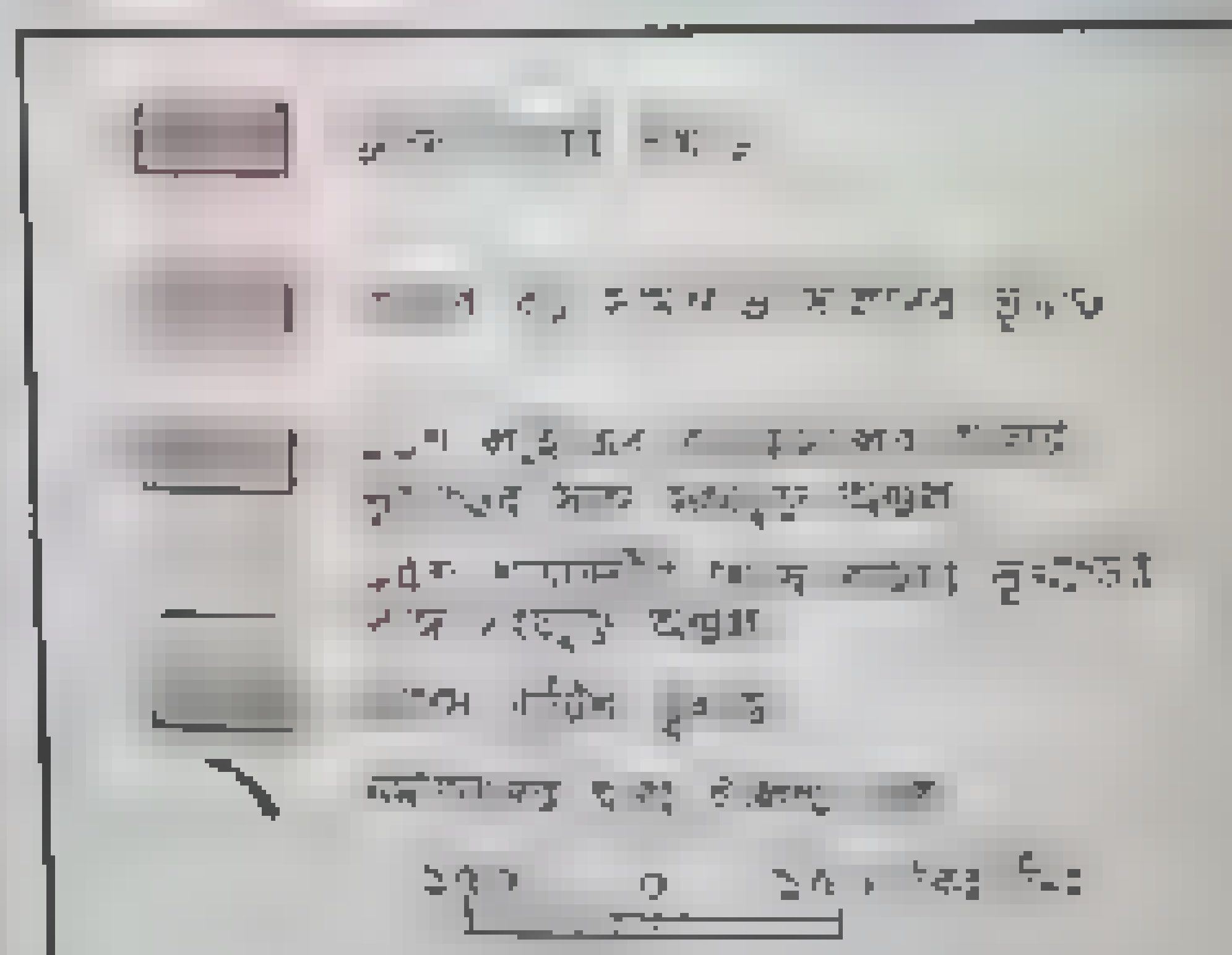
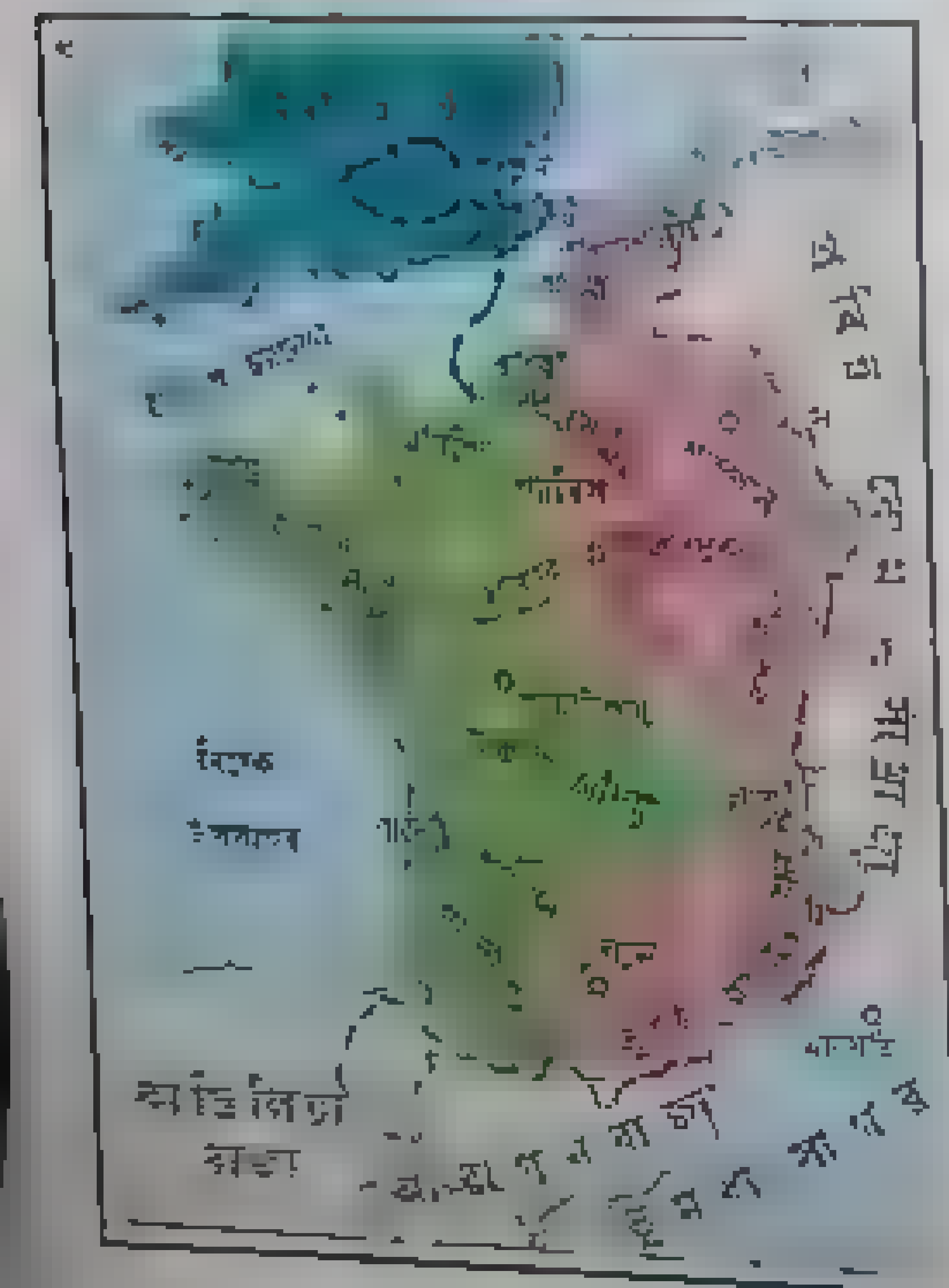
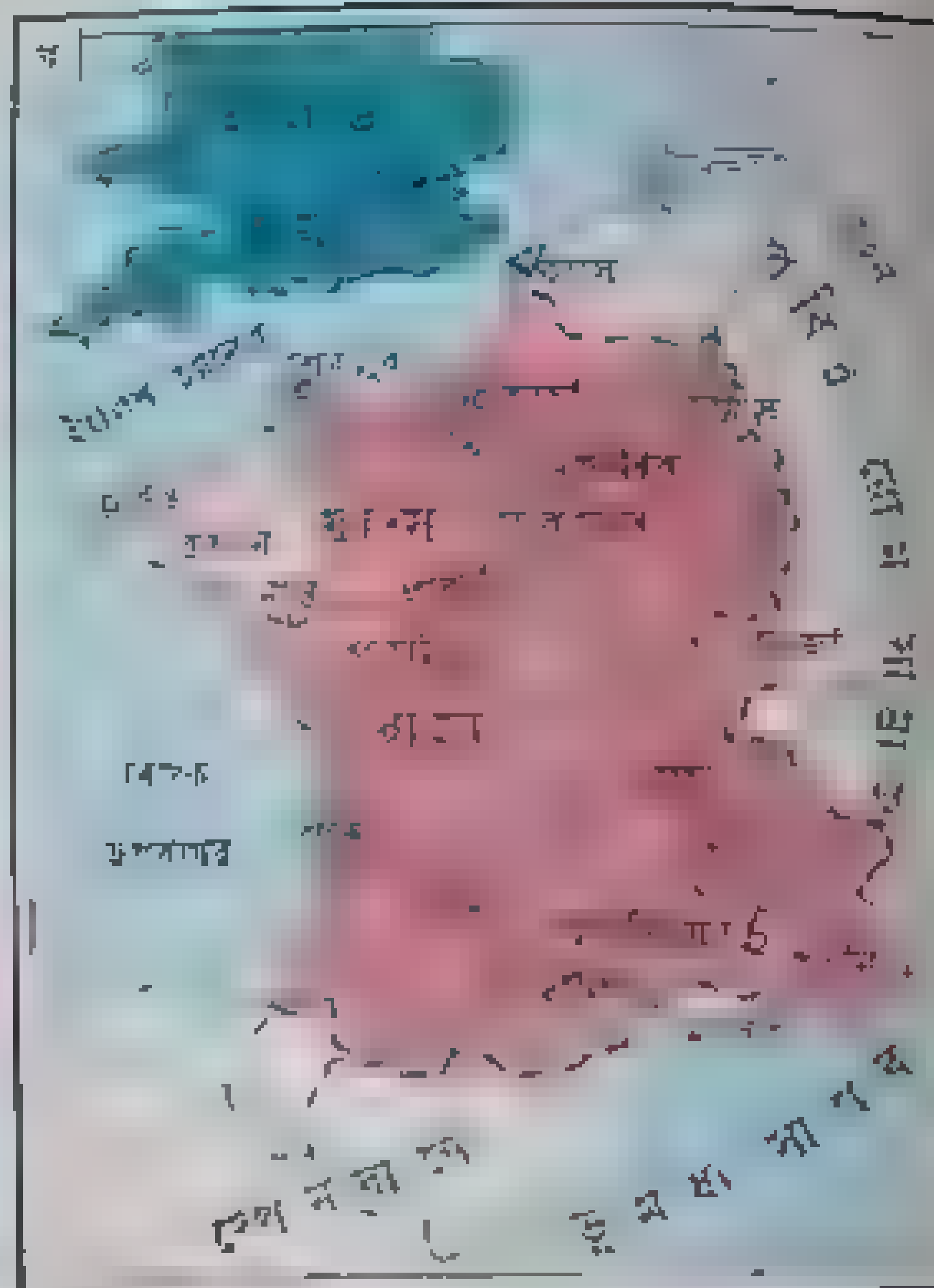
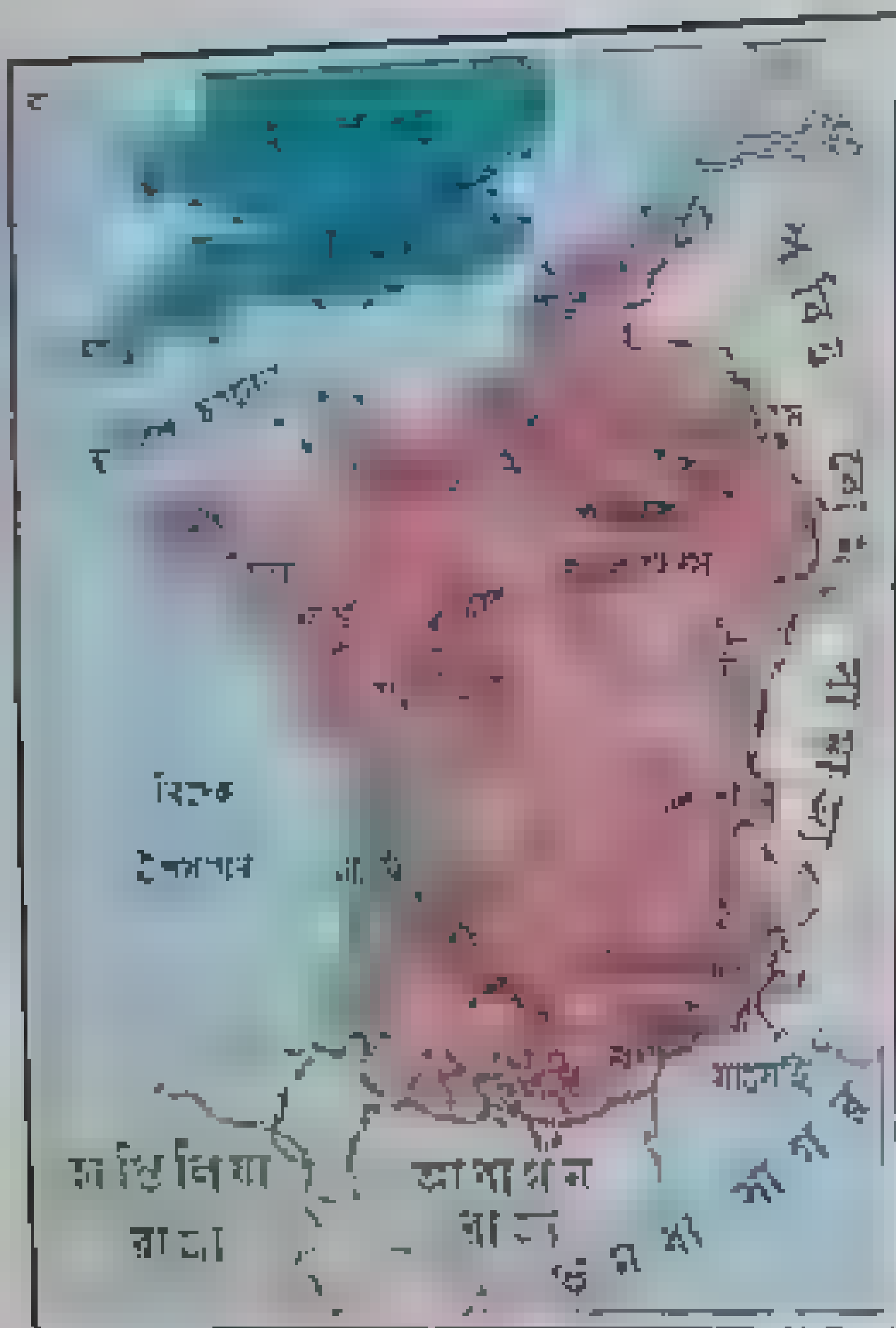
५. **कर्मनिष्ठः**



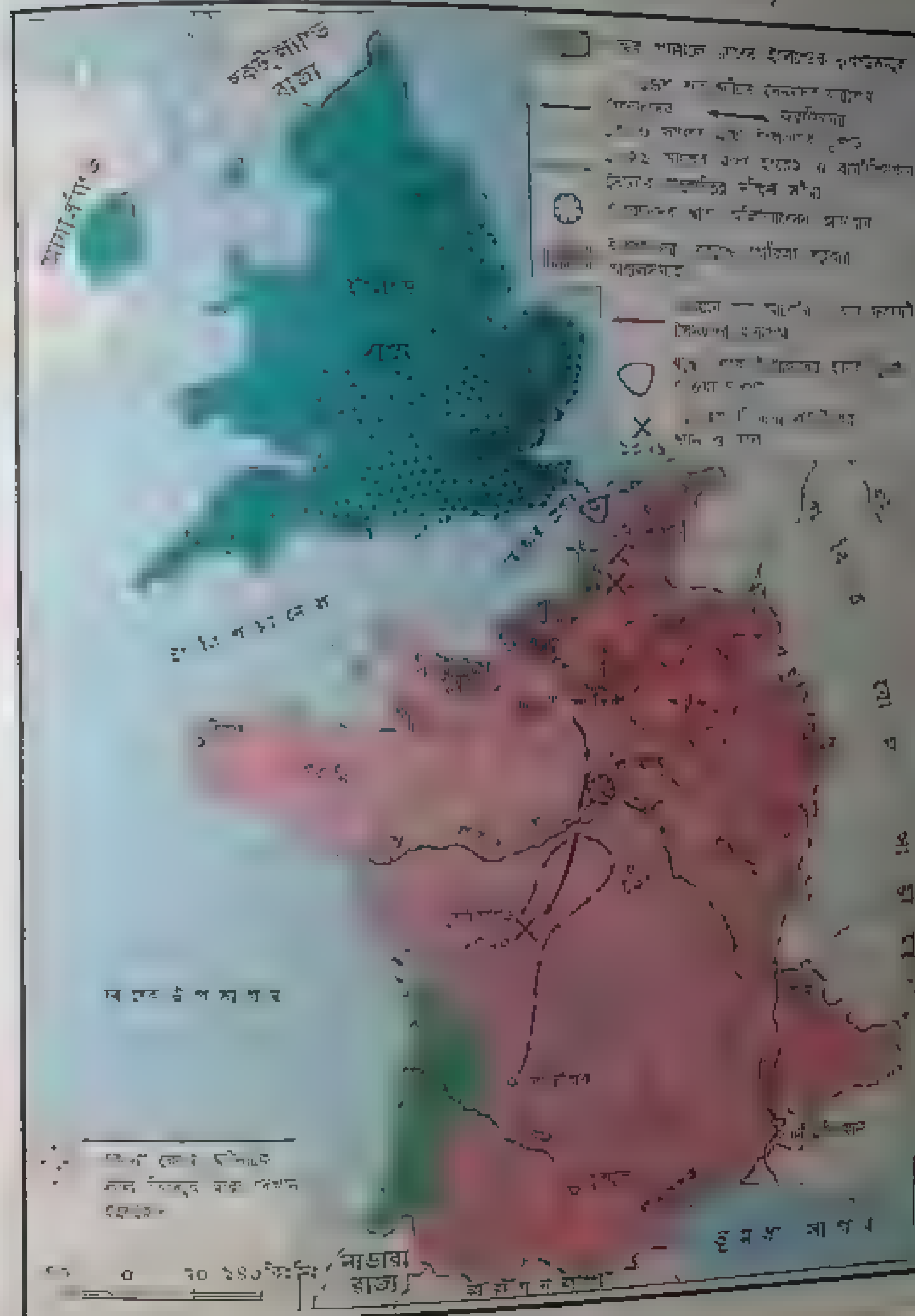
न नमः







১২৪. গণনা করে দেখুন, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$ এর মান কত?
 ১২৫. $\sin^{-1}(\sin \frac{\pi}{6})$ এর মান কত?
 ১২৬. $\log_2 8$ এর মান কত?





संख्या: २२५/२०११ दिनांक: २०/०५/२०११

ইসলামী বিশ্বাস আত্মপালনই প্রত্যয়ে অন্যতম।
সত্যের বৈজ্ঞানিক সংগ্রাহকের অগাধ।

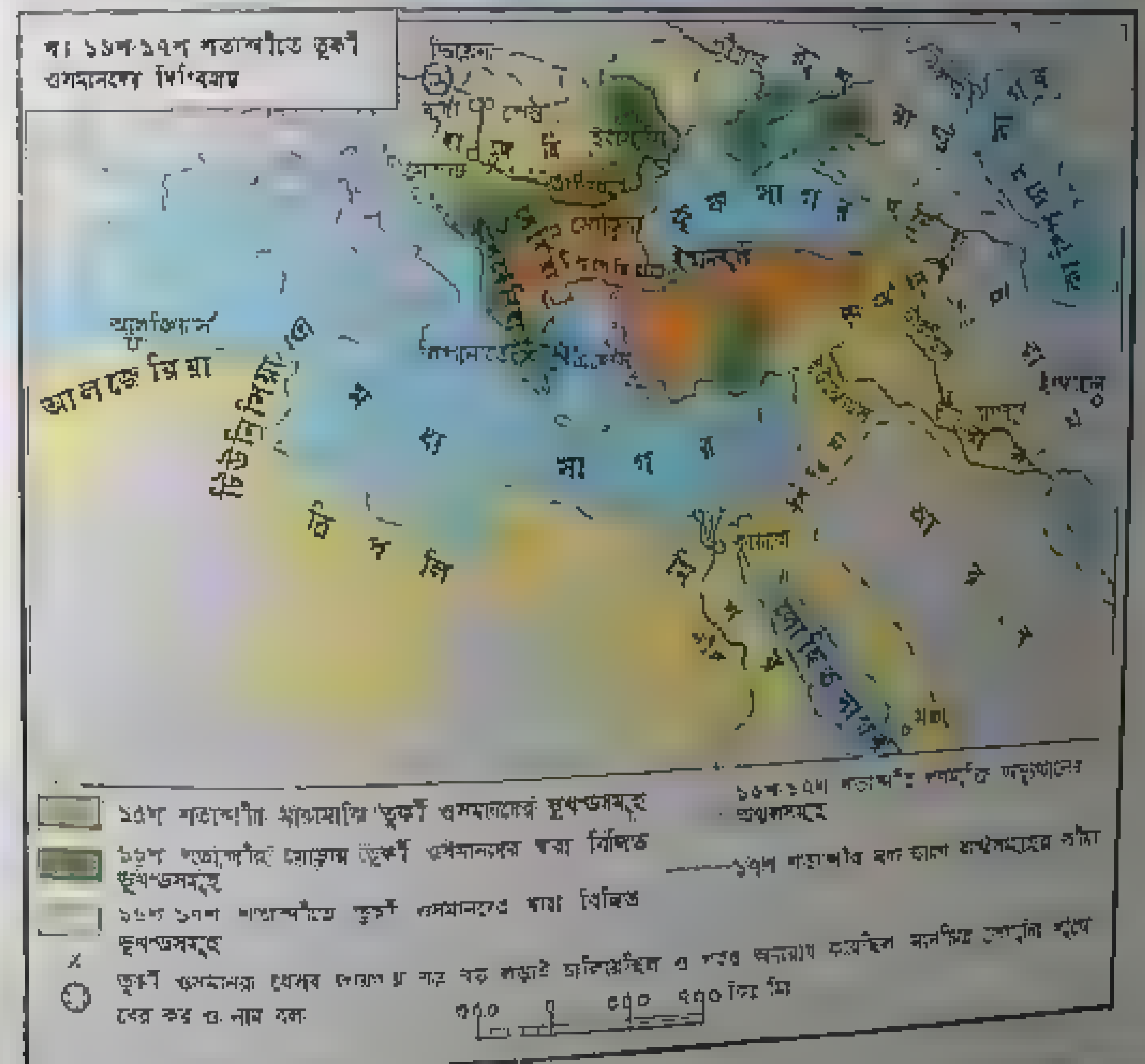
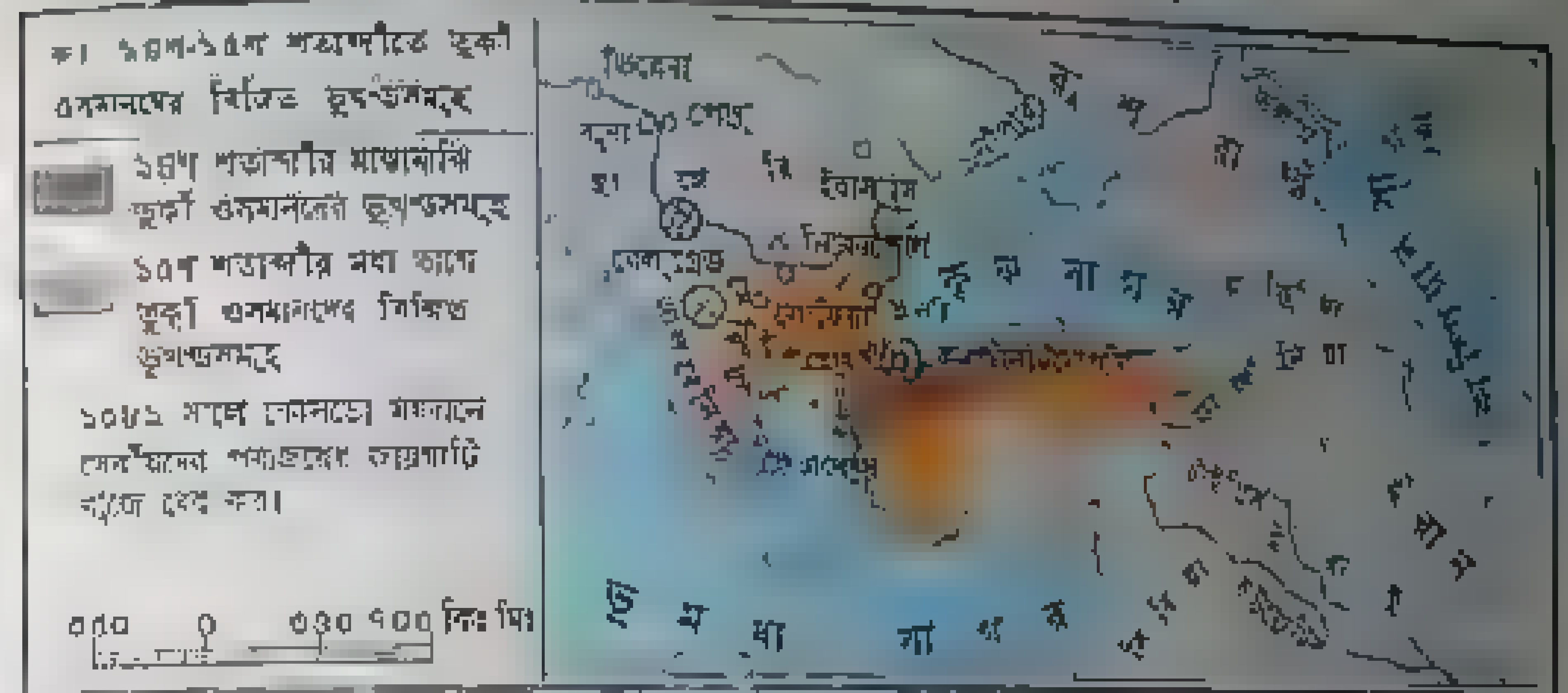
ଉତ୍ତମ ମାତୃମୂର୍ତ୍ତି ଶ୍ରୀମତୀ ଡାକ୍ତରୀ ଶ୍ରୀମତୀ

[illegible]

— इति श्रुत्वा तदा काले नमो

— "शशिधर, एताना सञ्चारकर्ता भौतिया

५६० ८ ६५० ४५०० कि० मि०

[illegible]

य र न १२॥ अ णि णां च

$$\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2}$$
 $\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -1 & i \end{pmatrix}$

॥ ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

अपुनरुद्ध विषय सूचना

$$\frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2})} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{x-t}} f(t) dt = \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2})} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{x-t}} f(t) dt = \frac{1}{\Gamma(\frac{1}{2})} \int_0^x \frac{1}{\sqrt{x-t}} f(t) dt$$

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

गन्तव्ये सुखं सुखं भविष्यति ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
सर्वभूतसुखं

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

44. 45.

• **निष्कर्ष**

[illegible]

200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

अनुसूची १

75 ± 24 47 ± 10
100 ± 100

३. क्या हो

॥ श्री गणेशाय नमः ॥
॥ श्री गणेशाय नमः ॥

100

1

1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

$\frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2} \frac{1}{2}$

शिला आदि

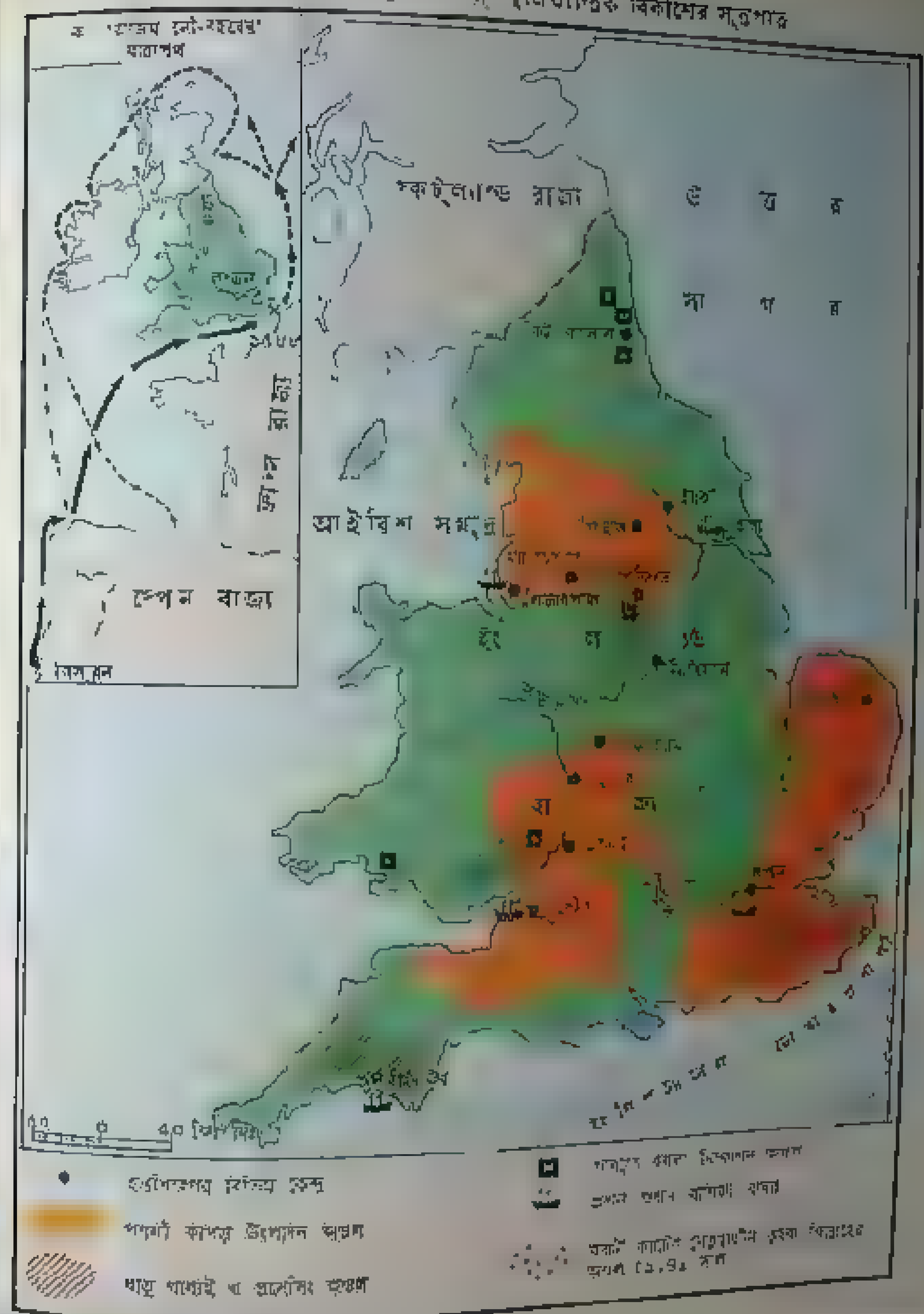
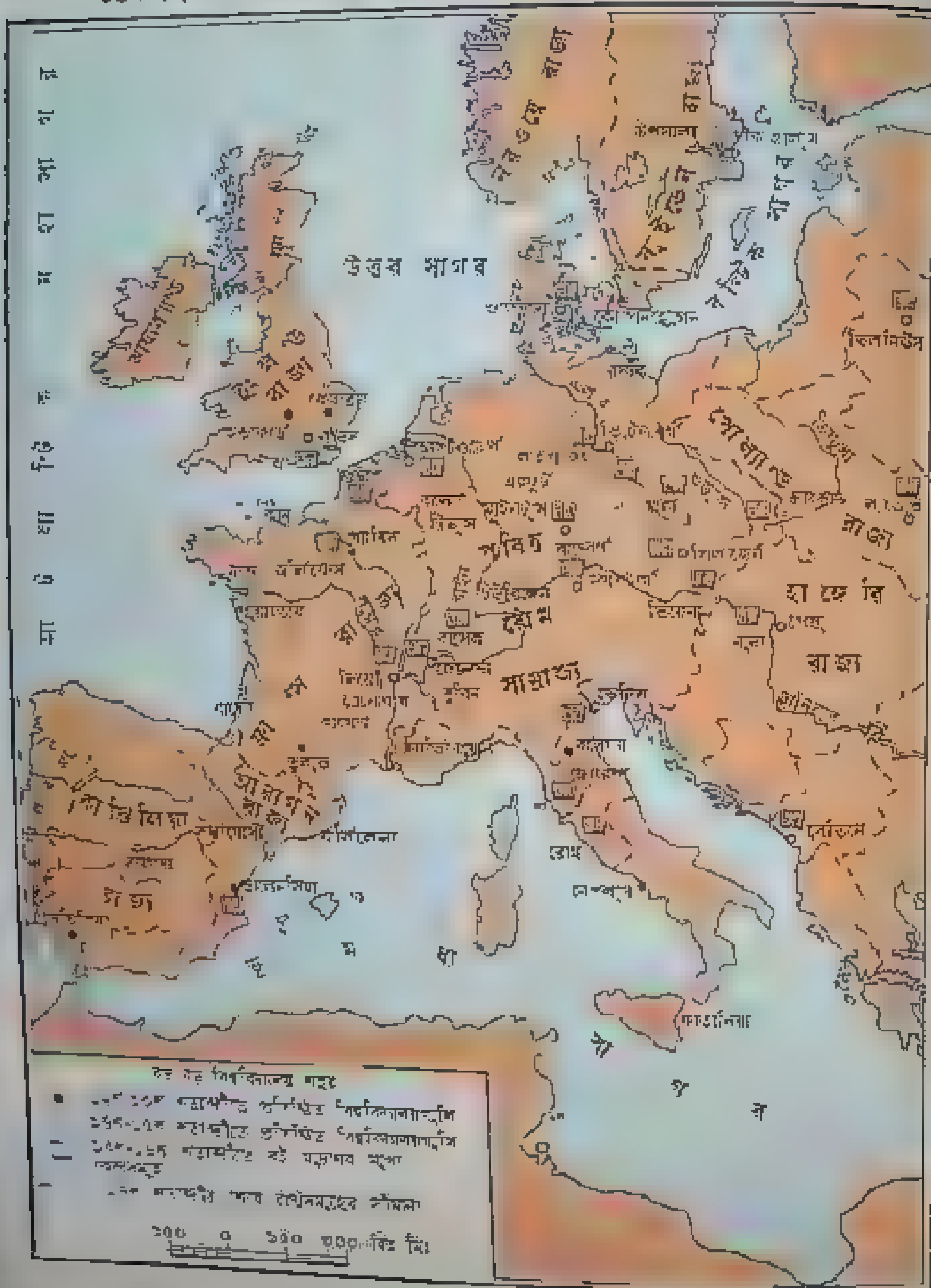
Figure 10.10

500



ট্রাস্টেফর কল্যাণ-এর, ১৯১২-১৯২০ খ্রিঃ
 ১ ১৯০২-১৯০৩ সাল (অক্টোবর)
 আর্থিক-বৈজ্ঞানিক
 কল্যাণ না বৈজ্ঞানিক, ১৯১৭-১৯২১ খ্রিঃ
 (জানুয়ারি-সেপ্টেম্বর)

[illegible]



খ) বার্ষিক কৃষক মাস

১৯২৪-১৯২৬ সালের কৃষক মাসের অধিকৃত অঞ্চল

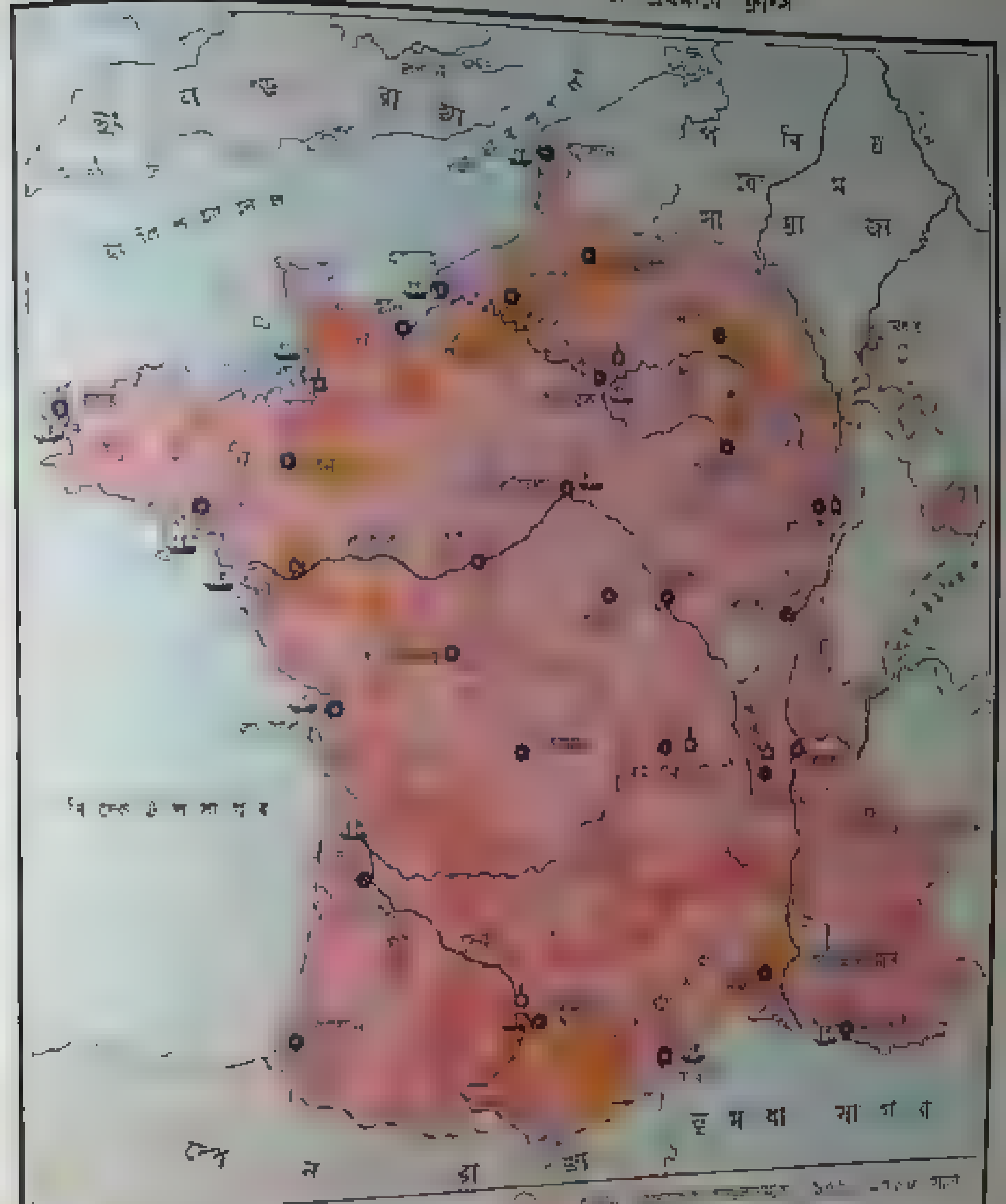
- A কৃষক ও শ্রমবান্ধব বিজ্ঞানে প্রদান কোর্সেস
- B লক্ষ্য অঞ্চল

১০০ ০ ১০০ কিঃ মিঃ

[illegible]



- [illegible]



- [illegible]



मानवित्त आगिनका

১. নিম্নের কোনটি একটি প্রকৃত সংখ্যা?
 ২. একটি প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা
 ৩. একটি প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা
 ৪. একটি প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা
 ৫. একটি প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা
 ৬. একটি প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা
 ৭. একটি প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা
 ৮. একটি প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা
 ৯. একটি প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা
 ১০. একটি প্রকৃত সংখ্যার বিপরীত সংখ্যা

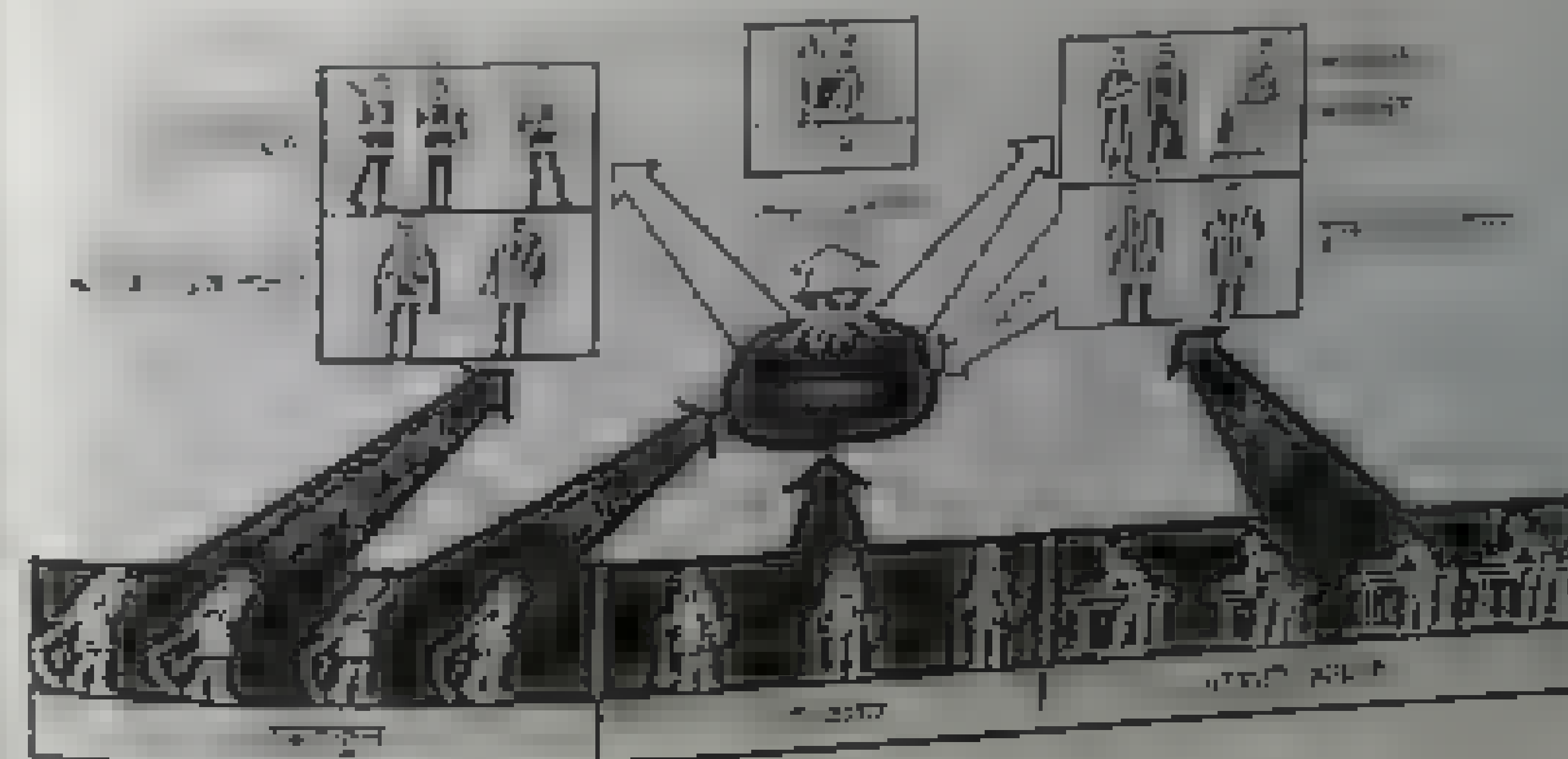


এর বাসিন্দারা পল্লভদর দত্ত ছাড়া আরো তথ্যের প্রয়োজন পূরণে যোগাযোগ করেছিলেন। বহু বছর, প্রায়শই পথ এক অন্ধার রাস্তা ছিল। এক আকস্মিক সন্ধ্যায় এসেছে চাঁদিয়েছিল। ঘান্নার মনোহর তৈয়ার মধ্যে চাঁদিয়ে আসে যায়, আর মাটির নতুন নতুন। রক্তমাংসা এমনকি তৎক্ষণাৎ পড়িয়েছিল এবং অনেক দাঁড়ি আনিরেছিল।

প্রায়ই প্রানের লোকেরা সৈন্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত, এমন
নানা বিদ্রোহ দেখা গিত। সৈন্যবাহিনী কৃষকদের নিষেধাজ্ঞা
নব্বই। 'নিষেধাজ্ঞা' কৃষক সমাজের জনগণের মধ্যে বিদ্রোহ
নানা প্রকারে হইতে গিয়া আসিয়াছে। যেহেতু ১৯৪৭-৪৮
বছরে গোপালপুর সমষ্টিতে ১৯৪৭-৪৮

દેવદત્તની શ્રાવણ દિન સહિયાતદન રાત્રે, માત્ર માશવળ
 બ્રાહ્મણના આશ્રમમાં નિર્મિત કરાવેલ સ્થળે ।

- 2। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए कि वे सही हैं या गलत हैं।
 (क) एक वस्तु को एक ही दिशा में दो बलों द्वारा धकेला जा रहा हो तो वस्तु की गति तेज हो जाएगी।
 (ख) एक वस्तु को एक ही दिशा में दो बलों द्वारा धकेला जा रहा हो तो वस्तु की गति रुक जाएगी।
 (ग) एक वस्तु को एक ही दिशा में दो बलों द्वारा धकेला जा रहा हो तो वस्तु की गति रुक जाएगी।
 (घ) एक वस्तु को एक ही दिशा में दो बलों द्वारा धकेला जा रहा हो तो वस्तु की गति रुक जाएगी।

[illegible]

১৫শ শতাব্দীর শেষ থেকে ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইউরোপীয় সংস্কৃতি

১৫শ শতাব্দীর শেষ থেকে ইউরোপের অগ্রসর দেশগুলিতে পতনোন্মুখ সামন্ততন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম শুরু হয়েছিল; মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে ঘটেছিল বদলন। শুল্ক হয়েছিল অভূতপূর্ব সংস্কৃতি বিকাশ; প্রবল গতিতে বিকশিত হচ্ছিল বিজ্ঞান, সাহিত্য ও শিল্প

৪.৫৬। রেনেসাঁস সংস্কৃতির উদ্ভব ও বৈশিষ্ট্য

(দ. ১৪ নং মানচিত্র)

১ কী কারণে সংস্কৃতির উদ্ভাব ঘটেছিল। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গিতে রম্যবল সর্বোচ্চ ঘটেছিল ইতালিতে। ১৪শ শতাব্দীতে ইতালির সমৃদ্ধ নগরগুলিতে প্রথম ইউরোপীয় দেনা দিয়েছিল। দৃষ্টি হয়েছিল নৃশ্রেণী সম্প্রদায়।

বুর্জোয়া নতুনভাবে অগতাকে দেখত। সামন্তদের কাছে উপার্জনের মূল উপায় কৃষিকারী মুক্ত ও জমি দেখত হলে, বুর্জোয়াদের সম্পদ উপার্জন প্রচেষ্টা ছিল বাণিজ্য এবং হস্তশিল্পে ভাড়াটে-শ্রমিক শোষণের উপর নির্ভরশীল। বুর্জোয়া ছিল কর্মপটু ও উদ্যমী ধরনের। উপার্জনের তৃষ্ণায় চাঁদকা নর দুর্ভাগ্যের ও বিপজ্জনক যাত্রায় পাড়ি দিত। বারবারি জোকেরা এই আর্থন অনুসরণ করত: 'মানুষের জ্ঞান হয়েছে স্বপ্নে জীবন বদাধার অন্য নয়, বরং কর্মময় জীবনের জন্ম।'

১১শ-১৩শ শতাব্দীতে পৃথিবী সম্প্রদায় মানুষের ধ্যানধারণা কীভাবে বদলেছিল?

১৪শ-১৬শ শতাব্দীর মধ্যে সংস্কৃতি কীভাবে উদ্ভব হয়েছিল? বিশৃঙ্খলিতভাবে

নিজ প্রভুদের উত্তরায় রুজীনা সম্প্রদায় বিজয় ও পশুপতি বিজয় বিশ্বের আশ্রয় ছিল। নিজেদের নতুন পরিচয়াজ করে কলকাতায় মানবিকতা নতুন নতুন কল ও হস্তশিল্পে বদলে কলক। সঠিক হিসাবের ভিত্তিতে এখন সংস্কৃতি সময়ে বিশালতার অগ্রগতি নিম্নত হত, তেঁদের করা হত অনেক দুর্গ, বন্দর ও খাল।

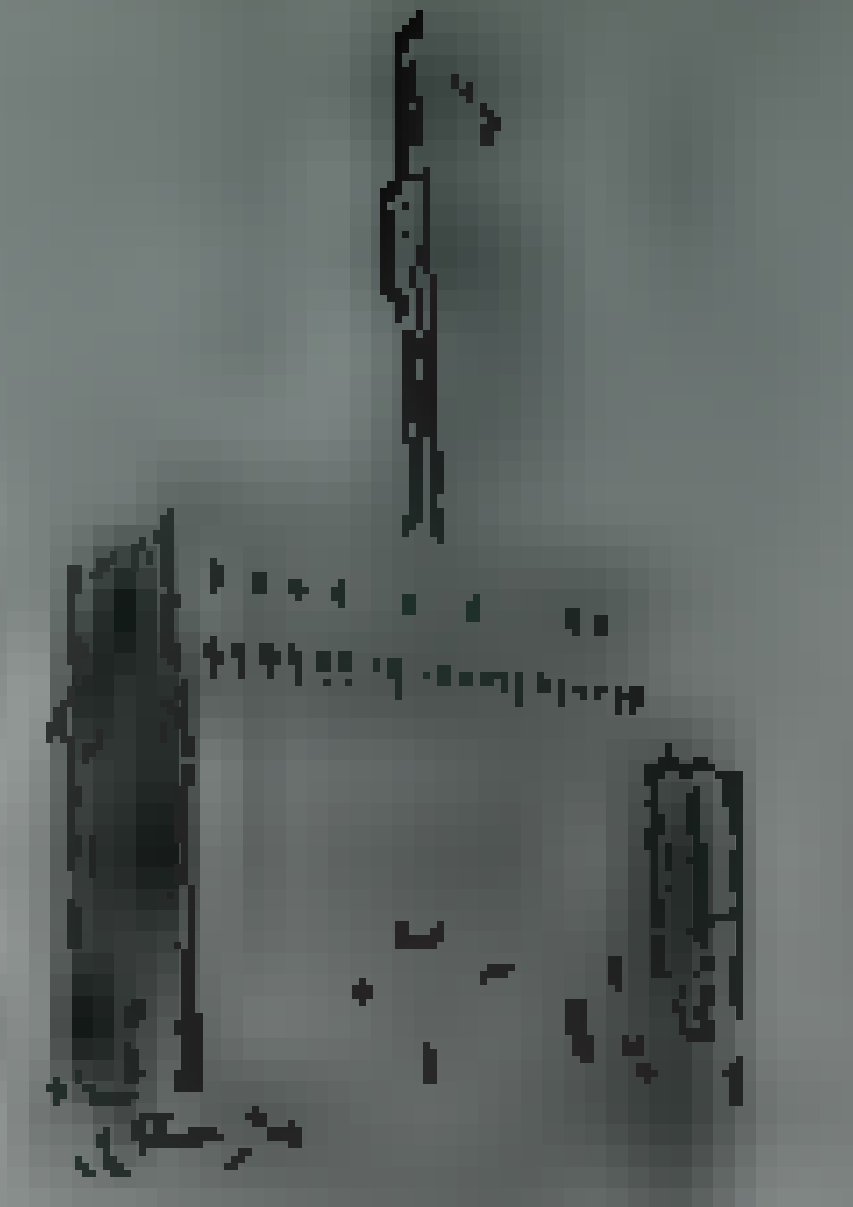
১৬শ শতাব্দীর সময়ের চূড়ান্ত বৃদ্ধি: কেননা তারই উপর নিতর তরত সম্পদ সঞ্চার করা, পত্রিকাল্পিত কারুকার্যে ব্যক্তি। তখন জোকে বরত: 'এই জ্ঞানে সময়ের সন্ধানদার, সে হতে সব উদ্ভাব অধিকারী'।

পরলোকে নয়, বরং পার্থিব জীবন থেকে বতঃশি ঘামন পাওয়া বাদ তার জন্ম ধনীরা সমৃদ্ধি ছিল। বিজ্ঞানের স্বপ্নে আটকানব ব্যাপারে, পৃথকতা ও সোনারের সম্পদে তারা বিজ্ঞানের নতুন প্রতিযোগিতায় মগ্ন থাকত। এমন জোকে 'সব জ্ঞানের ক্ষমতা মনু সিন্ধি ও সম্রাট সমুদ্রতাই দিত না, দিত শহরের ধনী উপদ্রবদারও

১৬শ শতাব্দীর জন্য আরও বেশি করে শিক্ষিত লোকের প্রয়োজন তৈরি হয়েছিল। হিসাবরক্ষক ও আইনজ্ঞ, ইঞ্জিনার ও প্রযুক্তিকর্মী, শিল্পক ও চিকিৎসকদের ধনী লোকদের হস্তাক্ষর অনুযায়ী স্বপত্তি। বানাত: পুস্তক বাড়ি, গ্রাম সম্পদ ও উদ্ভবেরা নানা পিতৃ ও দৃষ্ট বিবেচনায় শোভা বাজাত। শহরে শহরে দেশে দিত রুজীনা নগরায় মানবিক প্রমবাস্ত বিশেষ এক ধরনের জোকে।

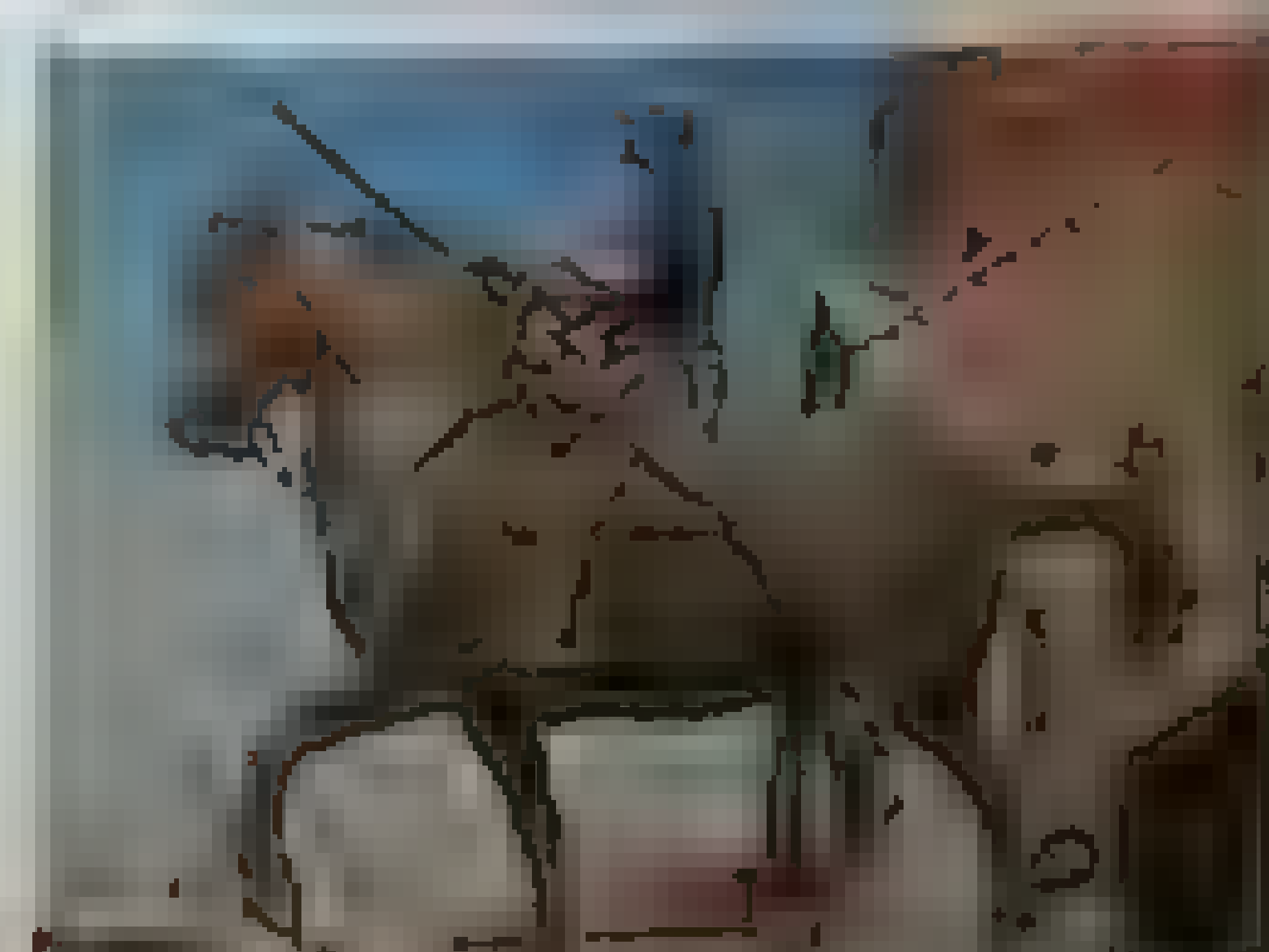
ইতালিতে সংস্কৃতির উদ্ভাব জড়িত ছিল এক নতুন দেশী তথা বর্জীরা সম্প্রদায়ের জন্মের সঙ্গে

২। প্রকৃতি ও মানুষের গতি আগ্রহ। নব সংস্কৃতির কর্মবলের চুক্তি সর্বোচ্চ আকর্ষণ করেছিল মানুষ ও তার শিক্ষাকলাপ, তাই তাদের বলা হত মানবতাবাদী।

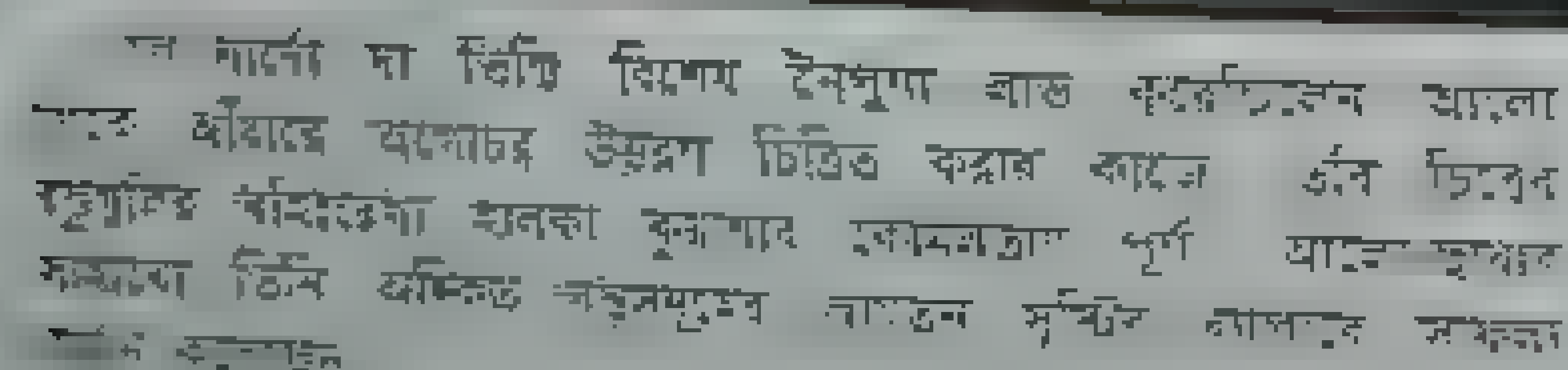


ইতালির মনু সিন্ধি ১৬শ শতাব্দীর চিত্র। পাতন ১৪শ-১৬শ শতাব্দী

অগ্রগতি ও মানবতাবাদী বা মানবতাবাদী চুক্তি। জোকে - মোদোজো (১৬শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে) প্রকাশ



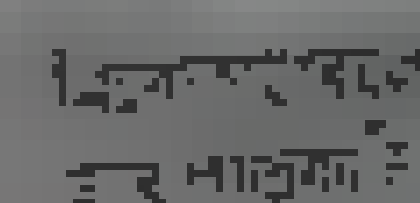
550

[illegible][illegible][illegible][illegible]

৩। সিদ্দিকুল্লাহ : কলকাত্তা জেলা ১৮৮০ খ্রীঃ অব্দে সিদ্দিকুল্লাহ
১৮৭৭ ১৮৬৪ ১৮৬৩ ১৮৬২ ১৮৬১ ১৮৬০ ১৮৫৯ ১৮৫৮ ১৮৫৭ ১৮৫৬ ১৮৫৫ ১৮৫৪ ১৮৫৩ ১৮৫২ ১৮৫১ ১৮৫০ ১৮৪৯ ১৮৪৮ ১৮৪৭ ১৮৪৬ ১৮৪৫ ১৮৪৪ ১৮৪৩ ১৮৪২ ১৮৪১ ১৮৪০ ১৮৩৯ ১৮৩৮ ১৮৩৭ ১৮৩৬ ১৮৩৫ ১৮৩৪ ১৮৩৩ ১৮৩২ ১৮৩১ ১৮৩০ ১৮২৯ ১৮২৮ ১৮২৭ ১৮২৬ ১৮২৫ ১৮২৪ ১৮২৩ ১৮২২ ১৮২১ ১৮২০ ১৮১৯ ১৮১৮ ১৮১৭ ১৮১৬ ১৮১৫ ১৮১৪ ১৮১৩ ১৮১২ ১৮১১ ১৮১০ ১৮০৯ ১৮০৮ ১৮০৭ ১৮০৬ ১৮০৫ ১৮০৪ ১৮০৩ ১৮০২ ১৮০১ ১৮০০ ১৭৯৯ ১৭৯৮ ১৭৯৭ ১৭৯৬ ১৭৯৫ ১৭৯৪ ১৭৯৩ ১৭৯২ ১৭৯১ ১৭৯০ ১৭৮৯ ১৭৮৮ ১৭৮৭ ১৭৮৬ ১৭৮৫ ১৭৮৪ ১৭৮৩ ১৭৮২ ১৭৮১ ১৭৮০ ১৭৭৯ ১৭৭৮ ১৭৭৭ ১৭৭৬ ১৭৭৫ ১৭৭৪ ১৭৭৩ ১৭৭২ ১৭৭১ ১৭৭০ ১৭৬৯ ১৭৬৮ ১৭৬৭ ১৭৬৬ ১৭৬৫ ১৭৬৪ ১৭৬৩ ১৭৬২ ১৭৬১ ১৭৬০ ১৭৫৯ ১৭৫৮ ১৭৫৭ ১৭৫৬ ১৭৫৫ ১৭৫৪ ১৭৫৩ ১৭৫২ ১৭৫১ ১৭৫০ ১৭৪৯ ১৭৪৮ ১৭৪৭ ১৭৪৬ ১৭৪৫ ১৭৪৪ ১৭৪৩ ১৭৪২ ১৭৪১ ১৭৪০ ১৭৩৯ ১৭৩৮ ১৭৩৭ ১৭৩৬ ১৭৩৫ ১৭৩৪ ১৭৩৩ ১৭৩২ ১৭৩১ ১৭৩০ ১৭২৯ ১৭২৮ ১৭২৭ ১৭২৬ ১৭২৫ ১৭২৪ ১৭২৩ ১৭২২ ১৭২১ ১৭২০ ১৭১৯ ১৭১৮ ১৭১৭ ১৭১৬ ১৭১৫ ১৭১৪ ১৭১৩ ১৭১২ ১৭১১ ১৭১০ ১৭০৯ ১৭০৮ ১৭০৭ ১৭০৬ ১৭০৫ ১৭০৪ ১৭০৩ ১৭০২ ১৭০১ ১৭০০ ১৬৯৯ ১৬৯৮ ১৬৯৭ ১৬৯৬ ১৬৯৫ ১৬৯৪ ১৬৯৩ ১৬৯২ ১৬৯১ ১৬৯০ ১৬৮৯ ১৬৮৮ ১৬৮৭ ১৬৮৬ ১৬৮৫ ১৬৮৪ ১৬৮৩ ১৬৮২ ১৬৮১ ১৬৮০ ১৬৭৯ ১৬৭৮ ১৬৭৭ ১৬৭৬ ১৬৭৫ ১৬৭৪ ১৬৭৩ ১৬৭২ ১৬৭১ ১৬৭০ ১৬৬৯ ১৬৬৮ ১৬৬৭ ১৬৬৬ ১৬৬৫ ১৬৬৪ ১৬৬৩ ১৬৬২ ১৬৬১ ১৬৬০ ১৬৫৯ ১৬৫৮ ১৬৫৭ ১৬৫৬ ১৬৫৫ ১৬৫৪ ১৬৫৩ ১৬৫২ ১৬৫১ ১৬৫০ ১৬৪৯ ১৬৪৮ ১৬৪৭ ১৬৪৬ ১৬৪৫ ১৬৪৪ ১৬৪৩ ১৬৪২ ১৬৪১ ১৬৪০ ১৬৩৯ ১৬৩৮ ১৬৩৭ ১৬৩৬ ১৬৩৫ ১৬৩৪ ১৬৩৩ ১৬৩২ ১৬৩১ ১৬৩০ ১৬২৯ ১৬২৮ ১৬২৭ ১৬২৬ ১৬২৫ ১৬২৪ ১৬২৩ ১৬২২ ১৬২১ ১৬২০ ১৬১৯ ১৬১৮ ১৬১৭ ১৬১৬ ১৬১৫ ১৬১৪ ১৬১৩ ১৬১২ ১৬১১ ১৬১০ ১৬০৯ ১৬০৮ ১৬০৭ ১৬০৬ ১৬০৫ ১৬০৪ ১৬০৩ ১৬০২ ১৬০১ ১৬০০ ১৫৯৯ ১৫৯৮ ১৫৯৭ ১৫৯৬ ১৫৯৫ ১৫৯৪ ১৫৯৩ ১৫৯২ ১৫৯১ ১৫৯০ ১৫৮৯ ১৫৮৮ ১৫৮৭ ১৫৮৬ ১৫৮৫ ১৫৮৪ ১৫৮৩ ১৫৮২ ১৫৮১ ১৫৮০ ১৫৭৯ ১৫

[illegible]

१७ विद्यार्थी उद्योगकार एका मुक्ति युद्धादिसि ।
 मुक्ति युद्धादिसि । मुक्ति युद्धादिसि ।





इति नवौः श्रीशिवाय
(सिद्धिदायकस्तुतः) भक्तदात्री
नारायणाय नमः
सिद्धिदायकस्तुतः
श्रीशिवाय

गङ्गा (विष्णुपत्नी, पद्माक्षर)

प्रादुर्भाव इत्यर्थे सिद्धम् ।
अत्रादिभूतम् ।

বাসাবলোভন নৃসিং বাবু লেনন, এক বাথাল কুমারকে নিতের হাড়ে বসানুই
 ছেলেভক্তি এবং পানকেন লক্ষ্যভক্তি মাথাত উল্লসিত কনকচিহ্ন
 ক্রোড়লেননর কেন্দ্রীয় চক্রে 'ভক্তি' শব্দটি লিখিত থাকিবে
 এবং সেই থেকে শহরের কক্ষবন্দী কুমার ভাব ইত্য

হাজারের বেশট পিটার কনফিডেন্স ইক্সপ্লোর কাঙ্ক্ষা নিয়েছিলেন। বেশ কয়েক দফায় করে এই লায়খতলাটি নির্মাণ করেন ইতালির সর্বশ্রেষ্ঠ স্থপতিরা। মিসেস লায়খতলা হার নিশান দেখুওঁতে লক্ষ্য প্রস্তুত করেন। সেট পিটার কনফিডেন্স হল হোমসের স্থপতির অন্যতম নামকরা স্মৃতি-নিদর্শন।

୪। ହାଲନ୍ଦେଲ ରେଭେନ୍‌ସେନ୍ସ ଅପୂର୍ବ ଶିଳ୍ପୀ ହାଲନ୍ଦେସେନ୍ସ (୧୮୬୫-୧୯୨୦) ଇଂରାଜିଲ ସ୍ଥାନରେ ଏକ ଗ୍ରନ୍ଥକାର, ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହିଁ ହେଉ ନୁହେଁ ନୁହେଁ ଶାନ୍ତିଶାଳୀ ସେହି, ଶାନ୍ତିର ବ୍ରହ୍ମ, ସମସ୍ତ ଚାରିଟି ।

কৌবনে রাখারেন ফেরেন্স থাকতো ও কাজ করতেন, যেখানে তিনি তাঁর অনেক কণ্ঠ চিত্র রচনা করেছেন। আর তাঁকে স্নেহে অমূল্য জ্ঞানান হতছিল। সেখানে রক্ষারেল খতিবুত থাকতেন, সেট পিটার ব্যাখিজাল তাঁরির কাজে নিতত নিতেন।

আনন্দ ও সুখে ভরপুরে রাখায়েনের দিলে শওতার আসিকা।
 বাঙালিয়ার চিত্র সহ রাখায়েনের অনেক চিত্র খাজে নরহিত অক্ষ।
 মহাশুগীর পটু-শিল্পীদেহ প্রভিনার (আইন) নরহিত চিত্রখানির
 মিল কয়

রাফায়েলের 'সর্বশ্রেষ্ঠ' চিত্র 'নিপটাইন সামজনা', যেটি বহুটি
এক শহরের সেন্ট মিল্টনস 'কাথিড্রালের' জন্য অঁকা হয়েছিল, প্রতিদান
এই রচনাটি মানুষের প্রতি গভীর সম্বন্ধে সত্য : শিল্পী 'এখানে এমন
মানুষের জগৎকে দেখিয়েছেন, যে' হীলারের সুন্দর স্বপ্নে সত্য সবচেয়ে
পরিণত ও নিখোঁজ গাভানদের মত নিতে শ্রুতি

১৯৭৬ সালে মিস্টার সত্যেন্দ্রনাথ বসু, এম.পি.এ. মিলে-ভাষায় পুষ্টি
করেছেন, যার শৃঙ্খলায় মানবজাতি আরও পায়।

१। विश्वव्यापी जन-सुखार्थी ना विचारों नानुसार विचारों यत्नाय प्रकाशित प्रकाशित है जो प्रकाशित है विचारों
विचारों और जनसुखार्थी ना विचारों नानुसार विचारों यत्नाय प्रकाशित प्रकाशित है जो प्रकाशित है विचारों
२। विचारों नानुसार विचारों यत्नाय प्रकाशित प्रकाशित है जो प्रकाशित है विचारों
कहते हैं ३। विचारों नानुसार विचारों यत्नाय प्रकाशित प्रकाशित है जो प्रकाशित है विचारों
विचारों नानुसार विचारों यत्नाय प्रकाशित प्रकाशित है जो प्रकाशित है विचारों
विचारों नानुसार विचारों यत्नाय प्रकाशित प्रकाशित है जो प्रकाशित है विचारों
विचारों नानुसार विचारों यत्नाय प्रकाशित प्रकाशित है जो प्रकाशित है विचारों





সম্মতি-ইতিহাস
(প্রাকৃতিক)

১০৬। সম্মতি, সৈন্যদল-ভাঙ্গা ও সৈন্যদের বিদ্রোহ
হিন্দু স্মৃতিস্মারিকা

ইতিহাসে সৈন্যদল-ভাঙ্গা ও সৈন্যদের বিদ্রোহ
হিন্দু স্মৃতিস্মারিকা

১। সম্মতি-ইতিহাসে সৈন্যদল-ভাঙ্গা ও সৈন্যদের
বিদ্রোহ হিন্দু স্মৃতিস্মারিকা

১০৬ - ১০৭। সম্মতি, ইতিহাস ও সৈন্যদল-ভাঙ্গা
হিন্দু স্মৃতিস্মারিকা

সম্মতি-ইতিহাসে সৈন্যদল-ভাঙ্গা ও সৈন্যদের
বিদ্রোহ হিন্দু স্মৃতিস্মারিকা

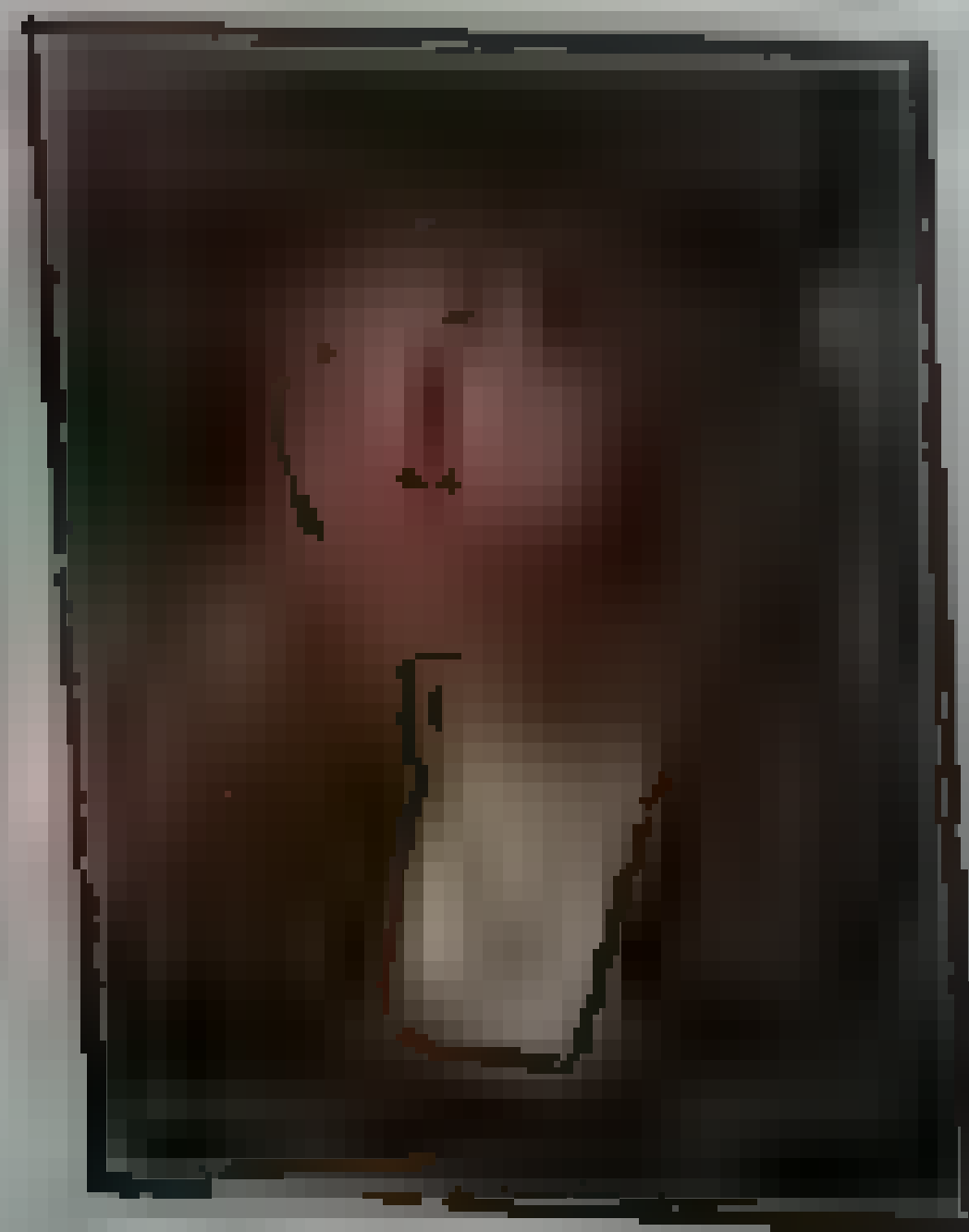
সম্মতি-ইতিহাসে সৈন্যদল-ভাঙ্গা ও সৈন্যদের
বিদ্রোহ হিন্দু স্মৃতিস্মারিকা

সম্মতি-ইতিহাসে সৈন্যদল-ভাঙ্গা ও সৈন্যদের
বিদ্রোহ হিন্দু স্মৃতিস্মারিকা

২। সম্মতি-ইতিহাসে সৈন্যদল-ভাঙ্গা ও সৈন্যদের
বিদ্রোহ হিন্দু স্মৃতিস্মারিকা



সম্মতি-ইতিহাস
(প্রাকৃতিক)



जयस्य सत्यस्य सतिदुष्टि । जयस्य सति
सिद्धिदुष्टि ।

[illegible]

ঈশ্বরানন্দ জীবন বৃত্তান্তে ব্যাখ্যা করছেন। ইন্দ্রনাথের ছাত্রসময় এইসব বিষয় বিকাশিত হয়েছিল, যেমন, প্রতিভাবৃত্তি, নিঃসঙ্গা ক্রিয়া, বিশ্বজনীনতা, বিশ্বজনীন মহান শিল্পী ছিলেন টেন্ড্রান্ট জেন রুইন ১৬০১ - ১৬৬৯, সত্য প্রত্যয় নামে না থেকেই সামান্য জীবন ভিত্তি করে গড়ে তুলেছেন; আত্ম পাত্র তুলি শত শত ছবি ও এনসেম্বলিং, দেড় মাসের সময় ও দুই মাসের সময় ইত্যাদি। জামসেটজিরায়ে বসবাস শুরু করে টেন্ড্রান্ট এক বিশেষত্ব নিলেন। হওয়া ওঠেন। তাঁর দেওয়া ফরমেশন সত্য ছিল না, তাঁর অনেক শিষ্য ছিল।

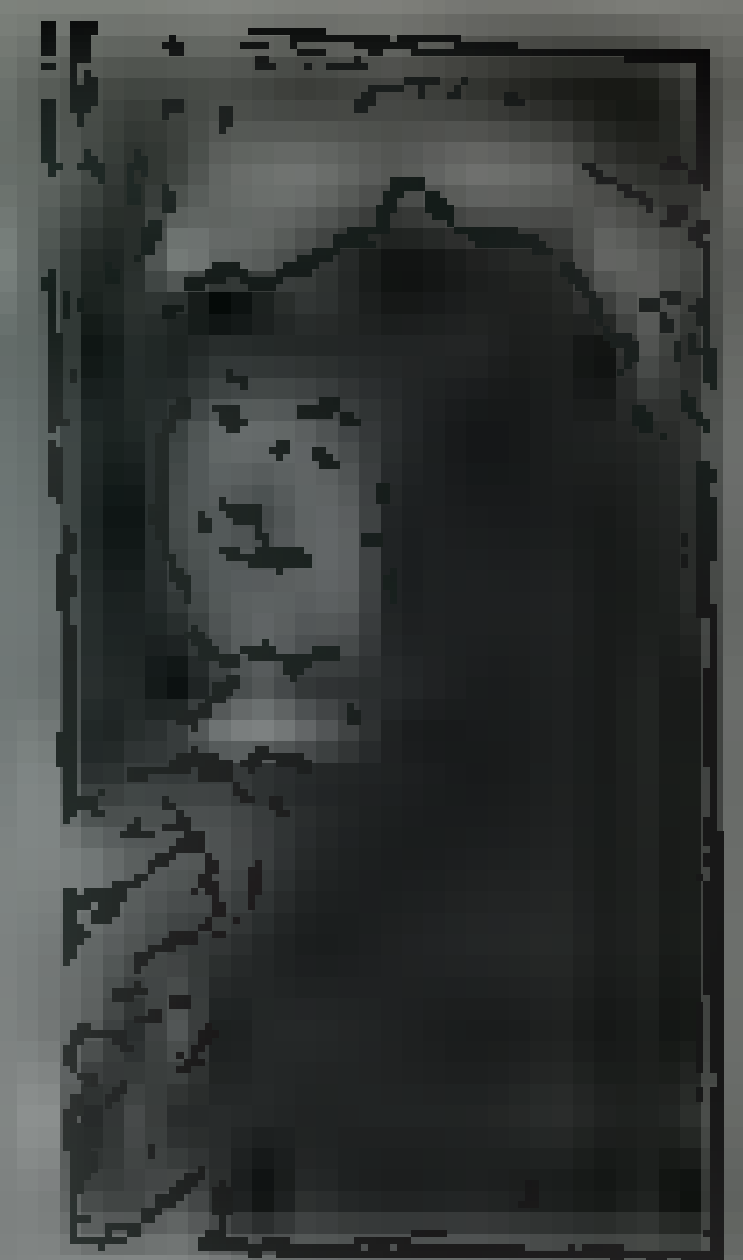
রেম্‌ফোর্টের দৃষ্টি নিবন্ধ ছিল মানুষ এর জায়গা টাংগি ও
মহাপীড়ার উপর নিম্নী তথ্য এঁকেছিলেন নিম্নোক্ত জীবন ও মনোজ্ঞান
বিষয়ে, অল্পমাত্রাভাৱে, তাঁর দ্বারা এ পুস্তক প্রতিকৃতি তিনি প্রথম
একশ আনুষঙ্গিকতা রেখে দেখেছেন এটি দেখেছেন নিম্নোক্ত জনসমূহ
কেনি নিজেদের এবং আনুষঙ্গিকতা দেখেছেন এবং নিজেদের সমস্তই মানুষের
মুখের অসংখ্য বহুদর্শী প্রকাশভঙ্গিকে দেখিয়েছেন।

শিল্পের জীবন সত্য প্রত্যয়নে ইচ্ছুক এই শিল্পীদিগের মধ্যে দর্শন
ফরমাশদাতাদের সম্পর্কেই যথেষ্ট যত্নের যারা তাঁরা উপর ভরসা রাখেন
জব্বরদস্তি চাপাতে চাইতেন। তাঁরা জীবনে এক বিপুল স্বন্দর দর্শন ফটিয়ে
ফরমাশ প্রায় প্রাপ্ত না, তাঁরা মিলিট জোড়ের মাঝে যেতে বাসন,
দেখা পরিবেশের জন্য তাঁরা বিদ্রোহ-সম্পত্তি ও শিল্পদর্শনের অগ্রগতির
মিত্রি করা হয়েছিল। শিল্পী নিজেদের দায়িত্বকে হুইয়ের মধ্যে এক বর্ষিত
এলাকায় চলে যেতেন। তবে নৃত্যের দিকটিকে অগ্রসর রাখা না,
নবদর্শনদাতাদেরই প্রেমবশত তাঁরা যেখানে রচনাগুলি সৃষ্টি করেছেন

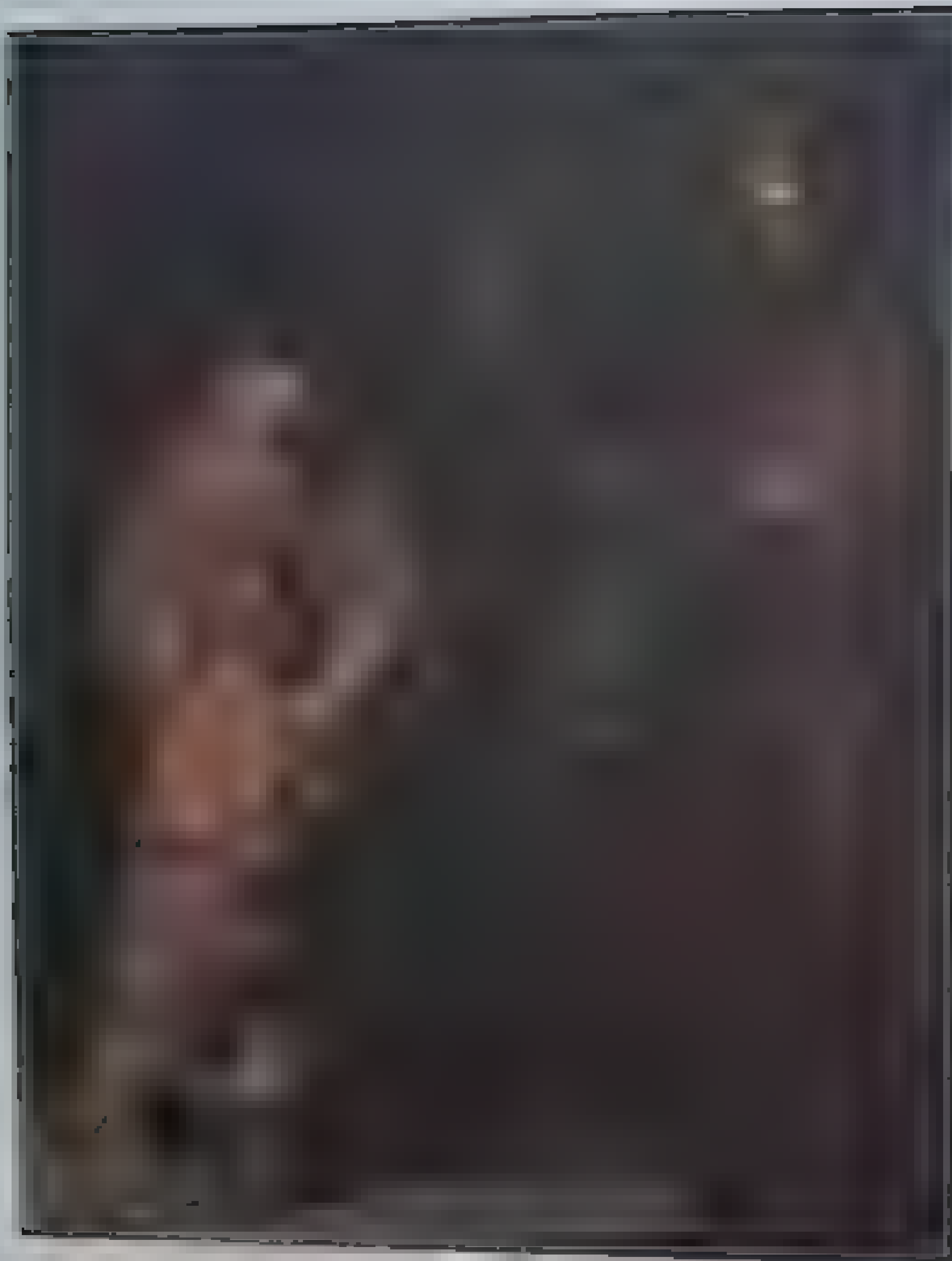
সমন্বিত কাজের মাধ্যমে প্রচলিত কৃষক-কৃষান প্রতিষ্ঠানকে
আমেরিকা মুখশিল্পে একটি উঠেছে, জাতি নিয়ন্ত্রণে ছাড়া, বহু বছরের
চিন্তাভাবনা, বদলানো পদ্ধতি জীবনের প্রতিফলন।

শিল্পীর সুরশাসন — আরো অধিকার দিল্লীক রদহা জানো
 সাহায্যে তিনি চিত্রের মদেচের গুরুত্বপূর্ণের প্রতি দৃষ্টি অবশ্যই করেন।
 তার মন উন্মোচন করেন আরো ক'জন কুদ্রি ক' বসন্তের খেতক
 মুগ্ধক উন্মোচন করে মানুষের হৃদয়ের জগতের প্রকাশ করে
 সেম্ব্রাশের অন্যতম শ্রেষ্ঠ তিনি 'অশ্রুপট্ট মজারের প্রজ্ঞাবর্তন' জঁকা
 ইয়েজিল তার মূর্তির শিল্পকর্মের মধ্যে এটি দেখে মনোহরবান্ধব বনে শুভ
 হয় সমস্ত অনুভূতি : মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা, মানুষের প্রতি, তার মনুতাপ ও
 সম্ভোগদের কপারে বিশ্বাস

সহযোগিতার জন্য আরও বিদ্বান
 ইনস্টিটিউটের ধনী স্বেচ্ছাসেবী এই প্রতিষ্ঠানটির সিনিয়র সভাপতি কর্তৃক
 প্রদত্ত। ব্রহ্মসামাজিক মন্ত্রণালয়, কলকাতা-৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২,



विद्यया वाचस्पतिमुक्ति
विद्यया वाचस्पतिमुक्ति


$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$
$$\frac{d}{dt} \left(\frac{\partial L}{\partial \dot{x}} \right) = \frac{\partial L}{\partial x}$$
[illegible]

A handwritten musical score for the song 'The Rose Tree'. The score is written on five staves. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The melody is written in a simple, folk-like style. The lyrics 'The Rose Tree' are written below the first staff. The score continues with four more staves, each with its own line of lyrics. The handwriting is in ink and appears to be from a 19th-century manuscript. The paper is aged and slightly discolored. The overall style is that of a personal or working draft of a musical composition.

A handwritten musical score for the song 'The Rose Tree'. The score is written on five staves. The first staff begins with a treble clef and a key signature of one sharp (F#). The melody is written in a simple, folk-like style. The lyrics 'The Rose Tree' are written below the first staff. The score continues with four more staves, each with its own line of lyrics. The handwriting is in ink and appears to be from a 19th-century manuscript. The paper is aged and slightly discolored. The overall style is that of a personal or working draft of a musical composition.

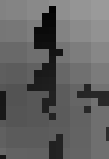
1. $\frac{1}{2} \times \frac{1}{3} = \frac{1}{6}$
 2. $\frac{1}{4} \times \frac{1}{5} = \frac{1}{20}$
 3. $\frac{1}{6} \times \frac{1}{7} = \frac{1}{42}$
 4. $\frac{1}{8} \times \frac{1}{9} = \frac{1}{72}$
 5. $\frac{1}{10} \times \frac{1}{11} = \frac{1}{110}$
 6. $\frac{1}{12} \times \frac{1}{13} = \frac{1}{156}$
 7. $\frac{1}{14} \times \frac{1}{15} = \frac{1}{210}$
 8. $\frac{1}{16} \times \frac{1}{17} = \frac{1}{272}$
 9. $\frac{1}{18} \times \frac{1}{19} = \frac{1}{342}$
 10. $\frac{1}{20} \times \frac{1}{21} = \frac{1}{420}$

[illegible]

॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥
 ॥ श्रीगणेशाय नमः ॥

(Musical notation for the first system of the piece)

1. *Handwritten musical notation on a single staff.*
 2. *Handwritten musical notation on a single staff.*
 3. *Handwritten musical notation on a single staff.*
 4. *Handwritten musical notation on a single staff.*
 5. *Handwritten musical notation on a single staff.*
 6. *Handwritten musical notation on a single staff.*
 7. *Handwritten musical notation on a single staff.*
 8. *Handwritten musical notation on a single staff.*
 9. *Handwritten musical notation on a single staff.*
 10. *Handwritten musical notation on a single staff.*

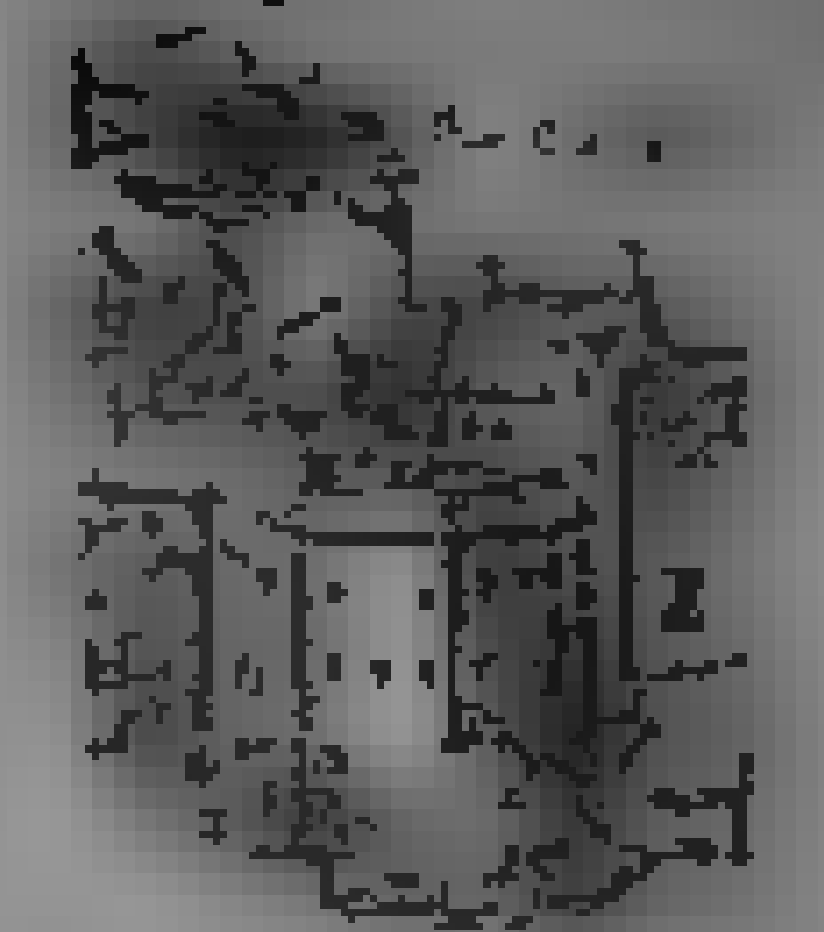
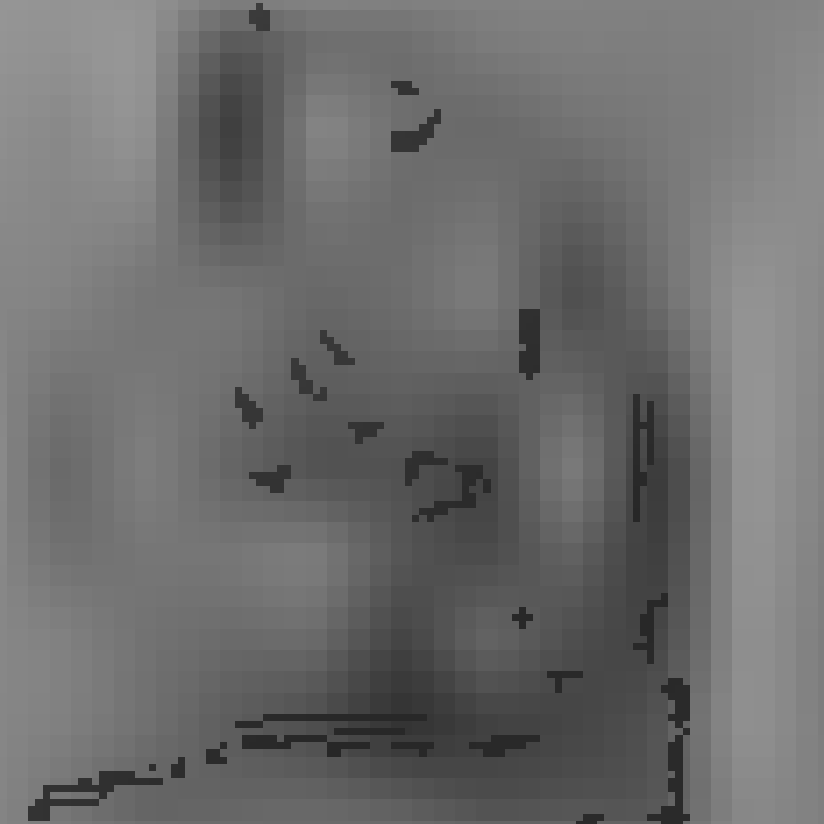


ॐ नमो भगवते वासुदेवाय । (१५)
 भक्त्या योऽपि कुरुते । विदुषोऽपि
 योऽपि भजति ।

उत्तराखण्ड के लिए कलकत्ता में आगस्ट १९४७ में एक बैठक हुई। इस बैठक में उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया। इस बैठक में उत्तराखण्ड के विभिन्न क्षेत्रों के लोगों ने भाग लिया।

উপন্যাসে উপাস্য পাত্র এক সন্তোষ করা বর্ণিত হয়েছে, - যখন কোন
 নুতন পোশকের অসুখিত আনন্দিকরা: 'নৃত্যের ক্ষেত্র উপস্থিত' একজন 'পোশাক'
 উত্তেজিত এসে চোখের পরকে এখানে সবাই কর্তৃত্বভীরু হয়ে উঠে।
 যেহেতু 'নিমিত্তের সুর দিক থেকে' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড'
 একমত নয়, 'কান্ডের সুর' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড'
 প্রভৃতি। এরা উপাস্য কল ইঙ্গকে 'কিছু' 'কিছু' 'কিছু' 'কিছু' 'কিছু' 'কিছু' 'কিছু' 'কিছু'
 ইঙ্গকস্বরূপ উপাস্য ছবি 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড'
 নাম্যে 'প্রটেক্ট-টনের' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড' 'কান্ড'

৩. উইলিয়াম হেমলিগার। ১০ম শতাব্দীর প্রথম দশকের জন্ম।
 কনস্টান্টিন দ্বিতীয়। ১০ম শতাব্দীর শেষ দশকের জন্ম।

[illegible]

$\frac{1}{x^2} = x^{-2}$

যাঙ্গর জনসাধারণ নাটকের প্রতি প্রাথমিক বোধ করত, সর্বকিন্তু ভুলে উত্তরজাতির নিতান্তের মধ্যে সর্বকিন্তু নাটক অভিনয় দেখত, যাঁদের সাহসে স্বয়ং প্রবী এলিজাবেথ ছদ্মবেশে নাটক দেখতে আসতেন।

মহান লেখক উইলিয়ম শেক্সপিয়ারের (১৫৬৪ - ১৬১৬) সমগ্র জীবন তাঁরই নিজস্ব নাটকের সঙ্গে। প্রথমে তিনি ছিলাম অভিনেতা এবং পরে লক্ষ্যের প্রাণ মণিমালা জনসম্মুখে মানিক শেক্সপিয়ার ৩৭টি নাটক লিপিবদ্ধ টেজার্ড, হাসির ও ঐতিহাসিক নাটক, আর তার সঙ্গে লিখেছেন অসংখ্য কবিতা।

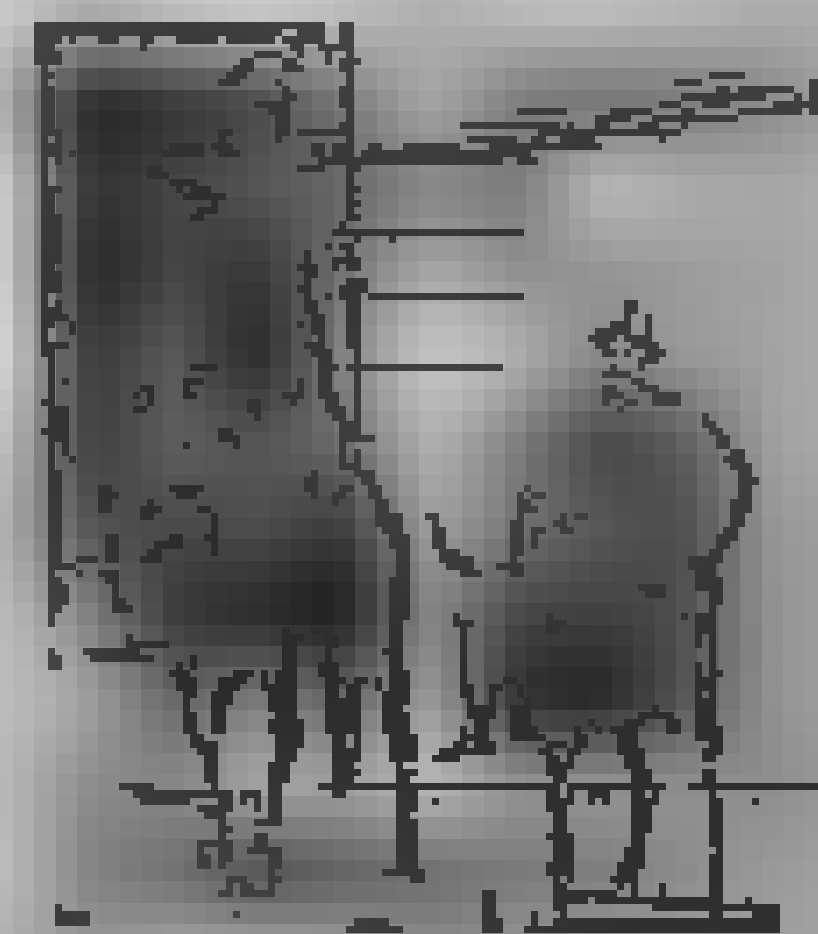
শেক্সপিয়ার বুঝেছিলেন যে পুরাতন, সামন্ততান্ত্রিক জগতের সমাপ্তি আসন্ন পায় তবে তিনি নতুন দুনিয়ার সঙ্গেও তার অর্ধের আনন্দ ও সুখের হোলুপতায় সঙ্গেও আপোস করতে পারেন না। লেখকের মতে, সর্বত্র হিসেবাই হয় তা বিচার করে সব অনুভূতিকে বিশ্বাস, ন্যায়সঙ্গতা ও প্রেমকে 'চারিপাশে' বা ঘেরছি, সবই বদমায়েসি, দেখেনে দলেছিলেন কবি।

শেক্সপিয়ার গভীরভাবে মানুষের মনো অনুভব করতেন। শেক্সপিয়ারের এক টেজার্ডের নায়ক হামলেট স্তব্ধ বলেছেন : 'কী অপূর্ব দৃষ্টি এই মানুষ ! হুজিস্তার কতই-না মত্ত, কাজেকর্মে কতই-না নিভূর্ত ও অপূর্ব জগৎ-সংসারের সুন্দর সৃষ্টি।'

'হামলেট', 'ওথেলো', 'কিং লিয়ার', 'হোমিও ও জুলিয়েট' এবং অন্যান্য টেজার্ডে শেক্সপিয়ার দেখিয়েছেন, কীভাবে মন ও ন্যায় সম্পর্কে সঙ্কটের আল সাহসী মানুষের স্বপ্ন চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে বাস ইতিমধ্যে জগৎমান হয়েছেন শক্তিব ও বীর নায়কদের, তাদের সুউচ্চ অনুভূতির পেছন ও ঘেরা, বিপ্লব ও সাহসিকতার চরম হোমিও ও জুলিয়েট প্রাণের অবশেষ একে অন্যকে ভালবাসে, কিন্তু তাদের পেছনের পাশে অন্তরায় হল অনেক জনের পারিবারিক শত্রুতা। তরুণ তরুণী বয়ঃ যুগে পথঘাটী হল, কিন্তু আপোস করল না শেক্সপিয়ারের নায়ক-নায়িকারা 'ভাংগার' হাতে অবদা আধ্বলি-না : তারা যাতনায় সন্ন ও সংগ্রামী চারপাশ, তবে পৃথিবীকে বদলে তুলল।

মহান লেখক নায়কসত্ত্বাভাবে চোখ চরিত্রের ছবি এঁকেছেন এবং সমগ্র লোকের কথাবার্তা ব্যঙ্গভাষে ব্যবহার করেছেন। শেক্সপিয়ারকে কার্য মার্গে মনে করতেন অন্যতম 'পুনরুৎপত্তি', যাদের আর পশ্চিম মানবজাতি অন্য দিয়েছে।

৪ সেরভান্টস মহান স্যারিগ লেখক বানকতাবালী মিগেল সেরভান্টস (১৫৪৭ - ১৬১৬) কঠিন জীবনচলন করেন তাঁর জন্ম হয় এক গরিব-মজুর ব্রাজিল পরিবারে, বিশবিদ্যালয় শেষ করার পর আঁচরে তিনি



১৬ম কুইক্সট ও নায়ক স্যারিগ সেরভান্টস শহরে স্মৃতিসৌধ

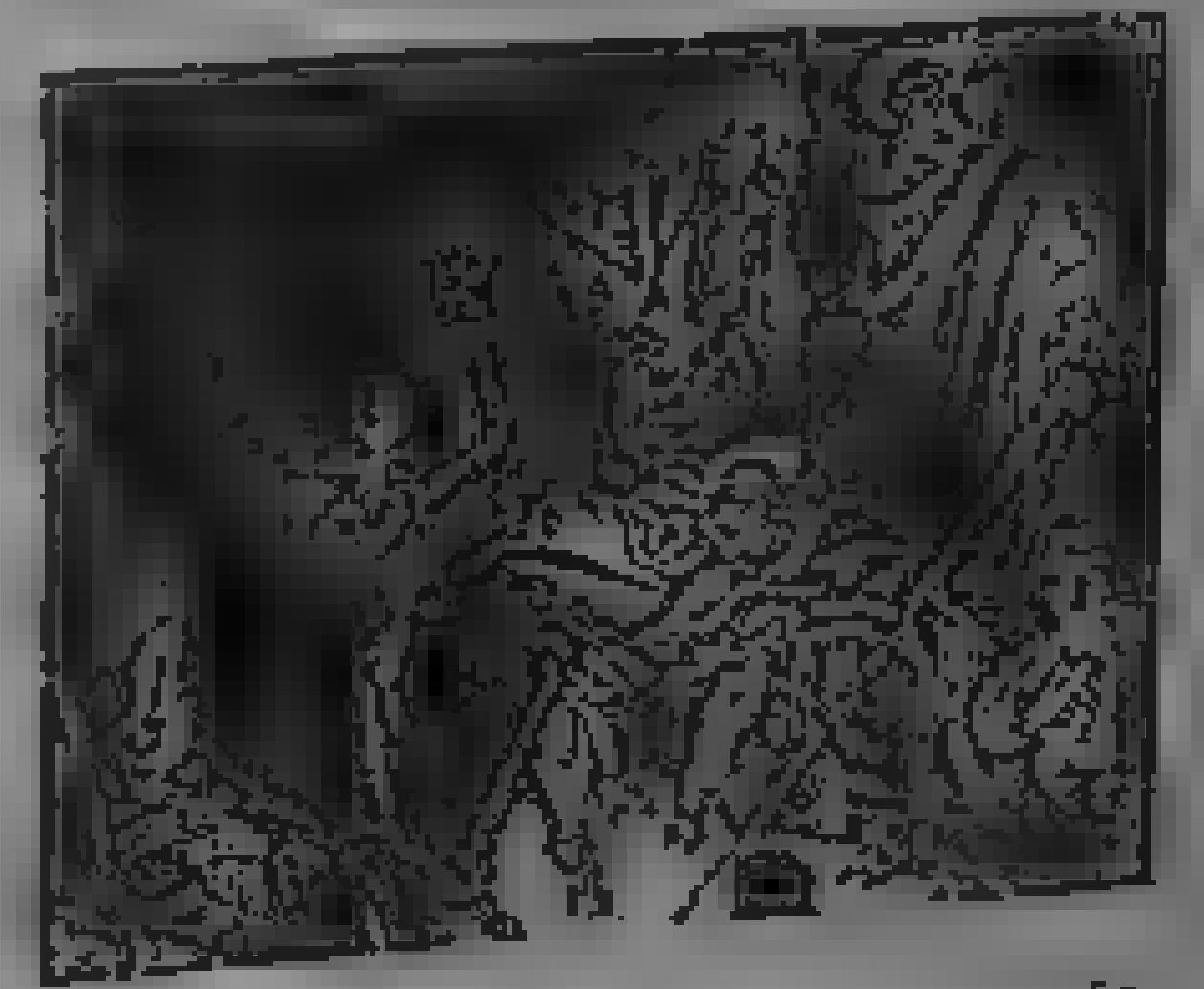
দেখা হল তাঁরই সের স্যারিগ ব্রাজিলে তিনি গুরুতর আহত হয় যে জাহাজে করে সেরভান্টস স্পেনে ফিরেছিলেন, জাহাজের মেসি মরল করে আলজেরিয়ায় ভাড়িয়ে নিয়ে যায় তবু লোক পচ বছর বসিন্দায় কাটালেন, বেশ কয়েকবার পালোয়ার মার্গ প্রচেষ্টা চালান পুজাপুরি দেউতায়ার মুক্ত দেশ পর্যন্ত তাঁর পরিবার খুঁজল না নিয়ে তাঁকে উদ্ধার করেছিল। বৈটে পাকার জন সেরভান্টসকে বাফনা আনায়গণীর কাজ নিতে হয়েছিল। তাঁর কাছে মস্তমাদারক এই চাকরিতে থেকেই তিনি জনসাধারণ জীবন জানেছিলেন।

যা নিয়ে বিশৃঙ্খলিত হয় সেরভান্টসের সেই প্রধান রচনা হল 'জন কুইক্সট' উপন্যাস বইটির নায়ক - যৌনিক গরিব হওয়া খুঁজতে লোক নাইটদের সমস্ত অনেক উপন্যাস ভালভাবে পড়ে পড়তেন বেরিয়েছে এবং তার উপন্যাস দুর্ভাগ্য ও উৎপত্তিভনের রকম করা 'জন কুইক্সটের প্রচেষ্টা হল মানুষের 'জলন্ত' শোষণরচনা এবং পৃথিবীতে অবিলম্বে মন্য প্রতিষ্ঠা করা বেচন, লম্বা, শীর্ণক 'জন কুইক্সটকে সন্ন্যাসী অনুগ্রহ করে চলেছে তার বিশ্বাস অস্বাভাবিক 'মেসিওনট', বৈটে 'মাস্তো পুজা'। তবে পশ্চিম নাইটদের দিন চলে গেছিল : জন কুইক্সটের মস্তমাদার বনতে ছিল তার পূর্বপুরুষদের অস্বাভাবিক বরচ-পরা বর্জিত, এর মুক্তের মোড় - সন্ন্যাসী পাত্র এক বনমর বনু, তার মস্তমাদার এক চতুর কুমার।

উপন্যাসের নায়কসত্ত্বার মধ্যে বিপরীতা জাতিও অনেক মিল বিদ্যমান তারা মন্য, সক্রিয়, অনেক ব্রহ্ম নাজ নেয় 'জন কুইক্সট' সাধারণকে যাত্রার মন্য করছে বেরিয়েছিল এই অবলোক আশ্রয় নিয়ে যে, সে সহজেই ধনী ও বাফাশাল হবে তবে লোকদের সেবা করতে গিয়ে পাকার 'জন কুইক্সট' তাদের মন্য মতিই করেছিল। উইক্সট মিলনটিকে মৈত্রী ভেবে সে সাহসের সঙ্গে বরম্ব তাঁচরে সেরভান্টস উপর ব্যাপিত।

জন কুইক্সট ও সেরভান্টস।
উপন্যাসের 'জন কুইক্সট'
বরম্ব মেসিওন ও মাস্তো
১৬ম শতাব্দী

জন কুইক্সট উপন্যাসের
একটি মন্য 'পুজা' নাজ
১৬ম শতাব্দী



‘‘ହରିହର,’’ ଭାବେ ଜଣି ଏହି ଭାବେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କାରମୁଖ୍ୟ ଥିବାକୁ ଅନୁରାଧାଦେବ
 ଖୁସି ନିଶ୍ଚେଇଲେ । ଆରମ୍ଭହୀନା ତାର କାନ୍ଦେ ଦୁର୍ଗ ଗର୍ଭେ ହସ୍ତେଇଲେ, ଏହା ଉଦ୍ଧାର
 ପାଇ — ଗୁପ୍ତହସ୍ତେର ସେନାପତି

তখন কুইবটকে জনাই অভিধাপ দেওয়া হয় ও মারমর বন্দীকরণ, তাকে নিয়ে হাসাহাসি ও উপহাস করা হয়। তবে মানুষের প্রতিজ্ঞার ইমজা বজায় থাকে, ডন কুইবটের প্রভাবে সামোয়া রাজ্যও বদলায়। এক দূর্নী অভিযান্ত্রিক যখন ঠাট্টাচ্ছিলে তাকে এক ঘোঁপের রাজ্যপাল নিয়ুক্ত করে, তখন এই অশিক্ষিত ধূষক আদ্যাত্ত বিচারের রাজদানের সময় বিস্কতা, দায়পত্রায়ত্ত ও নিম্নবর্ষ মনভোই প্রকাশ করে।

পূর্বদিকে বন্দ ও অন্যান্যের বিরুদ্ধে আত্মত্যাগী সংগ্রাম চালানোর জন্য আহ্বান জানানকারী সেরভেন্টসের এই ঊষন্যাসটি বিভিন্ন দেশের জনগণের মিলে গুরুত্বপূর্ণ পরিণতি হইবে।

[illegible]

§ 60। विज्ञान ও গির্জার বক্ষ্য অগ্রাঘ

১। বিশ্বজন্মের বিকাশ: কনস্টান্টিনোপল, ভিয়েন্না ও প্যারিস ও মাদ্রাজনগর
পৰ্যটক পৰে মহাসাগরের জমীয়া প্রান্তরে প্রতি দেবার ব্যাপারে
সমুদ্রযাত্রা হত্যা পুষ্টিতে বসে ছিল না। ১৭শ শতাব্দীর গোড়ায়
যখন একটি কনস্টান্টিনোপল অস্ট্রিয়ান আধিপত্যের
কর্তৃত্বের উত্তর এশিয়ায় অজানা ভূমিতে অনুপ্রবেশ করে এবং প্রসার
১৮শ শতাব্দীর উপর্যুপে দাঁড়িয়ে হয়। কনস্টান্টিনোপল, সমুদ্র ও মহাসাগরের
একটি নিম্ন গাছের পৰ্যটক নববংশ চাণিকের
অসংখ্য সফল লাভ করাছিল

সেইসঙ্গে সামগ্রিক জগৎ আন্দোলনের সঠিক জায়গা নির্ধারণের জন্য
 বঙ্গ-ব্রাহ্মণের পলিটিক্স উদ্দেশ্যে জনতার প্রয়োজন ছিল বিকশমান
 অনুপ্রাণিত করে ছোয়াচিহ্নিত করে বাস্তব সঠিক জগতের প্রত্যক্ষ

[illegible]

• विशेष विचार : यह प्रश्न है कि, सामान्यतः अनुचित अर्थ मान्यता क्या है ?

ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਦੇਵੀ ਕੌਰ, ਜਨਮ 1945, ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੇਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ।
ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਜਸਦੇਵੀ ਕੌਰ, ਜਨਮ 1945, ਪਿੰਡ ਗੁਰਦੇਵ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁਕਤਸਰ, ਪੰਜਾਬ, ਭਾਰਤ।

২। নিকোলাস কোপারনিকাস সৌরজগতের ব্যাপ্তির করণি দৃষ্টিভঙ্গির বিরুদ্ধে পৃথক আঘাত হন। মশাম তৎকালীন বিশ্ব, যে নিকোলাস কোপারনিকাস (১৪৭৩ - ১৫৪৩),

অতি সাধারণ মানসবৈজ্ঞানিক সাহায্য এও বহুদূর অতিক্রম
নো পারলিকাস আকাশের নানা জ্যোতিষ্মক নিরীক্ষণ করতেন ছাটিল
হিসাব নিকাশ মনের বিজ্ঞানী এই নিকটত্ব উপনীত হন যে পৃথিবীর
মুহুর্তে সূর্যের চারিদিকে এবং একইমুহুর্তে নিজ অকরক ক্ষেত্রে পৃথিবীর
ফল অনেক গ্রহের ন্যায় একটি, এবং সৌরশি সমস্ত মুহুর্তে সূর্যের চারিদিকে

বহু বছর ধরে একাধিকবার নিম্ন আদিকার সোপানে উন্নয়ন
নতুন মতবাদে তার জীবন শুধু যে নির্ভর নির্ভর করত তাই নয়,
উদ্ভূত হইত নবীন সনাতন ও দ্বিধা, এ সত্য প্রমাণিত
করত যে, সূর্য মুরাহে পৃথিবীর চারিদিকে, আর একবার
নয়ন করতেন। অতীতসৃষ্টি সত্যকে হারিয়েছে বলেছে।

୧୯୫୭ ମସିହା କୋମ୍ପ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କ ଡାକ୍ତର ଡିଜେନାରିଆସ୍‌ଙ୍କଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ନମ୍ବର୍କୋଡ୍ ବଣିଟି ଅକାଶେଶ୍ୱର ସିଂହଙ୍କଦ୍ୱାରା ଗଠନ । ତାହା ସମୟ ସ୍ୱଳ୍ପ ସଂସ୍ଥାର ଗଠନ ଉପାଦାନ, ଓଡ଼ିଆ ଡାକ୍ତରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼ିବାର ଏକାନ୍ତ ମାଧ୍ୟମ ନିଜା । ଏହା ଡାକ୍ତରୀ ସ୍ଥିତିରେ କୋମ୍ପ୍ୟୁଟରମାନଙ୍କର ଆବିଷ୍କାରଦ୍ୱାରା କଲେ ବିକଳତା ବଢ଼ିବ ନାହିଁ । ତାହା ଡାକ୍ତରୀ ନିର୍ମାଣର ଏକ ଉପାଦାନ ।

০। জর্দাননা বুদনা বিজ্ঞানমন্ডল সমিতি, ইলাহাবাদ প্রতিষ্ঠিত। সমিতিটির
ইতিহাসিক নথিতে চিত্তাভিনন্দ জর্দাননা বুদনা (১৯৪৮ - ১৯৫০) উল্লিখিত
করছেন। শিক্ষামন্ত্রী তাঁকে মন্ডলের শায়ে অধ্যয়ন করতেন। এবং মন্ডলটির
থেকেই জ্ঞানের প্রতি জর্দাননার দৃষ্টি প্রবল। বুদনা এবং মন্ডলমন্ডল
বিজ্ঞানমন্ডল উদ্যোগের নিরন্তর উন্নয়ন করতেন। মন্ডল কল্লিমালায় ইতিহাস
বুদনা বিজ্ঞান বুদনা ব্যবস্থাপনিকার মন্ডল পড়াতে এবং বুদনাভিনন্দ
মন্ডল, পূর্ণশিল্পী ব্যাপারে বিজ্ঞান মন্ডল মন্ডল মন্ডল মন্ডল মন্ডল মন্ডল
কালে লাগান হয় এবং তিনি মন্ডল মন্ডল মন্ডল মন্ডল মন্ডল মন্ডল

শুরু হল ভবনমূলে ও আত্মসমীক্ষায়, তখন কীভাবে ও সত্যের জীবন।
 সামাজিক ও পুষ্টিগোষ্ঠী চার্জের আর্থিক পুনর্গঠন।
 গাভিদের উন্নয়ন, কাটাতে ও কাচ করতে গিয়ে নং ১৬ মজুর দর তিনি
 ছিলেন ফান্স, ইংল্যান্ড, জার্মানি ও চেকোশ্লোভাক প্রভৃতি ছিলেন চমৎকার
 বই ও পুস্তিকাগুলি লেখক।

ପଢ଼ିଆ ଓ ପ୍ରତିଭାଶୀଳ ଲେଖକ
 ଗୋପାଳନିକଟରାୟ ବିହାରୀ ଚନ୍ଦ୍ରବର୍ମା ଇର୍ମାନୋ ହୁଏ ନବଲେଖକ
 'ଉତ୍ତମ' କବିତ୍ରୟ, 'ସଂସ୍କୃତିଶ୍ରୀ' ଶେଷ ଲେଖକ, ଡ଼ା. ନାମା ଦାସ ଏ ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ
 ଶୁଭ୍ର ପ୍ରଶିଦ୍ଧି ଲାଭ, ଏହାଙ୍କ ସୂଚକ ବିଷୟବସ୍ତୁର ଉପଲବ୍ଧି ଲାଭ, ସମାପ୍ତି

[illegible]

১. হর অমরতা নক্ষত্রের সন্নিহিত, যার প্রতিটি - প্রায়শঃই চক্ষুর
আলোক দ্বারা দৃশ্য। এইসব সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে নিবেনের গ্রহগুলি
কিন্তু এই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে নিবেনের গ্রহগুলি
কিন্তু এই সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে নিবেনের গ্রহগুলি

নেতৃত্ব জনা পাগলোঁদা বুনে ইতানিওঁ যিহে এলেন এখান
 এ'ত দু'টি জন বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হল এবং তঁহি ধৰ্ম আদালতত
 বন্দীভূত হলেন। তায় আট বছর বুনে জয়মকৰ কাৰাগারে কাটালেন
 তেৰ ধৰ্ম আদালতত অনুৰোধ, নিৰ্যাতন, কোনকিছুতেই তাঁর দু'টিভাঙ্গি
 বদমান দেল না, গিৰ্জায় আদালত তায় দিল বিজ্ঞানীকে অগ্নিকুণ্ডত
 পুড়িয়ে মাৰা হোক। তায় বুনে বুনে নিজের জন্মপদের দিকে চেয়ে
 চোঁটলে উঠলেন : 'এই তায় দিলে মৃত্যুপথঘাতী আমার থেকে আপনাই
 ক্ষয় বেশি ক'পছেন।'

১৬০০ সালে ইুনোকো পোড়ান হয়। মৃত্যুস্থলে, রোমের ফুল-চতুরের পরবর্তী কালে এক মিনার নির্মিত হয়েছে, যাতে এই কথাগুলি খোদিত আছে: 'সমস্ত জাতির স্বাধীন চিন্তাভাবনার জন্য তিনি মাথা ঠুঁট নম্বরছিলেন এবং এই স্বাধীনতার জন্য তিনি মৃত্যুপথযাত্রী হন।'

৪। গ্যালিলিও গ্যালিলেই। ভেনিসের বাসিন্দাদের মধ্যে সাদা পড়ে গেছিল, শহরের প্রধান ক্যাথিড্রালের কাছে বিশাল অনুষ্ঠান ভীড় তৈরি হয়েছিল। ক্যাথিড্রালের ঘণ্টা-ঘরে বিজ্ঞানী গ্যালিলিও গ্যালিলেই (১৫৬৪-১৬৪২) যে দূরবীক্ষণ যন্ত্রটি নকশা করেছিলেন, সবাই সেটির মধ্যে নিজে দেখতে চাইতেন।

১৯৭৬-৭৭ চতুর্থ পঞ্চম বিজ্ঞানী, যিনি টেলিফোনিকভাবে সাহায্য
করেন। পরেওও সন্তান টেলিফোনিকভাবে সাহায্যে তিনি প্রশাসনিক
কর্মসমূহে ৩০ পূর্ণ মিনিঃ প্রকারে দেখতে সর্বদা ইচ্ছা করেন। বিজ্ঞানীর
বিজ্ঞান হল যে, সাধারণ চেয়ে আমেরিকা জাতি ও বৈশ্বিক ন্যায়ের
সময়। অনেক বৈশিষ্ট্য দেখা যায় যে, পৃথিবীর মধ্যে টাইম ও আদর্শ
কালে, বৃহৎস্টি প্রকৃত চারিত্র্যে নানা উপস্থিতি আছে এবং সুদৃষ্ট
কিন্তু অন্যতম টেলিফোনিকভাবে সাহায্যে পারিবারিক আরও অনেক আদর্শের
কালে। এই সবই ইচ্ছা নৈতিকতা ও জীবনোদ্ভব বৃদ্ধির দিক
কালে।

[illegible]

नानिजिउ भासिदये ।
(१९५५) १९५५

জাপানি পেশাবাদ্য তাঁকে নতজানু হতে বাসে বিচ্যাবকেন্দ্রে বসুধরনা হতে
অপমানজনক 'অনুভূত' কথাটি উচ্চারণ করতই প্রমত্ত হন।

[illegible][illegible]

এইভাবেই ধর্মের বিরুদ্ধে বিজ্ঞান বিদ্রোহ করেছিল এবং তার
 নন্দনমা ছেড়ে বেরিয়ে এসেছিল। অগত্যা বাধ্য হয়ে অন্য, প্রতীতির
 নিয়মাবলী আবিষ্কারের জন্য বিজ্ঞানীদের সামনে নতুন নতুন দিগন্ত
 উন্মুক্ত হয়েছিল।

2

[illegible]

এৱা ভাৱেৰ উশসং হাৱ

১) সামন্ততন্ত্রের পতন এবং পুঁজিবাদী উৎপাদনের উত্থান কেন ঘটেছিল ?
 মধ্যযুগের ইতিহাসের শেষ তথা চতুর্থ পর্বাণটি দ্বিভূত ছিল ১৫শ
 শতাব্দীর শেষ থেকে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। প্রায় এক হাজার
 বর্ষব্যাপী এ ছিল সেই সময়, যখন পশ্চিম ইউরোপের দেশে মনে
 সামন্ততন্ত্রের পতন এবং পুঁজিবাদী উৎপাদনের উত্থান ঘটেছিল।

১৫ম ১৬ম শতাব্দীর নবম শতাব্দীর প্রারম্ভিক ও উত্তর
 বিভাগে দ্বিতীয় ১৬ শতাব্দীর প্রারম্ভিক ও উত্তর
 প্রারম্ভিক ও উত্তর ১৬ শতাব্দীর প্রারম্ভিক ও উত্তর
 প্রারম্ভিক ও উত্তর ১৬ শতাব্দীর প্রারম্ভিক ও উত্তর
 প্রারম্ভিক ও উত্তর ১৬ শতাব্দীর প্রারম্ভিক ও উত্তর

[illegible]

बालापुर कारक : नभसुदास
 देविदास कृष्ण
 राजभरणीकोठि निर्धारण कर
 भूविज्ञानो ज्ञेयमन कृष्ण
 श्री गुरुदेव स्वस्त्यस्तु

इतिहासः
इतिहासः इतिहासः इतिहासः
इतिहासः इतिहासः इतिहासः
इतिहासः इतिहासः इतिहासः

कनकदन्ति, कलान् बनाते हैं
 ७. एनर्जीलेस निद्रा
 हाइड्रोटे गैमिक फल
 मेरुद्विज ?

ও গণ্যমান্য মালিক বুর্জোয়া ভাড়াটে-শ্রমিকদের শোষণ করত। কোন কোন দেশে কৃষকদের জমি থেকে বিতাড়িত করা হত, অন্যান্য দেশে তারা ক্রমশ গরিব ও দেউলিয়া হয়ে পড়ত। দেউলিয়া কৃষককুল ও ক্মতিগররা, সহ-ওত্সাদরা ও শহুরে গরিবরা ভাড়াটে-শ্রমিকে পরিণত হত।

মহান ভৌগোলিক আবিষ্কারগুলি ও নানা উপনিবেশ দখলের ফলে বণিক, ব্যাংক-মালিক ও কলকারখানার মালিকদের সম্পদ সম্ভোগের গতি বেড়েছিল। আমেরিকা, আফ্রিকা ও এশিয়ার আদি বাসিন্দাদের ইউরোপীয় নিম্নজাতীয়রা নৃশতন ও দাসত্ব বন্ধনে আবদ্ধ করত। জনদস্যুতা ও শ্রীতনাস ব্যবসার ব্যাপক প্রসার ঘটেছিল। লক্ষ লক্ষ লোকের দুঃখ ও মৃত্যুর মূল্যে বুর্জোয়া নিজেদের সম্পদ বাড়াত।

সামন্ত শ্রেণী নিজ হাতে জমি ও শাসন-কমন্ডা ধরে রাখতে চাইত। তাই তা সামন্ততান্ত্রিক কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রকে আরও জোরদার করত। ইউরোপের বহু দেশে মধ্যযুগের শেষ দিকে স্বেচ্ছাশ্রমী রাজতন্ত্র সুদৃঢ় রূপলাভ করেছিল।

বুর্জোয়া সম্প্রদায় উৎপত্তির সঙ্গে জড়িত ছিল এক নতুন, মানবজাতীর সংস্কৃতির বিকাশ। সৌরজগৎের গঠন সম্পর্কে পুরনো, ধর্মীয় ধারণার বিরুদ্ধে এক প্রবল আঘাত সৃষ্টি হয়েছিল। ধর্মের সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করে অগ্রগামী বিজ্ঞানের বিকাশ ঘটছিল।

২। সামন্ততন্ত্রের নৈসর্গিক উৎখাত কেন অবশ্যস্বাভাবী ছিল?

পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে বাধাসৃষ্টি করেছিল সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থা : জমির উপর সামন্ত মালিকানা, স্বেচ্ছাশ্রমী রাজতন্ত্র, শিজার প্রভাব। উচ্চ করভারে জর্জরিত এবং দেনাপ্রস্তু কৃষকদের কৃষি-খামার উন্নতি করার কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং তারা হস্তশিল্প শ্রমশ্রী কিনতে খুব কম। বিকাশমান পুঁজিবাদী উৎপাদন ও সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যকার বৈপরীত্যের ফলে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র রূপলাভ করেছিল।

ইউরোপের দেশে দেশে শক্তিশালী গণ-আন্দোলনের ঢেউ জেগেছিল। শুরু হয়েছিল ধর্ম-সংস্কার — প্রভুত্ববাদী শিজার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ও জনসাধারণের এক আন্দোলন। জার্মানিতে কৃষক যুদ্ধ ছিল বৈপ্লবিক পথে সামন্ততন্ত্র উৎখাতের প্রথম প্রচেষ্টা। তা ব্যর্থ হয়েছিল, যেহেতু জার্মানিতে পুঁজিবাদী সম্পর্ক যথেষ্ট বিকশিত ছিল না, বুর্জোয়া ছিল অল্প সংখ্যক ও দুর্বল।

যে দেশে রাজ্যতন্ত্রে জনসাধারণের সংগ্রামের নেতৃত্বদান করেছিল বুর্জোয়া সম্প্রদায়, সেখানেই প্রথম বুর্জোয়া বিপ্লব বিজয়ের মূহ দেখে। তা পুঁজিবাদী উৎপাদন বিকাশের পথ পরিষ্কার করে, সামন্ত উৎপাদনের বন্ধন থেকে বুর্জোয়া উৎপাদন।

জনসমষ্টির কোন কোন হুপকে নিয়ে বুর্জোয়া সম্প্রদায় গড়ে উঠেছিল? তা কীভাবে সম্পদ অর্জন করত?

সামন্ত রাষ্ট্রের পঠন-কাঠামোর কী কী রূপদল ঘটেছিল? এর কারণ কী ছিল?

১৪শ — ১৭শ শতাব্দীর প্রথমার্ধে সংস্কৃতি উৎখাতের কারণ কী ছিল?

পুঁজিবাদী উৎপাদন ও বাণিজ্যের ভবিষ্যৎ বিকাশের পথে কী বাধা ছিল? শ্রেণী সংগ্রামের উত্তর রূপ লাভের কারণ কী ছিল?

শ্রেণী সংগ্রামের তীব্রত্ব কিসের দ্বারা প্রকাশিত হত? শিজার বিরুদ্ধে কেন সর্বত্র সংগ্রাম দেখা দিয়েছিল?

কোথায় প্রথমে বুর্জোয়া বিপ্লব বিজয়লাভ করেছিল? এই বিজয়ের পরিণাম কী হয়েছিল?

মধ্যযুগের ইতিহাসের নবোন্মেষ									
১৪শ শতাব্দী	১৫শ শতাব্দী	১৬শ শতাব্দী	১৭শ শতাব্দী	১৮শ শতাব্দী	১৯শ শতাব্দী	২০শ শতাব্দী	২১শ শতাব্দী	২২শ শতাব্দী	২৩শ শতাব্দী
১৪শ শতাব্দী	১৫শ শতাব্দী	১৬শ শতাব্দী	১৭শ শতাব্দী	১৮শ শতাব্দী	১৯শ শতাব্দী	২০শ শতাব্দী	২১শ শতাব্দী	২২শ শতাব্দী	২৩শ শতাব্দী

নিজ সম্পত্তি ও ক্ষমতা রক্ষার জন্য সামন্ত শ্রেণী কঠোর সংগ্রাম চালাচ্ছিল। শুল্কমাত্র বনপ্রয়োগেই সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার উৎখাতসাধন করা যেত। তাই সামন্ততন্ত্র থেকে সে সময়কার অধিকতর অগ্রসর পুঁজিবাদী ব্যবস্থার উত্তরণের জন্য বুর্জোয়া বিপ্লব ছিল অবশ্যস্বাভাবী।

মানবজাতির ইতিহাসে মধ্যযুগের তাৎপর্য

ইতিহাসে অবশ্যস্বাভাবীভাবে একের বদলে অন্য ব্যবস্থা আসে : আদিম গোষ্ঠী ব্যবস্থার পর অনেক জাতির জীবনে এসেছিল দাস ব্যবস্থা, এবং তারপর — সামন্ততন্ত্র। প্রতিটি নতুন ব্যবস্থা অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্ষেত্রে আগেকার তুলনায় ছিল অধিকতর উন্নত।

সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় দেখা দিয়েছিল শ্রম বিভাজন : শহর ও গ্রামের মধ্যে, আলাদা আলাদা কারিগরি শিল্পের মধ্যে, দেশের এলাকায়গুলির মধ্যে, পুঁজিবাদী প্রতিষ্ঠানগুলির অভ্যন্তরে। প্রতিটি নতুন শ্রম বিভাজনের কল্যাণে তার উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধি পেয়েছিল।

মধ্যযুগে কৃষিত জমির আয়তন বেড়েছিল। কৃষিকাজে শ্রম হাতিয়ারগুলি অধিকতর উন্নত রূপলাভ করেছিল : ব্যাপকভাবে ব্যবহার করা হত লাঙল ও মই, জল ও বায়ুচালিত জাঁতকল। জমি চাষের কাজে উন্নতি ঘটেছিল, তাতে কৃত্রিম সার দেওয়া চারু হয়েছিল। ইউরোপে অনেক নতুন চাষ শুরু হয়েছিল : প্রাচ্য থেকে — ধান, তুলো, আখ, চা, কফি, নেরু, কমবারবেরি, আমেরিকা থেকে — আলু, ভুট্টা, টমেটো, ককো।

বর্তমানে বিদ্যমান বহু শহর দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগে। অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকাশে তা বিপুল প্রেরণা সৃষ্টিয়েছিল।

মধ্যযুগ থেকেই লোকে চীনা মাটির বাসন, আঠনা, বাবাগ কটো, সাকান, চশমা, বোতাম, যান্ত্রিক ঘড়ির ব্যবহার শিখেছিল। কোন কোন ধরনের কাজে মানুষের হাত জনচালিত ইঞ্জিন দ্বারা কলসীসে হতে

সামন্ততন্ত্র উৎখাতের জন্য বিপ্লব কেন অবশ্যস্বাভাবী ছিল?

পড়েছিল। দেখা দিয়েছিল ব্লাস্ট ক্যার্নেস, আর ধাতু প্রসেসিং শুরুর হয়েছিল জিপিং, লেন ও গ্রাইন্ডিং মেশিনে। বস্ত্র উৎপাদনে পারে চালানো চরকা ও সমান্তরাল তাঁতবস্ত্র চালু হয়েছিল। সামরিক কাজকর্ম বিকাশে চূড়ান্ত ভূমিকা পালন করেছিল বারুদ ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ভাবন।

মধ্যযুগের লোকে দিকনির্ণয় যন্ত্র ও অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহার শুরু করেছিল। তারা আরও জ্ঞান জাহাজ তৈরি করতে শিখেছিল। সাহসী পর্যটকেরা স্থলদেশ, সাগর ও মহাসাগরের যথেষ্ট অংশ পর্যবেক্ষণ করেছিল, আবিষ্কার করেছিল নতুন নতুন স্থলভাগ — আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া, পরিচয় করেছিল আফ্রিকার দক্ষিণ প্রান্ত, গবেষণা করেছিল এশিয়ার উত্তর-পূর্বাংশ। পৃথিবীর গোলাকারের ব্যাপারে মানুষ ধোল-জানা বিশ্বাসী হল।

মানুষের জীবনে অনেক সাংস্কৃতিক সাফল্য অর্জিত হল। আমাদের জ্ঞানের উৎস — জ্ঞান্য বই দেখা দিয়েছিল মধ্যযুগে। লোকে ববর জ্ঞানতে শুরুর করল সংবাদপত্র থেকে। প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল নানা বিশ্ববিদ্যালয়।

অর্থনীতির বিকাশ এবং শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে বিজ্ঞানের অগ্রগতি ঘটল। বিজ্ঞানীদের হাতে দেখা দিল থার্মোমিটার ও ব্যারোমিটার, দূরবীক্ষণ ও অণুবীক্ষণ যন্ত্র। এখন থেকে বিজ্ঞানীরা শুধু দূর-দূরান্তের নক্ষত্ররাজির প্রতিই পর্যবেক্ষণ চালাতে পারতেন না, বরং স্থলভূমিতম বস্তুর জীবন, জীব ও উদ্ভিদের গঠনের ব্যাপারেও গবেষণা চালাতে পারতেন। সূর্যকে ঘিরে গ্রহগুলি পরিভ্রমার মতবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অসংখ্য গ্রহ-নক্ষত্রের অস্তিত্বের ব্যাপারে প্রতিভাসম্পন্ন পূর্বাভাস দেওয়া হয়েছিল।

শিল্পে বিপুল সাফল্য অর্জিত হয়েছিল। স্থপতিরা সুবিশাল বহু ভবন নির্মাণ করেছিলেন : বহু শতাব্দী আগে নির্মিত দুর্গ, মন্দির, টাউনহল ও ধরবাড়িগুলি আজও নানা শহরের শোভাবর্ধন করেছে। ভাস্কর ও চিত্রকররা আরও সঠিকভাবে জীবন প্রতিফলন করেছিলেন।

মধ্যযুগে নানা রাষ্ট্র গঠিত হয়েছিল, যেগুলির অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান: ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, স্পেন, রাশিয়া, পোল্যান্ড, ইত্যাদি। বহু অস্তিত্ব কাষা সৃষ্টি হয়েছিল : ইতালী, ফরাসী, জার্মান, স্প্যানিশ, ইতালিয়ান। এসব ভাষায় সমৃদ্ধ সাহিত্য রচিত হয়েছিল।

অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকাশে প্রাচীন যুগের তুলনায় মধ্যযুগে মানবজাতি বিপুল অগ্র পদক্ষেপ ফেলেছিল।

?

১। মধ্যযুগের সময় নির্ধারণ কর। এ সময়ে কোন্ ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল? এই ব্যবস্থার সংজ্ঞা দাও এবং এর মূল লক্ষণগুলি উল্লেখ কর। মধ্যযুগের ইতিহাসকে তিন পর্বাংশে বিভক্ত করা হয় কেন? ২। 'মধ্যযুগের ইতিহাসের তিন পর্বাংশ' সারণিটি উল্লেখভাবে দেখ। ব্যাখ্যা কর : এই তিন পর্বাংশ কালে অর্থনীতিতে কী কী রূপবদল ঘটেছিল? মধ্যযুগে রাষ্ট্রীয় গঠন-কাঠামোর কী কী রূপবদল ঘটেছিল? জনসাধারণ কী জন্য সংগ্রাম করত? ৩। সমান্তরালভাবে সারণিটি দেখ। নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে জনবসতির ঘনত্বের বৈশিষ্ট্য অনুসরণ কর : অর্থনীতিতে, সংস্কৃতি বিকাশে। ৪। মধ্যযুগে জনসাধারণের ভূমিকার ব্যাপারে সূচীত দাও। ৫। মধ্যযুগীয় যন্ত্রপাতি ও সংস্কৃতির কী কী সাফল্য লোকে আজও ব্যবহার করে?

মধ্যযুগের ইতিহাস সম্পর্কে তোমার জ্ঞান পরীক্ষা কর
মধ্যযুগের ইতিহাসের তিন পর্বাংশ

পর্বাংশটির নাম ও কাল	অর্থনীতির বিকাশ	জনসংখ্যার বিভিন্ন শ্রেণী ও শ্রমের অবস্থার পরিবর্তন	শ্রেণী সংগ্রাম	রাষ্ট্রীয় গঠন-কাঠামোর পরিবর্তন	সাংস্কৃতিক বিকাশ
১। সামন্ততন্ত্রের গোড়াপত্তন। ৬শ - ১১শ শতাব্দী।	কৃষি যন্ত্রপাতির অগ্রগত মান, তার মন্বয় বিকাশ। প্রাকৃত অর্থনীতির প্রভুত্ব।	নুই মূল শ্রেণী গঠন — সামন্ত-দের এবং অধীন কৃষকদের। সামন্ততান্ত্রিক শোষণ (বোয়াল-বার্টনি, বোয়াল-বোর সাহা-যো বেনা-বর মেটান)।	ভূমিদান প্রথা ও সামন্তদের উপনিবেশের বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম।	আদি-সামন্ত রাষ্ট্রীয় গঠন। সামন্ততান্ত্রিক খণ্ড-বিখণ্ডতা।	জার্মানদের দিকনির্ণয়ের পর পশ্চিম ইউরোপে সাংস্কৃতির পতন। সাংস্কৃতির উপর বিজ্ঞানের একাধিপত্য। হ্যাভো সাংস্কৃতির অধিকার উত্তর মান।
২। সামন্ততন্ত্রের বিকাশ। ১১শ - ১৫শ শতাব্দীর শেষ।	কৃষি অর্থনীতি থেকে কারিগরি শিল্পের আগমন। শহরগুলির উৎপত্তি ও প্রবৃদ্ধি। শ্রম বিভাজন বিকাশ। বিভিন্ন শহর ও গ্রাম, এলাকা ও দেশের মধ্যে বাণিজ্যের বিকাশ।	কৃষকদের শোষণের উপায় বদল (আর্থিক বেনা-বর)। পশ্চিম ইউরোপের বহু দেশে ব্যক্তিগত অধীনতার হাত থেকে কৃষকদের মুক্তিলাভ। বিভিন্ন শ্রম গঠন।	সামন্ততান্ত্রিক শোষণ বৃদ্ধির বিরুদ্ধে কৃষকদের সংগ্রাম। শ্রমিক নানা কৃষক বিরোধ ও যুদ্ধ।	বহু দেশে কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্র গঠন এবং রাজ্য শাসনের জটিলতা-বৃদ্ধি। স্বরাজতন্ত্র।	সামন্ততান্ত্রিক সাংস্কৃতির বিকাশ : নানা বিশ্ববিদ্যালয়, নিদ্রাকলার বিকাশ (রোমান ও সোয়িক পৈলী)। শহুরে সাংস্কৃতির উত্তর। সাংস্কৃতির উপর বিজ্ঞানের প্রভাব হ্রাস; বই জ্ঞান্য আবিষ্কার।
৩। সামন্ততন্ত্রের পতন এবং পুঁজিবাদী সম্পর্কের উদ্ভাবন। ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগ — ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ।	নতুন নতুন যান্ত্রিক আবিষ্কার ও উদ্ভাবন। পুঁজিবাদী মত-শিল্পের উত্তর। বিভিন্ন উপনিবেশ দখল এবং বিশ্ব বাণিজ্যের বিকাশ।	নুই নতুন শ্রেণী সৃষ্টি — বুর্জোয়া এবং ভাড়াটে-শ্রমিক শ্রেণী। পুঁজিবাদী শোষণের সূত্রপাত। কৃষকদের একাধিপত্য বৈজ্ঞানিক।	গর্ব-সংস্কার — সামন্ততান্ত্রিক নির্ধারিত ও কার্যকর চার্টার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া ও জনসাধারণের আন্দোলন। বেনারশাফের বুর্জোয়া বিপ্লব।	কেন্দ্রশাসিত রাষ্ট্রসমূহের পরবর্তী বিকাশ — স্বৈরতন্ত্রী রাজতন্ত্র।	বৈজ্ঞানিক সাংস্কৃতি : শিল্পের উদ্ভাবন, বিপ্লবাত্মক মনস্কর্মে, সৃষ্টিশীলতার রচনাময়। বিজ্ঞান ও বদনের মতো সংগ্রাম।

পাঠকদের প্রতি

বইটির বিষয়বস্তু, অনুবাদ ও অঙ্গসজ্জার বিষয়ে আপনাদের মতামত পেনে প্রকাশালয় বাধিত হবে। অন্যান্য পরামর্শও সাদরে গ্রহণীয়।

আমাদের ঠিকানা:

প্রগতি প্রকাশন

১৭, জুবভ্‌স্কি বুলভার

মস্কো, সোভিয়েত ইউনিয়ন

Progress Publishers

17, Zubovsky Boulevard

Moscow, Soviet Union

মধ্যযুগের ইতিহাস

‘মধ্যযুগের ইতিহাস’ — ১৯৭৮ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় পুরস্কারে ভূষিত গ্রন্থ।

এটি হল ‘প্রগতি’ প্রকাশন থেকে বাংলা ভাষায় প্রকাশিত ‘পৃথিবীর ইতিহাস: প্রাচীন যুগ’ বইয়ের উত্তরসূরী, তবে এর সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও আলোচ্য বইটি পড়ায় বিঘ্ন ঘটে না।

৫ম থেকে ১৭শ শতাব্দীর মধ্যভাগ — পৃথিবীর ইতিহাসের এই ১২টি শতাব্দীর সঙ্গে মধ্যযুগের ইতিহাস জড়িত। এ হল সামন্ততন্ত্রের গোড়াপত্তন ও বিকাশ আর পুঁজিবাদী সম্পর্কের উত্থানের সময়।

পাঠকবৃন্দের চোখের সামনে ভেসে উঠবে পশ্চিম ও মধ্য ইউরোপের নানা রাষ্ট্রের, ভারত, চীন ও অন্যান্য দেশের ইতিহাসের অতি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলী। মধ্যযুগে বিশ্ব সংস্কৃতিতে মানবজাতি যে বিপুল অবদান রেখেছিল, পাঠকগণ সে সম্পর্কে অবগত হবেন।